সংখ্যা ১, ৩-৪
C৩৩-H০৫৪৮২-৫-P৩৬৪৩২

# সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

( ত্রৈমাসিক )

ষষ্ঠ ভাগ ।।

সম্পাদক

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

কলিকাতা

ভারত মিহির যন্ত্র, সান্যাল এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ।

P36232

# সূচী।


| বিষয়। | | পৃষ্ঠা। |
|---|---|---|
| ১। অলঙ্কার-শাস্ত্র | শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী | ১৮৫ |
| ২। অলঙ্কার-শাস্ত্র প্রবন্ধ | পত্রিকা-সম্পাদক | ১৭২ |
| ৩। একখানি প্রাচীন দলীল | শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | ২৯ |
| ৪। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন | শ্রীজগদ্বন্ধু রায় | ১ |
| ৫। কাশীরাম দাসের বংশপরিচয় ও [illegible] | শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | ১১ |
| ৬। গোপীনাথপুরের প্রাচীন শিলালিপি | শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু | |
| ৭। গোবিন্দচন্দ্রের গীত | শ্রীশিবচন্দ্র শীল | |
| ৮। গ্রন্থরচনা সম্বন্ধে প্রস্তাব | শ্রীচন্দ্রশেখর কর | |
| ৯। [illegible] | শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | |
| ১০। [illegible] | শ্রীজগদ্বন্ধু রায় | |
| ১১। পুষ্পাবৎ বনস্পতি বনস্পতিবৎ | শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু | |
| ১২। বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ | শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু<br>শ্রীবৃন্দাবনকান্তি ঘোষ | |
| ১৩। ভবভূতি | শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ | |
| ভবানী দাস বিরচিত রামমঙ্গল পুঁথি | শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী | |
| [illegible] | শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী | |

১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা।

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

## গীতাম্বরদাসের রস-মঞ্জরী।

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে রসমঞ্জরী নামে একখানি গ্রন্থ আছে। [illegible] এই গ্রন্থখানি রচনা করেন [illegible] সমাদৃত হইয়াছে। এইরূপ বিভিন্ন [illegible] প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সব [illegible] সাহিত্য-পীযূষিকা [illegible] টীকা, তৎপুত্র গোপীভট্টের [illegible] পুরোহিত [illegible] রাজরাজ [illegible] রসিক-রঞ্জন, [illegible]

সংস্কৃত রসমঞ্জরীর বিশেষ পরিচয় [illegible] যাহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা [illegible] পাইবেন।

বাঙ্গালাতেও রসমঞ্জরী, গ্রন্থের অভাব নাই। [illegible] কৃত বঙ্গভাষা [illegible] গ্রন্থখানি [illegible] সেই জন্য [illegible] চন্দ্রের রসমঞ্জরী [illegible] মুদ্রিত হইয়াছে।

[illegible] ও ভাষার [illegible] পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীর [illegible] প্রকাশ চেষ্টা না করিয়া সংস্কৃত [illegible]

পাইয়াছেন, উদাহরণ স্বরূপ যথাস্থানে সেইটী সাজাইয়া রসমঞ্জরীর শোভা অনুলনীয় করিয়াছেন। তাঁহার ভাবগ্রাহিতা ও রসপিপাসার নিকট রায়গুণাকর পরাজিত। তিনি সংস্কৃত, মৈথিল ও বঙ্গীয় কবিগণের কোমল-কান্ত-পদাবলী হইতে যে সকল পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা কাব্যামোদী ব্যক্তি মাত্রেরই যে চিত্তাকর্ষক হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন মধুর মনোমুগ্ধকর ভাবময় উপযুক্ত পদের উদাহরণস্বরূপ প্রয়োগ প্রাচীন বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। এই সকল কারণেই এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছি।

পীতাম্বরদাস আপনার বিশেষ কিছু পরিচয় দেন নাই। তাঁহার গ্রন্থ হইতে এইমাত্র জানা যায়—

"শ্রীসরকার ঠাকুর প্রভু ঠাকুর আমার।
শ্রীখণ্ড মহাস্থানে বসতি যাহার॥
[redacted] নানা প্রকার।
[redacted] নাম্য গুণ কলত যাহার॥
[redacted] নীচাদি বিভেদ।
নিপ্রলভ সম্ভোগ তাহার উচ্ছেদ॥
খণ্ডিতাদি অষ্টবর তাহাতে সম্ভব।
আট আটে চৌষট্টি ভাবার ভেদ হএ॥
রসকল্পবল্লী গ্রন্থের অষ্টম কোরকে।
তাহা বর্ণ করিতে পিতা আজ্ঞা দিলা মোকে॥
তাহার করণ কিছু আছিল বর্ণন।
গ্রন্থ-বিস্তার ভয়ে না কৈল লিখন॥
সেই অষ্টদলের [redacted] পাইল।
রসমঞ্জরী বলি তবে [redacted] নাইল॥"

উদ্ধৃত কবিতা কয়টী হইতে জানিলাম, পীতাম্বরের গুরুর নাম শচীনন্দন ঠাকুর, [redacted] অন্তর্গত) শ্রীখণ্ড নামক স্থানে তাঁহার বাস। পীতাম্বরের পিতা রসকল্পবল্লী নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাহারই অষ্টম [redacted] অবলম্বন করিয়া পীতাম্বর 'রসমঞ্জরী' লিখিয়াছেন। তিনি পিতৃদেব-বিরচিত [redacted] উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু [redacted] পিতার নামটী উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। [redacted] ঠিক আমরা রসকল্পবল্লীর সন্ধান পাইয়াছি।" তাহা হইতে জানিলাম, পীতাম্বরের পিতার নাম রামগোপালদাস।

রামগোপালদাস স্বরচিত রসকল্পবল্লীতে এইরূপে পরিচয় দিয়াছেন,

"চক্রপাণি মহানন্দ দুই সহোদর। রঘুনন্দনের সেবক বলি প্রীতি করিলা।
নীলাচলে দুই ভাই প্রভুকে মিলিয়া॥ দুইজনের মস্তকে নিজ চরণ ধরিলা॥

মহানন্দকে কহেন বৈষ্ণব অকিঞ্চন।
সেবা ধর্ম্ম করি তুমি করহ সাধন॥
চক্রপাণিকে কহেন সংসারী বৈষ্ণব।
পুত্রপৌত্রাদি তোমার অনেক বৈভব॥
তাঁর আজ্ঞা পাঞা দুঁহে খণ্ডকে আইলা।
শ্রীনরহরি ঠাকুর অনেক শিক্ষা করিলা॥
বৃন্দাবনচন্দ্র দিলা সেবা করিতে।
দুই ভাইর সেবা ধর্ম্ম ঘোষেন জগতে॥
চক্রপাণি চৌধুরীর পুত্র নাম নিত্যানন্দ।
বৃন্দাবনচন্দ্রের সেবায় পরম আনন্দ॥
তাঁহার তনয় চতুর্ধুরী গঙ্গাবাস।
তার জ্যেষ্ঠপুত্র নারায়ণ নাম॥
তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র চতুর্ধুরী মদনরায়।
রাধাকৃষ্ণ লীলাকথা সদায় গায়॥
গোবিন্দ-লীলামৃত ভাল কৈল পালবন্ধে।
নিরন্তর বাঞ্ছে বৈষ্ণব-পদধূলী॥
তাঁহার কনিষ্ঠ রামগোপাল নাম।
দুর্বাসায় কুশীল বিষয়তৃষ্ণাকাম॥
আরম্ভ করিল গ্রন্থ প্রথম বৈশাখে।
বাণ-অঙ্ক-শর-ব্রহ্ম নরপতি শাকে॥ (১৫৬৫
সপ্তমাস অবলম্ব কার্ত্তিকে সম্পূর্ণ।
পুনর্বার দীপযাত্রা হৈল প্রত্যাসন্ন॥
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা স্থাপি আরতি।
পুস্তক হইল পূর্ণ দিবস দুই সাত॥
কেতুগ্রামে আরম্ভ সম্পূর্ণ বৈদ্যখণ্ডে।
বৈষ্ণব গোসাঞীর দর্শন পাইল সেই দণ্ডে॥

রামগোপাল কি কারণে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাও লিখিয়াছেন,—

'আচার্য্য ঠাকুর-প্রিয় রামচরণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর।
গঙ্গাপার বসতি গ্রাম নাম করিদপুর॥
তেঁহ মোর সেবকের শিক্ষার কারণ।
আমাকে শিখাইতে কহিলা কখন॥
সেই কৈলে ভাষা কৈল নাহি লবে দোষ।
রাধাকৃষ্ণলীলা কথা দেখিলে সন্তোষ॥
প্রথম কোরকে কৈল মঙ্গলাচরণ।
দ্বিতীয় কোরকে কৈল নামকরণ॥
তৃতীয় কোরকে কৈল নায়িকা পরিচার
চতুর্থ কোরকে কৈল ভাবের [illegible]
পঞ্চম কোরকে সহিল নায়িকার [illegible]
ষষ্ঠ কোরকে [illegible]
[illegible] ভাব অনুরূপ।
[illegible] নায়িকার ভাব॥
[illegible] উদ্দীপন।
[illegible]
অষ্টম কোরকে কৈল নানা লীলা কৈল।
[illegible] গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল।

এখন আমরা জানিলাম, মহাপ্রভু [illegible] সময় চক্রপাণি ও মহানন্দ নামে দুই ভাই তথায় [illegible] শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য হইয়া পরিচয় দেন। এই চক্রপাণি চৌধুরীর পুত্র গঙ্গারাম, গঙ্গারামের পুত্র শ্যাম রায়, তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ শ্রীগোবিন্দলীলামৃত-রচয়িতা মদন রায়চৌধুরী ও কনিষ্ঠ রসকল্পবল্লী-প্রণেতা রামগোপাল। এই রামগোপালের পুত্র পীতাম্বর।

পীতাম্বরদাসের রসমঞ্জরীতে যথাক্রমে রসমঞ্জরী, সঙ্গীতদামোদর, গীতাবলী, কবিরঞ্জনের ভাগবতের দশম স্কন্ধ, রসকদম্ব, গীতগোবিন্দ, পদ্যাবলী ও সঙ্গীতশেখর এই [illegible] খানি [illegible]

[illegible] পত্তে।

গোপালদাস, কবিশেখর, রাধিকাদাস ও মনশ্চামদাস এই কয় জনের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কাব্যসন্তোষ, রসকদম্ব ও সঙ্গীতশেখর এই তিনখানি সংস্কৃত গ্রন্থের নাম এবং পুরন্দর-খান ও রাধিকাদাসের পদ এই নূতন পাইলাম। ঐ প্রাচীন গ্রন্থত্রয় ও উক্ত মহাজনদ্বয়ের পদ অতি বিরল, লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। বিশেষতঃ যিনি দক্ষিণবাটীয় কায়স্থসমাজে একজাই-প্রথা প্রচলন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, আজ তাঁহার স্বলিখিত পদদর্শনে প্রকৃত আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। ঐ সকল বিলুপ্ত গ্রন্থ ও পদসমূহ উদ্ধারের চেষ্টা করা উদ্যোগশীল মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

---

বর্ত্তমান পুস্তকখানি প্রকাশার্থ আমরা দুইখানি পুথির সাহায্য লইয়াছি। এই দুইখানি পুথিতে আমরা 'ক' ও 'খ' চিহ্নিত করিলাম।

'ক' পুথি রিপণ্‌স-কার্য্যালয়ে রক্ষিত আছে। বহু দিন হইল, রাঢ়দেশ-হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই পুথিখানির শেষে এই রূপ লিখিত আছে—

"লিখিতং শ্রীসাবর্ণি দেবশর্ম্মণেদং শ্রীমদ্ভদ্র ময়ি লেখকে। শক ১৫৮০ সাল। তাং ২ বৈশাখ।" ইহার পত্র সংখ্যা ২৫।

খ—চিহ্নিত পুথিখানি অসম্পূর্ণ। ১৪ পাতে "দ্বিজোন্মাদ" পর্য্যন্ত লেখা আছে। বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডনিবাসী শ্রীপঞ্চানন কবিরাজ মহাশয় এই পুথিখানির অধিকারী।[১] এই পুথিখানি দেখিলেই নিতান্ত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। সুখের বিষয় এই দুইখানি পুথিতে পরস্পর পাঠে বড় অনৈক্য নাই। তবে প্রথম পুথিখানিতে বাঙ্গালা ভাষার তৎকালীন প্রাচীনরূপ রক্ষিত হইয়াছে, আর দ্বিতীয় পুথি সেইরূপ অনেকটা আধুনিক সংস্কৃত শব্দের ছাঁচে ঢালা হইয়াছে।

রসকল্পবল্লী হইতে জানা যায়, [illegible] ১৫৬৫ শকে নিজ গ্রন্থ সমাধা করেন। এদিকে আমাদের সংগৃহীত 'ক' চিহ্নিত পুথিখানি ১৫৮০ শকে অর্থাৎ রসকল্পবল্লী রচিত হইবার ১৫ বর্ষ পরে নকল করা হইয়াছিল। এরূপ স্থলে বোধ হয়, আমাদের সংগৃহীত পুথি প্রত্যেকের জীবদ্দশাতেই সম্ভবতঃ লিপিবদ্ধ হয়। এই প্রাচীন পুথিখানিই আমরা আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিলাম।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় ইতিপূর্ব্বে কার্ত্তিকমাসের সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় চণ্ডীদাসের চতুর্দ্দশ পদাবলীর প্রাচীনত্ব পুথিসম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম, আমাদের এই আদর্শপুথি সম্বন্ধেও অনেকটা সেই কথা বলা চলে।[২] এই পুথিতে সংস্কৃত ভাষা-প্রয়োগস্থলে তিনটী সকার (শ, ষ, স) দুইটী ন (ন ও ণ) এবং দুইটী জ (জ ও য) এই ৭টী অক্ষর লিখিত হইলেও, বাঙ্গালা প্রয়োগস্থলে সাতটী স্থানে কেবল স, জ, ন এই তিনটীমাত্র দেখা

(১) খ-চিহ্নিত পুথিখানি সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয় সংগ্রহ করিয়া

হয়। ইহার ভাষা-পর্য্যালোচনা করিলে বলিতে হয় প্রাকৃতভাষার নিকটবর্ত্তী [illegible] এতাদৃশ অপর কোন ভাষার নহে। পক্ষান্তরে 'খ' চিহ্নিত আধুনিক পুথিতে [illegible] 'ক' চিহ্নিত পুথিতে যেখানে যেখানে প্রাকৃতানুরূপ শব্দ আছে, 'খ' চিহ্নিত [illegible] সেই সেই শব্দ টানিয়া ছুলিয়া সংস্কৃতানুরূপ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। [illegible] স্থলে 'অ' এবং "রে" স্থানে "এ" আছে; কোথাও বা ব্যতিক্রম [illegible] দোষের দোষ।

---

ঁ নমঃ কৃষ্ণায়।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং তৎপ্রিয়ং শ্রীগদাধরম্।
নিত্যানন্দঞ্চ তদ্ভক্তা তথা চাদ্বৈতসংজ্ঞকম্॥

জয় জয় আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গদাধর।
জয় নিত্যানন্দ আর অদ্বৈত ঈশ্বর॥
জয় জয় নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
জয় জয় বৈষ্ণব আর মহাজন॥
শ্রীসচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
তাঁর গুণ মনোহরে বর্ণতি তাহান॥
মুগ্ধা মধ্যা প্রগলভা গোপী ত্রিবিধ প্রকার।
প্রত্যেক সাধুর্য্য সাম্য গুণ হয় তাহার॥
আর দাক্ষিণ্য ধীরাদি বিভেদ।
বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ তাহার উদ্ভেদ॥
[illegible] এই রস তাহাতে সমাএ।
আট আটে চৌসট্টি তাহার ভেদ হএ।
সঙ্কল্পবল্লী গ্রন্থের অষ্টম কোরকে।
[illegible] লিখিতে পিতা আজ্ঞা দিল মোকে॥
তাহার কবচা কিছু আছিল বর্ণন।
হে বিস্তার ভয়ে না কৈল লিখন।
সেই অষ্টাঙ্গের এপুরী কথোক পাইল।
অনন্তরী কথা তবে গ্রন্থ বাঢ়াইল॥
পাঞ্জিসাঁ না হইতে আগে কহি বর্ণন।
যুক্তিযে তাহে কিছু তাহার কারণ॥

অথ অভিসারিকা।

"কৃষ্ণার্থিনী তু যা যাতি-
সঙ্কেতং সাভিসারিকা।"
সেই অভিসার হয় পুন দুই প্রকার।
জ্যোৎস্না তামসী বর্ণ দিবা-অভিসার।
কুঞ্জটিকা তীর্থযাত্রা উদ্যাত্রা পঞ্চর।
[illegible] তাহাতে সর্ব্বত্রসোৎকণ্ঠা।
শ্রীসঙ্গীতদামোদরে—
"হারিকুঞ্জঘটিহেমন্ত-রজনীষ্বভিসারিকা
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নযাতাদি-কোলাহলী ধরিত্রী।
বাসন্তিকং নিশাতঙ্ক-
পুরদারমহোৎসবঃ
প্রদোষশ্চেতি কথিতা
দশৈতেষ্বভিসারিকাঃ॥

অথ জ্যোৎস্নী।

"নিজাভিসারিণ্যঃ
সর্ব্বাঙ্গীণার্চ্চনোজ্জ্বলাঃ।
ক্ষৌমবত্যো ন লক্ষ্যন্তে
জ্যোৎস্নায়ামভিসারিকা॥"

অথ গীতাবলী—

"ত্বং কুচবল্লিতমৌক্তিকমালা।
স্মিতজাহ্নীকৃতশশিকরজালা॥
হরিমতি সুন্দরি সিততরবেশা।
রাকারজনিরিবনি গুরুরেষা॥ (ধ্রু)
পরিহিতনাহিষদধিরুচিসিচয়া।
বসুপর্বিতঘনচন্দননিচয়া॥
কর্ণকরম্বিতকৈরবহাসা।
কলিতস্নাতনসঙ্গবিলাসা॥"

অথ রাগ :

রাকাশশাঙ্কিরণ-কিরনা-নিহারি।
যতনে পরএ ধনি ধবলিম সারি॥
চন্দ-চন্দনলেপিত সব অঙ্গ।
নিত কুসুমাবলী-হার নব রঙ্গ॥
অব নব রঙ্গিনী করত অভিসার।
কুচযুগ সোহই মুকুতার সার॥
কনকলা সুবরন সসি মনিসাজ।
পদগতিবরন জিনি হংসরাজ॥
মনোহর কুঞ্জ কুন্দ পরকাসি।
গোবিন্দদাস কহে নীল শ্যামা॥

অথ তামসী অভিসার।

লোগুরুবিচিত্রাঙ্গী নীলরাগাম্বরা।
সন্ধ্যোদয়েপরিত্রস্তাকৃষ্ণপক্ষা॥

ভূপালী।

গুরুজন-নয়ন বিধুন্তুদ মন্দ।
নীল নিচোলে ঝাঁপি মুখচন্দ॥
চলু গজগামিনী ধনি অভিসার।
গতি অতি মন্থর আরতি বিথার॥ (ধ্রু)
পৌরিহ মৌক্তিক-মালতিমাল।
তোড়ল মনিমঞ্জীর মুকুর হার॥
হরি অভিসার ভরম ভজ ভোর।
নিন্দহি পীনপয়োধর জোর॥
(কুহু যামিনী ঘন মদন দুরন্ত।
মদন দীপ ধরসাজই পন্থ॥)†
মন-ধাধসে চলু পদ দুই চারি।
নীলকমল তেজলি বরনারী॥
বেয়ক বেষ কাঁচ নীলিম বাস।
কুঞ্জে মিলল কহে গোবিন্দদাস॥

দিবা অভিসার।

মধ্যাহ্ন-দিবস জখন প্রচণ্ড দিন-মনি।
ঝঞ্ঝা পবন বহে বাট জেন তপ্ত আগুনি॥
গুরুজন সবহুঁ রহে ঘরকাজ লাগাই।
দিবসে অভিসার করে অবসর পাই॥

আসোয়ারি।

ঘড় বিসআসে ভুআ নিজ নেহারি।
কামুনকুঞ্জ রহল বনআরি॥
সুন্দরি মা কুরু মনোরথ ভঙ্গ।
সহজে অভিসারে দ্বিগুনাধিকা রঙ্গ॥
কহুঁ ধনি সহজহিঁ পদুমিনী জাতি।
তোহারি বিলম্ব উচিত নহে আতি॥
ভুখন জন জদি না পাঅব অন্ন।
বিফল ভোজন দিন অবসন্ন॥
আরতি-রতি দুহুঁ নহে সমতুল।
গাহক আদর সরজ বহু মূল॥

---

* ধ—গ। † ন—ণ। ‡ অ—য়। † আদর্শ পুথিতে নাই।

(১) সোহই—সোভই, সোভিত। (২) "রাজরাজ"—খ। (৩) ধাধসে—দোহর। (৪) ঘড়বিসআসে—ঘুচবিশ্বাসে। (৫) বনআরি—বনোয়ারী, বনবিহারী। বাঙ্গালা ভাষায় অন্তঃস্থ বকারের উচ্চারণ লিখিবার

গাহ[১] মিলি সখী রহুমনি পাহ।
কাহু কলাবতী রস-নববাহ ॥

## অথ বর্ষাভিসার ।

পহু পিহুর নিসি-কাজর কাতি[২]।
পাওল কৈসে নদী এতয়াতি[৩] ॥
তনয়া বেকল অহি তাহে নাহি সঙ্গ।
কুন্দী সঙ্গে নূপুর পরিপঙ্গ।
ক কহব মাধব পিরীতি তুহারি।
ঐছা অভিসারে না দিএ বর নারী ॥
বাঘ মহিস মৃগ পালে পালাঅ।
ঝী অনুরাগিনী সাথ ভয়াঅ ॥
-খান, দীপ ভরমে দেই ফুক।
লাগিল নাগিনী মুখে মুখ।
সহ সন্তোষ।
নিকুঞ্জক বিলম্ব গমনে নাহিঁ দোষ ॥

## কাম্যিকা-অভিসার ।

র বহু নিনে কামিনী লাগি।
গেল জর জর মনসিজ আগি ॥
ঝাকনা ওরুজন নয়ন নিপাত।
নিশিনা সুন্দরী ভেল পরভাত ॥
জু ভেল ভালে কুঞ্জটী আঁধিআর।
করলহি সাই সেহি অভিসার।
নিশ্চিত মনোরথ অবহিত কান।
নি চলু আন ছলে মাধব সেনা।
অবহুঁ মিলল আন নগরে।
বেসনেক মিটল বৈরি দুরন্ত ॥
হুঁ দুহা হরসিত সুখী করু বোধ।
বিঘটিত বিঘটন চকোরক জোর।
গোবিন্দদাস ভণ
ভাগল বিঘটল মদন পরভাব ॥

## তীব্রিষা-অভিসার ।

চাঁদ-গহনা গগনে লাগি গেল।
ছল করি কামিনী চলিল ভেল ॥
মাধব করু অবধান।
আজু বড় বিতরনা জমুনা-সিনান।
সুপুরুখ বচন করল বেবহার[১০]।
পহিলহি সনমথ যুদ্ধ বিচার[১১]।
বসন ভূষণ সব পরিহর তখনি।
নিজ তনু দেখব তুহে জব জানি।
বমনি-সিরোমনি এতহি বিচারি
ধীর সমীরে চলু রসিক মুরারি ॥

## উষ্মুক্তা অভিসারিকা ।

কাব্যসন্দোহে—

কামাতুরা বহিঃকুলাগার-নির্গমে বিচিন্তয়ে।
তৎপশ্চাত্রমণোদ্দেশঃ উষ্মুক্তা সাভিসারিকা ॥

মনমথ-বানে আকুল ভেল দেহ
দুতিক পহু হেরই নিজ গেহ ॥
নরবিক নাদ জব সুই-শ্রবনে।
উনত্তা হইআ চলে নায়ক মিলনে।
নিলুগুন হুআ নিসঙ্ক চলি জাআ।
বাট পাট সম্পট ভয়া নাহি তাআ ॥
কি কহব মাধব প্রেমক রীত
তুআ অনুরাগিনী এভুবন-চিত।
প্রতিভুজে ভুজঙ্গ বসন কমি সারি।
তবনক, ঘাতে কুলাচল আরি।

---

§ স=ব। ; ন=ণ। ণ=ন ;
(১) গাহ—গাও। (২) কাতি—কান্তি। (৩) পাওলে—প্রাপ্তলে। (৪) গজগাত—গজন
(৫) নাহি নহ। (৬) "বব দুহু মিলল আন আন পহু"।—খ। (৭) দুহাই—দুজন
পবন।—খ। (৮) পহু—প্রভু। (৯) ব্যবহার। (১০) চীত্র—চিত্তাবন

ভাহে কি করয় সমু মন্দিরকবাট।
( ভয় সখি বাদে সিঙ্গ দেই বাট॥ )
আহা রস-ধামস-ভাণ্ড ধুনান*।
ধাবসে ধাবই করলুঁ পাঁচ বাণ॥
সো তহু কুঞ্জে মিলব অবিবাদে।
গোবিন্দদাস কহে পুরল সাধে॥

## সঙ্কেতাভিসারিকা।

সঙ্গীতশেখরে—

"অনঙ্গবাণসন্দর্ভাৎ সঙ্কেতাকল্পনাপি চ।
অন্যব্যক্তভূষণাঙ্গা সঙ্কেতাগমনাহি সা॥"

অনঙ্গবাণে† মহাপীড়া অসম্বিত‡ মন।
নিজ গৃহে স্থির নহে মন উচাটন॥
নিজ অঙ্গের বেশ§ করিতে না পারে।
ভজে নেপুর লেই কঙ্কণ পদে ধরে॥
অঞ্জন কপালে দেই সিন্দুর অধরে।
মতা হএ সেই যুবতীর ঘরে॥

তথাহি—

"লিম্পন্ত্যাঃ প্রমৃজন্ত্যোহন্যাঃ
অঞ্জন্ত্যাঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ
কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ।"

কৃষ্ণমঙ্গলে—

শুনি* বেণু অপমান ধ্বনি।
কুল কুঞ্জর গতি ব্রজ-রমণী†॥
পদে হার পরে কেহ কবেতে নপুর।
কেহ আধ সীমন্তে লেহত সিন্দুর॥

অথ রাগ।

এক পঅোধর‡ চন্দনলেপিত
আরে সহজই গৌর§।
হেম গিরীধর কনক ভূধরন† কোলে মিলল জোর॥
মাধব তুআ দরশন§ কাজে।
আধ পদচালন করিঞা সুন্দরী
আহির দেহলী মাঝে॥ (১)
আহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত
ধবল বহুল কর বাম।
নীলধবল কমল দুহু চাঁদ
পূজল কত কোটি কাম॥
শ্রীযুত হসন জগতভূষণা সোই এ রস জান।
পঞ্চগৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর
ভনে† জগৎরাজখান॥

তথাহি রসকদম্বে—

"করাঙ্গুরীয়ং কবকঙ্কণঞ্চা
পদৈক্তসেবাং পরিচক্রুরাধিকা।
সায়ন্তন কৃষ্ণমভ্যভ্যসারেণা
শুশ্রাব বংশীকলনৈকমাত্রং॥
পয়োধরৈরেকং পরিলিপ্তচন্দনে
নেত্রৈকসংরঞ্জিতকৃষ্ণ অঞ্জনে
সীমন্তিনী সিন্দুরসংযুতা সা
জগাম রাধা পরিকৃষ্ণমন্দিরং॥"

শ্রীসচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
পীতাম্বর দাস কহে রসের বিস্তার॥

ইতি শ্রীরসমঞ্জরীগ্রন্থে অভিসার-বর্ণন সমাপ্ত।

## অথ বাসকসজ্জা।

"যা বাসগেহপরিকল্পিতভল্লমধ্যে
তাম্বূলপুষ্পরচনৈশ্চ সমস্তসজ্জা।
কান্তস্য মঙ্গলসুখং সমুদীক্ষমাণা।
সা কথ্যতে কবিবরৈরিহ বাসসজ্জা॥
নায়ক‡ আসিব বলি মনেতে উল্লাস।
তাম্বূল-পুষ্পের নানা সজ্জার বিলাস॥

---

* স—শ। § দ—ব। † ন—ণ। ‡ অ—র।

(১) এই অংশ আদর্শ পুথিতে নাই। (২) অর্থ স্পষ্ট বুঝা যেলনা (৩) "আর পয়োধরে গৌর।"—প

৪) রসকদম্বের উল্লেখ এক শ্লোক দুইটী আদর্শ পুথিতে নাই। অথচ এই শ্লোকটীও অন্যের নামে আমার মনে নহে।

[illegible] বসি সহ সখীর সহিতে।
[illegible] বাসকসজ্জিকা চিতে॥
[illegible] ভেদ।
[illegible] বিভেদ॥
[illegible] ভাবিতী আর হয় ত রোদিতা।
[illegible] প্রগল্‌ভা বিনীতা॥
[illegible] ভেদ এই অষ্ট প্রকার।
[illegible] পদাতে হএ ইহার বিচার॥

## মোহিনী।

মোহিনী মধ্যে কুসঙ্গিনী বঙ্গকামুক॥
[illegible] মোহিনী সাজে সখীর সহিতে।
[illegible] মোহ অনুমান করে চিতে

যথাচিৎ

[illegible] ভুঁহাঁ ঝুরী গোরাই
ভুহেঁ ধনি মোহিনী বালা।
[illegible] ভুঁহেঁ ধনি
[illegible] জৌবনডালা॥
[illegible] রূপের [illegible]
[illegible] গেহ লেহ বাসাঅবি
[illegible]॥ (৯)
[illegible] সাজন বিরসাজল
কিয়া মাঝে সেজ বিছাই
সরসচন্দনে তুয়া কুচে পূরব
নাগর নহে অবগাহী।

পরিমলে নাসধ ভ্রমরবরজু ধাঅব
ঐছনে আজব কান।
অধর মধুপানে অবহিঁ মাতাঅবি
রসিকসিরোমনি জান॥

## অথ জাগরিতিকা।

নিজ অঙ্গের ভূসাঙ কবি করে [illegible]
উঠি বসি হারে ভাই বলে [illegible]

তথাহি গীত রাগ—

কুঙ্কুমাবলীভিরুপকৃতভঙ্গং।
মাল্যং চামলমনিরয়ত্ন
প্রিয়সখি কেলিপরিচ্ছদমন্তু
উপকল্পয় মম রমসিকুরুষে।
[illegible]-সম্পুটমুপনয় তাম্বূলং—
শয়নাঞ্চলমপি গীতদুকূলং।
[illegible] সঙ্গতনপ্রতিবন্ধং।
মধুরমাহ সনাতনবন্ধুঃ॥

[illegible] পরিহরি ধনি করব [illegible]
আওব হর্ষিত হইল [illegible]
[illegible] গীতগোবিন্দে।—
"পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে
তদবধিবরমধুরধ্বনি পিবতু।
নাথ হরে সীদতি রাধা [illegible]

[illegible] অনন্ত। § ১২২
[illegible]
[illegible] পুথিতে [illegible] পাঠ দৃষ্ট হয়—
তরঙ্গিতবরণতরঙ্গেন [illegible]
[illegible] বিষাদবলক্ষিতলম্বরসে।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] পদানি কিমপি [illegible]
[illegible] [illegible] ইতি [illegible]
[illegible] রোদিতি বাসকসজ্জে।

গান্ধার।

সজনী তব তুহুঁ করহ পথান।
সাধে মিলব তুহুঁ কান॥
তাহে জানি হোয়বি বাধা।
তব নাহি সাঁথর বাধা।
সেই জন কল তব জান।
অব নাহি করব সন্ধান॥"
ঐছন বচন অভিলাষি।
পুরব সুরতবিলাস।
আনন্দ লোরে ভরু আঁখি।
পুলকে পুরল তনু মাটি॥
গোবিন্দদাস অনুভাব।
ধনি এই করত বিলাপ॥

অথ মধ্যোদ্ভিন্নকা।

নিকুঞ্জকানন ধনি করে পরিহার।
নিজ জনা গরিমা কিছু করএ বিথার॥
সখিকর আইলে জেমতে দরিখ বিনোদ।
মনে কত আনা করে বে বিপরীত॥

কেদারিকা।

কুঞ্জে কুসুম হেরি পহু নেহারই
সহচরী সোঁপি গেলা নন্দে।
দিসি দিসি রতন-পদীপ কত রাজত
ঝলমল তনুতহি চান্দে॥
সুন্দরী হেরি বিহসই বঙ্কে।
আমরা মদনবিনোদ রসগাহক
বিলস বিনোদিনী সঙ্গে॥
মৃগমদচন্দন তনুপরিলেপন
গহ গহোয়ল কুঞ্জে।
কোকিল ভমর মনোহর গাওত
ঐছে হরি মন রসপুঞ্জে॥

আজত ঐছে করব রসভঙ্গ
সহচরী নাচএ সুছন্দে।
আনন্দে রোই কেই নন্দন পাসই
— সাহিত বলিহারি বৃন্দ॥"

অথ প্রগল্‌ভা।

যদা যথা—

"তন্বং কল্পয় দৃতি! পল্লবদলৈ-
রম্ভো লতাস্তাবকা।
নিষ্কং মম পুষ্পমণ্ডনবিধৌ
নাদ্যাপি কিং মুঞ্চসি।
পশ্যোদ্দীড়দনঙ্গনাগ্রমহং—
খুলাটীং তত্তরে।
তদ্দেশে পেশলকুন্দদন্তমুকুলিতং
প্রাপ্তো মনঃ শল্লকৈঃ॥"

একাকী রমণে তুষ্টে
প্রগল্‌ভা তল্পমধ্যগা।

প্রগলভ একাকী রহে কুঞ্জেতে বসিআঃ।
নাকিকা আনিব বলি উল্লসিত হিআঁ॥
কিংকরন সেজ করে বকুল বিছাঅ।
দূতীকে তর্জন করি সঘনে পাঠাঅ॥

মল্লারী।

পবন পরশে চলিত মৃদু পায়
শুনইতে রবভরাস।
সচকিত নয়নে সঘনে পানি নিরপয়ে
জানলু আওল শ্যাম।
সাধব সাধহু তুআ সুনাই।
ভনই কেশবী আপন তনু ঝাঁপি
রোখে ছাপাই॥ (ঙ)

---

* ম=গ। † ন=ণ। ‡ শ=ষ। § ব।
(ঙ) "তাহে জানি হোয়ত বাধা।"—ঘ। "বিনোদনবনাগর, বিলসিব বিনোদিনী সঙ্গে।"—ঙ

বিলম্ব হেরি ফেরি সব কানন
পুন অনুমানত চিতে।
চৌরলং পর অন্ত নাহিঁ পাওই,
না বহল নাগর নীতে॥
নখপদ-দীপিত কলিত রস মাধুরী
সুখে নইতে এ বনে উলাস।
আগুসারি রাই কানু অবলোকই
গাবহ গোবিন্দদাস॥

## অথ সুপ্তিকা।

কুসুম সয়নে + মুকাপাত কুসুম-সয়নে উলাস।
সখী সঙ্গে হাস পরীহাস॥২ (ধ্রু)

ধানসী রাগ।

কনকমুকুরে আপন মুখ হেরি
সহচরী পাসে কহএ যেরি বেরি।
বিছায়ব নাগর করি অনুমান।
বিলসব কুঞ্জে আজু কুসুমসয়ান॥
উচ কুচ হেরই লোচন বঙ্কা।
তঁহি পর লেপই চন্দনপঙ্কা॥
আওব নাগর পুরব অভিলাস।
গোবিন্দদাস ভণে আওব পাস॥

## অথ সুরসা।

নানোপায়েন ভূষাভিঃ
সুরসা তল্পকল্পয়েৎ।
কান্তাগমনসন্দেশং
পৃচ্ছতি প্রেষিতাং পুরঃ।

নিজ মন্দিরে রহে নির্ভয় হইঞা।
সুখ শয়ন পরে সেজ বিছাইঞা॥
দূতি পাঠাইঞা জানে নাগরপণা।
বিলম্ব দেখিআ‡ কিছু কহে অনুমান॥

ধানসী।

পরিজন সকল মন্দির তেজি গেলাই
একলি দিন রাতি।
একলি মন্দিরে রহই সুন্দরী
নিরভয়ে যামিনী জাগি
বিদগধ মাধব রসিক সুজান।
রাইক পিরীতি বিনতি জানাওি
অবিলম্বে করহ পয়ান॥ (ধ্রু)
মঙ্গল কলস সুঠাম পূরল
চুতপল্লব ধরি তাহে।
সহচরী মেলি রঙ্গরসকৌতুক
আনন্দে ওর নাহি পাঅ।
শয়নক কাল আজে সব সোঙরহ
হেরইতে রতিপতি ভুলে
গোবিন্দদাস কহই সব নাগরি
বিহি তোহে সেহ অনুকূলে॥

## অথ উদ্দেশঃ।

নায়কাগমনোদ্দেশাৎ
নায়কাকল্পনোক্তি চ।

নানা বেস* করি রহে সঙ্কেত কাননে
নাগরক আসিব মনে উলসিত হঞা
নাগরের উদ্দেসে* নিজ সখীর পায়ে
নানা উপচার করি মঙ্গল গায়॥

কেদারিকা রাগিণী।

অপরূপা রমণী অভিলাষে।
সঙ্কেত-কাননে সেজ বিছাওই
কানু-মিলন প্রতি আস॥

---

* বেস=বেশ। উদ্দেস=য। নাগরক=। অনুকূলে=য।

‡ 'তুলন' —খ (১) এই ধুয়াটী খ—চিহ্নিত পুথিতে নাই।

মৃগমদচন্দন গন্ধ অনুলেপন
বিকসিত চম্পকদাম।
( থপুর কপূরসম্পুট ভাব রাখই
পূরব মনমথ কাম।
মঙ্গল কলস পাসে– ধরি রাখল
রাখল রম্ভা ঠামে ঠাম ॥ )[১]
রতন পদীপ নীপতলে জারল,
চামর বীজ অনুপাম।
কনক দরপনা রতন পরিভাজন
নিবমঞ্ছন অভিলাস ॥
সম্বাদ পাই মিলল বর নাগরী
কহলহিঁ গোবিন্দদাস।

অষ্ট প্রকার বাসকসজ্জা কবিল বর্ণন।
মহাজনের গীত পদ্য করিল গ্রন্থন।
শ্রীনন্দনানন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
পীতাম্বর দাস কহে রসের বিস্তার ॥
ইতি শ্রীরসমঞ্জরী গ্রন্থে বাসকসজ্জা সমাপ্তা।

## অথ উৎকণ্ঠিতা।

সা স্যাদুৎকণ্ঠিতা যস্যা
বাসং নেতি দূতিং প্রিয়ঃ।
তস্যানাগমনে হেতুং
চিন্তয়ত্যাশু যা ভৃশং ॥

উৎকণ্ঠিতা কান্ত পথ করে নিরীখন,
কতখনে হইবেক নাগরা মিলন ॥
সেই উৎকণ্ঠিতা হয় অষ্ট মত।
অনুভব সর্ব্ব সাধু সাস্ত্রেতে বিদিত ॥

উন্মত্তা বিকলা স্তব্ধা
চকিতা চ অচেতনা।
সুখোৎকণ্ঠা প্রগল্‌ভা চ
নির্বন্ধা চেতি লক্ষণা ॥

## অথ উন্মত্তা।

কামোদ্ভ্রমমোরয়া-
দুন্মত্তা বিকলাপি চ।

হট্ট পট্ট কুসুম গলাবেশ।
হরি হরি কয়ল অশেষ ॥
কাহে কক অভরণ বেলক
দরসন ভেল সন্দেস ॥
বিহি মোরে দুরমতি দেল।
মনমথ হানল সেল ॥
লোবে লোচন বন পূরে।
পীতাম্বর দাস বহু দূরে ॥

ধানশী।

দেখ সখি অটমীক রাতি।
আধ রজনী বহি জাতি ॥
দস দিসি অরুনিম ভেল।
আধ চাঁদ উই গেল ॥
কাহে বনাওলি বেস।
বিঘটিত কানু সন্দেস ॥
আজু হরি না মিলিল মো।
বিহি মোবে বঞ্চল সে।
কৈছে ধরব পরাণ।
কো কহে বিদগধ নবকান ॥
গোবিন্দদাস দব ভান।
অবহুঁ মিলাওব কান ॥

---

ক = শ। খ = গ। গ = ঘ। ঘ = ঙ।

(১) বন্ধনীর অংশ আদর্শ পুথিতে নাই, ঋ চিহ্নিত পুথিতে আছে।

বক্ষ জীবন মোর ঐছে নিমজ্জিব
তব নাহি সোঁপবি অঙ্গ ॥
জৈছ উক গরে সখি স্থতি ঘুনাসব
সো অব করু নিপত্তীতে।
পিরীতিকে রীতি অবহু সব মেটব
গোবিন্দদাস-চিত ভীতে ॥

অথ অচেতনা।

চিন্তাকুলা সদা দুঃখা
সসম্ভ্রমাপি পরিত্যজেৎ।
নায়কাগমনচিন্তা-
ক্ষীণতা সাপ্যচেতনা ॥

অচেতন ভঞা ভূমিসম্ভাতে বসিঞা।
চিন্তাজ্বরে মূর্চ্ছা তনু বহএ স্থতিঞা ॥
জল দেই সহচরী করজোড় চেতন।
পাইলা নাগররাজ কহু মিলন ॥
উঠ উঠ অন্তরে সত্বর তনুখানি,
নিকুঞ্জদ্বারে বনমালী ॥
মধুর বচনে শ্যাম নাগরে সন্তাসই
রাই দিঞা যৈছন ভালি ॥

গান্ধার।

মাধব তরুতলে রাই।
তুআ পথ পুন পুন চাই ॥
আঁচরে করএ সমান।
কত সহে বসের পরাণ ॥
কহে আনাআসি তাপ।
বেদন বুঝএ না জাপ ॥
গোবিন্দদাস অবভাস।
অব চলু রাইকপাস* ॥

অথ সুখোৎকণ্ঠিতা।

পূর্ব্বে মুগ্ধা সো করএ বিলাস।
সেই কথা মনে গুনিঞা করএ উল্লাস ॥
আনহ সখি কেশিমথন।
পুরব-বিলাস মোর হএত স্মরণ ॥

গীতগোবিন্দে—

"নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া
নিশি রহসি নিলীয় বসন্তম্।
চকিতবিলোকিতসকলদিশা
রতিরভসরসেন হসন্তম্।
সখি হে কেশিমথনমুদারম্।
বিহর ময়া সহ মদনমনোরথ-
ভাবিতয়া সবিকারম্ ॥ (ক)
প্রথমসমাগমলজ্জিতয়া
পটুচাটুশতৈরনুকূলম্।
মৃদুমধুরস্মিতভাষিতয়া
শিথিলীকৃতজঘনদুকূলম্ ॥
(কিশলয়শয়ননিবেশিতয়া
চিরমুরসি মমৈব শয়ানম্।
কৃতপরিরম্ভণচুম্বনয়া
পরিরভ্য কৃতাধরপানম্ ॥
অলসনিমীলিতলোচনয়া
পুলকাবলিললিতকপোলম্।
শ্রমজলসকললবলেবয়া
বরমদনমদাদতিলোলম্।
কোকিলকলরবকূজিতয়া-
জিতমনসিজতন্ত্রবিচারম্।

* [illegible] ৫৮-৪।

(ক) "কাহে সোরাওসি তাস"—ক।

শ্লথকুন্তলাকুলকপোলয়া
স্তনভিন্নভবনস্তনহারম্।
চরণরণিতমণিনূপুরয়া
পরিপূরিতস্মরতবিতানম্।
মুখরবিশৃঙ্খলমেখলয়া
নখরক্ষতাঙ্কনদানম্।
রতিসুখসময়বসালসয়া-
মমুকূলিতনয়নসরোজম্।
মধুসূদনমুদিতমনোমধু
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমতিশয়-
যুবিপুলনিধুবনীলম্
সুখয়তু কেশবপদমুপনতং
বিরচিতানুকূললীলম্॥ ১

সংস্কৃত গীতা সংখ্যা।[২]

শুনি আর না বল কিছু মোরে
যাও বিহার পিয়া খেল কার ঘরে।
বলী পাইলা নিধি মোরে পাসরিলা।
মান বিনাস করিতে লাগিল।

সহ ধান ভাবতী জানে সকল।
অদভুত রতিবেসে নাগর ভুলিল।
গীতগোবিন্দ—
"স্মরসমরোচিতবিরচিতবেশা।
প্রকটিতকুচযুগ-শোভিতবক্ষোজা।
কাপি মধুরিপুণা বিলসতি যুবতি-
রধিকগুণা।" (ধ্রু)[৩]
সঙ্কেত সাথি রজনি আম আসহ
পাতবিগন কার সঙ্গে।
না জানি ও রাতি অবধি রহি গেল
পাসরি সহজ সুসরল মোহে
সেই দারুন সেল। (ধ্রু)
গুনবতী নিজগুনো মোহে দেয়
বিপরীত সুরতবিলাস।
উচুকুচ চুম্বক পাকি কিঙ্কিনি কাপক
সুরতই ভুজপাস॥
দুতিক হাতে লেখিঞা পাঠাইল
কেন নাঞা কাঞ্চন গোরি

---

(১) বঙ্গলীপি অংশ আদর্শ পুথিতে নাই।
(২) এই পদটি ইহার প্রাচীন বঙ্গানুবাদ বলিয়া মনে হয়।
(৩) এই পদটির পরে আদর্শ পুথিতে নিম্নলিখিত এক পংক্তি উদ্ধৃত দেখা যায়—
হারমনিবন্ধগবলিতবিকাসা। [illegible]
বিকচ নবললিতানবচক্রা। [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
বিপুল পুলকপরিপুরিতদেহা। [illegible]
[illegible]

গোবিন্দদাস অবহিঁ নাহিঁ আওল
কিয়া পাওল বহুতহিঁ ভোগে ॥

## প্রগল্‌ভা।

প্রগল্‌ভা মূর্চ্ছিতা রাত্রৌ
পর্য্যঙ্কে শয়নং ত্যজেৎ।
কান্তাগমনমুৎকণ্ঠা
অগ্রে ধাবতি পঙ্কতীং॥

নিজা তেজিঞা বাসা বনে বাহিরাঅ*।
খনে মূরছিত-তনু কান্দে উভরাঅ॥
খনে বাহিরাঞা চলে আর পথ।
দূতীসহ কলহ ভরাএ অনুরত॥
ঢাকল দূতি সাধলি বাদ।
ত্যজ হাম তেজিব রতিসুখসাধ॥ (বিদ্যাপতি)

রাজা।

সর্ব্বরী* উজোরল চাঁদে।
হেরি মতি ভুলুকিলা কান্দে॥
পরভৃত কুহু কুহু নাদ।
সুনইতে বড় পরমাদ।
বিদগধ রসিক মুরারি।
(আগোআসি কাহে বর নাগরী॥)
ছুট ছট ধরনী সআনে*।
কত সহে অবলা পরানে॥
নিমিখে কল্প করি মান।
গোবিন্দদাস ইহ ভান।
শ্রীশচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
পীতাম্বর দাস কহে রসের বিস্তার॥

ইতি রসমঞ্জরী গ্রন্থে উৎকণ্ঠিতা বর্ণনা সমাপ্তা।

## অথ বিপ্রলব্ধা।

অহরহরনুরাগাৎ দূতিকং প্রেষ্য পূর্ব্বং
সরভসমপি যাতি ক্বাপি সঙ্কেতকং যা।
ন মিলতি খলু যস্যা বল্লভো দৈবযোগাৎ
প্রবদতি ভরতস্তাং নায়িকাং বিপ্রলব্ধাং॥

এই বিপ্রলব্ধা হঞা অষ্ট মতা।
নির্ব্বন্ধা প্রেমমত্তা ক্লেশা বিনীতা॥
নিন্দয়া প্রখরা আর দূত্যাদয়া।
চর্চ্চিতা অষ্টবিং কবি জানে বলি॥

## অথ নির্ব্বন্ধা।

কেলিতল্পে স্থিতা রাত্রৌ
নির্ব্বন্ধা বিপ্রলব্ধয়া।
কেলি সজ্জাতলে রহুঁ রজনী বঞ্চিনা।
সুস্থেতে বসিঞা থাকে নির্ব্বন্ধ করিঞা॥
দৈব নিবন্ধে কান্ত আসিতে না পারা।
সফল রজনী ধনি কান্দিয়া পোহাঞা॥
তোহারি কারণা আওলুঁ মাধব
মোহন জমুনাতীর।
এক কলাবতী লাগি না পাওলু
সকল মাধব টির॥
কবে কর ধরি ভুজলতা বেড়ি
লই গেল আপন দেস*।
সহজে ভ্রমর অমৃতে মাতল
না ছাড়ে কমল লেস*॥
সুন্দরী মন্দিরে কব অভিসার।
অনেক জতনে রতন মিলল
পথে আছে ভেল বাটআর।

---

* ম=শ। † ন=ণ। ‡ অ=য়। § স=ষ।
(১) আদর্শ পুথিতে রজনীর অর্থ নাই।

নিশাপালঙ্কা ক্রপ্তং মুক্তা

নিলয়াং তাং বিদ্ধুর্ঘাঃ ॥

শীঘ্রং যদি নায়ক পালি না আইল।
নিশা সঙ্কেত নালী রজনী পহাইল ॥
হারমাকন্দ ভ্রমরা ঝিঙ্কিআং তেজোজা।
পলাশ আদি সব ভলেতে ভাগাজা ॥
ধৈতবল্যা।

কোমলকুসুমাবলিতচয়নং।
আপনারা বুদ্ধি নিজ শয়নং ॥
শ্রীহরিদাস ন লেভে শরণ। কময়ে ॥ (ধ্রু)
বিদ্যুতমনোহরগণ্ডাবিলাসং।
জিনি যামুনতটভুবি পটবাসং ॥
লক্ষ্মবেহি নিশস্তময়ামম।
ভবে সনাতনলক্ষ্মতিকামম ॥"
কি কাজ কুসুম সেজ কর্পূর চন্দন।
কি করিব হেমমালা মনি আভরণ ॥
কর্পূর তাম্বুল বিদ্যা কি করিব ইহা।
জমুনার জলে সখী দেহ ভাসাইআ ॥
নাহ নিঠুর সনে রাজাইআ দেহ।
কিবা মহ যৌবন কিবা মহ দেহ ॥
ধিক্ ধিক্ জীবন যৌবন অভিমান।
ধিক্ রহু দুতিকে লাজ নাহি মান।
ধিক্ রহু মদনজ্বলন-তরাস।
গোপালদাস ধিক্ জাউ ছারখার ॥

অথ প্রখরা।

প্রখরা বিপ্রয়োগে তু শোকাকুলা
বিচিন্তয়েৎ।

আখিএ নদীনের জল নিরবধি ঝরে।
বিরহে বিলাপ করে কান্দে উচ্চস্বরে ॥
নিজানন্দ নীতিথিনাথি বাধজো
কাজর সহিতে বহে নাশা।
কাম কাটিবারে কর লক্ষ্য করে,
ভ্রূধরএ হেন নাসা ॥
বৈমুখ বিধির বিপাকে।
ভালেহ অনুরাগে নিসি যোসিআ জাগে
স্থানে স্থানে বলি ডাকে।

অথ দুতীপ্রেষণী।

দূতিকাদরিকা বালা সঙ্কেতগৃহে
তিষ্ঠতি।

দৈবাদ্বিঘটিতং কান্তং দূত্যৈব বোধিতি
শর্ব্বরীং।

নায়ক আসিব মবে দূরেত জানিল।
কোকিলের ধ্বনী হেন সমান শুনিল ॥
গুরুজন জাগি বলে উঠিল সত্বর।
নায়কে বিমুখ হঞা গেলা নিজ ঘর ॥
গান্ধারী।

সঙ্কেতে কৃতকোকিলাদিনিনাদঃ
কংসদ্বিষঃ কুর্ব্বতো,
দ্বারোদ্ঘাটননোলপথ-
বলয়ক্কাণংমুহুঃশৃণ্বতঃ।
কোপেনং কোইরমিতি প্রগল্ভজরতী
বাক্যেন বঞ্চয়ন্তী,
রাধাপ্রাঙ্গনকোণকোণিতটপি-
ণ্ডোড়ে গতা শর্ব্বরী ॥
চাতক সম হরি মাগএ করুণে
দ্বার খসাইতে রাধা।
কঙ্কন ঝনকিতে উঠল জাগে
পড়ি গেল দারুণ বাধা ॥

ক্রোধ করি রহে নাইকা নায়কা সাক্ষাতে।
নায়কেরা অঙ্গে করএ দৃষ্টিপাতে॥
ক্রোধে পড়এ নায়ক ক্রোধ দেখিঞা।
অন্যাদেক জায় নাইকা কর্ণোৎপল তাড়িঞা॥
অধীরা নাহুবার সেই নাঞি লজ্জা ভয়া।
ভর্ছনার করিআ কিছু নায়কের কহু॥

কস্যচিৎ।

বসন্ত সময়ে কবহু না যায়।
আজি প্রভাতক নিশি আওলি বিহান॥
কাহু বনচারী নহি একাকী গোপিঞা।
চাতুরী না কর তুহুঁ শাঠ্যশিরোমণি।
চল চল ঐছন না কর অবাণ।
শঙ্খ পরানে কি মরণ কতবার।

অথ ভয়ানকা।

শ্রমেকের সব অঙ্গ বিভ্রম দেখিঞা।
নাগর দোসেঁ ভয় পাঞা লজ্জা লাগিলা॥
নিসংবদে রহে নায়ক নাঞি কহে বাণী।
সখীগণ কহে নায়ক ক্রোধ মানি॥
অতঃ নায়কা সেই প্রাণবল্লভ কহ্যা।
অঙ্গ চিহ্ন নহে মোর দিবা করমা॥

তথাহি—

"অলং-দের দিব্যো ন জানে ভবন্তং। তমিস্থলর স্মরণীয়হলোচন
—নদ রাধিকায়ামভি-প্রেমবন্ধং॥"

বসন্ত বিহার।

ভালে হইল বঁধু আইলে গোকুলে।
প্রভাতে দেখিল মুখ দিন ভালো॥
বঁধুআ রে তুআর বলিহারি যাঙ।
সিনিআ ডাণ্ডাই তুআর চাঁদ মুখ চাঙ॥
আই আই পিড়িছে নখর-ক্ষত-রেখা সাজে।
ভাল সে সিন্দুর তোআর মুনি মনোলোভা॥
খর নখাঘাতে ভেল জর জর।
ভাল সে কঞ্চুক দান হিআর উপর॥
নীলপাটের সাড়ী কোঁচাএ বলনি।
রমনীর মনা হরা বঙ্কিম নয়নী॥
সুবঙ্গ তাম্বুল রঙ্গে ভরল সাজে।
এখন-কুই সখীর রূপ আইলা কোন্ কাজে॥
চানি পান চাহে নাগর আঁচলা মুখ পুছে।
গোপালালের মাত্র ধুইল না যুচে॥

অথ প্রগল্‌ভা খণ্ডিতা।

নায়কা দেখিআ নাইকা কহএ।
স্তুতি নিন্দা আদি জত লোকুত্তর কহে॥

গীতগোবিন্দ—

"হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব
মা বদ কৈতববাদম্।
তামনুসর সরসীরুহলোচন
যা তব হরতি বিষাদম্॥" (৫)

---

* স=শ। ন=ণ। অ=য। ঙ=ব।

১ নাইকা=নায়িকা। ২ ভর্ৎসনা। (৩) লীভৎস। (৪) ধৃত=ধূর্ত্ত।

(৫) (৫) চিহ্নিত পুঁথিতে বেশী আছে—

"বহুনিরূপিতগুরুজাগরণাকারিতমনসিমেয়ং।
বহতি নয়নমনুরাগমিব স্ফুটমুদিতরসাভিনিবেশং॥
কজ্জলমলিনবিলোচনচুম্বনবিরচিতনীলিমরূপং।
দশনবসনমরুণং তব কৃষ্ণ তনোতি তনোবনজয়ং॥
বপুরনুহরতি তব স্মরসঙ্গরখরনখরক্ষতরেখং।

[illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] ॥
[illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] ।

সিন্দূর কজ্জল দেখি নায়কের রাজ। ভাবহি সকলী না হেরলি কোই।
আঁখি ঠারে সখীগনে তাহা দরসাজ ॥ ( পাঁটা চলল মুখ আচরে গোই ॥
সহচরীগন ক্রোধে বলে নায়কেরে। এমন দেরি অঙ্গে ভাগে কেন।
ভাল হইল বুঝিনাঙ্গু তুমার বেবহারে ॥ পুনকি কহত তব কৈতব ছন্দ।
দুঃখ কবি বানী আপন ঘরে জানলুঁ গোপালদাস চলল অনুমানি ) ॥
তুহারি বচন পরমানো। ঝাপি চলল কোই লখই না পারি।

চারি পৌর নিসি কাপি পুহা গেলুঁ অথ প্রেমমত্তা খণ্ডিতা।
আজলি বাতি বিহানে ॥ স্বদেহাং কামচিহ্নানি নায়কাঙ্গে চ দৃশ্যতে।
মাধব আজু তুহুঁ দেখলি বড় দুখ। প্রেমমত্তা তু বৈচিত্রী মানে চ খণ্ডিতা ॥
লাজহি আবতি নাহি কোই তোহে প্রমত্তা নাইকা কিছু কহও না জান।
হেরি পাঁসলুঁ সুখ ॥ ক্রোধ করি গাত্য কহে নায়ক বিদ্যমানে ॥
ভালহি সিন্দুরে কাজর সব পুরল
বদনহি দসনক রেখ। এই রাগ।
হেরইতে তোহে মোহে লাজ লাগই শ্যামের তনু কিও (কিমিহ) সিন্দুরে সাজে ॥
কমলিনী পায়ন পরস বদ ভাবলি সিন্দুর চিহ্ন কিও আর কহ সাজে ॥
না বুঝলি আলা ক গন্ধ। তরল তারনি টুটল হার।
গোপালদাস কহে উনমত না জানে নখপদ কিংশুক নীলক বন্ধার ॥
কিসে ফুলে কি নাহি বুঝ ॥ এহে দসা কুচ হেরইতে আলা।
প্রাতহি গহিল রজনী ভেল ভাবি।

অথ মোদিতা-খণ্ডিতা। অরুণ নয়নে করি বাহিরইতে লাজ।
রোদন করিত নিসি আছিলুঁ সংকেতে। হাস মুখে সহি সব লাজ ॥
নাএক আইল তাহা নিসি পরভাত ॥ পুন অনুমানিতে কাম তেজ ভাবি।
অভাগে মহাক্রোধ সাজিবে নিসাতে। চিটকানাড়ি কজ্জল সোহে তোর ॥
দুই এক কথা কথও কোপ পরিহারে। খানিনী মান-পরব-ভেল দূর।
ভূপালী। নাগর আপন মনোরথ পূর।
অভাগী কুঅঙ্কিলি কতিসুখ তোরে। তব হি বিচারলুঁ সো দিন রাতি।
বিহানে তেজলি কাহে কোন অপরাধে ॥ গোবিন্দদাস কহে সমুচিত নাতি।
নাথক কলপি অকাজ। শ্রীনটীমদন এহ গাওল সাঁঝার।
পাঙ পাঁআবি রজিনী সমাজ। শ্রীনাথ্যা বাস-রসে রসল বিস্তার ॥

ইতি শ্রীরসমঞ্জরী সহ খণ্ডিতা বর্ণনা সমাপ্তে।

---

১। ৯—৯। ২ মুখে। ৩—৩ [illegible]

(১) ইহার মধ্যবর্ত্তী পাঠ আমরা খুঁজিয়া পাই নাই।

অথ কলহান্তরিতা।

নিরবধি মদনাকাশ্রে নলয়গিরিরয়ং সুরঃ।
সাম্প্রতাগমমুক্ত দীনা কলহান্তরিতাভিধেয়ং॥

যাহার বিচ্ছেদ মানে হইয়া বিমুখ।
কত বেদনা কৈল তাহা নাহি লেখা॥
সেহ ধরিল কান্ত পড়ে ভূমিতলে।
কত জনি পিতুর বলা অপমান কৈলে॥
বিমুখ হইয়া কান্ত গিয়াছে চলিয়া।
পাছে অনুতাপ করে বিকল হইয়া॥
সেই কলহান্তরিত হয় নাটবিষয়ন।
অগ্রহা বিকলা হীন গীতা ভেদ॥

কাপালিকী সখ্যোক্তিকা নলনাদা আর।
এই সব ভানিবেক ইহার বিস্তার॥

অগ্রহা বিকলা ধীরা অধীরা
কোপনাবতী।
কলহান্তরিতা মুগ্ধা চ কথাতে রীতা ইতি॥

তথ অগ্রহা।

যথা অভিজ্ঞানশকুন্তলে—

"কন্দর্পায়াণমাকাঙ্ক্ষী জনুতাপং
সখীং বদেৎ।"

সই,
কানু সাধলি বেরি বেরি।
সো মুখ নয়নে না হেরি॥
না হেরিনু সো মুখচন্দ।
তহু মোহে চলল দন্দ॥
সো মুখচন্দ নয়নে নাহি হেরলুঁ
অব কৈছন পহন ভেল চন্দ।
তনমুর বোল শ্রবনে নাহি সুনলুঁ
অব মধুকর ধ্বনি ভেল মন্দ॥
সজনি কাহে বাঢাঅলুঁ মান
প্রেমতরু ভেল অব লীঢ়॥
তুহুঁ পরবোধহ কান॥ (ধ্রু)
সো কর কিসলয় হাত উপেখলুঁ
কাহে হাম সুতলুঁ ভোর
গোবিন্দদাস কহ সো নাহ বিরহে
জো ইছে সো গতি মোর॥

অথ বিকলা।

কামোদ্ভাবসদাপীড়া কাম
বিকলাপি।

পদ্যাবল্যাং—

"নিঃশ্বাসা বদনং দহন্তি হৃদয়ং
নির্যন্ত্রণা
নিদ্রাং নৈত ন দৃশ্যতে প্রিয়সখে
বাতিন্দিবং।
অঙ্গং শোষমুপৈতি পাদপতিতং
প্রেম্নাংস্তথোপেক্ষিতং।
সখ্যঃ কিং গুণমাকলয্য দয়িতে
বধ্নাতি নিষ্ঠুরে॥

কানু উপেখলু মোয়।
অব তনু ঘন ঘন রোয়॥
মোর দুখ কেহ নাহি জানে
সো বহু বল্লভ সনে॥
সো বহু বল্লভ সহজহিঁ ভোর
কৈছনে জান বেদন মোর॥
চলইতে চাহুঁ আদর ভঙ্গ।
সহইতে না পারি অনল তরঙ্গ॥

---

১ সমাপ্ত। ২ অনন্তর। (১) এই অংশ আদর্শ পুথিতে নাই। (২) পক্ষান্তর

এসখি কাহে উপেখলুঁ কান।
না জানিএ দগধি চলল মোহে মান॥
অব বিবহহ সখি সো পরবন্ধা।
কানুক জে হোএে নিরবন্ধ॥
মঝু এত আরতি সেহ জদি জান।
ওহি লাগি তুআ পাএ সপিলুঁ পরান॥
সুখী গমন শুনাইতে তুহে সে সিআন।
তোহঁ কি সিখাএব চাতরী সমান॥
জীবইতে ঐছে মিলএ কান (?)।
গোবিন্দদাস কহে তোহারি গুনগান॥

## অথ ধীরা।

চরনে ধরি তুহুঁ কত বোর নিসেধলুঁ
বেরি বেরি সাধলুঁ হাম।
বিরল বদনে হোরি মোহে ভুই কোপলি
চিতে না গুনলি পরিনাম॥
হৃদয়ে বহিল হৃদএ তোহারি।
কুটিলক সঙ্গে প্রেম বাঢ়ালি
বঞ্চলি দিন দুই চারি॥ (ধ্রু)
গুরুজন বচন হিত নাহি মানলি
বলি গেলাহ তুহু প্রিয়া।
বিবহক বেদনে তনু মন জারলি
অব তুআ কাহে নিদয়া॥
ধরনী সমনে পাতর মহা বঞ্চসি
পুছইতে হেন নাহি কোই।
তুআ মুখ হেরি অবহুঁ জীউঁ ফাটত
গোপালদাস মরু বোই॥

## অথ অধীরা।

অধীরা বলেন সখি কি কাজ করিলে।
হাতের পছিমি কেনে তাহা উপেখিলে॥
পুরুখ আপন দোসেঁ করে অনুতাপ।
সখীকে জানাএ সে আপন সন্তাপ॥ ইতি।
চরনা নখর মনি রঞ্জন-চান্দা
ধরনী লোটাএত গোকুল চান্দ।
ঢরকি ঢরকি পড়ে লোচনে লোর।
কত রূপে বিনতি করল পহুঁ মোর॥
রোখে তিনির এত বৈরিক জান।
যতনক ভেগেল গৌরিক ভান॥
নাবীজনমে হাম না করিলুঁ ভাগি।
মরনা সবনা ভেল মান কি লাগি॥
লাগল কুদিন খুএে করলহুঁ মানা।
অবহুঁ না নিকসএ কঠিন পরানা॥
কহে কবিরঞ্জন শুনএ বর নারি।
প্রেম অনিঞারসে বুঝএ মুরারি॥

## অথ কোপনা।

পদ্যাবল্যাং—

"মানবন্ধমভিতঃ শ্লথবন্তী
গৌরবং ন খলু হারয় গৌরী।
আর্জবং ন ভজতে ধনুজারিঃ
বিবিধকেন বলয়তালসাধ্বী॥"

তুহুঁ মান ধাঅলি আরিচাবে।
অব কি করব প্রতিকারে॥
তুহুঁ আড়ালিহি রতনে।
মানহৃদএ করি ধরলি জতনে॥
মান শুকসা আছে ধরলি।
কানুক করুনা করনে নাহি সুনলি॥
বঞ্চিত ভৈ পহুঁ চলনা।
কলিযুগপাপ সতত তোহে কলনা॥
কভু নাহি সুনসি মহাজন মুখকা।
জাত রাগ-নাহি অব-তব মনকা॥

---

* ম-খা। † ন-ং। ‡ অ-ম।

মানিনী মানভুজঙ্গে ।
ভাবল বীথ ভয়ল সব অঙ্গে ॥
সুখ বিদ্যাপতি গাওল ।
পুরুষপ্রকৃতি ফল পাওল ॥

## অথ সমা কলহান্তরিতা ।

পদ্যাবল্যাং—( কৃষ্ণ প্রতি রাধাসখীবাক্যং )

স সর্ব্বথৈব রক্ত[illegible]
[illegible] বহতি ।
বচনপটোস্তব রাগঃ কেবল-
মাস্যে শুকস্যেব ॥"

সমা সহচরী দোসেঁ দুই জনা থোসেঁ ।
কলহে পপ্রিয় নাঅকেরেঁ দোসেঁ ॥

( অথ অনুমান । )

ধুন বধূঁ বল্লভ কান ।
ভালে তুহুঁ শিক মুজান ॥
আমদি পীবিতি উপেখি ।
আওলি কুলবতী সাখি ॥
কুলবতি রসিকপনা জানি ।
শঠে আইলু কিছু বাণী ॥
বুঝইতে ঐছন কাজ ।
কাহ্নু দুরতাসমাজ ॥

## অথ মঞ্জরী ।

শ্রীজয়দেবে—

"কংসারেঃ মন্মথখিন্নাং রতিরসভিন্নাং
রাধাসম্পন্নাং ।
অনুচিন্তিতহরিচরিতাং
কলহান্তরিতামুবাচ রহঃ সখী ॥"

নাঅকের‡ মান করি রাই রহএঁ মানে ।
মানিনীকে সখী কিছু কহএ বচনে

শ্রীজয়দেবস্য গুর্জ্জরী—

"হরিরভিসরতি বহতি মৃদুপবনে ।
কিমপরমধিকসুখং সখি ভবনে ॥ (ধ্রু)
তালফলাদপি গুরুমতিসরসং
কিং বিফলীকুরুষে কুচকলসং ॥
কথিতমনুকথিতমিদমনুপদমুরুচিরং ।
মা পরিহর হরিমতিশয়রুচিরং ।
কিমিতি বিষীদসি রোদিষি বিকলা ।
বিহসতি যুবতিসভা ভব সকলা ॥
সজলনলিনীদলশীলিতশয়নে
হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে ॥
ক্ষণযসি মনসি কিমিতি গুরুখেদং ।
শৃণু মম বচনমনীহিতভেদং ॥
হরিরুপযাতু বদতি বহু মধুরং
কিমিতি করোষি হৃদয়মতিবিধুরং ॥
শ্রীজয়দেবভণিতমতিললিতং ।
সুখয়তু রসিকজনং হরিচরিতং ॥

পদ্যাবল্যাং—

"অপালোচ্য প্রেম্নঃ পরিণতি-
মনাদৃত্য সুহৃদঃ ।
ধ্রুবং প্রান্তে মানঃ কিমিতি
সখালে প্রেয়সি কৃতঃ ।" ইত্যাদি ।

## অথ মুক্তা কলহান্তরিতা ।

মুক্তা নাঞি জানে কিছু মানের বিভেদ
অন্যত্র জাঅ‡ সে দিএ পতিচ্ছেদ ।

---

[illegible] ‡ [illegible], ১৫ ৭।

ভাহান সখী আসি কানুরে বুঝাঅ।
নাঅক‡ সাধিআ‡ তার সখী বাঢ়াঅ॥

যথা রাগ।

মুগধিনী নারী মান নাহিঁ বুঝই
না জানএ সুরতিবিলাস।
কেবল তোহারি পিরীতিবসলালসে
পীতল পহিল সম্ভাস‡॥
সাধব তোহে কি বুঝিএ হেন রীত।
বিনি দোসেঁ বালিকা কাহে উপেখলি
না বুঝলুঁ তোহারি চরিত॥
মনমে আঁচর দেই খিতি* মহী লিখুই
বচন কহিতে নাহি জানে।
মালতী ভমরী মিলল যাঞি লোকসি
মাতলি নলিনীমধুপানে॥
নব রস রঙ্গ তাহে সিখাঅলি
পিরীতি করবি নিজ দাস।
গোপাল দাস ভনি রসিক-সিরোমনি
পীতল রাইক পাস*॥
শ্রীসচীনন্দন প্রভু-ঠাকুর আমার।
পীতাম্বর দাস কহে রসের বিস্তার॥

ইতি-রসমঞ্জরীগ্রন্থে কলাহারিতাষ্টপ্রকরণে বর্ণনে ষষ্ঠ প্রসঙ্গঃ।

---

## অথ স্বাধীনভর্তৃকা।

যস্যাঃ প্রেমগুণাকৃষ্টো কান্তো
পার্শ্বং ন মুঞ্চতি।
বিচক্ষণৈরিতি প্রোক্তা সা স্যাৎ
স্বাধীনভর্তৃকা॥

স্বাধীনভর্তৃকা-কথা সুন* দিআ‡ মন
কোপনা মানিনী মুগ্ধা মধ্যা বিচক্ষনা॥
উক্তকা উল্লাসা অনুকূলা অভিষেকা।
স্বাধীনভর্তৃকা এই অষ্ট করিল লেখা॥

## অথ কোপনা।

দৃষ্ট্বাঙ্গকামচিহ্নানি কান্তে
কুপ্যতি বালিকা।

কোপ করি মুগ্ধা জেন রহে অধোমুখে।
নাঅকের‡ পিরীতে সে মানে রহে দুখে॥
ভাঙ্গল লজ্জা করি জদি কান্ত জাচে।
দুরে ভারে সেহো নাঞি বৈসে-ভাব কাছে।
নিজ অঙ্গে রতি চিহ্ন দেখাঅ‡ সখীরে।
খর নখ দসনআলা* রহে কলেবরে॥
সহচরী পিরীতি করি তাহাকে সাজাঅ‡।
নাঅক‡ স্তবধ হঞা তাহার মুখ চাঅ‡॥

মঙ্গল-গুর্জ্জরী।

সহচরী মেলি বাইতনু হেরই
শ্রম*জলে সকল-নিটাঅ‡।
সি-খিল কবরী জতনে পুন বাঁধই
সিন্দুর কাজর বনাঅ‡॥
সজনি বিদগধ সুনাগর কান।
নিজ কৃতদোসঁ আপন মুখে মানই
রাইক অধীন সে জান॥ (ধ্রু)
দসন*-কএ খত‡ সলিনী দেটাঅই
কুঙ্কুম নখিরেখপুর।
উচ কুচ চুচুক কুআকি বনাঅই
আন আন চিন কবি দুর॥

---

* স=শ। †ন=ণ। ‡ভ=ব; ঙ স=ষ।
(১) খিতি=ক্ষিতি। (২) খত=ক্ষত।

বসন ভূষণ† দেই অঙ্গে সাজাঅই
শিঙ্কাআল‡ নীল দুকুল।
গোবিন্দদাস পহুঁ মন ভুলল
নিজগুণে হোই অনুকূল॥

অথ মানিনী।

কাচলোচনবীনং ভূত্বা চাটুকারেণ পৃচ্ছতি।
মানভঙ্গভিয়াৎ কিঞ্চিৎ
মানিনী খলু কথ্যতে।

কাহে নী গরব করে নাআকেরা কাছে।
অতি কান্ত হেরি তাহাকে জিজ্ঞাসে॥
এত এত কথা তোমার কহনা আমারে।
আপন না কহ কেনে সখীগণের তরে॥

গুর্জ্জরী।

সুন্দরি কহনা মনের কথা।
চরণ সেবিআ অলস ভাঙ্গব
ঘুচাব সকল বেথা॥
পাএঁ পরিহব না করিহ ডর
বলাই লইআঁ মরি।
তুহুঁ চিত্ত ভ্রম করিব গোপত
মিনতি করোঁ তরি॥

তথা গীতাবল্যাং—

"সিঞ্চয় মুদঞ্চয় হৃদয়াদল্লং।
বিলিখামাদ্ভুতমকরীকল্লং॥
ইহ নহি সঙ্কট পঙ্কজনয়নে।
তব ভব * * * * শয়নে॥ (ধ্রু)
ঘটয় ভুজদ্বয়মিহ দোলয় নয়নকপোলং।
টীকয় বচনামাহমবিলোলং॥
তব বপুরেত্য সনাতনশোভং।
জনয়তি হৃদি মম কাঞ্চন লাভং॥

অথ মুগ্ধা স্বাধীনভর্ত্তৃকা।

মুগ্ধা নাইকা§ রহে নাআকের পাসে।
কাতর হইআ‖ কিছু গদ গদ ভাসে॥

ভূপালী

এ হরি পাখর কি তুহুঁ তোহারি।
অবলা করল কৈলে মহত না হোত॥
কেনে এলাইলা টুটল হার।
নখঘাতে বিদারল থোর কুচভার॥
দসনহিঁ দংসনে তুহুঁ বনআরি।
সিরীসঁ কুসুম জেহি কমলিনী নারি॥
ভনহি বিদ্যাপতি সুন সরনারী।
নাগিক সহনে আগি প্রতিকারী॥

অথ মধ্যা।

[illegible] তাহার বেসর করে
আগুসরি রাজকুঁ আসি [illegible]
পথ শ্রান্ত দেখি তারে চুমলা দিআঁ
বাম ভুজ করে তার চাপর বাতাসে॥
তুহুঁ দুরে আইলে বা শ্রমল পাই।
ই কর কমলে সেবি পদ দুই।
তুমি দুখবিমোচনী নআ নাগরি আজ্ঞা
জে দিগে নেহারি আঁখি সেদিগ আঁধিআর।
দিবানিসি বংসীতে সাধি কারু গুণ॥
তুমি আমার, আমার তুমি তুহি নাহ
গোবিন্দদাস ভন সম্পদ ছাড়িঅ
নন্দের [illegible] তোমার [illegible]

---

† [illegible] ‡ [illegible] (১) নাইকা=নায়িকা।
§ [illegible]

আসি চৌরাসি কোস ব্রজভূমের সীমা।
জত কিছু খেলা লীলা তোমার মহিমা॥

যথা রাগ।

আদরে আগুসরি রাইক হৃদয়ে ধরি
জানুর উপরে পুন রাখি।
নিজ করকমলে চরণ যুগ মোছই
হেরইতে চির থির আঁখি॥
সজনি পিরীতি মুরতি অধিদেবা।
জাকর দরসনে সব দুখ দূরে গেল
সোই আপনে করু সেবা॥
হিমশীতল শীল বীজনি শীতল
নিজ করে মুছই মুখ।
অঞ্চলে চিবুক ধরি বদনে তাম্বুল পুরি
পুছই পরক দুখ॥
নবীন নলিনীদলে মৃদু মৃদু জীবই
সব সভাষই কান।
গোবিন্দদাস ভনে নাগর নাসিক পবনে
রাইক অমিয়া সিনান॥

ভূপালী।

পঠিলহি জব ধনি মীলল পাসে।
পহু ছরম ঘরম আসোআসে॥
কি কহব এ সখি রমণীসোহাগ।
ঐছন হেরিয়ে নাগর অনুরাগ॥
আদর করি ধনি বৈঠায়ল পাশে।
নিজহাতে বীজন লেই করই বাতাসে॥
জল দেই ধোঅত সো মুখ ইন্দু।
বসনে মুছাওল ঘামক বিন্দু॥
সরস চন্দন আপনে মাখাই।
নিরখি বদন কহ বলিহারি জাই॥
কর্পূর তাম্বুল বদনে ধরি পুন।
গোপালদাসত হেরই দুন॥

## অথ উক্তকা।

রতিশ্রান্ত হঞা ধনি বড়ই কাতর।
কাতরে কহয়ে দেখ মোর কলেবর॥
নিজ হাতে বেশভূষাণ্ড করহ আমারে॥
কেশ ভূষণ্ড সজ্জা সাজহ তাম্বুলে॥

তথাহি গীতাবল্যাং।

"গচ্ছ বনীনিহ যম অদি গৌরে।
মৃগমদবিন্দুভিরুপয় গৌরে॥
শ্যামলসুন্দরবিবিধবিশেষং।
বিরচয় পুংসি মনোজবেশং॥
পিঞ্জমুকুটমপি পিঞ্জনিকালং।
বরমবতংসয় কুণ্ডলপালং॥
অত্র সনাতনশিল্পনরঙ্গং।
প্রতিযুগালে মম লম্বয় সঙ্গং॥"

ভূপালী।

আকুল চিকুর অলকাকুল সমরিঅ।
সিঁথী বনাঅত বান্ধহ কবরী॥
এ হরি রতিবসসুনব রসাল।
বিঘটিত বেস বনাহ পুনআর॥
কাজরে সাজহ লোচনভমরী।
শ্রুতি অবতংসয় কিসলয় চমরী॥
পীনপয়োধর থির কর আপ।
হৃদয়দ লেপহ নব পরিচাপ॥
বিগলিত কথর মাল গোড়ে মোর।
সিঁথে পিন্ধাঅবি নূপুর জোর॥

---

* সংশ। † অংশ।
(১) বন্ধনীর অংশ আদর্শ পুথিতে নাই।
(২) ঐ ঐ
(৩) "বেশভূষা অলকাদি যতেন প্রকারে"—খ। (৪) ক্লান্তি।

যেটহ জানহ পহুঁ পদ সেব।
গোবিন্দদাস দেখ উঁহ পরতেক ॥

## অথ উল্লাসা।

নিজ গর্ব্বেতে ধনি হইএা উল্লাস।
সখীগণে জানাঞা সে সৌভাগ্য পরকাশ ॥
নিচ্ছিতে নায়কা সঙ্গে আসহ অন্য বন।
অধীন হইআ তার অনুকূল মন"
যমুনার তীরে নব নীবসঃ কুঞ্জে।
পুলকিত তরুবর কিসলয়অ পুঞ্জে ॥

সখা বচন।

মাধব বিদগধ রাজা।
সখা মন উলসিত তহিঁ পর ধাআ ॥
আকুল মাধব চলল সোই ঠাম।
পুলক সুমরী কামল কাম ॥
ধনে বাহু ধরাধরি ধনে করে কোর
কুঞ্জ হেরি মাতল দুহু মন ভোর।
অবলাচরিত নাহি ভালে জান।
গোপালদাস তাহঁক বাখান ॥

তথাহি সঙ্গীতমালায়াং—

"শুকরীবিবচয় ভঙ্গ্যা
রাধাকুচকলসমজ্জনবাঞ্ছী।
ঋজুমপি রেখাং সুপ্তনবরমণেশো
হরির্জয়তি!"

## অথ অনুকূলা।

অনুকূলা ভবেৎ কান্তা
সান্নুকূলা নিগদ্যতে।
নিজর সৌভাগ্যভারে গর্ব্বেতে অধিকা।
সর্ব্বত্র সমান রোষ বাম্য বাধিকা ॥

সকল যূথেশ্বরী মধ্যে একা রাধিকা লইঞা
অন্য বনে গেলা কৃষ্ণ অনুকূল হঞা ॥

তথাহি—

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বর
রাধায়ামেব কৃষ্ণস্য প্রেমিজা অনুকূলকা"

যথা

যূথে যূথেং রঙ্গিনীং ব্রজকুলবমনী।
কামিনী কানন মাহ।
সবজন পরিহরি কুঞ্জে চলল হরি
ভুজে ধরি রাইক বাহু ॥
সজনী অব হরি কোন বনে গেল
গুনবতী গুনহিঁ কানু মন বান্ধল
নাগর অনুকূল ভেল ॥
ঠামহিঁ ঠাম চলনা হিম্ব হেরই
টুটল কত কুলবানা।
দুহুঁ পরিমল কানন গহ গহ
গুঞ্জরে মধুকর জানা ॥
ধনি ধনি রমণী শিরোমনি তুহারি
আরাধলি মনমথ দেব।
গোপালদাস কহ তুহু সব নিরমল
মহু রাধামাধব সেব ॥

## অথ কৃতাভিষেকা।

কুঞ্জাধিরাজমহিষী মুখ্যা বৃন্দাবনেশ্বরী
গোপীযূথেশ্বরী মধ্যে রাধিকাপ্রধানা।
সভার উপরে করে তাহার সম্মান ॥
বৃন্দাবনেশ্বরী করি রাইকে বসাইল।
রত্নসিংহাসনে তাকে অভিষেক করিল
সহচরীগণে সঙ্গে করে উপচার।
সুগন্ধি সীতল জল কনকভৃঙ্গার।

CALCUTTA CENTRAL

নিজ হাতে কৃষ্ণ তার অভিষেচন কেল।
গন্ধ চন্দন তৈল হরিদ্রা মাখাইল ॥
নানা বস্ত্র অভরণ আপনি পরান।
কুঞ্জে মহিষী নাম কহে সখী বিদ্যমান ॥
কুঞ্জসহনে লীলাঅ কমলাপতি বিহরে।
কর সাধে গোপিকা রাজারে ॥ ইতি ॥
শ্রীসচীনন্দন* প্রভু ঠাকুর আমার।
পীতাম্বরদাস কহে বসের বিস্তার ॥

ইতি শ্রীরসমঞ্জরী গ্রন্থে স্বাধীনভর্তৃকা বর্ণনা সমাপ্তা।

## অথ প্রোষিতভর্তৃকা।

কুতশ্চিৎ কারণাৎ যস্যা বিদূরস্থো
ভবেৎ পতিঃ।
তদসঙ্গমদুঃখার্ত্তা ভবেৎ
প্রোষিতভর্তৃকা ॥

সেই প্রোষিতভর্তৃকা হঅ তিনমত।
ভাবী ভবন্ আর ভূতক্রিয়া যুত।
এই তিন মত হএ বহু মতভেদ।
অষ্ট প্রকার সংজ্ঞা ইহার বিভেদ ॥
ভাবী ভবন্ আর দিব্যোন্মাদ।
সম অবস্থা হঅ দূতের সম্বাদ ॥
( নিজ বিলাপ আর সখ্যুক্তিকা হয়।
ভাবোল্লাস আদি ভাব বহুত আছয়। )

### অথ ভাবী।

নাআকা বিদেস ভাব সুনিঞা সুন্দরী।
সহচরী সঙ্গে নানা বিলাপ সে করি ॥

তথা কবিশেখরস্য।

কানু বিরস কতি লাগি।
কিঅে মোর করল অভাগী ॥
ভব হাম গেহু পিআ গাস।
ছাড়ল দীঘল নিসাস।
( যব হাম পুছল বেরি বেরি।
সজল নয়নে পহু হেরি ॥
যব হাম বহুল নেহারি।
লোচনে ঝরে অনিবারি।
তৈখনে যো কহু চিতে।
কো জাব পরতীতে ॥
তব ধনি বুঝলুঁ নেহারি।
কঠিন পরান কুলনারী।
কবিসেখর পরমান।
না জানএ পাপ পরাণ ॥

শ্রীগান্ধার।

কালি হাম কুঞ্জে কানু যব ভেট।
নিরমল নআন করু হেট ॥
মান ভরমে হাম হাসি সাধ।
না জানিএ ঐছে পড়ব পরমাদ ॥
এ সখি মোহে কহত উপদেস।
জানলুঁ কানু জাআব পরদেস ॥
পুছইতে কহই গদ গদ বোল।
ঢর ঢর লোচনে হেরি মুখ মোর ॥
নিবিড় আলিঙ্গনে বহু পুন ধন্দ।
দব দব হৃদআ সিথিল ভুজবন্ধ ॥
চুম্বনে বদনে বদনে বহু মেলি।
আনহি ভীতিরভস রসকেলি ॥
এতহুঁ কপট কৈছে মনমোহা গোই।
গোবিন্দদাস কহে মোহে নিবোই ॥

ধানসী।

জাহা লাগি গুরুগঞ্জনে মনরঞ্জই
দুরুজন কি নাহি ভেল।

---

* স=শ। †ন=ণ। ‡অ=য়। §স=ষ।
(১) বন্দনার অংশ আদর্শ পুথিতে নাই। (২) বিশ্বাস।

( জাহা লাগি কুলবতী ব্রত সমাপলুঁ
সাজে তিলাঞ্জলি দেল।
সজনি জানলুঁ কঠিন পরানঃ
বজরপুর পহিরবি তব জানর
তবইতে যাহি বাহিরান ॥ (ধ্রু)
যো মঝু নয়ন পুতলি আলসে
মণিময় মন্দির ছোরি।
কণ্টক কোরে জাগি নিশি বাদর
পাথ নেহারইঁ মোরি।
কাহা লাগি চলইতে চরণে বেঢ়ল মণি
মণিমঞ্জীর করি জান।
গোবিন্দদাস ভণ সোদিন কৈছন
বিছরল এই অনুমান ॥১

---

সজনি আহিন মজানঃ কেন নাচে।
খাইতে শুইতে মুঞি যে আর না পাই।
অকুশল হব আমি পাছে ॥ (ধ্রু)
সত নরঃ সপনে আমি ভজঃ জেন বাসিগো
বিনি দুখে চিন্তা উপজায়।
এসো সখীর কথা সহনে না জায়ঃ
সুখ নাহ নাহ নিজ গায়।
গেল বাজারে সব কানাকানি করেগো
ঘরে ঘরে করে উতরোল
কুল যে সহজে কুহু উঠব না দেখিঃ
এহি নাহি হয় পাঁচ বোল ॥
ঘরে নাহি পিয়াঃ পিয়াঃ বিদেসে আইলগো
কি আর করি অনুমানঃ
গোবিন্দদাস কহে কহিতে লাগএ ভয়
সব কাহল বিয়ানে ॥

কেবার।
একজন রথে মথুরা হইতে
আইল তাহারে দেখি।
সেই হইতে মন করে উচাটন
বসনে ঝুলএ আঁখি ॥
সখি বিপদ দেখিঅ কাছে
সখিনা শবন করএ সাজন,
ভুজকুচ বন নাচে ॥ (ধ্রু
কিবা অমঙ্গলে গাড়ব গোকুলে
না বুঝি ইহার কাজ।
কেমন সাহসে আছে নন্দঘোষে
যে এই গোকুলমাঝ।
ধামঃ ধাউ ধন পতি গহজন
প্রানা ধামঃ ধাউ মোরঃ।
রাধাদাসে কহঃ এই বড় ভয়ঃ
পাছে (হই) ন্যামহারা ॥

## অথ তানুবিরহ।

কুলঃ কুল হইতে মথুরা চলিল।
এই কথা গোপী সব শ্রবনে শুনি
বজ্র [illegible] কেহো কেহো [illegible]
উপায় না করে সভে উচ্চস্বর [illegible]
জোর [illegible]
সকল বিফল ভেল বিধাকুলনন্দন ॥
অনুতাপ নাহি দেই পুরোধা নাহি আর
অনুতাপ করে গোপী বিদরএ হিয়া

ঘর।
ঘটনিত্ব যামিনীকান্ত।
বিফল ভেল মতিমন্ত।

---

[illegible] (১) গজেন্দ্রগামিনী।

দেখ সখি পাপ অক্রূর।
হরি লই চলু মধুপুর॥ (ধ্রু)
দ্বিজ কুল মঙ্গল উচ্চার।
চলু সব গোপগোভার॥
কোই নাহি কহে ঐছে বাত।
হরি জনি মধুপুরজাত॥
ব্রজপতি কম্পিত চিতে।
কোন কবল বিপরীতে॥
তেঞি কহি নিকরুণা ধাতা।
গোবিন্দদাস দুখদাতা॥

## অথ দিব্যোন্মাদ।

মথুরাতে কৃষ্ণ হেথা গোপীগণ।
নানাভাব উপজএ উন্মাদ-লক্ষণ॥

ধানসী রাগিণী।

পেখলুঁ গোকুল বসতি বেআকুল।
গোপরমনীগন রোএ।
ভিগল বসন লাগি রহল তনু
ভোঁহারি গমন-পথ জোএ॥
হরি হে দূর নগরে মধু গেহ।
তুহুঁ আঅলি সঙ্গে গোপ সব
তব হাম গোকুলে থেহ॥
তহিঁ এক রমনী থোড়ি বয়স ধনি
চিত্রপুত্তলী সম ঠাবি।
জব লোচন পথ দূরে হিঁ গেল রথ
তব হিঁ পড়ল তনু ঢারি॥
ঘেরল সকল সখীগন চৌদিসে
রোঅত সখী অগেআন।
কহে ঘনশ্যাম তব হিঁ চলি আঅলুঁ
পুন কিঅ জেল পাঁহি আন॥

## অথ ভূতবিরহ।

নানাপ্রলাপ করে কবিঞা বিসবে।
কি বলিতে কিবা করে বুঝিতে না পারে॥

ধানসী।

মাধব কঠিন হৃদঅ পরবাসি।
তোহারি বিলাসিনী পেখলুঁ বিওগিনী
অবহু পালটি গৃহে আসি॥
হিমকর হেরবি অবস তনু আনস
রহই কবন পরকারে।
নআনা কাজর লেই লেখই বিধুমুখ
করইতে তাসএ বেরি॥
দখিন পবন বহে কৈছে যুবতী সহে
কর কমলি তছু অঙ্গ।
গেলি পরান আস দেই রাখত
দস নখে লেখই ভুজঙ্গ॥
মীনকেতন ভতো সিব সিব কহে
ধরনী লোটাঅই গেহা।
করজ কমল লেই কুচ শ্রীফল দেই
সম্ভু পুজএ নিজ দেহা॥
পরভৃতকে ডরে পাআস লেই করে
বাআস নিঙড়ে ফুকারে।
ভনএ বিদ্যাপতি সিব সিংহ নরপতি
বিবহিনী করে উপচারে॥

## অথ দশমদশা।

বিরহব্যাধি সমাধি নাঞি পাঅই
অনুখনে উচাটন গেহ।
কাঞ্চন বরন মলিন হেরই
উজাগরে বঞ্চই নেহ॥

১ গ-শ ২ ন-ণ। ৩ অ-য়। ৪ স-ষ

(১) এই পর্যন্ত 'ধ' চিহ্নিত পুথিতে আছে। (২) বিওগিনী=বিয়োগিনী।

মাধব অতি খীনঃ ভৈগেল রাধা।
বিরহ বেআকুলঃ তাহে তনু খীনঃ ভেল
তহি কত উপজল বাধা॥ (ধ্রু)
খিতি মহাস্তম্ভ কতকি তনু লোটই
খনে খনে হওঃ উনমাদ।
খনে মোহ লোহ ভই কাঁপই খনে খনে
খনে তনু হওঃ অবসাদ।
ঐছে দসাদস* সুনইতে* সহচরি
কাই গমনঃ প্রতিকার॥
গোপালদাস চরনে ধরি সাধই
তোহেঁ কি জাতবি আর।

অথ দূতসম্বাদ।

মধুবা পথিক মুরারি।
ধানসী।
মধুকর পহু নিলআ নক তোঅ।
পাএরে বিনতি জানাঅবি মোর॥
কালীদমন করি ঘুচা অলা ভাগি।
পুনরপি জমুনা অলভ হুতাস*।
অবসর বিনু সম ভৈগে তু নারী।
গাএলে ভরল অঙ্গ অবধি দিন চারি॥
কতে দিনে সুবতী তনু অবসে* সঙ।
গোপালদাস কহে দসম* দসা* পরবেস*।

তথা গদ্যাবল্যাং—

"গতো যামো যাতো যামৌ
গতা যামা গতং দিনং।
সা হন্ত কিং করিষ্যামি
ন পশ্যামীহ বৈ মুখং॥"

ধানসী।

গনে গনতে দন কুকর মদন।
একলি মন্দিরে রহ গোপিআ মধুপুর॥
দিন নাহি জাঅ রজনী নাহি আঅ
বিরহ রজনী ভেল নিসি না পুআ।
মরমহি জানএ মরম বেদন
জত দুখ দেহি মোরে বিহিকরু মদন।
কাহারে কহব সখি কেবা পাতি আঅ
নীলল রতন পুন বিধি বাহুড়াঅ।
বিদ্যাপতি কহ সুনও বর নারী
চিত ধৈরজ কব মিলব মুরারি।

অথ সখ্যুক্তিকা।

গান্ধার।
বিরহ অনলে জদি দেহ উদাসী
খোআবি আপন পরানী।
তু অন্তচর সখি কোই না জীআই
সবহু করবি সমাধান॥
সুন্দরি মাধব আসবি গেহ।
তোঁহা দসা অব সো জব সুনইবঁ
তব কি ধনব সোই দেহ॥ (ধ্রু)
আপনক হাতে রমনী কুলমতি
ইহ নবি শ্যামরু* চন্দ।
জগতহি বিপুল কলঙ্ক তুলা খোসবই
দোসর কর্ম্ম সুবন্ধ॥
সজল কমলফুলে কমলাপতি পুজহ
আমাহি মরমকলেস।
গোপালদাস আসত* পুরব
রাধামাধব সেব॥

অথ ভাবোল্লাস।

তথা হি পদ্যাবল্যাং—

"যদুনাথ ভবন্তমাগতং
কথয়িষ্যন্তি কদা সদালয়ঃ।
যুগপৎপরিতঃ প্রসারিত
স্ত্রিকশদ্ভির্দনেন্দুমণ্ডলৈঃ॥"

---

* মূলপাঠ অস্পষ্ট। অনুমান ও টিকা।
১) ইহার পরবর্ত্তী পদগুলি বাদ পড়িয়াছে।

ধানশী মঙ্গল।

ঐব হরি আঅব‡ গোকুলপুর।
ঘরে ঘরে* বাজাঅব‡ জঅ‡ জঅ‡ তুর॥
রসাবেসে* আঅব‡ রমনীক‡ বাট।
চৌদিকে প্রসারব চান্দাবি হাট॥
মঙ্গল কলস করব সুচভার।
আলিপনা দেঅবি‡ মোতিক‡ হার॥
সহ করপল্লব চুচুক দেব।
মাধবী সেবি মনোরথ সেব॥
ধূপদীপ নিবেদঅ‡ অধর কব আগে।
লোচন নীর করব অভিষেকে॥
আলিঙ্গন দেঅবি‡ পিআ‡ কব আগে।
ভনহি‡ বিদ্যাপতি ইহ রস ভাগে॥

ভাটআলী।

চিকুর পরিছে বসন খসিছে
পুলক মোহর ভাব।
বাম অঙ্গ আখি সঘনে নাচিছে
নাচিছে হিআর হার॥
সজনি মাধব নিলয় গোঅ‡।
সখি অব সুলখনা এখন পাইমুঁ
কখনে কহিনু তোঅ‡॥ (১)
দেখিলুঁ সপন চাক চন্দন গিরির উপরে বসি।
মালতীর মালা হিআ‡ পর সোভএ*
মাধব মিলল আসি॥
প্রভাত সময়‡ কাক কলাকলি
আগর পাটিয়া আয়‡।
বহুঁ আসিবা নাম করিলে*
উড়ি বৈসে আন ঠাঅ‡॥
হাতের কঙ্কণ খসিঞা পড়িছে
সেরে মাথার ফুল।
গোপালদাসে কহে সব সুলখনা
এবিধি ভেল অনুকূল॥

পিআ‡সখি সীত বচনামৃত সুনইতে
ভাঙ্গল মনোরথ ভঙ্গ।
বিদগ্ধ মাধব মন্দিরে আওল
নাথ বিপদ ভেল ভঙ্গ॥ (২)
সজনি সব দুরদিন দূরে গেল।
জাকর দরসনে* সব দুখ নিরসই
সো পিআ‡ অনুকূল ভেল॥
সখি মহা পুন পুন পুছইতে সুন্দরি
না কহ মধুরিম বানী।
কিএ আঅব‡ হরি কিএ তুআ‡ চাতুরী
মাথ পরসি কহ বানী‡॥
উলসিত মঝু হিআ‡ আজ আসব‡ পিআ‡
সৌরে কুহুল শুভ* বানী॥
শুভ* সূচক জত নিজ অঙ্গে বেকত
অতএ নিশ্চঅ*‡ কবি মাধি॥
সজনি সবহু বিপদ দূরে গেল।
সুখ সম্পদ জত সবহি ভেল অনুগত
সো পিআ‡ অনুকূল ভেল॥
সব তনু পুলকিত পুছইতে সুন্দরি
রাইক অগিআ দিনান‡।
মাধবঘোষ‡ কহ হৃদঅ‡ জুড়ালব
তনু ভেল গদ গদ মান॥

খণ্ডিতাদি অষ্ট রস আট আট করি।
চৌসট্টি* প্রকার করি গ্রন্থ রসমঞ্জরী॥*
গদ্য পদ্য সঙ্গীত ইহার প্রকাশে।
অবোধ না বুঝে ইহা রসিক সে জানে॥
শ্রীসচীনন্দন* প্রভু ঠাকুর আমার।
পীতাম্বর দাস কহে রসের বিথার॥
রসকল্পবল্লিগ্রন্থে জে অবসি*‡ছিল।
তাহা বিবরিঞা ইহা বর্ণনা করিল॥

ইতি শ্রীরসমঞ্জরী সমাপ্ত।

(১) ধীন=ক্ষীণ। ২ য=শ। ৩ নন=ণ। ৪ অ=য়। ৫ ণ=ন।

# গোপীনাথপুরের শিলালিপি।

উড়িষ্যার প্রধান নগর কটক হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে গোপীনাথপুর নামে একখানি ব্রাহ্মণশাসন গ্রাম আছে। গোপীনাথজীর ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দিরের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে, দৈবক্রমে আমরা এই গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সঙ্গে ছিলেন হিতবাদীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সভ্য সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র। প্রত্নতত্ত্ব, উদ্ভিদ ও পুরাকীর্ত্তির গ্রহের জন্যই উড়িষ্যায় কিছুদিন থাকিব, কিন্তু উহাকে যে কখন যাইব, এরূপ স্বপ্নেও ভাবি নাই। যেরূপে আমরা উক্ত গ্রামে উপস্থিত হই, সেটা একটা বিস্ময়জনক ব্যাপার! অচেনা লোকের সহিত পথ চলিতে নাই'—এ কথার সারমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। নৌদাগ্রামের জমিদার আমাদের লইয়া যাইবার জন্য আমাদের হোটেলে বাসার একজন উড়িয়া ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়া দেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুর যে একজন উৎকৃষ্ট পাচক, তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই! প্রত্যূষেই প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া আমরা কটক পরিত্যাগ করি। যানের সম্বল এক ভগ্নশকট! এরূপ শকটারোহণ আমার ভাগ্যে কখন ঘটে নাই। কষ্টেই হউক বা হৃষ্টভাবেই হউক, তাহাতেই আমাদের উভয়ের দেহ বিসর্জ্জন করিতে হইল। পথে কি দেখিলাম, কি করিলাম, তাহার পরিচয় দিবার এখানে স্থান নাই। কেবল গোপীনাথপুর লইয়াই কথা।

পথপ্রদর্শক বরাবর আশা দিয়াছিল, সন্ধ্যার পরই আমরা নৌদাগ্রামে জমিদার বাটী দেখিতে পারিব। কিন্তু আমাদেরই হউক অথবা তাহারই সৌভাগ্যক্রমে হউক দেখিতে দেখিতে দিনমণি অস্তর্হিত হইলেন, ধীরে ধীরে অন্ধকার আসিয়া আমাদের শকটকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। যেখানে সন্ধ্যাকালে পৌঁছিলাম, সেখানে ঘর নাই, আলো নাই, চারিদিকে ঘোর বন। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আমরা এখন কোথায়? এ অন্ধকারে এ বন পথে আরও লোক চলিবে না।' ঠাকুর অনায়াসে উত্তর করিল—'আজ আর নৌদা যাওয়া হইতেছে না। আমরা গোপীনাথপুরে আসিয়াছি—এখানে গোপীনাথজীর মন্দিরে আজ নিশি-বাস করিতে হইবে।' যখন সে এই কথা বলিতেছিল, তাহার কথা শুনিবা কোথা হইতে কতকগুলি ওড়চাষা আসিয়া আমাদিগকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। তারপর যখন সেই চাষাদের মুখে শুনিলাম, গোপীনাথজীর মন্দিরে একজনেরও থাকিবার জায়গা নাই, তখন আমি আমার শাস্তাল ভাবিতে লাগিলাম। তখন একবার মনে ভাবিয়াছিলাম, আমার জীবনের সমস্ত ভাবিলম্বেই উদ্যাপন হইবে,—প্রত্নতাত্ত্বিক লীলাখেলার এখানেই বুঝি সমাপ্তি হয়। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সেই গ্রামের চৌকিদার আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা কলিকাতা হইতে আসিয়াছি শুনিয়া তাহার যেন একটু চমক হইল। তাহার ভাবগতিক বুঝিয়া তখনই তাহাকে বর্শিস দিয়া তাহার সন্তোষ বিধান করিলাম। চৌকিদার নৌদার জমিদারের নাম শুনিয়া সেই গ্রাম হইতেই তাঁহার এক কুটুম্ব ডাকিয়া আনিল। আমরা ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া সে

ভয়ে সেই ভদ্রলোকের কুটীরে সে রাত্রি অতিথি হইলাম। আমরা যে গৃহে ছিলাম, তাহারই ২০।২৫ হাত দূর হইতে গোপীনাথজীর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আরম্ভ। প্রত্যূষে উঠিয়াই দেব-দর্শনে চলিলাম। গিয়া দেখিলাম, অনেকটা স্থান জুড়িয়া প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

গোপীনাথের মূল বা গর্ভগৃহের কিছুই নাই, ভগ্ন নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে অল্প দিন হইল, একটী অতি ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, ( তন্মধ্যে এক ব্যক্তির পাকিবারও স্থান নাই, ) তাহার মধ্য-স্থলে দধিবামনমূর্ত্তি বিরাজিত। নাটমন্দিরের চারিদিকে উৎকৃষ্ট শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত স্তূপাকারে প্রস্তররাশি পড়িয়া আছে ও তাহার পশ্চাতে অদূরে এক বৃহৎ পুষ্করিণী রহিয়াছে। নাটমন্দিরে উঠিবার সিঁড়ির বামপার্শ্বে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর গাত্রে সংলগ্ন একখানি শিলাফলক রহিয়াছে। এই শিলাফলকই আমাদের আলোচ্য। আমরা সেখানে আর অধিককাল অপেক্ষা করিতে পারিব না জানিয়া তাড়াতাড়ি ঘষিয়া দুই দফা প্রতিকৃতি উঠাইয়া লইলাম। সেই ঘষা কাগজ (Rubbings) হইতেই অক্ষরের প্রতিলিপি প্রস্তুত হইল।*

শিলাফলকখানি দৈর্ঘ্যে ৪৫ ইঞ্চ ও প্রস্থে ২৯ ইঞ্চ। এই ফলকের উপর প্রাচীন উৎকলা-ক্ষরে লিপি উৎকীর্ণ, তাহাতে ৩০টী পঙ্‌ক্তি আছে। ইহার প্রতি অক্ষর প্রায় ১ ইঞ্চ করিয়া বড়। অক্ষরগুলির অর্দ্ধচন্দ্রাকার মাত্রা বা পাগড়ী বাদ দিলেই ( স প্রভৃতি দুই একটী অক্ষর ব্যতীত আর ) সকল অক্ষরই প্রাচীন বঙ্গাক্ষর বলিয়াই যেন মনে হয়।

গোপীনাথের প্রশস্তির বর্ণনাই এই লিপির প্রধান উদ্দেশ্য। লিপির মর্ম্ম এইরূপ[১]—

'উড়িষ্যায় কপিলেন্দ্র নামে একজন সূর্য্যবংশীয় রাজা ছিলেন। তিনি বাহুবলে ডিল্লী ও গুর্জ্জরাজের গর্ব্বখর্ব্ব, কর্ণাট, কলবরগ ও কাঞ্চীজয়, মালবধ্বংস এবং গৌড়রাজকে মর্দ্দন করিয়া 'ভ্রমরবর' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার লক্ষণ নামে একজন পুরোহিত ও মন্ত্রী ছিলেন। লক্ষণের নারায়ণ ও গোপীনাথ নামে দুই পুত্র জন্মে। গোপীনাথ রাজা কপিলেন্দ্রের একজন মহামন্ত্রী হইয়াছিলেন। তিনি বাহুবলে পরাক্রমশালী ১৬ জন রাজা ও মণ্ডলিককে পরাজয় করিয়াছিলেন। তিনি বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ইহার মধ্যে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন।'

---

* কাগজের দুই একস্থান উঠিয়া যাওয়ায় প্রকৃত পাঠের কোন কোন স্থানে সন্দেহ রহিল।

(১) এই লিপির উৎপত্তি সম্বন্ধে Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol LXV. pt. I 231—32 পৃষ্ঠায় আমাদের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

(২) প্রায় ৫ বর্ষ হইল, বিশ্বকোষের ৫ম ভাগে 'গোপীনাথপুর' শব্দে এই লিপির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অনেকেই ইহার আদ্যোপান্ত জানিতে ইচ্ছুক হওয়ায় যথাযথ সম্পূর্ণ পাঠ ও অনুবাদ এই প্রথম প্রকাশ করা গেল, ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।

(৩) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে লিখিত আছে,—যশোরেশ্বর চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষ যাজপুরে বাস করিতেন, উক্ত ভ্রমরবরাজের ভয়ে তাঁহারা শ্রীহট্টদেশে পলাইয়া যান—

"চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষ আছিল যাজপুরে। শ্রীহট্টদেশে পলাইয়া গেলা রাজা জগদের ডরে॥"

ভূতির কালনির্ণয়ে তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। ভবভূতির কাব্য ভারতে কেন সমগ্র পৃথিবীর আদরের জিনিষ। তুলনায় কাব্যাংশের আলোচনা অল্পই হইয়াছে। প্রকাশকালে যেন সে বিষয়ের আলোচনা করা হয়। কালিদাসের এক শকুন্তলা যেমন তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে, ভবভূতির অন্য গ্রন্থ না থাকিলেও এক উত্তরচরিতই তাঁহাকে অমর করিত।

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঐতিহাসিক অংশটুকু যেমন বেশী বেশী, কাব্যাংশ সেরূপ না হইয়া সংক্ষেপে হইলেও শেষ ভাগে আলোচিত হইয়াছে। রামচরিত্রে রাজ্যাদর্শ উচ্চ। গুরুজনের আজ্ঞা ও তন্নিবন্ধন কর্ত্তব্য পালন একদিকে, প্রজা-রঞ্জন ও রাজ্যপালন আর একদিকে। রাজ্যপালন কর্ত্তব্যজ্ঞানের উচ্চতর শিখর। ভবভূতির আলোচনায় এক অঙ্কের মধ্যে নিবদ্ধ করা অসাধারণ গুণগণার পরিচয় এখনও বর্ত্তমান।

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ অতি উপাদেয় হইয়াছে, উহা পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত হউক। বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের কপাল কুণ্ডলা গ্রন্থ রচনার উপকরণ সংগ্রহের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছিল, ভবভূতির সময় সংস্কৃত সাহিত্য জরাগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। আর সেই জরাধিক্যের মধ্যে আর্য্যভাব প্রচার লক্ষ্য করিয়া ভবভূতি গ্রন্থ রচনা করিতে বসিয়াছিলেন, এরূপ নীমাংসা করা বড়ই কঠিন, আর সেরূপ করাও ঠিক নহে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে, জৈনগ্রন্থ হইতে জানা যায়, ধর্ম্মপালের সভায় বপ্পভট্ট সূরি ও ভবভূতি উপস্থিত ছিলেন। সাতদিন ধরিয়া তর্ক বিতর্ক হয়; ভবভূতিকে সমাজস্থ ও বৌদ্ধধর্ম্মে আনয়ন করা বপ্পভট্টের উদ্দেশ্য ছিল। এক অজ্ঞাত কৌশলে বপ্পভট্ট ভবভূতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং একত্র কান্যকুব্জে গমন করিয়াছিলেন। তাহা হইতে এই বোধ হয় যে, ধর্ম্মপালের সময় ভবভূতি বিদ্যমান ছিলেন।

শ্রীযুক্ত আর, সেন মহাশয় সভার গোচর করিলেন যে, তিনি যতদূর আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বোধ হয়, শ্রীহর্ষ ও শিলাদিত্য একব্যক্তি নহেন। এ বিষয়ে তিনি সভার অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করেন। সেন মহাশয় রাজতরঙ্গিণীর উল্লেখ করিয়া নানা ঐতিহাসিক কথার অবতারণা করিলেন।

প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, ভবভূতির কাব্যের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও দার্শনিক তত্ত্ব এবং শব্দরহস্যের বিবৃতিই তাঁহার সবিশেষ লক্ষ্য ছিল। ভবভূতির সময়ে যে সংস্কৃত ভাষা জরাগ্রস্ত হইয়াছিল, তাঁহার কাব্য হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভবভূতি দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী, তজ্জন্য তাঁহার কাব্যে পালিভাষার প্রভাব লক্ষিত হয়। তাঁহার কাব্যে ব্যবহৃত ঝ ঞ গুণগুণ ঝাঁঝাঁ ইত্যাদি শব্দ এ কথার প্রমাণ। ভবভূতির পরবর্ত্তীকালে যে সকল গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই স্বভাব কবি নহেন। বিবর্ত্তমত শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ নাই।

রামানুজ স্বামী বৌধায়নের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, বলিয়াই যে বৌধায়ন বিবর্ত্তমত জানিতেন না, ইহা প্রমাণীকৃত হইতে পারে না।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে প্রবন্ধ পাঠক মহাশয় ভবভূতির ভাবে বিভোর হইয়াছেন। তিনি প্রবন্ধ পাঠক মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। ডাক্তার আর সেন মহাশয় নানা ঐতিহাসিক কথার অবতারণা করিয়াছেন। তজ্জন্য সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন ও অনুরোধ করিলেন, যেন তিনি ভবিষ্যতে ঐ প্রকার প্রবন্ধ পরিষদে পাঠ করেন।

(৪) সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "কবি জগদানন্দের" স্বহস্ত লিখিত পুঁথিখানি সভায় প্রদর্শন করিলেন। প্রাচীন সাহিত্য সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথকে প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি সংগ্রহের জন্য রাঢ়দেশে প্রেরণ করেন। কালিদাস বাবু বহু অনুসন্ধান করিয়া জগদানন্দের পদাবলী ও খসড়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। এই কবির বিষয় পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে সাহিত্য-সমিতিতে মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়দ্বয়কে নূতন সভ্য নিয়োজিত করা হইল।

গ্রন্থরক্ষক মহাশয়ের প্রস্তাবে সভ্য পরিষদের গ্রন্থালয়ে যাঁহারা গ্রন্থোপহার দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন ও প্রাপ্ত গ্রন্থের উল্লেখ করিলেন।

পুস্তকের তালিকা ও প্রদাতাগণের নাম পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধনবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সম্পাদক। শ্রীমনোমোহন বসু, সভাপতি।

১৩০৫ সাল ১লা ফাল্গুন।

---

## নবম মাসিক অধিবেশন।

বিগত ১লা ফাল্গুন (১৮৯৮।১২ই ফেব্রুয়ারী) রবিবার অপরাহ্ণ ৫ পাঁচ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত রাজা রিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নোক্ত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু (সভাপতি), শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম এ, সি এস, শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু এম এ, সি এস, শ্রীযুক্ত বাদবকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন এম এ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি, শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু (পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদক,) শ্রীযুক্ত কুমার কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখো-

বোধ হয়, মন্ত্রী গোপীনাথের নামানুসারেই মন্দিরের নাম গোপীনাথ ও পরে উক্ত গ্রামও গোপীনাথপুর নামে খ্যাত হইয়াছে। এই গ্রামে ব্রাহ্মণশাসন আছে। এখানকার একজন ব্রাহ্মণ আপনাদিগকে গোপীনাথ মহাপাত্রের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদের মুখে শুনিলাম যে, গোপীনাথ দুই ঘণ্টামাত্র কপিলেন্দ্রের মন্ত্রিত্ব পাইয়াছিলেন। এই দুই ঘণ্টার মধ্যে উক্ত গোপীনাথ মন্দির নির্ম্মিত হয়। কিন্তু দুই ঘণ্টার মধ্যে এরূপ মন্দির হওয়া অসম্ভব। গোপীনাথ যে বহুকাল মন্ত্রিপদে নিযুক্ত ছিলেন, কপিলেন্দ্রের অপর শিলালিপি হইতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উৎকলের মাদলাপঞ্জীর মতে—কপিলেন্দ্র বা কপিলেশ্বর দেব ১৩৭৪ হইতে ১৪০১ শক (১৪৫২-১৪৭৯ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত ২৭ বর্ষ রাজত্ব করেন।[২] আবার কোণ্ডবীড়ুর রাজবংশাবলীর অনুসারে তাঁহার রাজ্যকাল ১৪৫৩ হইতে ১৪৬১ খৃষ্টাব্দ। এদিকে গোদাবরী জেলাস্থ কোরুকোণ্ডা গ্রামের নিকটবর্ত্তী বীরভদ্র পাহাড়ে ১৩৬৫ শকে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে কপিলেশ্বর কপিলেন্দ্র নামে অভিহিত হইয়াছেন।[৩]

যাহা হউক সার্দ্ধ পঞ্চশত বর্ষ পূর্ব্বে মুসলমান রাজগণের অখণ্ড প্রতাপ-সময়ে আমরা একজন অদ্বিতীয় মহাবীর হিন্দুরাজের পরিচয় পাইতেছি। যে সময়ে হিমালয় হইতে কুমারিকা, সৌরাষ্ট্র হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত মুসলমান প্রভাব বিস্তৃত, সেই সময়ে একজন উৎকলরাজ কএকজন উড়িয়া সৈন্য সঙ্গে লইয়া প্রধান প্রধান যবনরাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন, ইহা নিতান্ত বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই। হয় ত অনেকেই এই লিপির কথা বিশ্বাস করিবেন না, হয়ত কবির কল্পনা মাত্র বলিয়া উপেক্ষা করিবেন। কিন্তু তবুও আমরা প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে শিলালিপির বর্ণনা অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় না।

মাদলাপঞ্জী, রাজবংশাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে কপিলেন্দ্রদেবের অভ্যুদয়, পরাক্রম ও দিগ্বিজয় প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। দেশীয় বিবরণ ছাড়িয়া দিন,—মুসলমান ঐতিহাসিকগণ স্বতঃ পরতঃ হিন্দুবিদ্বেষী হইলেও উক্ত উৎকলরাজের সমরপ্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিতে বিস্মৃত হন নাই।

মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তা কুলবর্গার বাহ্মণী রাজগণের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"(১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে) হুমায়ুনশাহ বাহ্মণীর রাজ্যকালে তেলঙ্গেরা মুসলমানের বিরুদ্ধে উত্থান করিবার জন্য উৎকলরাজ ও উড়িষ্যাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। উৎকলরাজ তৈলঙ্গ ও উড়িষ্যা সৈন্য-সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে ইস্‌লাম-বাহিনী বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন এবং বহুদূর পর্য্যন্ত বিতাড়িত মুসলমান সৈন্যগণের পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিলেন। হুমায়ুনের পুত্র নিজামশাহের সময়েও উৎকলরাজ তৈলঙ্গের হিন্দু জমিদারবর্গের সহযোগে রাজমহেন্দ্রী হইয়া পুনরায় বিদ্রোহী-

---

(১) Archæological Antiquities of Orissa, Vol. II. p. 160.

(২) বিশ্বকোষ ১ম ভাগ ৩৩০ পৃষ্ঠা,

(৩) Epigraphia Indica, Vol. IV. No. 28, Vol. II.

( যবন ) নরেন্দ্রগণের অধিকৃত ভূভাগ জয় করিয়া চোল[১] পর্য্যন্ত আক্রমণ করেন। উৎকলাধিপতি মহাসমারোহে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সমস্ত তেলিঙ্গনা প্রদেশ মুসলমান-কবল হইতে উদ্ধার ও মুসলমান রাজগণকে কর দানে বাধ্য করিবেন। ( তিনি সমস্ত প্রদেশ জয় করিয়া ) মুসলমান রাজধানী আহ্মদাবাদ ( বিদর-)নগরে উপস্থিত হইলে মুসলমান-মন্ত্রী অসীম সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং উৎকলরাজ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।'

ফেরিস্তা আবার একস্থানে লিখিয়াছেন,—'( ১৪৭১ খৃষ্টাব্দে ) উড়িয়ারাজ 'ভন্‌বর'[২] ( = ভ্রমরবর ) বাহ্মনীরাজ মহম্মদ শাহের নিকট অভিযোগ করেন যে, এক ব্যক্তি উড়িয়াগণের সাহায্যে তাঁহার সিংহাসন হরণ করিয়াছেন। যদি তিনি তাঁহার রাজ্য উদ্ধার করিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি মুসলমানরাজের করদ থাকিবেন এবং কএকটী দুর্গ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবেন। বাহ্মণীরাজের বরাবরই গোদাবরীতটে পদার্পণ করিবার ইচ্ছা ছিল; এখন সুযোগ বুঝিয়া তিনি সসৈন্যে উড়িষ্যা-ভূমিতে উপস্থিত হইলেন এবং রাজাপহারক মঙ্গলরায়কে পরাস্ত করিয়া ভমরবরের রাজ্য উদ্ধার করিয়া দিলেন। ভমরবর তাঁহাকে রাজমহেন্দ্রী ও কোণ্ডপল্লী-দুর্গ ছাড়িয়া দিলেন। কিছুদিন পরে 'রায় উড়িষা' মুসলমান সংস্রবে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। এ সময়ে সমস্ত দাক্ষিণাত্যে মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। উৎকলরাজ এই সুযোগে দশহাজার পদাতি ও আটহাজার অশ্বারোহী লইয়া উৎকল অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মহম্মদশাহও বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। উৎকলরাজ মুসলমানের আক্রমণ সহ্য করিতে পারিলেন না। মহম্মদ ২০ হাজার নির্ব্বাচিত সৈন্য লইয়া মহাবেগে উড়িষ্যায় উপস্থিত হইলেন ও নগর গ্রামাদি ধ্বংস করিয়া উড়িষ্যাপ্রদেশ মরুময় করিয়া চলিলেন। উৎকলরাজ সন্ধির প্রস্তাব করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।'

ফেরিস্তার উক্ত বিবরণ পাঠ করিলে কপিলেন্দ্র দেবের কতকটা বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা হিন্দুবীরত্বের উপর সরল ব্যবহার করেন নাই, যেখানে মুসলমানের পরাজয়,—এরূপ অনেক স্থানে মুসলমান ঐতিহাসিক স্বধর্ম্মীর জয় ঘোষণা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। এরূপ স্থলে, ফেরিস্তা হইতে অনায়াসেই আমরা বুঝিতে পারি, কপিলেন্দ্র-দেব একজন সামান্য বীর ছিলেন না, তাঁহার প্রভাবে সমস্ত দাক্ষিণাত্য সম্ভ্রান্ত বিচলিত হইয়াছিলেন।

উৎকলের দেশীয় বিবরণ হইতে জানা যায়—কপিলেন্দ্র গৌড়ভূমি বা গৌড়বাসীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। মিরাৎই-সিকন্দরী নামক মুসলমান ইতিহাস হইতে জানা যায়—গুর্জ্জররাজ

(১) এই চোলের রাজধানীই কাঞ্চী বা কাঞ্চীপুরম্।

(২) ফেরিস্তার ইংরাজী অনুবাদক ব্রিগ ও উৎকলের ইতিহাস-লেখক টমাস 'হিমবর' নাম করিয়াছেন। (Brigg's Ferishta, and Asiatic Researches, Vol. XV. p. 277)। কিন্তু ফেরিস্তার মূল হস্তলিপিতে 'ভমরব' পাঠ আছে। 'ভমরব' বা 'ভদ্রবর' শব্দেরই অপভ্রংশ। 'ভ্রমরবর' কপিলেন্দ্রদেবেরই উপাধি।

শাহ্‌জাদাহ ( ১৪৬২ খৃষ্টাব্দে ) একবার এই গোওবানায় আসিয়াছিলেন এবং গোওবানার আধিপতি তাঁহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছিলেন। তিবাৎ-ই-সিকন্দরী-রচয়িতা যদিও পরে গুর্জ্জরাধিপের বিজয় ঘোষণা করিয়াছেন ; কিন্তু অধিক সম্ভব, তিনি কপিলেন্দ্রের মহাপাত্র গোপীনাথের নিকট পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যৎকালে উৎকলে কপিলেন্দ্রদেবের প্রভূত প্রভাব, সেই সময়ে বাঙ্গালার সিংহাসনে বার্ব্বকশাহ অধিরূঢ় ছিলেন। মুসলমান-ইতিহাস হইতে জানা যায়—'গৌড়াধিপ বার্ব্বকশাহ তাবসি-সৈন্যসাহায্যে কএকবার উড়িষ্যা-দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন।' বর্ত্তমান শিলালিপি হইতে জানিতেছি যে, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। শিলালিপিতে "ধ্বস্তডিণ্ডীন্দ্রগর্ব্বঃ" এই যে পরিচয় আছে, ইহা সম্পূর্ণ অপর কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই।

যাহা হউক, আমরা যতদূর পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে মহারাজ কপিলেন্দ্র-দেবকে উৎকলের শিবাজী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

পরে শিলালিপির পাঠ ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল।

( প্রতিলিপি। )

ওঁ নমো শ্রীপুরুষোত্তমায়।

মৌলৌ চন্দ্রকচূলিনী তিলকিনী ভালে মুখে হাসিনী
কণ্ঠে মৌক্তিকমালিনী মলয়জৈঃ প্রত্যঙ্গমালেপিনী।
হস্তাব্জে নবনীতিনী চরণয়োঃ ক্রীড়া-
রসা[১]— ড়ারসানক্তিনী
শ্রীমাচ্ছশবশোভিনী চিদমলা গোপাঙ্গনালিঙ্গিনী ॥ [১]
সংসারার্ণবকর্ণধারমপি তং ভক্তার্থসংসারিণং
বন্দে শ্রীপুরুষোত্তমং তনুভৃতাং সঙ্কল্পকল্পদ্রুমং।
বেদান্তার্থমুদাহর-
[২]— ন্তি খলু যং নেনাখিলং ভাষতে
দৃষ্টো যত্র হ্রসীয়তে পদমপি স্বাপাদ্রুতং দেহিনাং ॥ [২]
সদ্যঃ সীদুষপাভো মনসি নয়নয়োঃ পাপচিন্তা দুরন্তা
শান্তা নষ্টং বিনষ্টং জনিরজনি সতী সঙ্গ-
[৩]— মিষ্টং যথেষ্টং।
পাপাক্রান্তান্নামং গতমপি পিতরো ধ্বস্তবন্ধাস্তুবন্ধা
নন্দালোকি ত্রিলোকীনিলয়মণিরয়ং নীলা[২]লোরুরংহঃ ॥ [৩]
নিঃশঙ্কং পঙ্কয়গ্রাখিলধরণীভ-

( ৫ম )— লোদ্ধারভূদারসিংহঃ

স্বচ্ছন্দং ম্লেচ্ছবৃন্দং প্রতিজগতি কলেরাদ্যভাগেঽপি রুন্ধী।
ভাস্বদ্বংশাবতংসস্ত্রিজগদধিপতেনীলশৈলাধিনাথ-
স্যাদেশাদোড্রদেশে সমজ-

( ৬ষ্ঠ )— নি কপিলেন্দ্রাভিধানো নরেন্দ্রঃ ॥ [৪]

সদা তুলিতযত্নাপুরুষদানকালেঽর্পিতান্
ত্রিলোকীবিজয়াজিতান্ কনকপর্ব্বতান্ সর্ব্বতঃ।
বিনিদ্রমনিমেষণং দ্বিষদশ্চিরং রক্ষিতুং
মিল-

( ৭ম )— স্তি কনকাচলে বিজয়িনোঽস্য গীতভ্রমাৎ ॥ [৫]

কর্ণাটোদ্ভাসসিংহঃ কলবরগজয়ী মালবধ্বংসলীলঃ
জজ্বালো গৌড়মর্দ্দী ভ্রমরবরনৃপো ধ্বস্তডিল্লীন্দ্রগর্ব্বঃ;
সংগ্রামে দ্র-

( ৮ম )— ষ্টুমনং প্রতিভটসুভটাঃ কেবলন্তে বলন্তে
যেষাং স্যান্নাকনারীকুচকলসতটীকুঙ্কুমাসঙ্গবঙ্গং ॥ [৬]
যস্তৈর্বাজিরাজীবিকটখুরপুটোদ্ঘাটিতক্ষৌণিপৃষ্ঠ-
প্রাদুর্ভূতিপ্রভূত-

( ৯ম )— ক্ষিতিকণনিকরৈর্লক্ষ্যমাণো প্রয়াণে;—
গর্জ্জদ্গম্ভীরভেরীভররবসিভবা কর্ণিকর্ণাবিবর্ণা,
মূর্চ্ছালাঃ ক্ষৌণীপালাঃ সপদি সমভবন্ কাননান্তেঽপানন্তে ॥ [৭]
চণ্ডে কো-

( ১০ম )— দণ্ডদণ্ডে সকৃদপি সমরে যস্য সংসক্তকাণ্ডে
সংবৃত্তে সংপ্রবৃত্তে গতবতি বিলয়ং বৈরজালে করালে।
বন্দীনাং ক্রন্দনীনাং নয়নঘনঘনাৎ স্যন্দমানৈরমানৈ
র্দুর্বারৈর্বারিধারৈঃ প্রতিপদমুদিতো

( ১১শ )— ভিন্নমুদ্রঃ সমুদ্রঃ ॥ [৮]

তস্যাপ্তহংসঃ স হি হংসবংশ-
কেতোঃ পুরোধা মখকুদ্রবতংসঃ।
বিদ্বান্ মহাগাত্রকুলাবতংসঃ

শ্রীলক্ষ্মণোঽয়ং প্রথিতপ্রশংসঃ॥  [৯]

মন্ত্রিশ্রেণিশিরোমণিঃ সুমনসাং সন্তানচিন্তা-

(১২শ)—  মণিঃ,

পাপব্রাজবিষৌঘগারুড়মণিঃ সদ্বৃত্তরক্ষামণিঃ।

পদ্মোল্লাসবিলাসবাসরমণিঃ পুত্রোঽস্য নারায়ণঃ

সত্যারম্ভপরায়ণোঽজনি জনত্রাণায় নারায়ণঃ॥ [১০]

অস্যাসীদনু-

(১৩শ)—  জো মতঃ ক্ষিতিভুজাং শ্রীগোপিনাথো মহা-

পাত্রঃ পাত্রজনার্চ্চনৈকরসিকঃ পাত্রং গুণানাং মহৎ।

শ্রীকান্তস্তনমুক্তাস্তমরয়ঃ চিন্তামণিং মার্গণা

রাজানঃ সুরমন্ত্রিণং বিদুরমুং কান্তা-

(১৪শ)—  শ্চ কান্তং রতে॥ [১১]

রাজেন্দ্রাদধিগম্য ষোড়শবরচ্ছত্রাণি ছত্রাণ্যসৌ,

দুর্গেষু প্রযতেষু ষোড়শমিতেশ্চাস্যাবরং নায়কং।

বন্দীকৃত্য রণেষু ষোড়শনৃপানৌপাহরৎ-স্বামিনে

(১৫শ)—বর্গে গর্জ্জতি ষোড়শে স্বয়মভূন্মন্ত্রীন্দ্র একঃ পুনঃ॥ [১২]

মন্যে পূর্ব্বমপূর্ব্বকীর্ত্তিরসকৃৎ কৃত্বাহবে পার্থিবান্

কারুণ্যাকলিতানুপায়বিভবো দেবোঽভবদ্ভার্গবঃ।

(১৬শ)—বন্দীকৃত্য নরেন্দ্রমণ্ডলময়ং যো গোপিনাথচ্ছলাৎ

সদ্যঃ সম্প্রতিমুঞ্চতীহ বিতরন্ স্বা- স্বাং প্রতিষ্ঠাং পুনঃ॥ [১৩]

কৃত্বা সংযতি মালবেন্দ্রজয়িনং সেনাধিনাথং তু যং

গৌড়েন্দ্রস্য নিতান্তমুৎকুলপথপ্রস্থানরোধা-

(১৭শ)—  র্গলম্।

শ্রীখণ্ডাদ্রিপয়োধরোপরিকরং নির্ম্মায় কাঞ্চীহরঃ

সানন্দং কপিলেশ্বরো বিহরতে কর্ণাটরাজশ্রিয়া॥ [১৪]

চেতোবৃত্তিরিবাত্মনঃ সুবিমলা লোকাধিকা কীর্ত্তিদা

গম্ভীরালয়রীতিবদ্গুণম-

(১৮শ)—  ণিশ্রেণী চ বিস্তারিণী।

সন্মার্গানুগতা চ সন্ততিরিয়ং প্রায়েণ সন্তাপিনাং

সন্তাপোন্মথনাদ্‌কূপাবিদমুনা-খ্যাতা চ খাতাবলী ॥ [১৫]
গর্ব্বোদ্যং গুর্জ্জরেন্দ্রঃ পরিহরতিতরামাশু ডিল্লীনরেন্দ্রঃ
সান্দ্রাং ত-

(১৬শ)— দ্রামবিন্দৎ কুণপগতিমগাদ্‌গৌড়ভূমীমহেন্দ্রঃ।
উত্তম্মালাকরালাং পথি পথি মিলিতাং রংহসোল্লঙ্ঘ্য সেনাং
নাথে শ্রীগোপিনাথে পরিভবতি গতাং মালবেন্দ্রস্য ভূতীং ॥ [১৬]

প্রাসাদ-

(১৭শ)— মেতং নয়নাভিরামং ব্যধত্ত হারীতকুলাব্ধিচন্দ্রঃ।
অসারসংসারগভীরপঙ্কে নিঃশঙ্কনিষ্ঠাস্থবলস্বদস্তং ॥ [১৭]
জীয়াৎ প্রাসাদচূড়ামণিরিব রমণে প্রান্তসংসক্তভঙ্গী,
ভাবপ্রাগ্‌ভাবদীত্যহস-

(১৮শ)— ঘটিতবৃহন্মন্থনী মণ্ডলীকঃ।
চিন্তানন্ত্যস্ত্রিমূর্ত্তিঃ প্রথিলসদমৃতঃ প্রাপ্তিকর্ণো ভবাব্ধে
রুদ্রাজেদঞ্চ দুর্নিপ্রচরভয়ভুবো মন্থমন্থানদণ্ডঃ ॥ [১৮]
রামং শ্রীপুরুষোত্তমং ভগবতীমস্মিন্ সু-

(১৯শ)— ভদ্রাং তথা
রত্নালঙ্কৃতিরাজিততনুং ভক্ত্যায়মহাপয়েৎ।
এতেষাং ত্রিতয়ং নবব্রিজগতীচিন্তামণীনাং ত্রয়ং
প্রাসাদে চ সুমুদ্ধকে বিনিহিতং কিং মধ্যমে পিষ্টপে ॥ [১৯]
সৌবর্ণং শ্রুতিপাণিপা-

(২০শ)— দদ্বয়ো হৈমপ্রভামণ্ডলে
ভাস্বন্মণ্ডলসন্নিভে মণিলসদ্‌ভূষী সরোজাসনং।
সোদরং হারকিরীটকুণ্ডলধরঃ শঙ্খাদিধারী সদা
ধ্যেয়ঃ স্বর্ণময়াকৃতিঃ পথি দৃশো নির্মাতি নারায়ণঃ ॥ [২০]

উদ্ধানা-

(২১শ)— নি নবানি মাল্যবিধয়ে কর্ত্তুং ত্রিকালার্চ্চনং
ভোগান্ স্বর্গপুরোচিতানুপচিতান্ রামাশ্চ রম্ভোপমাঃ
নানারত্নবিভূষণানি বহুশো বাসাংসি ভূরিংস্বসৌ

? প্রাপ্তং তৎ পরমেষ্ঠিনে পরিজনো দ-

(২৫শ :—　　স্তেন কিং স্বামিনে ॥ [২১]

পক্ষত্বং ত্বয়ি যাত্যয়ং দ্বিজপতিঃ পক্ষোন্নতিশ্চাভবৎ

? কংসারেঽসসনস্তু বাসনমভূৎ খ্যাতো হি মে চেদৃশঃ।

দৃষ্টেঽস্মিন্নধিকাধিকারযুগলে কা মে গতিঃ সম্প্রতি

ত্বাখ্যাতং গরুড়ঃ

(২৬শ)—　　কৃতাঞ্জলিরসৌ পাকঃ পুরো বর্ণ্যতে ॥ [২২] ?

যেনাকারি প্রসারি দৃতিরজতশিতং গুণ্ডিচাগারমীশঃ,

যস্যাং কৈলাসবাসঃ প্রলয়মধিগতো হন্তদেশেঽপ্যমুষ্মিন্।

যস্য প্রাগ্‌ভাবখণ্ডস্থলবিকলনভো-

(২৭শ)--　　মণ্ডলাভস্থহিণ্ড-

মার্ত্তণ্ডশ্চ প্রচণ্ডশ্রমশমনপটুর্মণ্ডলোঽভূদখণ্ডঃ ॥ [২৩]

স্বাধ্যায়াভ্যাসঘোষৈর্মুখরিতগগনে যজ্ঞযূপাবলীভিঃ

ভূয়ঃ সংশোভমানে দ্বিজবরগহনে শোভনে শাসনেঽ-

(২৮শ)—　　সৌ :

? আবৈরং তং প্রপঞ্চং নরকরিপুবরং কামপালঃ সুভদ্রা-

গ্রামে স্বস্যাপরেষামপি ভবতু সদা মঙ্গলাগোকুলায় ॥ [২৪]

? প্রক্রাদোঽদ্য ব্যপার্থনাং ভক্তানাং বিরহব্যথাং।

ত্যাজিতো গোপিনাথেন পুণ্ডরীকবিলোচনঃ ॥ [২৫]

(২৯শ)—মীমাংসকসনিগমান্তবিচারপারং

সঞ্চারিণোঽস্মাকম্বিপণ্ডিতং গোপীনাথাঃ ॥

তং জাতং সর্জাগলিকবে রমলোক্তিরেষা

হর্ষোন্নতিং সুমনসাং সরণীং তনোতু ॥ [২৬]

শুভমস্তু। বক্রাখ্যেন লিখিতং ॥

(৩০)—গোপীনাথঃ প্রসন্নোঽস্তু সিদ্ধিদো ভক্ত বৎসলঃ।

গুণরত্নাকরঃ শ্রীমান্ কপিলেন্দ্রহৃদি স্থিতঃ ॥ [২৭]

## অনুবাদ।

যাঁহার মস্তকের চূড়া চঞ্চল, কপালে তিলক, মুখ হাস্যযুক্ত, কণ্ঠদেশ মৌক্তিক-হারে পরি শোভিত এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চন্দন দ্বারা পরিলিপ্ত, যিনি করকমলে নবনীত লইয়া ক্রীড়ারসে ন

এবং প্রেমভরে গোপকুল-মহিলাদিগকে আলিঙ্গন করিতে ভালবাসেন, সেই মনোহর শৈশব-শোভাধারী, নির্ম্মল চিৎশক্তি (সকলের হৃদয়ে) বিরাজিত হউন ॥ ১ ॥

যিনি অপার সংসারসাগরের কর্ণধার হইয়াও ভক্তগণের মঙ্গলের জন্য সংসারীর ন্যায় আচরণ করেন, যিনি কল্পপাদপের ন্যায় প্রাণিগণের সকল অভীষ্ট পূরণ করিতে পারেন, বৈদান্তিকগণ বেদান্তের উদ্দেশ্য অর্থাৎ পরব্রহ্ম বলিয়া যাঁহাকে নিরূপণ করিয়াছেন, যাঁহার আলোকে অখিল-ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইতেছে, অথবা যাহার সত্তায় মিথ্যা মরীচিকাতুল্য জগৎ-সংসারের সত্তা প্রতীয়মান হয় এবং যাঁহাকে দেখিতে পাইলে ব্রহ্মপদও জীবগণের নিকটে অতিশয় তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়, সেই পুরুষোত্তমকে নমস্কার ॥ ২ ॥

যিনি ত্রিলোকনিলয়ের মণিস্বরূপ, নীলাচলের শিরোভূষণ এই পুরুষোত্তমকে অবলোকন করিতে পারেন, তাহার ভীষণ পাপচিন্তা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, নয়ন ও মন পীযূষধারায় সিক্ত হইয়া যেন চিরদিনের জন্য শীতল হইয়া উঠে, দোষরাশি ভস্মীভূত হয়, জন্ম সফল হয়, সকল অভীষ্ট পূরণ হয়, আর কিছুই প্রার্থনীয় থাকেনা এবং তাহার পিতৃপুরুষগণের বহুদিনের কর্দ্দম বিনষ্ট হয়, তাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

ত্রিজগতের অধিপতি নীলশৈলাধিনাথ পুরুষোত্তমের আদেশে ওড্রদেশে সূর্য্যবংশের শিরোভূষণ কপিলেন্দ্রনামক নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি আদিবরাহের ন্যায় কর্দ্দমতুল্য পাপ-মগ্ন সমস্ত ধরণীমণ্ডলের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন এবং ইনিই অমিত ভুজবল প্রকাশ করিয়া কলির প্রথম ভাগেই কল্কীর ন্যায় স্বেচ্ছাচারী ম্লেচ্ছবৃন্দকে পরাজিত করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

যিনি ত্রিলোকবিজয়ার্জ্জিত সুবর্ণরাশি সমস্তই সৎপাত্রে অর্পণ করিতেন ও সর্ব্বদা তুলাপুরুষ দান করিবার সময়ে যখন সেই পর্ব্বতপ্রমাণ রাশি রাশি সুবর্ণতুলাদণ্ডে উঠাইয়া মাপ হইত, তখন দেবগণেরও মনে হইত যে ইহার পরে বোধ হয়, সুমেরুখানিও কাড়িয়া লইয়া অর্পণ করিবেন। বোধ হয় দেবগণ তাঁহার দানভয়েই নিদ্রা ও চক্ষুর নিমেষ পরিত্যাগ করিয়া সকলে মিলিয়া রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই সুমেরু পর্ব্বতে অবস্থিতি করেন ॥ ৫ ॥

কর্ণাট-ধ্বংসকরণে সিংহস্বরূপ, কলবরগা[১] জয়কারী, মালবের ধ্বংসসাধনই যাহার লীলা, জজ্বাল, গৌড়নন্দনকারী এবং ডিল্লীরাজের গর্ব্ব যাঁহার নিকট বিধ্বস্ত, তিনিই 'ভ্রমরবর' নৃপ (কপিলেন্দ্র)। যাহারা স্বর্গীয় রমণীগণের কুচকলসের কুঙ্কুমের আসঙ্গই রঙ্গ মনে করিতেন, (অর্থাৎ কিছুকাল পরেই যাঁহারা সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাইবেন), কেবল সেই সকল বিপক্ষ সৈনিক পুরুষেরাই সংগ্রামস্থলে তাঁহাকে দেখিবার জন্য ইচ্ছা করিতেন ॥ ৬ ॥

(বিপক্ষ) নরপতিগণ যাঁহার যুদ্ধদুর্ম্মদ তুরঙ্গসমূহের বিশাল খুরপটের আঘাতে বিদীর্ণ ক্ষিতিতল হইতে উত্থিত ধূলিপটলে দূর হইতেই যাঁহার যুদ্ধযাত্রা অনুমান করিতেন, যুদ্ধভেরীর গম্ভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া (যাহারা) বিবর্ণ হইতেন এবং তৎক্ষণাৎ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নিবিড় অরণ্যে যাইয়াও দারুণ মূর্চ্ছায় অচেতন হইয়া পড়িতেন ॥ ৭ ॥

---

(১) মুসলমান ইতিহাসে কুলবর্গা নামে খ্যাত।

সমরস্থলে যাঁহার বিশাল কোদণ্ডে একটী বারের জন্যও বাণ আরোপিত হইলে ভয়ানক বলশালী বিপক্ষদল সমূলে নির্মূল হইত এবং বন্দিগণের রোরুদ্যমানা রমণীগণের নয়নরূপ মেঘ হইতে অবিরিমিত-অনিবার্য্য বারিধারা পতিত হইয়া সমুদ্রের জল- বৃদ্ধি করিত, সমুদ্রও বেলা অতিক্রম করিয়া উথলিয়া উঠিত ॥ ৮ ॥

যজ্ঞানুষ্ঠানকারিগণের শিরোভূষণ, বিদ্বান্, মহাপাত্রবংশের অলঙ্কারলক্ষণ সূর্য্যবংশ-ধুরন্ধর (সেই কপিলেন্দ্রের) পুরোহিত বা মন্ত্রী ছিলেন। ইনি অতিশয় নির্ম্মলস্বভাব ও বিশ্বস্ত, সকল ভূমণ্ডলেই ইহাব প্রশংসা বিস্তারিত হইয়াছিল ॥ ৯ ॥

ইনি সমস্ত মন্ত্রিগণের শিরোমণি ছিলেন, ইহার পরামর্শ না লইয়া কেহই কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। উন্নতহৃদয় ব্যক্তিরা ইহাকে চিন্তামণি মনে কবিতেন। গারুড়-মণির ন্যায় ইহার স্পর্শে কালকূটেব ন্যায বিষরাশি বিনষ্ট হইয়া যাইত। ইনি সচ্চরিত্র রক্ষা করিতে সর্ব্বদাই যত্ন করিতেন, কখনও তাহার অতিক্রম করিতেন না। দিনমণি আকাশমণ্ডলে উদিত হইলে পদ্ম যেরূপ উল্লাসে বিকসিত হয়, সেইরূপ লক্ষ্মীও ইহাকে দেখিযা বা কেবল ইহাকেই অবলম্বন করিয়া বিকাশ পাইতেন। ইনি সর্ব্বদাই প্রকৃত কার্য্যপরায়ণ ছিলেন এবং নারায়ণের ন্যায় সমস্ত প্রাণীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য যত্ন করিতেন ॥ ১০ ॥

সকল রাজগণের আদরণীয় গোপীনাথ নামক ইহার এক ভ্রাতুজ ছিলেন। মহাত্মা গোপী-নাথ সর্ব্বদাই সাধু ব্যক্তিদিগের আদব ও যথোপযুক্ত সম্মান করিতে ভালবাসিতেন. তিনি সমস্ত গুণের প্রধান আশ্রয় ছিলেন। যাচক ইহাকে চিন্তামণি, রাজগণ দেবমন্ত্রী বৃহস্পতি এবং কামিনীগণ ইহাকে রতিপতি কামদেবের তুল্য মনে কবিত ॥ ১১ ॥

ইনি মহারাজের নিকট কতকটা উৎকৃষ্ট ছত্র প্রাপ্ত হইয়া * * * * যুদ্ধক্ষেত্রে ষোলজন প্রসিদ্ধ রাজাকে বন্দী করিয়া আনিয়া মহারাজকে উপহার দিয়াছিলেন। [illegible] পরে তিনিই স্বয়ংই মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ হইলেন ॥ ১২ ॥

মহাপাত্র গোপীনাথ বিপক্ষ নরপতিগণকে বন্দী করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে পবিত্র করিতেন ও তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় প্রতিষ্ঠা ব রাজত্বও অর্পণ করিতেন। ইহাতে বোধ হইত যেন বিখ্যাত কীর্ত্তি ভৃগুনন্দন পরশুরাম সমরক্ষেত্রে বার বার রাজগণকে বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে তাঁহাদের কাতরস্বরে কাতর হইয়া গোপীনাথনামে লুক্কায়িত হইযাছেন ॥ ১৩ ॥

মালবেন্দ্রবিজয়ী গৌড়রাজের পক্ষে উৎকল-পথের অর্গলস্বরূপ সেই গোপীনাথকে সেনার অধিনায়ক করিয়া নিশ্চিন্ত হৃদয়ে কাঞ্চীহর কপিলেশ্বর শ্রীখণ্ড-গিরিসদৃশ পয়োধরে মুখ নিক্ষেপ করিয়া কর্ণাট-রাজলক্ষ্মীর সহিত বিলাস উপভোগ করিতেন ॥ ১৪ ॥

স্বীয় চিত্তবৃত্তির ন্যায় নির্ম্মল, অতিশয় কীর্ত্তিশালী, গম্ভীর রীতিযুক্ত সমস্ত গুণমণির আকর — ইহার বংশপরম্পরাও সন্মার্গেরই অনুসরণ করিয়া সন্তাপীদিগেব সন্তাপ দূর করেন বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন ॥ ১৫ ॥

গুর্জ্জররাজ (যাঁহার ভয়ে) সমস্ত গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ডিল্লীশ্বর নিবিড় তমঃ

লাভ করিয়াছিলেন, গৌড়েশ্বর কুণপগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গোপীনাথ সেনার অধিনায়ক হইয়া অসংখ্য সেনাগণকে স্বীয় বলে পরাজিত করিয়া পথে পথে সন্নিবিষ্ট মালবরাজের ভয়ানক চমূ অধিকার করিয়াছিলেন॥ ১৬॥

হারীতকুলের উজ্জ্বলকারী সেই মহাত্মা অসার সংসাররূপ পঙ্কের অবলম্বনদণ্ডস্বরূপ মনোহর এই দেবমন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন॥ ১৭॥

ইনি রাম, পুরুষোত্তম ও রত্নালঙ্কার-পরিশোভিত সুভদ্রাকে ভক্তিপূর্ব্বক সংস্থাপন করিয়াছেন। ত্রিজগতীর চিন্তামণিত্রয়ের ন্যায় সেই মূর্ত্তিত্রয়, প্রাসাদমনোহর মধ্যমপিষ্টপে ( ভূস্বর্গে ) বিনিহিত হইয়াছে কি? ॥ ১৯॥

কর্ণ, হস্ত, চরণ ও হৃদয় সুবর্ণময়, সূর্য্যমণ্ডলসদৃশ সুবর্ণপ্রভামণ্ডল পদ্মাসনে উপবিষ্ট, গলায় হার, মাথায় মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল এবং হস্তে শঙ্খধারী সুবর্ণময় নারায়ণকে চিন্তা করিলে তিনি তাঁহাদিগকে সৎপথে প্রেরণ করেন॥ ২০॥

যিনি চিন্তিত হইয়া ( পিতামহকে ) ত্রিকালার্চ্চন করিতে মাল্যের জন্য নূতন উদ্যান, স্বর্গপুরোচিত বহুল ভোগ, রম্ভাসদৃশ রমণীগণ, নানাবিধ রত্নালঙ্কার ও বহুতর বস্ত্র অর্পণ করিয়াছেন॥ ২১॥

তিনি অতিশয় নারায়ণভক্ত ছিলেন। গরুড় কৃতাঞ্জলি হইয়া নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন যে, হে কংসধ্বংসকারিন্! এই দ্বিজপতি তোমার সম্বন্ধে পক্ষতালাভ করিতেছেন এবং পক্ষোন্নতও হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পরে আমার কি গতি হইবে? ॥ ২২॥

তিনি বিস্তৃত প্রাচীর ও রজততুল্য শুভ্রবর্ণ গুণ্ডিচাগার নির্ম্মাণ করেন, কৈলাসপতি যে মন্দিরে কৈলাসবাসের ন্যায় প্রীতিলাভ করিতেন, মার্ত্তণ্ড যাহার অগ্রভাগে বিদীর্ণ আকাশমণ্ডলের ন্যায় পিণ্ডীকৃত হইয়া অতিশয় ক্লান্তিদূর করিতে পটুতা লাভ করিয়াছেন॥ ২৩॥

রাজদত্ত ভূমিভাগে সর্ব্বদাই বেদধ্বনি হইত, স্থানে স্থানে নিহিত যজ্ঞযূপসকল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিত, যে স্থান ব্রাহ্মণগণের আবাসভূমি সংস্থাপিত, ভক্তবৎসল বৈকুণ্ঠপতি সেই সকল স্থানের সমস্ত শত্রু বিনাশ করুন, দেবী সুভদ্রাও সেই গ্রামবাসী এবং অপরাপরের মঙ্গলবিধান করুন॥ ২৪॥

মহাত্মা গোপীনাথ অল্পবিভব বা রোগসম্পত্তিশালী ভক্তগণের বিরহ-ব্যথা দূর করিয়াছেন, বৈকুণ্ঠপতি এখন আর তাহাদের বিরহযাতনা প্রাপ্ত হইবেন না॥ ২৫॥

নিগম ও মীমাংসা প্রভৃতির পারগামী গোপীনাথ আমাদিগের অবলম্বন হউন এবং সজ্জাগলি কবির এই পবিত্র উক্তি পণ্ডিতদিগের হৃদয়ে হর্ষ বিস্তার করুক॥ ২৬॥

গোপীনাথ ( আমাদের প্রতি ) প্রসন্ন হউন, যিনি সকল গুণরত্নের আকর, ভক্তবৎসল ও কপিলেন্দ্রের হৃদয়ে সর্ব্বদাই অবস্থিত আছেন, যিনি ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে ভক্তগণের অভীষ্ট পূরণ করিতে পারেন॥ ২৭॥

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

# বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।*

২১৪। অক্রূর আগমন। কবিচন্দ্র।

আ। অথ অক্রূর আগমন লিখ্যতে।
তবে রাজা অক্রূরে আনিল ডাক দিয়া।
রামকৃষ্ণ দুটী ভাই ঝাট আন গিয়া॥
করিব ধনুর যজ্ঞ করহ গমন।
নন্দ আদি গোপগণে দিবে নিমন্ত্রণ॥

শে। এই মতে গোপিগণ করুণা করেন।
হেথা রামকৃষ্ণ দোঁহে মথুরা নিলেন॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে ব্যাসের বর্ণন।
রোগ শোক দূরে যায় যে করে শ্রবণ॥

ইতি অক্রূর-আগমন। ১২১৮ সাল, ১৩ কার্ত্তিক। (শ্লোক সংখ্যা প্রায় ১৮০)।

২১৫। অধ্যাত্মরামায়ণ। দ্বিজ কবিচন্দ্র।

আ। খট্টাঙ্গ রাজার পুত্র দীর্ঘবাহু হৈলা।
দীর্ঘবাহুর তনয় দিলীপ জন্মিল॥
দিলীপের পুত অসীম মহত্ত।
অজের তনয় তবে হৈল দশরথ॥
তাঁর পুত্র ভগবান্ ব্রহ্মময় হরি।
অংশাংশে জন্মিল রামরূপের মাধুরী॥

শে। মহারাজে কয় সুতে বলি করপুটে।
ভরতে করহ রাজা অযোধ্যার পাটে॥
সুমিত্রা সহিত কয় কৌশল্যা মাতায়।
পুত্র হেতু কটু কথা না কয়্যা রাজায়॥
এই পুথি লিখি আমি করিয়া বিশ্বাস।
এই বার কৃপা কর ভাবি শ্রীনিবাস॥

সায় হইল বেলা চারি দণ্ডে। লিখিত শ্রীগণেশ দাস, সাং লাহিড়ীগঞ্জ। পঠনার্থ শ্রীগোপাল কুম্ভকার, সাং নিজাডিং। সন ১১৫০ সাল।

ভ। রামলীলা রামায়ণ কবিচন্দ্র গায়।

২১৬। অধ্যাত্মরামায়ণ (আদিকাণ্ড)।

লক্ষ্মণ বন্দ্য।

আ। অহল্যামুক্তি লিখ্যতে।
তপোবনে যজ্ঞ করে যত মুনিগণ।
যজ্ঞভাগ দেখিতে আইল যত দেবগণ।
সারি দিয়া দেবগণ যজ্ঞস্থানে বৈসে।
মারিচের সেনা তাথে বক্ত বরিষে॥
তাড়কাদি তিন কোটী সেনা তার সঙ্গে।
যজ্ঞারম্ভ শুনিলে আইসে সেইখানে॥

শে। রামের বিবাহকথা যেই জন শুনে।
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জ্ঞান বুদ্ধি বৃদ্ধি সেইজনে।
বিপ্রজনা শুনে যদি জ্ঞান বৃদ্ধি হয়।
ক্ষত্রিয় শুনিলে যুদ্ধে সদাই বিজয়॥
ধনধান্য বৃদ্ধি হয় বৈশ্য যদি শুনে।
শূদ্রের মহত্ত্বপদ প্রাপ্ত দিনে দিনে॥
অধ্যাত্ম শ্রীরাম নিত্য আদিকাণ্ড সার।
রামপদরজ ভাবি শ্রীলক্ষ্মণ গায়॥

ইতি সমাপ্ত। (সন তারিখ প্রভৃতি নাই। শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৪৫০।)

---

* ইতিপূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ৪র্থ ভাগ ৩৪৪ পৃষ্ঠায় বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়স্থ ২১৩ খানি পুথির তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। অদ্য বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে সংগৃহীত আর কতকগুলি পুথির তালিকা প্রদত্ত হইল।

আ=আরম্ভ। ভ=ভণিতি। শে=শেষ।

২১৭। অধ্যাত্মরামায়ণ। লক্ষ্মণ বন্দ্য।

আ। রাবণ পড়িল রণে যত দেবের বৈরী।
আনন্দে পূর্ণিত হৈল অমর নগরী॥
রাক্ষস মূর্ত্তি গেল হৈল দিব্যমূর্ত্তিধারী।
শূন্যপথে রথে চাপ্যা গেল স্বর্গপুরি॥
দেবগণ দেখিল পড়িল দশানন।
রামের উপরে করে পুষ্পবরিষণ॥

শে। তা দেখিয়া রামচন্দ্র আনন্দিত মন।
রামজয় রামজয় বল্যা নাচে কপিগণ॥
ভাবিয়া রামের পদ শ্রীলক্ষ্মণে গায়।
এত দূরে সীতার পরীক্ষা হইল সায়॥
ইতি সমাপ্ত। স্বাক্ষর শ্রীভবানী শর্ম্মা।
( শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২২০। )

২১৮। অধ্যাত্মরামায়ণ (শিবরামের যুদ্ধ)।

আ। সীতাশোকে রামচন্দ্র পড়ে আছেন ভূঞে।
অশ্রু ঝুরে লক্ষ্মণের বাক্য নাই মুঞে॥

শে। পবননন্দন চলে রাম দরশনে।
শ্রীযুত লক্ষ্মণ মাগে অভয় চরণে॥
ইতি শিবরামের যুদ্ধ সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীমধুকণ্ঠ দেবশর্ম্মা, সাং নিগ্যা। ১৭১৭ শক। ১৬ অগ্রহায়ণ। ( শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০। )

( আর একখানি লক্ষ্মণ বাঁড়ুয্যের ১২১৪ সালের শিবরামের যুদ্ধ হস্তগত হইয়াছে। )

২১৯। অনাদ্য-বন্দনা। সীতারাম দাস।

আ। নম ধর্ম্মঠাকুর অধর্ম্ম কর দূর।
আমার কপালদোষে বিধাতা নিষ্ঠুর॥
ওহে ধর্ম্ম তোমার দয়া বোঝা নাহি গেল।
তুমি কি করিবে আমার কপালে আছিল॥
* * * *
বিশেষে গীতের কথা শুন সর্ব্বজন।
কেবল ভরসা মোর শ্রীগুরুচরণ॥
* * * *
সাধন করহ ধর্ম্মের সঙ্কীর্ত্তন।
প্রভুর সঙ্গেতে তোর হবে দরশন॥
অযোধ্যারাম-চক্রবর্ত্তীর খণ্ডঘোষে ধাম।
কিছু কিছু জানেন তিনি ইহার সন্ধান॥

শে। শিওরে বসিল গৌর গজলক্ষ্মী মা।
উঠ বাছা সীতারাম গীত লেখগা॥
* * * *
নারায়ণ পণ্ডিত মোর পরিচয় পেয়্যা।
অনেক যতনে মোরে রাখিল ধরিয়ে॥
* * * *
নারায়ণ পণ্ডিত বড়ই মহাশয়।
যাহা হইতে হইল গীতের পরিচয়॥
* * * *
দুয়াতি কলম মোরে দিল বোনাইয়া।
আনন্দিত পুথি সব লিখিনু বসিয়া॥
আপনা পালা লিখিলাম ইন্দাস মোকামে।
আঠঠাকুর হরিশ্চন্দ্র লিখিলাম তদিনে॥
পারমতি করিলাম সাঙ্গ চল্লিশ দিবসে।
যেবা মনে করি তাহা লিখি অনায়াসে॥
ধন্য পুণ্যবান ছিল গোপীনাথ সে।
তাঁহার পুণ্যের কথা কহিবেক কে॥
তাঁহার আছিল দেখ চতুর্থ নন্দন।
মথুরদাস ধর্ম্মদাস বল্লভ মদন॥
ধর্ম্মদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীহরি নামেতে।
প্রথমে রাজীবদাস লিখিলাম পুঁথিতে॥
দুর্য্যোধন কুশলরাম কনিষ্ঠ সভার।
মদন নন্দন দেবীঘোষ নাম তার॥
দেবীর নন্দন দেখ সীতারাম নামে।
যারে ধর্ম্ম দেখা দিল জামকুড়ির বনে॥
আমার কনিষ্ঠ ভাই নাম সতারাম।
মাতামহ কুল মোর ইন্দাসেতে ধাম॥

শ্যামদাস মাতামহ গোত্র বাল্যকে।
ইন্দাসের অম্বগোষ্ঠী জানে সর্ব্বলোকে॥
সীতারামদাস গান ভাবিয়া ঠাকুর
ভরদ্বাজ গোত্রের সমাজ চিত্রপুর॥
সীতারামদাস গান ধর্ম্ম পদতলে।
এই পুঁথি হইল হাজার চারি সালে॥

ইতি সন ১২৬৩। তারিখ ১৭ কার্ত্তিক বুধবার দিন শেষ। লিখিতং শ্রীভজহরি রায় সাং মধুধবপুর। পাঠক শ্রীদিগম্বর কর্ম্মকার সাং ভগলদিঘী।

২২০। অন্তপ্রকাশখণ্ড। গতিগোবিন্দ।

আ। জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় রসময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রেমের আলয়॥
জয় জয় অদ্বৈত প্রেমচূড়ামণি।
যার পদ পরসাদে এ ধন্য ধরণী॥
ভ। জয় জয় বীরচন্দ্র অমূল্যপদদ্বন্দে।
শ্রীনিবাসসুত কহে এ গতিগোবিন্দে॥
শে। এইত কহিলাঙ্ মেচ্ছের আদি অন্ত কথা।
যে কথা শুনিলে দুঃখ ঘুচএ সর্ব্বথা॥
জয় জয় বীরচন্দ্র অমূল্য পদদ্বন্দে।
অন্তপ্রকাশখণ্ড কহে এ গতিগোবিন্দে॥

ইতি প্রকাশখণ্ড সম্পূর্ণ। শকাব্দা ১০৭৬ (মূল) শক। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১২৫।)

২২১। আত্মজিজ্ঞাসাতত্ত্ব। কৃষ্ণদাস।

আ। আগেতে কারব এই পদ্যে গঠন।
বিস্তার করিয়া আর কহিব এখন॥
প্রথমেতে হয় পুষ্প সজী আকৃতি।
শুক্লবর্ণ রক্তবর্ণ তার পর হয় তথি
বস্তুর আকৃতি দিব্য পুষ্পের ভিতর।
তাহার উপরে জীব জনমে বিস্তর।
শে। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
এ আত্মা জিজ্ঞাসাতত্ত্ব কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি আত্মজিজ্ঞাসাতত্ত্ব বস্তু কথনং সম্পূর্ণং। লিখিতং শ্রীরামচরণনিয়োগী সাং বিদ্যানন্দপুর। সন ১২১৬ সাল তারিখ ৫ ফাল্গুন। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১২৫।)

২২২। আত্মনিরূপণ।

আ। অথ আত্মানিরূপণ।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য ভকত হৃদয়।
জয় জয় নিত্যানন্দ গুরুমহাশয়॥
* * * *
জগত জীবন প্রভু ভকত হৃদয়।
কেমনে আছএ তাহা শুনত নিশ্চয়।
তথা। এক দেশে স্থিতি চন্দ্র জগতে উদয়।
এইরূপে আছেন প্রভু ভক্তের [illegible]
এ পাতের পরে—
কর্ত্তা হইতে নিরখিয়া দেখ নিজ মন।
এই দেহ মধ্যে আছে চৌদ্দভুবন॥
(তৎপরে খণ্ডিত।)

২২৩। আত্মাসাধন। কৃষ্ণদাস।

আ। নির্ব্বন্ধাধঃ বহুসাধনানি
কুর্ব্বন্তি বীজা গবমাবিবেণ।
শ্রীরূপপাদাব্জরজোভিষেকং
ব্রতঞ্চ নেতৎ যমসাধনানি॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয়।
জয় জয় নিত্যানন্দ নিস্তার কারণ।
কৃপা কর ওহে প্রভু এই [illegible]
এই মতে গুরুশিষ্য দুহে একঠাই
* * করে দুহে আনন্দিত হই॥
শে। সহজবস্তু আস্বাদে মোর বড় আশ
আত্মাসাধন গ্রন্থ কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীআত্ম[illegible]সমাপ্ত। সন ১২২[illegible]

২২৪। আনন্দলহরী।

আ। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য ইত্যাদি
শুন শুন বন্ধু ভাই লোকপরিহরি।
সকল বিঘ্ন যাবে বল হরি হরি॥
সকল বিষয় যাবে কৃষ্ণের ভজনে।
প্রেম করি ভজ ভাই তাঁহার চরণে।
শে। গৌতমের বনিতা অহল্যা ভাগ্যবতী
শিষ্য হইয়া ইন্দ্র তার হইল দুর্ম্মতি॥

(প্রথম সাত পাতে শ্লোক সংখ্যা প্রায় ১৫০।

২২৫। ইতিহাসসমুচ্চয়।

আ। শ্রীকৃষ্ণভজনে ভাই সভে অধিকারী।
কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র কিবা পুরুষনারী

সর্ব্ববর্ণ নব ভজে সেই শ্রেষ্ঠ হয়।
যে না ভজে সে না শুনে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
শে। (৮ পাতের পর খণ্ডিত।)
পঠিলে শুনিলে ভাই হরিভক্তি নয়।
কন্দল করিতে তার বৃথা কাল যায়॥
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৮০।)

## ২২৬। উদ্ধবসংবাদ। কবিচন্দ্র।

আ। ১ম পাতা নাই। ২য় পাতায় আরম্ভ।
বন্দি ব্যাসের পদ কবিচন্দ্র ভণে।
রথে আরোহল উদ্ধব আনন্দিত মনে॥
রথে আরোহল উদ্ধব ভাবিতে লাগিল।
আজু সে আমারে বিধি সুপ্রসন্ন হইল॥
শে। যমুনাএ পড়ে আসি সেই অশ্রুজল।
তাহাতে যমুনা বড় হঞাছে প্রবল॥
* * * *
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্র ভণে।
দশমস্কন্ধের কথা উদ্ধব গমনে॥
ইতি উদ্ধবসম্বাদ সমাপ্ত। * * ॥ যথাদৃষ্টং ইত্যাদি। শ্রীশ্রীচন্দ্রকুঁয়র লিখিত। পঠনার্থে শ্রীবিনোদকুণ্ডর। শুদ্ধ করিবার লোক শ্রীযুত ভকত সিংহ।

## ২২৭। উপাসনাতত্ত্বসার।

আ। অষ্টবর্ষ আগে রূপ গেলা বৃন্দাবনে।
সনাতন ছাড়ি তথা সুখ নাহি মনে॥
শে। সাধ্যবস্তুসাধন এই কহিল তোমারে।
ইহা বই নাহি আর ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে॥
ইতি উপাসনাতত্ত্বসার সমাপ্ত। সন ১২৪৭ সাল ৩০ আশ্বিন।

## ২২৮। উপাসনাপটল। শ্রীস্বরূপ।

আ। ন ব্রহ্মা নো বিষ্ণুর্নো সৃষ্টিকর্ত্তা ইত্যাদি।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ নিত্য বৃন্দাবনে।
নিজ গুরু রাধা বটে কহিলাঙ প্রমাণে॥
আদ্য অন্ত বৃন্দাবন পূর্ব্বপর হয়।
ঐকারে আকারে ভেদ নাহি সুনিশ্চয়॥
শে। এই স্বরূপের বাক্য আদ্য উপাসনা-
পটল কহিলাঙ।
ছয় গোসাঞির সাধনসিদ্ধি ইহাতে
রাখিলাঙ॥
শ্রীস্বরূপেণ বিরচিত আদ্যন্ত উপাসনা-পটল সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীহরিরাজ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১২৫।)

## ২২৯। একাদশীর ব্রতকথা। কবিচন্দ্র।

আ। অথ একাদশীর ব্রতকথা লিখ্যতে।
শ্রীকৃষ্ণে পুছিল যুধিষ্ঠির মহাঋষি।
অবনী আনিল কেবা ব্রত একাদশী॥
করিলে কি পুণ্য হয় কিবা তার ফল।
না করিলে কিবা পাপ কহনা সকল॥
শে। যম তরিবারে পথ করিল সংসারে।
উপায় না দেখি আর মুক্তি হইবারে॥
কবিচন্দ্র মিশ্র বলে শ্রীকৃষ্ণচরণে।
গ্রন্থ সাঙ্গ হইল হরি বল সর্ব্বজনে॥
লিখিতং শ্রীনদিয়ারচাঁদ নন্দী, সাকিম কোতুলপুর। সন ১২৬০ সাল ২০ জ্যৈষ্ঠ বুধবার রোজ বেলা চারি দণ্ড থাকিতে সমাপ্ত হইল। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৪০০।)

## ২৩০। একাদশীর ব্রতকথা। শ্যামদাস।

আ। দেব বিপ্র গুরুজনে দণ্ডবৎ হইয়া।
একাদশীব্রতকথা গাইত কহিয়া॥
একাদশীমাহাত্ম্য যত সংসারে বিদিত।
পুরাণে কহিয়ে তাহার বুঝএ পণ্ডিত॥
শে। শ্যামদাস বলে নর শুন অবধানে।
পাণ্ডত পাঁচালী রচি লোকের কারণে॥
পর উপকার বই নাঞি কোন ধর্ম্ম।
পাঁচালী রচিল আমি শাস্ত্র লয়া ধর্ম্ম॥
ইতি একাদশীব্রতকথাসমাপ্ত। লিখিতং শ্রীশ্রীচন্দ্র কুঁয়র। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৮০।)

## ২৩১। কণ্বমুনির পারণ। কৃষ্ণদাস।

আ। ১ম দুই পাত নাই, তৃতীয় পাতে আছে।
ত্রাসে কাঁপে যশোদার কৃষ্ণের মুখ চায়্যা।
কি কাজ করিলে গোপাল মাএর মাথা খায়্যা॥
শে। কণ্বমুনির উপাখ্যান হইল সমাধান।
নায়কের মনস্কাম পুরাহ ভগবান্॥
ইতি সন ১১৩৪ সাল ৮ শ্রাবণ। পঠনার্থে শ্রীশ্রীরাজকন্যা সাবিত্রী কোঙারি (কুমারী), সাং সহাষ বিষ্ণুপুর।

ভ। কৃষ্ণদাস বিরচিত ভক্তি ভগবান।
(আনুমানিক শ্লোকসংখ্যা ১৫০।)

২৩২। কলঙ্কভঞ্জন। কবিচন্দ্র।

আ। এইরূপে যান রাধা অহঙ্কার করি।
মনে মনে হাসিতে লাগিল দেবহরি॥
বাহির দুয়ারে গোপী উত্তরিল গিয়া।
আঙ্গিনায় নন্দসুত দেখিল চাহিয়া॥

শে। এখন নিশ্চিন্ত হয়ে থাক গিয়া ঘরে।
নিভৃতে যাইব আমি বিবল মন্দিরে॥
রাধিকা-মঙ্গল গীত কবিচন্দ্র গায়।
এত দূরে কলঙ্কভঞ্জন হইল সায়॥

ইতি কলঙ্কভঞ্জন সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীকৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। পুস্তক শ্রীকার্ত্তিকচরণ দাস, সাং পাত্রগাতি। সন ১২৬৫। ২৯ ভাদ্র। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২০০।)

২৩৩। কবচাবলী। সত্রঙ্গরূপ।

আ। জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় শ্রীরাধিকা জয় কর্ম্মানন্দ॥
শ্রীরাধিকার অঙ্গ আর চৈতন্যের হয়।
দ্বাদশ গোপাল হইতে আশ্রয় করয়॥
এক অক্ষরে দ্বাদশ গোপাল হইল।
তিন অক্ষরে ছয় জন একত্র মিশিল॥
পুন তিন অক্ষরে তিন প্রভুর সঞ্চার।
তবে দুই অক্ষরে দুই বস্তুর উচ্চার॥

শে। এই মত নিল প্রভু চৈতন্যগোসাঞি।
এক অঙ্গ বিনে আর দুটি অঙ্গ নাঞি॥

ইতি শ্রীকবচাবলী গ্রন্থ সম্পূর্ণ। শ্রীসত্রঙ্গরূপ বিরচিতং। লিখিতং শ্রীগদাধর পোদ্দার। ইতি সন ১০৮২ সাল ২৭ কার্ত্তিক। মহাপূজার দিন। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৪০।)

২৩৪। কবিরাজী।

আ। ১ম পাত নাই। (২ পাত হইতে) চিত্রা নক্ষত্রে অশ্বগন্ধা ১ তোলা মূল গলাতে বান্ধিলে গলগণ্ড ঘুচে। সিউলীপত্র চিবাইলে গলগণ্ড ঘুচে। হরিদ্রাবর্ণ সাঁমুক তপ্ত কবিয়া স্বেদ কবিলে গলগণ্ড ঘুচে।

শে। (৫ পাতের পর খণ্ডিত। ৪ পাতের শেষ) আমছাল বাটিয়া খাইলে কাঁজির সহিত লেপিলে রক্তাতিসার ঘুচে।

২৩৫। কবিরাজীপাতড়া।

আ। (নাই।)

মধ্য। বাই-অম্বলের প্রতিকার।
গুপারিখণ্ড।—গুপারি কাটিয়া জলেতে সিদ্ধ করিব। তবে দুগ্ধে সিজাইব, শুষ্ক করিয়া গুঁড়া করিব। তবে বকাদি তোলাইব। ধন্যা ত্রিকটু গুড়ত্বক জ্যৈষ্ঠমধু তেজপত্র এলাইচ নাগেশ্বর তালিশপত্র রক্তচন্দন পদ্মকাষ্ঠ দেবদারু কালা জিরা মহুরী সমঙ্গ * * *। শুঁঠিখণ্ড।—শুঁঠি ৪ তোলা, মধু ১৬ সের, দুগ্ধ ১৯৬। শুঁঠিচূর্ণ করিব। ৩ তিনপাদ আটিব। তবে বকাল দিব। ধন্যা জিরা মুথা পিপুল বংশলোচন গুড়ত্বক এলাইচ তেজপত্র কালাজিরা হরিতকী মরীচ নাগেশ্বর এষাং প্রতি ২ তোলা এ সব চূর্ণ করিয়া দুগ্ধে সিজাইব। তবে সিদ্ধ হইলে মউ দিব। তবে সিদ্ধ হয়। ইহার শূল ঘুচে। আম্বলপীত্তি ঘুচে। বুকবেথা ঘুচে। আম্বল হইতে যে যে বলবান্ হয় তাহা ঘুচে। আম্বলবাত ঘুচে। ইহার নাম গুটিখণ্ড।

(আনুমানিক দুইশত বৎসরের পুরাতন পুথি হইবে।)

২৩৬। কামশাস্ত্র।

আ। জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মহামুনি।
কামশাস্ত্রকথা কিছু কহ দেখি শুনি।

শেষ। পশুর সমান সেই নাহি জানে সুখ।
পত্নীসনে অপ্রিয় হয় পায় বড় দুখ॥
গর্গমুনি বিরচিত অপূর্ব্ব কথন।
এত দূরে কামশাস্ত্র হইল সমাধান॥

ইতি সন ১১২৫ সাল। লিখিতং শ্রীরামকান্ত পাত্র সাং ভগলদীঘী। তারিখ ... পৌষ বুধবার। (শ্লোকসংখ্যা আনুমানিক ২৫০।)

৩৭। কালনেমির রায়বার। কাশীনাথ।

আ। হনুমান্ বলবান্ গন্ধমাদন যায়।
লঙ্কা হইতে মধ্যপথে রাবণ দেখিতে পায়।
বলে মুড়পড়াটা দেখি বিপরীত,
কি করি উপায় তখন; ত্রাস পেয়ে রাবণ
ভীমা কালনিমা ডাকায়॥
বলে, ভাই এখানে এস, কাছে বস,
আমার কেবল তুমি।
তোমার তরে, রেখেছি ঘরে,
দেবকন্যা আনি।
যদি কাজটি করিতে পার, করিতে পার
বচন ধর, কাজটি এস্যা কর।
যুদ্ধে পসি, ছোট তপস্বী,
পরাণে এসেছি মার,
বিধাতা সহায় হইল, তুমি কিবল
এই কর এখন্।
রাতি গেলে, উদয় হইলে,
মরিবে লক্ষ্মণ॥

শে। দুর্ব্বাদল শ্যাম রাম কোল দিল তারে।
কাশীনাথ বলে, রামপদতলে,
কালনিমার রায় বার।
বাস মোর লঙ্কীপুরে আছি টেরে
ভরসা রামের নাম।
ভজন নাই মোরে দয়া
করিবে বীর হনুমান্।
আর জোটার আমার কালনিমার রায়বার
হইল প্রচার॥

ইতি কালনিমার রায়বার সম্পূর্ণ। লিখিতং শ্রীদিগম্বর দাস কর্ম্মকার সাং ভগলদীঘী। পঠসি সর্ব্বেশ্বর কর্ম্মকার। সন ১২৫৯ সাল মাঘ ২৪ দিবস শনিবার বেলা এক প্রহর।

২৩৮। কালিকামঙ্গল। ভারতচন্দ্র।

আ। আমার প্রাণ কেমন করে
না দেখে তাহারে।
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে॥
ভাটমুখে বিদ্যার শুনিয়া সমাচার।
উথলিল সুন্দরের সুখের অপার।
বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যানাম জপ।
বিদ্যালাভ বিদ্যালাভ বিদ্যালাভ তপ।

শে। রায় বলে রামা তুমি কহিলে সুন্দর।
তবে চল তুমি আপনার শ্বশুর ঘর॥
অবাক হইল বিদ্যা কবির কথায়।
সুন্দর শাশুড়ীর কাছে মাগেন বিদায়॥
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৫০০।)

২৩৯। কুন্তীর বাণভিক্ষা। কবিচন্দ্র।

রণে ভঙ্গ দিয়া কুরু গেলা নিজ স্থানে।
ক্রোধ করি দুর্য্যোধন ডাকে সেনাগণে॥
৮ পাতের শেষে—
করে করি দুগ্ধ লয়ে করহ ভক্ষণ।
মোর যুক্তি এই কথা শুন বীর কর্ণ॥
(এই আট পাতার শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৮০।)

২৪০। কৃষ্ণকর্ণামৃত। যদুনন্দন।

আ। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
প্রথমে বন্দির গুরু গোসাঞী চরণ।
অজ্ঞান তিমির নাশি কৈল শুদ্ধ মন॥

* * *

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা সঙ্গে রাসকুঞ্জলীলা।
গান করে সখী সঙ্গে হৈয়া এক মেলা॥
তাঁর বাক্য শুনি লীলাশুক মহাশয়।
মনে দুঃখ ভাবি তবে আপনা ভৎর্সায়॥
এত কহি দেখে পুন, গোবিন্দের নেত্র যেন
মধ্য। রহি রাণী কুঞ্জ বাইবারে।
সঘনে প্রলয় করে, অন্য তাহা নাঞি হেরে,
প্রফুল্ল হইয়া শ্লোক পড়ে॥

শে। শ্রীগুরুর পদদ্বন্দ্ব, মৃদু মৃদু অরবিন্দ,
তাঁর নখাঞ্চলে মোর আশ।
সে পদভাবনা হৈতে, গাই কৃষ্ণলীলামৃতে
এ যদুনন্দন দাস দাস।
ইতি সম্পূর্ণমস্তু কর্ণামৃতং। লিখিতং শ্রীগোবর্দ্ধন বিশ্বাস।(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১২৯০।)

২৪১। গঙ্গামঙ্গল। জয়রাম।

আ। প্রণিপাতে পরীক্ষিত শুক প্রতি কন।
কহ মুনিবর ব্যাসের নন্দন॥

কৃপা করি কহ মুনি কৃষ্ণচরিত্র।
গঙ্গার কারণ কহ হই পবিত্র॥
শে। ভগীরথের পদে মোর অযুত প্রণাম।
গঙ্গামঙ্গল গাঙ্গ বচে জয়রাম॥

ইতি শ্রীশ্রীগঙ্গামঙ্গল সমাপ্ত। লেখক শ্রীদুর্গাচরণ ঘোষ, সাং মাঝা। সন ১২৪৮ সাল তারিখ ১৫ই আশ্বিন। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৩৫০)।

## ২৪২। গীতগোবিন্দসার।

আ। শ্রীকমলাকুচমণ্ডলধৃতকুণ্ডল-
কলিতললিতবনমাল
জয় জয় দেব হরে।
দিনমণিমণ্ডল ভবখণ্ডন,
মুনিজনমানসহংস॥
কমলার কুচযুগ আশ্রয় করিলে যে
বনমালা করিলে ধারণ॥
সূর্য্যমণ্ডলস্থ দুঃখ সহন জানিঞা।
ধীর শান্তের গুণ কহে বিবরিঞা
ঐ। শ্রীজয়দেবকবিহৃদিমুদিতং।
রসিকজনং তনুতামপি মুদিতং।
শে। বিরহে আকুল, রাধিকা সঘীর,
বচন আদিত ধরে।
শ্রীজয়দেবের, ভণিত অধিক,
তবে মন মৃত্য করে॥

## ২৪৩। গীতগোবিন্দের অনুবাদ।

আ। সংসারার্ণব তরণৈকতরণীং প্রেমপ্রসূনক্রমং
সংসেব্যং হরিনামপূতনিখিলং
ভক্তিপ্রিয়ং ভক্তিদং।
শ্রীমদ্রূপসনাতনং পূজ্যতমকোটীন্দু-
নিন্দাননং নিত্যানন্দসুখাস্পদং নরবরং
তং নৌমি বিশ্বম্ভরং॥
প্রথমে বন্দিব গৌরচন্দ্র অবতার।
যাঁর সম ভুবনে দয়াল নাহি আর॥
ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়ে অনুক্ষণ।
ভক্তিমুক্তিদাতা রাধারুষ্ণের চরণ।
তবে প্রণমিব জয়দেব কবিবর।
রাধিকামাধব যাঁর নয়নগোচর॥
যাঁর কৃত কর্ম্ম কাব্য শ্রীগীতগোবিন্দ
যাতে প্রীত করে যত কৃষ্ণভক্তবৃন্দ॥
শে। ইন্দ্রের বাহন পরে দময়ন্তী পতি।
বিরচিল সেই গ্রামে করিয়া বসতি॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে প্রাকৃত ভাবায়াং স্বাধীনভর্তৃকাবর্ণনে সুপ্রীত পীতাম্বর নাম দ্বাদশঃসর্গঃ।

স্বাক্ষর লিখিল দীন ভগবান দাস।
জয়দেব পাদপদ্ম মনে করি আশ॥

ইতি সন ১১৩৩ সাল তারিখ ২৫ বৈশাখ শুক্লপক্ষ, বুধবার সমাপ্ত। (শ্লোক সংখ্যা প্রায় ১২০০।)

## ২৪৪। গুরুদক্ষিণা। অযোধ্যারাম।

আ। বন্দো প্রভু নারায়ণ অখিলের পতি।
যার পদ সেবেন কমলা সুরপতি॥
গুরুস্থানে জিজ্ঞাসিলা রাজা পরীক্ষিত।
কহ শুনি মুনি কিছু কৃষ্ণের চরিত॥
শে। বিনা ভক্তি নাহি মুক্তি কভু ত্রিভুবনে।
দিনে দিনে তনু ক্ষীণ অযোধ্যারাম ভণে॥

লিখিতং শ্রীরামলোচন সরকার সাং চক্রকুর। পাঠক শ্রীকৃষ্ণমোহন তেলি, সাং গড়েরডাঙ্গা। সন ১২২২ সাল তারিখ ৫ অগ্রহায়ণ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৫০।)

## ২৪৫। গুরুদক্ষিণা। পরশুরাম।

আ। (প্রথম দুই পাত নাই। তিন পাত হইতে)
জাতিভির্ব্বন্ট্যতে নৈব চোরেণাপি ন নীয়তে
দানেনৈব ক্ষয়ং জাতি বিদ্যারত্নং মহাধনং॥
ভাই ভাই বন্টনে বিদ্যার নাহি অংশ।
দান কৈলে মহাবিদ্যা নাহি হয় ধ্বংস॥
শে। কবি পরশুরাম বলে শুন ছাত্রগণ।
গুরুর চরণ সেবা কর অনুক্ষণ॥
ইতি গুরুদক্ষিণা সম্পূর্ণ পালা সাঙ্গ।
হরিধ্বনি করিয়া সভে গান রঙ্গ॥

অক্ষরমিদং শ্রীচন্দ্রশেখর দাসস্য পুস্তকং। পুস্তকমিদং শ্রীনিত্যানন্দ চৌধুরী। সন ১০৫০ সাল তারিখ ১২ ফাল্গুন। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৫০।)

২৪৬। গুরুদক্ষিণা। শঙ্কর।

আ। এক পুত্র সেই ভাল যদি বিদ্যা জানে।
এক চন্দ্রে আলো মাতা করে ত্রিভুবনে॥
অমাবস্যা রাত্রে মাতা শতনক্ষত্র থাকে।
চন্দ্রবিনে অন্ধকার কহিলাম তোমাকে॥
শে। আপনি দেবকী কৈল নন্দনের সাজ।
ভোজনে বসিলা তবে দেব ব্রজরাজ॥
সুবর্ণের থালে অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
কৃষ্ণবলরাম দুহে করিলা ভোজন॥
আচমন সারি ভোগ তাম্বূল কর্পূরে।
দুই ভাই শুইলেন পালঙ্গ উপরে॥
কতক রাত্রি গেল হৈল দ্বিতীয় প্রহর।
আনন্দে গেলেন হরি রাধিকার ঘর॥
কৌতুকে দেখিয়া রাধা আনন্দিত হইল।
যতেক মনের দুখ সব নাসরিল॥
পালঙ্গে শয়ন কৈল রাধিকা কানাই।
সুখের সাগরে ভাসে সীমা দিতে নাই॥
অতি ঘন বর-দেহ দেব গদাধর।
গুরুদক্ষিণা সাঙ্গ হৈল গাইল শঙ্কর॥

ইতি সন ১২৫৯ সাল তারিখ ১লা আশ্বিন লিখিতং শ্রীগীতারাম শর্ম্মা সাং রাধানগর। পাঠক শ্রীব্রজনাথমণ্ডল সাং রাধানগর, বুধবার বেলা আন্দাজি ছয় দণ্ডে সমাপ্ত হইল ইতি।
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৩০০।)

২৪৭। গুরুশিষ্যসংবাদ। নরোত্তমদাস।

আ। ১ম ৩ পাত নাই। ৪ পাত হইতে,—
রাধাকৃষ্ণ উজ্জ্বল প্রেম অতুলন হেন।
ব্রজে নানাস্থল শোভা প্রত্যক্ষ আছেন॥
শে। শ্রীলোকনাথ গোসাঞির চরণমাত্র আশ।
গুরুশিষ্য সম্বাদ কহেন নরোত্তম দাস॥

ইতি গুরুশিষ্যসম্বাদে বৃন্দাবন-নিরূপণনাম দশম পটল সমাপ্ত।

ইতি সন ১২২২ সাল তারিখ ২৩ চৈত্র।

২৪৮। গোপালবিজয়। কবিশেখর।

আ। জয় জয় গোপাল গোবিন্দ।
একে একে দেবতার কত নিব নাম।
নারায়ণ চরণে আমার পরণাম॥
এক সুবর্ণে যেন নানা অলঙ্কার।
তেন নারায়ণ সব দেব অবতার॥
প্রসঙ্গে কহিব বেদ পুরাণের সার।
পণ্ডিত মুরখে সব বুঝিহ বিচার॥
* * * *
অবিচারে আপত্তি না দিহ দোষভার।
স্বপনে কহিয়া দিল নন্দের কুমার॥
তবে মহাকাব্য কৈল গোপালচরিত।
তবে কৈল গোপালের কীর্ত্তনামৃত॥
ভ। গোপালবিজয় নর শুন এক মনে।
কহে কবিশেখর অমৃত বরিষণে॥
শে। গোপালবিজয় কথা কহিল আলাপে।
অনুসারে জানিবে পুরাণ আলাপে॥
কহে কবিশেখর করিয়া পুটাঞ্জলি।
হাসিয়া না পেলাহ লৌকিক ভাবাবলী॥

ইতি শ্রীগোপালবিজয়। শকাব্দা ১৭০১।
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০০।)

২৪৯। গোপাল বিজয়। (দানখণ্ড)

কবিশেখর।

আ। রঙ্গে ঢঙ্গে বহি বসি সব সখিজনে।
মধুপুরী বিকে যায় হরষিত মনে॥
হেন মতে গোপী সব যায় নিতে নিতে।
তা শুনিয়া কানাই ধরিতে নারে চিত্তে॥
দানপ্ররঙ্গকথা শুন সর্ব্বজনে।
কহে কবিশেখর অমৃত বরিষণে॥
শে। গোপালবিজয় নর শুন সাবধানে।
রাধাকৃষ্ণের যত রস উপজয় দানে।
কহে কবিশেখর সরস বচনে।
হাসিতে নাচিতে পারে নন্দের নন্দনে॥

দানখণ্ড সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীগোপীচরণ-দাস। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৪০)

২৫০। গোবিন্দবিলাস। যদুনন্দন।

আ। শ্রীগোবিন্দব্রজানন্দগিত্যাদি।
নিশা অন্তে কুঞ্জ হৈতে, প্রবেশায় গোষ্ঠ ভিতে,
গোদোহন ভোজনাদি লীলা॥
প্রাতঃকালে সায়ংকালে, খেলে সব সখি মেলে,
গোচারণ সঙ্গমের বেলা॥

মধ্য। বিমনা হয়াছে যদি ব্রজেশ্বরী মাতা।
তথাপিহ মনে করে কৃষ্ণশুভচিন্তা॥
শেষ। জয় জয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোসাঞি।
তোমার কৃপাতে ইবে কৃষ্ণলীলা গাই॥
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে।
এ যদুনন্দন গায় গোবিন্দবিলাসে॥

ইতি শক ১৭১২ সাল মাহ আষাঢের পেগম্ বোজে লেখা সম্পূর্ণ হইল।

২৫১। গৌরাঙ্গখান। গোবিন্দদাস।

আ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতার।
আপনার গুণে সব জীবে কৈল পার॥
* * * *
শুন শুন আরে ভাই এক মন আশে।
শ্রীনিবাস সঙ্গে কথা গদাধর দাসে॥
শ্রীনিবাস কহে শুন গদাধর দাস।
গোলোক ছাড়িয়া নবদ্বীপেতে নিবাস॥
গোলোকবৈভব ছাড়ি নবদ্বীপে পরকাশ।
ইহার বিশেষ কথা কহ গদাধর দাস॥
গদাধর বলে প্রভু শুন শ্রীনিবাস।
পুরবে ভকত সঙ্গে না পূরিল আশ॥
ম। নিগম গ্রন্থ যেই নিগম বচন।
হেন রসে আছে যে তার বৃন্দাবন॥
কহে গোবিন্দদাস হৃদয়ে আকুল।
বৈষ্ণব গোসাঞি চারি যুগের হয়েন মূল॥
* * * *
কহেন গোবিন্দ দাস বৈষ্ণব চরণে।
বৈষ্ণব গোসাঞি মোর শুদ্ধ কর মনে॥
শে। নাই। ৭ম পাতায় শেষ,
আপনার গুণে যদি প্রভু করে দয়া।
তবে সে পাইতে পারি সেই পদছায়া॥

২৫২। যুযুচরিত্র। ভবানন্দ।

আ। নারায়ণং নমস্কৃত্যমিত্যাদি।
শুকদেব বচনে রাজা পরীক্ষিত বলে।
কি কর্ম্ম করিলা কৃষ্ণ গোকুলমণ্ডলে॥
শুকদেব বলেন রাজা শুন অবাস্তর।
গোকুল আঁধার করি গেলা গদাধর॥
* * * *
চলিলা যতেক গোপী যেন হংস সারি।
মুখে কৃষ্ণ কথা কয় কাঁখে কুম্ভ করি॥
হেনকালে এক ঘুঘু বসিয়া বৃক্ষডালে।
ডালে বসি ডাকে ঘুঘু বচন রসালে॥
ভ। ঘুঘুর গমনকথা ভবানন্দ ভণে।
জন্মে জন্মে মতি থাকে রাধার চরণে।
শে। ঘুঘুর বচনে রাধা চলিলেন দুয়ারে।
হাতে ধরি আনিলেন আপনার ঘরে॥
রাধাকৃষ্ণ দুই রূপ একত্র হইল।
দুহার চরণে ঘুঘু প্রণাম করিল॥
তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণচন্দ্র ঘুঘুরে বর দিল।
তোমার চরিত্র গুণ ভুবনে রহিল॥
ঘুঘুর চরিত্র কথা ভবানন্দ ভণে।
জন্মে জন্মে মতি থাকে রাধার চরণে॥

ঘুঘুচরিত্র সমাপ্ত হইল। ইতি ২রা বৈশাখ সন ১২১২ সাল রোজ শনিবার।

২৫৩। চন্দ্রচিন্তামণি। প্রেমানন্দদাস।

আ। পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপং স্বরূপকং।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকং॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাস হরিদাস এই পঞ্চশক্তি গৌরলীলাতে। অথ কৃষ্ণলীলায় পঞ্চশক্তি॥ নন্দ, যশোদা, সখীগণ, ব্রজবীগণ, ছত্রীশরং, প্রেয়সি। এই অষ্টসহ কৃষ্ণের প্রকট বিহার। অথ লীলাতে পঞ্চশক্তি স্পর্শরূপ রসগন্ধ ইত্যাদি।
শে। এই সব মাধুর্য্য।
এ সব জানিলে চিত্ত তবে জানি ধৈর্য্য।
প্রাপ্ত উদ্যানতত্ত্ব দেহের ঘটনা।
জানিলে ঘুচয় যত বিড়ম্বনা॥
* * *
কনকমঞ্জরী পাদপদ্ম অভিলাষে।
চন্দ্রচিন্তামণি কহে প্রেমানন্দ দাসে॥

ইতি চন্দ্রচিন্তামণি গ্রন্থ কন্দর্পশক্তি সম্পূর্ণ

২৫৪। চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী। প্রেমদাস

আ। ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্, সর্ব্বশাস্ত্রে যারে গান
দেবদেবী বন্দিব চরণ।

যোগী যতি সদাধ্যেয়, প্রভু যারে নাহি পায়,
বন্দো সেই শচীর নন্দন ॥
নিজ ভক্তি-আস্বাদন, সর্ব্বধর্ম্ম সংস্থাপন,
সাধু রক্ষা পাষণ্ড দমন।
ইত্যাদি কার্য্যের তরে, শচী জগন্নাথ ঘরে,
নবদ্বীপে লভিলা জনম ॥
প্রতপ্ত নির্ম্মল স্বর্ণ, পুঞ্জ জিনি গৌরবর্ণ,
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপ ধাম।
জিনি রক্তপদ্মদল, শ্রীপদযুগলতল,
দশাঙ্গুলি শোভে অনুপাম ॥
দ। দক্ষিণ সুখন্য করি, আইলা গৌরাঙ্গহরি,
নীলাচলপুরে পুনর্ব্বার।
শুনি সব ভক্তগণ, অতি আনন্দিত মন,
ধাঞা গেলা সমুদ্রের ধার ॥
ভ। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী উজ্জ্বলা।
লিখিলেন প্রেমানন্দদাস কুতূহলা ॥
শে। কালসর্প ভয়ঙ্কর, প্রেমামৃত হীন নর,
অনাথ ডাকিছে গৌরহরি।
প্রেমদাস অগেয়ান, প্রেমামৃত দেহদান,
কৃপাকর আত্মসাৎ করি ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী সমাপ্ত। সন ১২০৬ সাল মাহ কার্ত্তিক। ২৫ শনিবার সপ্তমী তিথি, কৃষ্ণপক্ষ বেলা এক প্রহর। লিখিতং শ্রীবলরাম দেবশর্ম্মা, সাং বিষ্ণুপুর। ( শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৩৮২৫। )

২৫৫। চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্যখণ্ড) কৃষ্ণদাস।

আ। বন্দে শ্রীকৃষ্ণনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ ইত্যাদি।
জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় শচীসুত জয় দীনবন্ধু ॥
* * * *
অষ্টাদশ বর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি শিখাইলা প্রেমভক্তি ॥
তারপর ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইল নৃত্যগীত-রঙ্গে ॥
শে। শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, রঘুনাথজীর চরণ,
শিরে ধরি করোঁ যার আশ।
কৃষ্ণলীলামৃতার্ণিত, চৈতন্যচরিতামৃত,
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস ॥

ইতি মধ্যলীলা। সন ১০৮২ সাল, ২৭ অগ্রহায়ণ। ( শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৩২০০। )

২৫৬। চৈতন্যতত্ত্বসার। রামগোপালদাস।

আ। জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
* * * *
প্রথমে জন্মিলা শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী।
বৃন্দাবনেতে কল্পবৃক্ষ অবতারি ॥
তার শিষ্য ঈশ্বরীপুরী উজ্জ্বলাবতার।
আপনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মিলাইল যার ॥
শে। বৈষ্ণব-চরণে মোর এই নিবেদন।
নিন্দক পাষণ্ড সঙ্গ না হয় কখন ॥
শ্রীমধুমতী চরণে যার অভিলাষ।
চৈতন্যতত্ত্বসার কহে রামগোপালদাস ॥

সন ১০৮১ সাল তারিখ ৩১ জ্যৈষ্ঠ।

২৫৭। চৈতন্যপ্রেমবিলাস। লোচনদাস।

আ। শ্রীরামানন্দরায় পদ্মনমিশ্রকে শিক্ষা দীয়তাগিত্যাদি।
যেই ভক্ত কৃষ্ণপদ আশ্রয় করি লয়।
সেই ভক্তজন হয় রাধিকা আশ্রয় ॥
শে। ভক্তবৃন্দ পদদ্বন্দ্ব হৃদে করি আশ।
চৈতন্যপ্রেমবিলাস কহে এ লোচনদাস ॥

ইতি প্রেমবিলাস সমাপ্ত। ( শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১০০। )

২৫৮। চৈতন্যভাগবত (মধ্যখণ্ড) বৃন্দাবনদাস।

আ। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।
আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥
* * * *
মধ্যখণ্ড কথা এই শুন এক চিত্তে।
সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইলা জেন মতে ॥
দয়া করি আইলেন শ্রীগৌর সুন্দর।
পরিপূর্ণ ধন্য হইল নদিয়া নগর ॥

ধাইলেন যত সব আত্মবর্গ পাছ।
কেহ আগে কেহ মাঝে কেহ যায় পিছে॥
শে। কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়।
এই মত গৌরচন্দ্র যে মোরে বোলায়॥
পক্ষী যেন আকাশে অন্ত নাহি পায়।
তেন শক্তি ততদূর ঘুচি যায়॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দচন্দ্র জান।
শ্রীবৃন্দাবনদাস তদু পদযুগ গান॥
মধ্যখণ্ড সমাপ্ত। ইতি সন ১১২৪ সাল, তারিখ ৭ কার্ত্তিক। পরগণে বিষ্ণুপুর সাং ভামকুণ্ডী। পঠনার্থে শ্রীক্ষেত্রমোহন বসা। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৪৫০০।)

২৫৯। চৈতন্যমঙ্গল। হরিদাস।
আ। অজ্ঞান তিমিরান্ধস্যেত্যাদি।
বন্দো শ্রীগুরুচরণ যাহাকৃপা পাই যাহা হৈতে॥
শ্রীগুরুচরণ বিনি, চিত্ত ভাই নিরবধি,
মুক্ত হবে যদি লয় চিত্তে॥
বৈষ্ণবের পদরজ, শিরে লয়া কৃষ্ণভজ,
গুণ সঙ্গে অভেদ করিয়া।
বৈষ্ণব যে কাটে মারে, ক্রোধ না করিহ তারে
সাষ্টাঙ্গে চরণে ধরিয়া॥
হরিদাস বলে শুন নিতাই গুণমণি,
কৃপা করাইলে শুনি গৌরাঙ্গকাহিনী॥
এত কথা আমার মনে হইল এখন।
ইহার তত্ত্ব মোরে বল প্রভু নারায়ণ॥
ইতি সন ১২২০ সাল তারিখ ২৩ পৌষ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০।)

২৬০। জগৎমঙ্গল। গদাধরদাস।
আ। অথ উৎকলখণ্ড।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বপ্রাণ, প্রণমোহ ভগবান,
শ্রীনন্দনন্দন সুরেশ্বর।
ইতি আদি পুরাতনে, নিন্দি ইন্দি নবঘনে,
সদা নব বপু মনোহর॥
শোভিত নিন্দিত পীত, রবিবক্ষ [illegible]
বিশোভা নখর চপলা।
প্রফুল্লিত সরসিজ মুখশোভা কিবা তেজ,
জিনল সিতসিন্ধু শশিকলা॥
ম। ভাগীরথী তীরে বটে ইন্দ্রাণনী নাম।
তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি বিঙ্গিগ্রাম।
অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের বাম পদতলে
নিবাস আমার সেই চরণকমলে॥
তাহাতে শাণ্ডিল্যগোত্রে দেব যে দৈত্যারি
রামোদর পুত্র তার সদা ভজে হরি।
দুর্বরাজা সুবরাজা তাহার নন্দন।
দুর্ববাজপুত্র হইল শিব পণ্ডিত॥
তাহার নন্দন হয় নাম ধনঞ্জয়
তাহাতে জন্মিল শুন এ তিন তনয়।
রঘুপতি ধনপতি দেব নরপতি।
রঘুপতির শ্রীপুরে প্রতিষ্ঠিত মতি॥
প্রথম বন্ধু দেবেশ্বর কোহ কুমার
চতুর্থে শ্রীরঘুদেব পঞ্চম শ্রীধর।
প্রিয়ঙ্কর হইতে এ পঞ্চ উদ্ভব।
অনু সুধাকর মধ্য বাম যে প্রকার॥
সুধাকরনন্দন যে এ তিন প্রকার।
তৃণীশ্বর কমলাকান্ত এ তিন কুমার।
প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।
রচিলা কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর॥
দ্বিতীয় শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবানে।
রচিলা পাঁচালী ছন্দে ভারত পুরাণে॥
জগতমঙ্গল কথা করিলা প্রকাশ।
তৃতীয় কনিষ্ঠ লীন গদাধর দাস॥
শে। নরসিংহ নামে দেখি উৎকলের পতি।
পরম বৈষ্ণব জগন্নাথ ভজে নিতি॥
স্কন্দপুরাণের মত শুনিয়া বিচিত্র।
কত ব্রহ্মপুরাণের প্রভেদ চরিত্র॥
না বুঝিয়ে পুরাণেতে ইত্যাদি লোকেতে।
তেকারণে রচিলাম পাঁচালীর মতে।
ইহা শুনি কৃতার্থ হইব পঞ্চজন।
ইহলোকে সুখ অন্তে গতি নারায়ণ।
সপ্তষষ্টি সবাব্দা সহস্র পঞ্চশতে।
সম্ভ্র পঞ্চাশ সন দেখ লেখা মতে॥
মহানদী তাপী হয় বেদিজ সহর।
উৎকল উত্তম শুনি নিকট নগর।
নাথনপুরেতে ঘর তাহার ভিতর।
বিশ্বেশ্বরবাটী চিহ্নিত সেই স্থানের॥
দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী পড়িল পুরাণ।

শুনিয়া পুরাণ বড় হইল মনে ॥
পাঁচালীর মত রচি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
নাহি সন্ধিজ্ঞান মোর না পড়ি ব্যাকরণ ॥
আমি অতি মূঢ়মতি কবির রচন।
ভাগবত গ্রন্থ করি শ্রীহরিকীর্ত্তন ॥
পণ্ডিত যে জন দোষ ইহার না লবে।
যদি বা অশুদ্ধ হবি প্রশংসা জানিবে ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদপদ্ম যে করে আশ্রয়।
ভব আদি পাদপদ্ম মাগয় অভয় ॥
দীন হীন চাহি আমি সে পদ স্মরণ।
চন্দ্র পরশিতে যেন মণ্ডুকের মন ॥
সবে মাত্র ভরসা আছয়ে এক আর।
পতিতপাবন দীনবন্ধু নাম যার ॥
সেই নাম বিনে নাঞি আমার নিস্তার।
গদাধর করিয়াছে ভরসা যাহার ॥
তার সম * * কষ্টেতে বিস্তার।
জগৎমঙ্গল কহে দাস গদাধর ॥

ইতি জগন্নাথমঙ্গল সম্পূর্ণ। পুস্তক লিখিতং শ্রীঅনুপচন্দ্রঘোষ সাং ঝেঞা পরগণে বারহাজারী, চৌকী কোতলপুর। সন ১১৬৫ সাল তারিখ ২২ আষাঢ় সোমবার তিথি নবমী রাত্রি ছয় দণ্ড থাকিতে সম্পূর্ণ। ( শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০০। )

## ২৬১। জৈমিনিভারত। দ্বিজ অভিরাম।

আ। নারায়ণং নমস্কৃত্যমিত্যাদি।
পরীক্ষিতসুত জন্মেজয় নৃপবর।
করযোড়ে জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর ॥
শ্রীকৃষ্ণসহায়ে কুরুগণে নিপাতিয়া।
পুন কি করিলা তবে হস্তিনা আসিয়া ॥
ম, ভ। এত বলি সেনাগণ ধাইল ত্বরিত।
চৌদিগে সুবর্ণবীরে করিল বেষ্টিত ॥
দেখি সুবর্থের তনু কোপে কম্পমান।
ভারতসঙ্গীত দ্বিজ অভিরাম গান ॥
শ। দ্বিজ অভিরাম কহে কবি পরিহার।
এ ভবসাগর পার কর কর্ণধার ॥
একান্তে চিন্তিয়া সভে কৃষ্ণের চরণ।
মুখভরি বল হরি সর্ব্ব বন্ধুগণ ॥

ইতি জৈমিনিভারত সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীবামলোচন সরকার সাং মেবাল। কুযেক পাত লেখে শ্রীরাধন দত্ত সাং বামুন্যা। সন ১২৪৮ সাল তাং ১২ শ্রাবণ। পুস্তক মিদং শ্রীনফরচন্দ্র দত্ত সাং গোপালনগর, এক্ষণে মোং পাটীত গ্রামে দোকানের কর্ম্ম করিতেছেন। ( শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৩৮২৫। )

## ২৬২। জ্ঞানরত্নমালা। কৃষ্ণদাস।

আ। জয় জয় শ্রীগুরুদেব করি নমস্কার।
যাহার প্রসাদে হই ভবসিন্ধুপার ॥
* * *
ব্যাসের তনয় শুকদেব মহাশয়।
পরম বৈষ্ণব জ্ঞাতা ভাগবতময় ॥
শে। শ্রীগুরুগোবিন্দ পাদপদ্ম করি আশ।
জ্ঞানরত্নমালা এই কহে কৃষ্ণদাস ॥
ইতি জ্ঞানরত্নমালাসম্পূর্ণ।
বিষয়। শরীরতত্ত্ব, ব্রহ্মাণ্ড-সংস্থানের সহিত শরীরাঙ্গের মিলন।

## ২৬৩। ঝাড়নমন্ত্রসংগ্রহ।

আ। হিমালয় পর্ব্বত নাড়ীঝাড়ি।
সাতবাটের বিষ লয়া একবাটে মাবি ॥
ভিমান্যা সাপিনা হয়াছন খোনা।
বাহড় বাহড়রে বিষ সেই নামে সোণা ॥
রূপাতলা যে পথে গেসি বিষ সেই পথে আর।
আপনি ডাকিছেন তোকে বাপ ধর্ম্মরায় ॥
শে। কোথা তোর মেলা, শনি মঙ্গলবারের হলি ফুকাক্ষর।
দশবাহু তোর দশরূপ শিঘ্রি ছাড় কার কন্ধে।
একক্ষনকার আজ্ঞায় গরিব নরসিংহের আজ্ঞা ॥
( শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২২৫। )

## ২৬৪। তত্ত্ববিলাস। বৃন্দাবনদাস।

বন্দে শ্রীগৌররূপমিত্যাদি।
[illegible] শ্রীগৌরপদচিন্তামণিসার।
[illegible] তত্ত্ব যার অধিকার ॥
[illegible] ভক্ত বৈষ্ণব চরণ।
যাহার প্রসাদে হয় প্রেমভক্তি ধন ॥
* * * *

অলৌকিক অবৈদিক বৃন্দাবনের আচার।
যেদে না পাইল বৃন্দাবনের বিহার ॥
যে সব বিলস তাহা বেদে অগোচর।
অবৈদিক প্রেমকথা সভাকার পর ॥
গোপীগণ লঞা রাস কৈল বৃন্দাবনে।
ইচ্ছারূপ প্রকৃতি শ্রীরাধিকার সনে ॥
ব্যাস কি জানিব ইহা না জানএ ব্রহ্মা।
দিবানিশি নাহি তাহে কি দিব উপমা ॥
ভ। দাস বৃন্দাবনে কহে তত্ত্ববিলাস।
অবিরত শ্রীগুরুচরণে বহু আশ ॥
শে। কাতর হৃদয়ে মুক্তি পুন পুন কহি।
আমানি করহ পার তবে পার পাই ॥
তোমা বই প্রভু মোর কেহ নাহি বন্ধু।
নিজ পদ দিয়া পার কর দীনবন্ধু ॥

ইতি শ্রীতত্ত্ববিলাসগ্রন্থ শ্রীবৃন্দাবনদাস বিরচিত সম্পূর্ণ। ইতি ১০৮৭ সাল। তারিখ ৩০ অগ্রহায়ণ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৮৫০)

## ২৬৫। তুলসীচরিত্র। দ্বিজ ভগীরথ।

আ। প্রণমহ নারায়ণ যোড় করি হাত।
বসুদেবসুত কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ ॥
* * * *
দ্বিজগুরুচরণেকরি নমস্কার।
তুলসীর মাহাত্ম্য কিছু করিব প্রচার ॥
যেন মতে তুলসী জন্ম হইল পৃথিবীতে।
তার কথা কহি শুন সাবহিতে ॥
শে। তুলসীর চরিত্র কথা শুন সাবহিতে।
পদ্মপুরাণে কহে দ্বিজ ভগীরথে ॥

ইতি তুলসীচরিত্রকথা সম্পূর্ণ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২২০।)

## ২৬৬। দানখণ্ড। জীবন চক্রবর্ত্তী।

আ। কাহার ভেটিতে, গুরুভয় পরমাদ,
সবে স্থির নহে গোপীগণ।
বাহির হইয়া যাই, ভবে সে ভেটিতে পাই,
মনে মেলি কবি নিরূপণ ॥
শে। এত দূরে কৈল [illegible]
জীবন বলেন [illegible]

ইতি দানখণ্ড সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীকুঞ্জ[illegible] মহাপাত্র। বেলা এক দণ্ড থাকিতে পুথি হোল। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২২৫।)

## ২৬৭। দিনমণিচন্দ্রোদয়। মনোহরদাস।

আ। অখণ্ডমণ্ডলাকারং নিত্যবৃন্দাবনপুরী।
চিরকালসদানিত্যং লোকানুগ্রহবাসসা।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় শিরোমণি।
জয় নিত্যানন্দচন্দ্র হৃদয়ের বাণী ॥
* * * *
একদিন দুইজন আনন্দ সহিতে।
কহিতে লাগিলা কথা প্রেম-প্রচারিতে।
শ্রীরাধা সহিতে হরি [illegible]
এক বিন্দুপাত তহো হৈলা আচম্বিত ॥
সেই বিন্দু ব্রজে হৈতে পড়িলা খসিয়া।
তেজোময় রূপ হৈল পত্রেতে থাকিয়া।
ভ। শ্রীরূপের পাদপদ্ম সদা করি আশ।
দিনমণিচন্দ্রোদয় কহে মনোহরদাস ॥
শে। অষ্টাদশে সুরতলীলা তাহার বিচার।
ঊনবিংশতি সূত্রে কৈল উদ্ধার প্রচার ॥
বিংশতিতে নিজকার্য্য আপন প্রাবল্য।
একবিংশে নিজ গোষ্ঠী নিজের [illegible]
শ্রীযুত অনঙ্গমঞ্জরীর পদে আশ।
দিনমণিচন্দ্রোদয় কহে মনোহরদাস ॥
ইতি তাং ১৮ মাঘ। পরগণে বঙ্গদেশ বাস শ্রীনবদ্বীপ। ইতি। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৮৫০।)

## ২৬৮। দুর্ল্লভসার। লোচন দাস।

আ। জয়তি জয়তি দেব শচীগর্ভজন্মা।
জয়তি জয়তি ভক্ত প্রেমজনৈকধর্ম্মা ॥
* * * *
এক নিবেদন করি শুন সর্ব্বজন।
বাচাল করএ গোরা গুণে নুকজন ॥
ভ। এতেকে কহিএ ইহা কহন না যায়।
কহএ লোচন জানে কৃষ্ণের কৃপায় ॥
শে। সবজনে কৃপা বিশেষ ভক্তজনে।
মাথাতে মুগুতে সন্দেহ ধরে মনে ॥
আমার বচনে তুমি করিহ বিশ্বাস।
[illegible] কহে এ [illegible] শ্রীকৃষ্ণ

সম্বন্ধে তত্ত্ববিচারপুস্তকমিদং সম্পূর্ণং। লিখিতং শ্রীনৃত্যঞ্জয় সেন দাস পাঠার্থ পুস্তক সংগ্রাহক শ্রীগৌরচরণ দেবশর্ম্মা। মলশাকে ১০৫৩ সাল মাহ অগ্রহায়ণ কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী ১৮ অগ্রহায়ণ।

২৬৯। দেহনিরূপণ। লোচন দাস।

আ। আমার হৃদয় খানি হইল রাজপাট।
পটেতে বসিয়া রাজা করে কত নাট॥
৪ পাতের শেষে
দেউটি জালিয়া সভে নীলাচলপুরে।
প্রভুরে বসিয়া সভে খুঁজে ঘরে ঘরে॥
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১০০)

২৭০। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। কবিচন্দ্র।

আ। বৈশম্পায়ন মুনি সভাপর্ব্বে কয়।
মহাভারতের কথা শুনে জন্মেজয়॥
রাজসূয়যজ্ঞ রাজা করিলেন সায।
মহারাজ যুধিষ্ঠির বসিল সভায়॥
শে। এত শুনি জন্মেজয় কান্দিয়া বিকল।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় গোবিন্দমঙ্গল॥
এতদূরে বস্ত্রহরণ পালা হৈল সায।
হরি হরি বল সভে পাপ দূরে যায॥
লিখিতং শ্রীজগন্নাথ মিত্রস্য সাং লক্ষ্মণপুর। পাঠক শ্রীনবীন বল্লভ সাং কোর্পা গ্রাম। ইতি সন ১১২৬ সাল তারিখ ২রা ফাল্গুন বোজ রবিবার অমাবস্যা ইহার দাম চুক্তি ৵৫ পাই। যথেত্যাদি। পাঠক শ্রীমাণিকরাম সামন্ত সাকিম জামকুণ্ডি ইহার দাম ৵০ আনা।

২৭১। ধ্রুবচরিত্র। জয়ানন্দ।

আ। অথ ধ্রুবের উপাখ্যানপালা লিখ্যতে।
ব্রহ্মার পুত্র হইলা স্বায়ম্ভুব মনু।
মহাতেজ পরাক্রম সেন ব্রহ্মতনু॥
তাহার পুত্র প্রিয়ব্রত নাম উত্তানপাদ।
দোহে মহারাজা হইলা ব্রহ্মার প্রসাদ॥
শে। শ্রীকৃষ্ণ ভজিয়া ধ্রুব সেই লোকে রহে।
ধ্রুবের উপরে ঊর্দ্ধ আর কেহ নহে॥
চিন্তিয়া চৈতন্য পদারবিন্দ দ্বন্দ্ব।
আনন্দে বৈরাগ্যখণ্ড রচে জয়ানন্দ॥
ইতি ধ্রুবচরিত্র সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীউৎসব মণ্ডল। সাকিম মালিকোট গ্রাম। সন ১১৪১ সাল। তারিখ ৯ শ্রাবণ। রোজ বুধবার। তিথি কৃষ্ণ পক্ষের তৃতীয়া। বেলা আন্দাজি দুই দণ্ড থাকিতে সাঙ্গ হইল।
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২২৫।)

২৭২। ধ্রুবচরিত্র। ভরতপণ্ডিত।

১৬ পাত হইতে ৩৯ পাত পর্য্যন্ত (পরে খণ্ডিত)
আ। কৃপা করি কহ মোরে মনের কথন।
যাহা জপি ঝাট আমি পাইব নারায়ণ॥
এইত সকল তত্ত্ব কহিল তোমারে।
ইথে দেখা দিব তোরা দেব বিশ্বেশ্বরে॥
শেষ। অসুরমায়াতে সৈন্য বন্ধন লইল।
মায়াছেদ বনে ধ্রুব মায়া সংহারিল॥
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫৯০)

২৭৩। নামামৃতসমুদ্র। নবহরি।

আ। শ্রীগুরুরাধাকৃষ্ণ চৈতন্য নিতাই।
চরণে শরণ দেহ অদ্বৈতগোসাঞি॥
গদাধর শ্রীবাস স্বরূপ নরহরি।
প্রিয় তনু গৌরপ্রেমামৃত কৃপা করি॥
দয়ার সমুদ্র গৌরপ্রিয় হরিদাস।
মোর পাপচিত্তে কর নামের প্রকাশ॥
শে। সভে মোর প্রভু মুই সভাকার দাস।
করুণা করিয়া পূর্ণ কর অভিলাষ॥
আর কি বলিব গৌরপ্রিয় পরিবার।
নরহরি অনাথের কেহ নাহি আর॥
ইতি শ্রীনামামৃতসমুদ্র সমাপ্ত। (শ্লোকসংখ্যা ২৯০।)

২৭৪। নিগম।

আ। কোন্ ধর্ম্মে জীব সব করিব নিস্তার।
কোন্ ধর্ম্ম আচরণে জীব হব পার॥
প্রভু কহেন কলিযুগে বড় অবতার।
বৈষ্ণব ধর্ম্মেতে সব জীব হব পার॥
শ্রীবৃন্দাবনলীলা আমি প্রকাশিয়া দিব।
আনন্দে রাধার গুণ গাইয়া বেড়াব॥
শে। তাহা জানি ভক্ত তাই যাব যেবা ইচ্ছা।
কেবল কৃষ্ণের নাম আর সব মিছা॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতারে।
কলিযুগে প্রেমদান দিল সভাকারে॥

ইতি শ্রীনিগমনগ্রন্থসম্পূর্ণ। লিখিতং শ্রীমধুসূদন নন্দী সাং কাঁটাগোড়ে। ১২২২ সাল তারিখ ১৩ ভাদ্র। (শ্লোকসংখ্যা ১৬০।)

২৭৫। নিগূঢ়তত্ত্ব।

আ। অজ্ঞানেত্যাদি।
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ সদা রহে স্থিতি।
বৃন্দাবন বিহিত্যাজ্য নাহি অন্য গতি॥
শিষ্য বলে কে তবে মথুরাতে গেলা।
কুব্জার মালা পরি কংসবধ কৈলা॥
শে। হৃদয়ের মাঝে সজ্জন সখিরে দেখিবে।
ইঙ্গিতে বুঝিয়া কাজ সেবা যোগাইবে॥
সেবা হাতে লইয়া সখীর সঙ্গে যাবে।
অনন্তের (?) স্থানে রাধাকৃষ্ণ পাবে॥

ইতি নিগূঢ়তত্ত্ব সম্পূর্ণ। লিখিতং শ্রীরঘুনাথ দাস দে সাং রঘুনাথপুর সরকার মান্দারণ। সন ১২৪২, তারিখ ১৩ বৈশাখ শনিবার তিথি ত্রয়োদশী। পঠনার্থে শ্রীরামানন্দদাস দে।

২৭৬। নিষ্কামী-আশ্রয়নির্ণয়।

আ। অনঙ্গ স্বরূপে স্বরূপ মিশাল,
একত্র করিঞা থুবে।
রূপের স্বরূপ, অনঙ্গ সেরূপ,
একান্ত করিয়া নিবে॥
শ্রীরূপপদাশ্রয়মতি পরকীয়া
নিষ্কামী আশ্রয়নিরূপণ ইতি।

বিষয়—রূপগোস্বামী ও রঘুনাথভট্টের কথায় রাগাত্মিকা ভক্তির ব্যাখ্যা।

২৭৭। পদামৃতসমুদ্রে।

আ। শ্রীযুতং জগদানন্দবিধুং বন্দে মহাপ্রভুং।
শ্রীচৈতন্যতনুর্দ্ধ্যা রাধিকাকৃষ্ণবিগ্রহং।
* * *
বিপুল পুলকাকুল, আকুল কলেবর,
ঘর ঘর অন্তর প্রেমভরে।
গহু নহুঁ হাসনি, গজ গজ ভাসনি,
কতহুঁ মন্দাকিনী নয়ান ঝরে॥

(৯৫ পাতের পর খণ্ডিত।)

শে। রসের সাগরে যদি, করাইবে সিনান
ভক্তত না হয়ে তোমার নিছনি সমান

২৭৮। পদাবলী।

আ। বৃন্দাবন বলি সভে করএ গমন।
বৃন্দাবন কিবা বস্তু না জানে মরম॥
বৃন্দাবন বলি সভে করএ বাখান।
কারে বৃন্দাবন বলে কার নাই জ্ঞান॥
ম। মানুষ মানুষ সভাই বলে মানুষ কেমন জন
মানুষ রতন মানুষ জীবন মানুষ সনাতন
* * *
প্রেমের পিরীতি মধুর রস তাহার
গুরু কোথা
কাহাতে প্রেম পিরীতি মতন
নিগূঢ় রস বা কোথা
শে। নাই।

বিষয়—চণ্ডীদাস, লোচনদাস, কৃষ্ণদাসপ্রভৃতির গ্রন্থ হইতে প্রেম, মানুষ, বৃন্দাবন প্রভৃতিশব্দের মহাভাবানুসারিণী ব্যাখ্যা সূচক পদসংগ্রহ।

২৭৯। পারিজাতহরণ। দ্বিজ কবিচন্দ্র

আ। মুনিশাপে দেবঋষি বসিতে না পারে।
উপনীত হইল মুনি দ্বারকানগরে॥
শে। পারিজাতহরণকথা শুন এক মনে।
এতদূরে সমাপ্ত হইল পারিজাতহরণ॥

লিখিতং শ্রীগদাধর নন্দী সাং বাস্কা পুরাণী। সন ১০৮৯ সাল তারিখ ১৮ আশ্বিন, রোজ সোমবার।

ভ। ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্র গানে। (শ্লোকসংখ্যা আনুমানিক ১৭৫।)

২৮০। প্রলাপবর্ণন।

আ। অথ প্রলাপো লিখ্যতে।
সর্ব্বষড়গুণসংযুক্তাং বন্দে কান্তিপূর্ণিমাং।
নদিয়া উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি করিলা উদয়।
পাপতম হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি হরিধ্বনি হয়।

শে। এই বাধার বচন, বিশুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ,
আস্বাদএ শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
ভাবে মন অস্থির, সাত্ত্বিক ব্যাপিত শরীর,
মন দেহ ধরণে না যায়॥
ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
আত্ম সুখের যাহে নাহি গন্ধ।
সে প্রেম জানাইতে লোকে,
প্রভু কৈল এই শ্লোকে,
পদ কৈল অর্থের নির্ব্বন্ধ॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদ্য মধ্য অন্ত-লীলা প্রলাপবর্ণনং সম্পূর্ণং ইতি। লিপিরিয়ং শ্রীকাশীনাথ সরকার সাং লক্ষ্মীপুর। পঠনার্থে শ্রীনিত্যানন্দ দাস সাং বাহাদুরগঞ্জ। ১১২৯ সাল তারিখ ৩০ জ্যৈষ্ঠ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫৫০।)

২৮১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

আ। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।
শ্রীচৈতন্যমনোঽভিষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥
শ্রীগুরু চরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দ মুই সাবধান মনে।
যাহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হনে॥
শে। আপন ভজনকথা, না কহিব যথাতথা,
ইহাতে হইবে সাবধানে।
না করিহ কেহ রোষ, না লইবে কেহ দোষ,
প্রণমহ ভকত চরণে॥
শ্রীগৌরচন্দ্র মোরে, যে বলান বদনে,
তাহা বই ভালমন্দ কিছুই না জানি।
শ্রীলোকনাথ পাদপদ্ম করি আশ।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তমদাস॥
ইতি প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সমাপ্ত। সন ১০৪৫ সাল তারিখ ২০ অগ্রহায়ণ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৮০।)

২৮২। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা। নরোত্তমদাস।

আ। বৃন্দাবনং জগৎলোকস্থানমিত্যাদি।
নিশিদিশি গুণগাও, পরম আনন্দ পাও,
মনে মোর এই অভিলাষ।
শে। শ্রীলোকনাথ প্রভুপদ হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তমদাস॥
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সমাপ্ত। ইতি লিখিতং শ্রীগদাধর দাস সাং প্রকাশ। ইতি সন ১০৯৬ সাল তারিখ ১৪ চৈত্র সোমবার তিথি দ্বিতীয়া ইতি। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০।)

২৮৩। ভক্তিচিন্তামণি। বৃন্দাবনদাস।

আ। নারাধিতং কলিযুগে ভবপাদপদ্মমিত্যাদি।
শুন শুন আরে লোক হৈয়া সাবধান।
গৌরচন্দ্র অবতার অপূর্ব্ব আখ্যান॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র কৈল অবতার।
স্থাবর জঙ্গম আদি সভার নিস্তার॥
ভ। শ্রীবৃন্দাবন দাস বলেন ভাবিয়া বিস্ময়।
ভক্তিচিন্তামণি শুন সর্ব্বপাপ ক্ষয়॥
আর জনে কলসের জল এক করে।
হেন মত সুধিতে পারে নদী সরোবরে॥
এমত সে কৃষ্ণনাম মল করে ক্ষয়।
ঐকান্তিক হৈয়া বহিস কোন্ বিস্ময়॥
শে। সকল ছাড়িয়া কর আত্মনিবেদন।
পাইবে পরম পদ হবে সাধুজন।
নবধা লক্ষণ প্রভু করিলা প্রকাশ।
ভক্তিচিন্তামণি কহে বৃন্দাবন দাস॥
ইতি শ্রীভক্তিচিন্তামণি। ইতি সন ১০৬৯। বিষয়। ভক্তিমাহাত্ম্য, ভক্তিলক্ষণ ও ভক্তিসাধন। (শ্লোকসংখ্যা আনুমানিক ৬০০।)

২৮৪। ভাণ্ডতত্ত্বসার। রসময় দাস।

আ। জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য ভাণ্ডতত্ত্বসার।
জয় জয় নিত্যানন্দ রসের ভাণ্ডার॥
* * * *
সন্দেহভঞ্জন হেতু ভাণ্ডতত্ত্বসার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু তাহার প্রচার॥
ভাণ্ডতত্ত্ব না জানিলে মন নিষ্ঠা নয়।
নৈষ্ঠিক নহিলে সাধ্যবস্তু নাহি পায়॥

শে। ভাগুতত্ত্ব শুনি সেই রসের উল্লাস।
ভাগুতত্ত্বসার কহে বসময় দাস॥

লিখিতং শ্রীব্রজনাথ গোস্বামী সাং আগরদা। সন ১২৭৬ সাং তারিখ ২৩ মাঘ মঙ্গলবার, তিথি চতুর্থী রাত্রি আন্দাজ এক প্রহরের সময় সমাপ্ত হইল ইতি। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০।)

২৮৫। ভ্রমরগীতা। দেবনাথ দাস।

আ। বন্দে বৃন্দাবনং ভৌমং ইত্যাদি।
শুন শুন ভক্ত সব করহ শ্রবণ।
ভ্রমরে দেখিয়া সবে কৈলা আলিঙ্গন॥
কৃষ্ণ মধুপুরী গেলা হেথা গোপীগণ।
দিবানিশি নাহি জানে করয়ে রোদন॥
শে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপ গৌরবৃন্দে করে আশ।
মধুর বর্ণন করে দেবনাথ দাস॥

ইতি শ্রীভ্রমরগীতায়াং পঞ্চমাধ্যায—লিখিতং শ্রীরাজবিহারী বাষ সাং মেদিনীপুর। তারিখ ৮ আষাঢ়, রোজ মঙ্গলবার। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০।)

২৮৬। মদনমোহনবন্দনা। জয়কৃষ্ণ দাস।

আ। নিদয় নিষ্ঠুর হলে নাথ আর এলেনা॥
আগেতে বন্দিব আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যার গুণে ত্রিজগৎ হৈল ধন্য ধন্য॥
ক্ষেত্রে জগন্নাথ বন্দ তারা দুটি ভাই।
বগড়ির কৃষ্ণরায়ের গুণের সীমা নাই॥
* * * *
আদ্যের কথা মদনমোহনের শুন সর্ব্বজন।
যে কালে যে দেশে ছিল মদনমোহন॥
উত্তর খণ্ডে ছিল ধরণীধর ব্রাহ্মণ।
পূর্ব্বে তার ঘরে ছিলা মদনমোহন॥
শে। আর কেন শ্রীমন্দিরে উড়ে নাই ধ্বজা।
কোথা মদনমোহন বলি কান্দে সব প্রজা॥
একবারে ভেঙ্গে গেলা সকল প্রেমের হাট।
তোমা বিনে শ্রীমন্দিরে লাগিলা কপাট॥
যে দিন শুনিব গোপীনাথের মদনমোহন।
সেদিনে লোক করে নামসংকীর্ত্তন।
মন্দিরে আসিএ বৈস বাড়ুক উল্লাস।
জয়কৃষ্ণ দাস মাগে চরণের আশ॥

ইতি মদনমোহনের বন্দনা সমাপ্ত। পাঠক শ্রীগোপাল দত্ত সাং রাষবাগ্নী। সন ১২৬৫ সাল ২৫ মাঘ বেলা আন্দাজি দুপ্রহরে। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৪২৫।)

২৮৭। মনসামঙ্গল। ক্ষেমানন্দ।

আ। অথ মনসার ভাসান।
মনসা বলেন আছে বড় অভিশাপ।
কে পারিবে ঘুচাতে আমার সন্তাপ॥
উঠ ত্বরা করি লহ আসি পান।
লখিন্দরে খেয়ে রাখ আমার সম্মান॥
শে। ইহকালে সুখে থাকে পরকালে স্বর্গ
মনসা চরণে ভক্তি কর বন্ধুবর্গ॥
জগতি মঙ্গলগীত ক্ষেমানন্দে গায়।
এত দূরে মনসামঙ্গল হইল সায়॥

ইতি সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীরামগোপাল দত্ত সাং রাষবাগ্নী। সন ১১৭০ সাল তারিখ ১৪ জ্যৈষ্ঠ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৩৬০।)

২৮৮। মহাভারত (আদিপর্ব্ব)।
কাশীরাম দাস।

আ। পিতাপরাশরো যস্তেত্যাদি।
বিঘ্নবিনাশন, গৌরীর নন্দন,
বন্দো দেবগণ রাজে।
ব্রত যজ্ঞ হোমে, সভার প্রথমে,
ধাতা যাঁরে আগে পূজে॥
খর্ব্ব স্থূল অঙ্গ, বদন মাতঙ্গ,
বন্দো দেব লম্বোদর।
চন্দনে চর্চ্চিত, সীঁথাতে ভূষিত,
ব্যালোল শুণ্ড ভ্রমর॥
হৃদে বিভূষিত, বৈবির শোণিত,
পরিধান দ্বীপি ছাল।
ভুজকরি কর, করুহসব,
পাশাঙ্কুশ জপমাল॥
বাহন ইন্দুর, দেখিতে সুন্দর
আজানুলম্বিত নাসা।
প্রচণ্ড খণ্ডন, মুকুট শুণ্ডন,
তিলকতিনিয়ন শোভা।
যাহার চরণ, করিয়া সেবন,
রচিল বিবিধ গাথা।

বাল্মীকি বশিষ্ঠ, ব্যাস কবি শ্রেষ্ঠ,
লিখিতে হইল খ্যাত। ॥
জয় বিশ্বেশ্বর, ঘোর বিঘ্ন হর,
হরিরসামৃত পানে।
তব পদাম্বুজ, কৃষ্ণদাসাম্বুজ,
কাশীদাস ধ্যান ধ্যানে ॥
বন্দ মহামুনি ব্যাস মুনির তিলক।
সুত শুক সবাকার যাহার জনক ॥
বেদশাস্ত্রপরিনিষ্ঠ সুবুদ্ধি সুধীর।
নীলপদ্ম শোভা জিনি কোমল শরীর ॥
কনক পিঙ্গলবর্ণ জটাভার শির।
প্রকাণ্ড শরীর পরিধান ব্যাঘ্রচীর ॥
নয়নযুগল দীপ্ত যুগল মিহির।
পদযুগে নতমান সুর ইন্দ্র শির ॥
ভারত ভাগবত আদি যতেক পুরাণ।
যাঁহার কমলমুখে সভার নির্ম্মাণ ॥
* ইন্দু চরণ পঙ্কজে।
পরম আনন্দে কাশীদাস সদা ভজে ॥
বেদে রামায়ণে পুরাণ ভাগবতে।
এ আদি যতেক শাস্ত্র আছএ জগতে ॥
সকল বিচার কবি বুঝ পুন পুন।
আদি অন্ত মধ্যে হরিগুণ গান ॥
সর্ব্বনাম বীজ হরিনাম দুঅক্ষর।
আদি অন্ত নাঞি যার বেদে অগোচর ॥
শে। মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

পুস্তকমিদং শ্রীঠাকুরদাস দত্ত তামলি, সাং ক্ষুদ্র রাধামোহনপুর মহল কোঠ পরগণে বিষ্ণুপুর। ইতি সন ৯৮৫ সাল তারিখ ৩রা কার্ত্তিক। ( শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫৩২৫। )

## ২৮৯। মহাভারত ( দ্রোণপর্ব্ব )।

দ্বৈপায়ন দাস।

আ। অথ দ্রোণপর্ব্ব লিখ্যতে।
মুনি বলে শুনে পরীক্ষিতের তনয়।
সংগ্রামে পড়িল যদি ভীষ্ম মহাশয় ॥
দশ দিন যুদ্ধ করি মারি সৈন্যগণে।
আপন ইচ্ছায় ভীষ্ম হইলা পতনে ॥
৫৯ পাতের পর খণ্ডিত।
দুর্য্যোধন বলে হেন না কহিও আর।
জিয়ন্ত পাণ্ডব সনে কি প্রীত আমার ॥
( শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১২০০। )

## ২৯০। মহাভারত ( দ্রোণপর্ব্ব )।

কাশীদাসসুত নন্দরাম দাস।

আ। পিতা পরাশরো যস্য শুকদেবস্তথাদি।
বৈশম্পায়ন কহেন শুনহ জন্মেজয়।
সমরে পড়িল যদি ভীষ্ম মহাশয় ॥
দশ দিন যুদ্ধ করে মারি সেনাগণ।
আপন ইচ্ছায় তেঁহ হইল পতন ॥
ভ। নন্দরাম দাস কহে সেবি রাধাপতি।
তোমা বিনে কৃষ্ণচন্দ্র নাহি মোর গতি ॥
শে। এত শুনি আনন্দিত কৌরব কুমার।
দ্রোণপুত্রে প্রশংসা করিল বারেবার ॥
নিজ নিজ সৈন্য সভে লয়্যা আপনার।
যুদ্ধ নিবর্ত্তিয়া গেল আপনার ঘর ॥

ইতি দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্ত। ইতি সন ১১৬২ সাল তারিখ ১০ আশ্বিন। লিখিতং শ্রীশ্রীনাথচন্দ্র গোস্বামী সাকিম বেল্যা। ( শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৫৩০। )

## ২৯১। মহাভারত ( নারীপর্ব্ব )।

নিত্যানন্দ ঘোষ।

আ। বৈশম্পায়ন মুখে, শুনি রাজা কৌতুকে,
জিজ্ঞাসা করেন জন্মেজয়।
কুরুক্ষেত্রে যেন আইল,
যত ক্ষত্রিয়গণ মৈল,
শুনি মোর ঘুচিল সংশয় ॥
শে। বিচরপাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
শুন শুন অবে ভাই হয়ে এক মন।
নিত্যানন্দ ঘোষ কহে ভারত কথন ॥

ইতি নারীপর্ব্ব সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীপ্রেমচাঁদ ঘোষ সাং ঝেঞা। সন ১২৬২ সাল তারিখ ১৬ আশ্বিন, বোজ রবিবার।

## ২৯২। মহাভারত (শল্যপর্ব্ব)।

নিত্যানন্দ ঘোষ।

আ। জন্মেজয় রাজা বলে শুন তপোধন।
অর্জ্জুন সমান বীর নাহি কোন জন॥
শে। শুন শুন ওরে ভাই হয়্যা এক মন।
নিত্যানন্দ ঘোষ কহে ভারত কথন॥

ইতি শল্যপর্ব্ব সম্পূর্ণ। লিখিতং শ্রীশ্রীকান্ত দে, পাঠক শ্রীছিলান দে সাং ভগলদীঘী। বিলায়তী সন ১১৫৩ সাল বাঙ্গালা সন ১২৬৩ সাল শকাব্দা ১৭৫৮ তারিখ ২২শে ভাদ্র, বোজ বুধবার। (শ্লোকসংখ্যা আনুমানিক ৫০০।)

## ২৯৩। মহাভারত (দণ্ডীপর্ব্ব)।

রাজারাম দত্ত।

একাদশ স্কন্ধের কথা পুরাণ ভাগবতে।
[illegible] কৈল জীব বুঝাইতে॥
[illegible]র মুখে রাজা পরীক্ষিত শুনি।
[illegible]দেব স্থানে জিজ্ঞাসিল মহামুনি॥
দণ্ডী নৃপতির কর্ম্ম সংক্ষেপে শুনিল।
বিস্তারিয়া কহ রণ কিরূপে হইল॥
শে। কৃষ্ণপাণ্ডবের যুদ্ধ দণ্ডী উপাখ্যান।
শুনিলে বাড়য়ে পুণ্য জন্মে দিব্য জ্ঞান॥
রাজারাম দত্ত বলে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥

ইতি দণ্ডীপর্ব্ব সমাপ্ত। সন ১২৩৭ সাল, ৫ই কার্ত্তিক বোজ বুধবার তিথি চতুর্থী [illegible] বেলা আন্দাজী তিন প্রহরের সময় পুথি হইল। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৭৫০।)

## ২৯৪। মহাভারত (অশ্বমেধপর্ব্ব)।

রামচন্দ্র খান্।

আ। নারায়ণং নমস্কৃতমিত্যাদি।
যাঁহার কৃপায় খণ্ডে ভব অন্ধকার।
কঙ্কপাণি নামে আছে মধ্যরাঢ় দেশে।
গঙ্গার নিকটে গুরু সর্ব্বকাল বৈসে॥
গুরুর প্রসাদে মোর ধর্ম্মে হইল মন।
অশ্বমেধ কথা কহ দমন শমন॥
এই কথা শুনিলে ভাই পরমপদ পাই।
সংসারে যাতনা দুঃখ হেলাতে এড়াই॥
ভ। হরির চরণে দৃঢ় করিয়া ভকতি।
রামচন্দ্র খান কহে দিব্য অশ্বগতি॥
মধ্য। সংগ্রামস্থলে যদি বীরের প্রাণ যায়।
অক্ষয় অবশ্য মুক্তি সেইজন পায়॥
যজ্ঞ সাঙ্গ হৈব ঘুড়া না ভাবিহ দুখ।
রথে চড়ি বৃষকেতু যায় রণমুখ॥
সংগ্রাম স্থলেতে দুই ভাই দেখা হৈল।
সমান সামর্থ্য বুদ্ধি বিধি নিয়োজিল॥
শে। অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণে যেই ফল।
অশ্বমেধ শ্রবণেতে হরত সকল॥
এই অশ্বমেধ কথা যত্নে শুনে যবে।
বিপ্রকে ভোজন সুখে করাইব তবে॥
কহিতে শুনিতে কৃষ্ণপদাশ্রয় পাই।
আনন্দে জপেন রামচন্দ্রখানে গুণ গাই॥
প। স্বদেশে বসতি ভাগীরথীস্থানে পুণ্যে।
জঙ্গিপুর সহর গ্রাম সর্ব্বলোকে জানে॥
ব্রাহ্মণকুলেতে জন্ম লস্কর পদ্ধতি।
মধুসূদন জনক জননী পুণ্যবতী॥
* * * কৈল মন।
রামচন্দ্রখান কৈল কবিত্ব রচন॥
সপ্তদশ পর্ব্বকথা সংস্কৃত ছন্দ।
মূর্খ বুঝাবারে কৈল পয়ারে ছন্দ॥
* * * লক্ষ্মীনারায়ণ।
কবিত্ব রচিল কিছু আদর্শ প্রমাণ॥
সরস্বতীর কৃপায় হইল শুদ্ধ জ্ঞান।
বহু স্তুতি করিয়া কৈনু চরণ বন্দন॥
জৈমিনিভাগবতাদ্ধ সপ্তদশশাকেন্দু
বেদদানে নিধে যদ(?)।

শ্রীকান্তপুরাণমালোকা প্রাকৃতকবীনাং সামান্যলোক রোদয়েৎ। ইতি সাল তারিখ ১১ পৌষ রোজ শুক্রবার তিথি পূর্ণিমা চন্দ্রগ্রহণ দিনে এক প্রহরের মধ্যে পুস্তক সমাপ্ত। শকাব্দা ১৬৯০ শকে। লিখিতং শ্রীবলরাম পাল, তথা শ্রীশান্তিরাম কোঙর সাং বিনসা পরগণে পাণ্ডুয়া-চাকুলা, বর্দ্ধমান। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৭২৫।)

## ২৯৫। রতিমঞ্জরী। কামশাস্ত্র।

আ। (প্রথম ২ পাত নাই। ৩ পাত হইতে)
দ্বিতীয় প্রহরে যদি করে উপেক্ষণ।

কন্যা হয় হৃষ্টমতি প্রসূতি লক্ষণ ॥
সেই যোগে গর্ভে যদি পুত্র জন্ম পায়।
কুৎসিত আকার পুত্র দোষবর্ত্তী হয় ॥
শে। পদ্মিনী নাভি দেখিতে সুশোভন।
চিত্রিণীর নাভি দেখিতে উত্তম ॥
শঙ্খিনীর রক্তনাভি শুনহ রাজন্।
হস্তিনীর গম্ভীর নাভি বিধির সৃজন ॥
ইতি রতিমঞ্জরী সম্পূর্ণ। সন ১৩৯০ সাল তারিখ ১০ চৈত্র সোমবার। ( শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১০০। )

২৯৬। রতিশাস্ত্র। গোপাল দাস।

আ। বন্দ দেব গণপতি বিঘ্নবিনাশন।
যাহার স্মরণে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হন ॥
* * * *
জম্মেজয় রাজার স্থানে গোপালদাস কয়।
রতিশাস্ত্র কথা কহ গর্গ মহাশয় ॥
শে। নাই। ৬ পাতার শেষ—
নবমীতে বিকাশিলে কন্যা যক্ষিণী।
দশমীতে বিকাশিলে স্বামী চিনে আপনি ॥
বিষয়। পুরুষ নারীর লক্ষণ ও আদ্যঋতুর ফলাফল।
( শ্লোকসংখ্যা আন্দাজিক ১৫০। )

২৯৭। র[illegible]কা। নরোত্তমদাস।

আ। শ্রীচৈতন্য বন্দে নবদ্বীপ বিহারিণং।
[illegible]কাশার্থে শ্রীরূপানুগ্রহো যথা ॥
* * * *
[illegible] প্রকার।
( শে[illegible] ॥

৩০৭। রামায়[illegible] [illegible]হিল।
[illegible] রচিল ॥
[illegible] প্রকাশ।
আ। অতিকায়াদি [illegible] বোত্তম দাস ॥
শ্লোক ১২৫। )

কলের কৃচন্দ্রিকা (ভজননির্ণয় বা আশ্রয়নির্ণয়)। চৈতন্য দাস।

শে। অথ আশ্রয়নির্ণয়।
আশ্রয় পঞ্চপ্রকার। কি কি পঞ্চপ্রকার। নাম আশ্রয়, যত্ন আশ্রয়, ভাব আশ্রয়, প্রেম আশ্রয়, রস আশ্রয় এই পঞ্চপ্রকার।
আশ্রয়ের কথা কিছু করি নিবেদন।
এমন আশ্রয় হয় শুন শ্রোতাগণ ॥
শে। বৈষ্ণবের কীর্ত্তি এই পাষণ্ডের নষ।
বৈষ্ণবরে দিবে ইহা জানিবা হৃদয় ॥
বিনয় করিয়া তৃণ ধরিয়া দশনে।
কোটী কোটী দণ্ডবত বৈষ্ণব চরণে ॥
ভজননির্ণয়কথা করিনু প্রকাশ।
বৈষ্ণব কৃপায় কহে শ্রীচৈতন্য দাস ॥
ইতি সন ১২৬৫ সাল ১৭ আশ্বিন। লিখিতং শ্রীঅনুপচন্দ্র ঘোষ। ( শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১০০। )

২৯৯। রসসমুদ্রে।

আ। রাধা[illegible]

রাধাকৃষ্ণের লীলারসসমুদ্র
অত্যন্ত দুর্গম অতি হয়েত বি[illegible]
শে। (৪ পাতের পর খণ্ডিত।
শ্রীমদনগোপালের লৈলা আজ্ঞাদানে।
নিজ গুণে রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তির কারণে।
( শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৮৫। )

৩০০। রাগময়ীকণা ( গদ্যপ[illegible]

আ। অথ রাগময়ীকণা লিখ্যতে।
প্রথমেতে বন্দিব গুরুবৈষ্ণবচরণ।
যাহার কৃপায় হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥
অজ্ঞতা ঘুচয়ে যার করুণা অঞ্জনে।
অজ্ঞান তিমিরনাশ করে যেই জনে ॥
* * * *
গুরুজাতীয় ধর্ম্ম বুঝিব কেমনে।
কোন্ গুরু সঙ্গেতে যাইব বৃন্দাবনে ॥
শ্রীগুরু গোসাঞীর পদ পাইব কেমনে।
মোর মনোভীষ্ট পূর্ণ হইব তখনে ॥
শে। ( ৩ পাতের পর খণ্ডিত। )
বুঝিতে নারিল কেহ প্রভুর প্রকৃতি।
অদ্বৈত জানিল সব রূপের আকৃতি ॥
(এই তিন পাতের শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৭২।)

৩০১। রাগমালা। নরোত্তম।

আ। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্যেত্যাদি।
প্রথমে বন্দিব গুরু বৈষ্ণব চরণ।
যাহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট পূরণ॥
* * * *
সাধুমুখে যত কিছু করিল শ্রবণ।
পুন সাধু শাস্ত্রে তাহা করিল দর্শন॥
আমি তাহা মূর্খ কিছু না পারি বুঝিতে।
সংসার নাহি তাথে নারি প্রবেশিতে॥
অতএব ভাষারূপ করিএ লিখন।
যে কিছু স্মরয়ে তাহা কব এ বচন॥
শে। শ্রীগুরুবৈষ্ণব পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল কিছু তাহার আখ্যান॥
প্রভু সমুখেতে কৈল রাগমালা প্রকাশ।
নি। [illegible] কহে নরোত্তম দাস॥
[illegible] সন ১১৪৩
শুক[illegible] পৌষ। লিখিতং শ্রীনন্দ-
[illegible] আদর্শ শ্রীআনন্দীরাম সিংহ সাং
[illegible] শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৮০।)

২। রাগমার্গলহরী।
রঘুনাথ গোস্বামী।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমল-
মিত্যাদি।
জয় মহাপ্রভু গৌর ভগবান।
তারিণ তোমার পদারবৃন্দে ভক্তি দেহ দান॥
শুরূপ জয় নিত্যানন্দ প্রভু কৃপার সাগর।
ভক্তিদান দিঞা মোরে করহ কিঙ্কর॥
* * * *
অতঃপর কহি রাগভজনের কথা।
গুরূপ ব্রজজন আছএ সর্ব্বথা॥
ভীষ্ট ব্রজবাসী প্রাপ্তির কারণ।
সেবাপ্রাপ্তি লোভে করে শ্রবণ কীর্ত্তন।
শে। এই সে কহিল রাগ ভজনের কথা।
শ্রবণ-কৃতার্থ কৃষ্ণ মিলিব সর্ব্বথা॥
কৃষ্ণকৃপা হয় তার ভক্ত কৃপা পাইতে।
রাগানুরাগাভজন পাইব সুনিশ্চিতে॥
দোহার কৃপাতে পুষ্ট হয়েত ভজন।
পুষ্টিমার্গ করিঞা কহেন ভক্তগণ॥
শ্রীরূপ পদারবৃন্দ আজ্ঞা শিরে ধরি।
কহিলাম রাগমার্গ ভজনলহরী॥
সমাপ্ত। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৩৮০।)

৩০৩। রামরসায়ন (অরণ্যকাণ্ড)।
রঘুনন্দন গোস্বামী।

আ। (প্রথম ৩ পাত নাই। ৪ পাত হইতে)
যে চরণ দেখিতে না পায় যোগিগণ।
অর্চ্চন করয়ে যারে বিধি পঞ্চানন॥
তবে প্রবেশিলা সেই অসুর প্রবল।
বিবস্তর পদভরে ভূমির ভিতর॥
তায় দেহ বিস্তারিত পাঁচ ক্রোশ ছল।
তাবৎ প্রমাণ স্থান পবিত্র হইল॥
শে। (৬৬ পাতের পর খণ্ডিত।)
এত কহি প্রেমরসে পূরিত হইয়া।
শ্রীরামেরে প্রদক্ষিণ প্রণতি করিয়া॥
(এই অংশের শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৫০০।)

৩০৪। রামায়ণ (শিবরামের যুদ্ধ)।
দ্বিজ লক্ষ্মণ।

আ। ভরদ্বাজে কহিল বাল্মীকি মহামুনি।
অবধান কর [illegible] ॥
সীতার শোকেতে [illegible] ভূঞে।
অশ্রু বহে লক্ষ্মণের বাম [illegible] মঞে॥
শে। শ্রীযুত লক্ষ্মণ গান অপূর্ব্ব [illegible]
শুনিলে অধর্ম্ম পাপ [illegible]
হরি হরি [illegible]
শ্রীরাম [illegible]
ইতি শিবরামের যুদ্ধ [illegible]
শ্রীকমলাকান্ত [illegible]
তারিখ ২৪ কা[illegible]
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১[illegible]

৩০৫। রামায়ণ (শ্রীরামে[illegible]
কবিচন্দ্র।

আ। শুকদেব বলে রাজা করহ শ্রবণ।
কহিব রামের লীলা তাথে দেহ মন॥
রামনাম শ্রবণে যুগল দেহ রাম।
সুখ ভয়্যা সদাই বলহ রামনাম॥

হেন রামনাম রাজা শুন এক মনে।
ফিরেন দয়াল রাম দণ্ডকের বনে॥
শে। ছুড়ালাঙ্ তোমার বাক্যে কর্ণ দুই।
কালি প্রাতে করাইব ব্রাহ্মণ ভোজন॥
তুলিয়া বনের ফল ফুলের সহিতে।
অবশ্য করিব কালি উঠিয়া প্রাতেতে॥
এত বলি রামচন্দ্র করিল গমন।
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্রে
শুনে রামের

কসং

## লঙ্কাকাণ্ড, (লক্ষ্মণে

(১)। কবিচন্দ্র।

লেন লঙ্কার অধিকারী।
ন্দে যত রাক্ষসের নারী॥
স স্বামী পড়ে সংগ্রাম ভিতর।
কেহ বলে পড়িল আমার সহোদর॥
(২১ পাতের পর খণ্ডিত।)
শে। রাবণ কটক মোর মুখ চেয়ে আছে।
না জানি লক্ষ্মণ সে বাঁচে কিনা বাঁচে॥
আমি মরি ওহে বীর তার নাহি শঙ্কা।
লক্ষ্মণ রাম মরিলে জয় নাহি লঙ্কা॥
তুমি কেহে * * পরিচয়।
, বাণের ঘায়ে প্রাণ নাহি রয়॥
নাম রামের কিঙ্কর।

(শ্লোকসং। প্রায় ১৫০।)

(লক্ষ্মণের শক্তিশেল)

চন্দ্র।
বনে মেল সেনা।
তাপিত তাপে রাবণ উন্মনা॥
র থরহর বলে যেন কোটা।
র ডরে দেবাসুর তিন লোক কাঁপে॥
প্রতিজ্ঞা করিল রাম লক্ষ্মণ সাক্ষাতে।
সাজহ কটক ধনুর্ব্বাণ লহ হাতে॥
কবিচন্দ্র বলে প্রভু রক্ষা কর কুঞ্জে।
দয়ানিধি নন্দনে রাখিবে বিদ্যমানে॥
হরি হরি বল সভে পালা হৈল সায়।
সর্ব্বসিদ্ধি করয়া রাম যে জন গাওয়॥
ইতি লক্ষ্মণের শক্তিশেল পালা সমাপ্ত।
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২১৫।)

## ৩০৮। রামায়ণ (অঙ্গদ-রায়বার)।

নরসিংহ।

আ। বন্দ গেলা সিন্ধু রামচন্দ্র হৈলা পার।
বানরে বেড়িল গিয়া লঙ্কার দুয়ার॥
তা আর কেন বিলম্ব।
যুদ্ধের আরম্ভ॥
ন গোসা ন দুই চার আর।
নেক পাঠাইয়া দিয়া বুঝি সমাচার॥
শে। এক মন হয়ে বেবা শুনে রামবা
শতক্ষয় আয়ুর্ব্ব ভি হয়ত তাহার॥
এক মন হয়ে রা যে
সে ॥
ইতি অঙ্গ

১২৫৬ সাল তারিখ ৭ চৈত্র রে বেলা চারি দণ্ডের সময় সমাপ্ত হইল। লিখিতং শ্রীশ্যামাচরণ দাস বসু সাং নাড়িচ্যা পরগণে বিষ্ণুপুর জেলা মল্লভূম। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৮০।)

## ৩০৯। রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড)।

কবিরাজ কবিরত্নরাম কবিভূষণ।

আ। জয় জয় শিরসা কৃতাঞ্জলিং বাষ্পবারি-
পরিপূর্ণলোচনং মারুতে নমস্তে রাক্ষসান্তক!।
নববন্দ হনুমন্ত বলবন্ত গাজি।
শত সিন্ধু গতি লম্ফ, বিপরীত বীর দম্ফ,
অরিকাণ্ড হলি কম্প রণঝম্প তেজি॥
শে। কহ নাম ক্যাহে তেরা।
তব কোন্ অনুকসোংতেরা॥
চুকমঞি ভিতরি মুঝে।
মঞি নাহি যবঙ্গে ওঝে॥
কহত কবিররাম কবিরাজে।
তোম্ আপ্ সামালো নিজে॥

* * * *
অঙ্গদ হামার নাম।
মোর নাথ প্রভুরাম॥
ইএ রাম কোন হোএ।
নাহি হাথা সম্পদ সোহে॥
তজি সীতা করকে চোরি।
তোম্ লাঞা লঙ্কাপুরী॥
রাম লেখে এসকো তঙ্কা।
ক্যাকর রাজ্য লঙ্কা।
লিখিতং [illegible]।
শ্রীধর্ম্মদাস বন্দে, [illegible]
১০ মাঘ। ( শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০

৩১০। রামায়ণ (আদিকাণ্ড)। শঙ্কর।

[illegible] গঙ্গা আনয়ন।)
[illegible] ধ্রুব।
[illegible] সুত॥
[illegible] খাণ্ডত।)
বাণী বলে পূর্ব্বকথা শুন বাছাধন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কৈল সগর রাজন॥
[illegible] ছেড়্যা দিল রাজা যজ্ঞারম্ভ করি।
সেই সে অশ্বের * * *॥
( শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১২৫। )

৩১১। রামায়ণ (অযোধ্যাকাণ্ড)। শঙ্কর।

আ। শুহক কথ সঙ্গে চল ঠাকুর লক্ষ্মণ;
দুজনে আনিব আঠা করিয়া যতন॥
ধনুখান লক্ষ্মণ ধরিয়া বাম হাতে।
চলিলা শুহক সঙ্গে রামের সাক্ষাতে॥
শে। প্রভাত হইল ভরত উঠি প্রাতঃকালে।
চৌদ্দ বৎসরের এক দিন গেল বলে॥
এইরূপে প্রত্যহ যদি করেন গণনা।
রাজকার্য্য করে বীর হয়্যা উন্মনা॥
বন্দিয়া ত্রৈলোকি [illegible] শুত শৌনক চরণ।
শঙ্কর রচিল রামলীলা উপাখ্যান॥
ইতি অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত। ( শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৭৫০। )

৩১২। রামায়ণ (আরণ্যকাণ্ড)। শঙ্কর

আ। [illegible] প্রথম পাত নাই। দ্বিতীয় পাত হইতে)
হেদেহে নাবিক আমার বচন
শ্রবণ করহ ভাই
ত্বরায় তরণী আনহ এখানে
[illegible] পারে আমরা যাই
রামের [illegible] হরিষ্যা নাবিক
[illegible] মোহিত [illegible] মনে
[illegible] নাবিক [illegible]
এমন দেশেতে কেনে
শে। শিবশিবা সংবাদে অধ্যাত্ম রামলীলা।
পঞ্চশত শ্লোক ব্যাসদেব বিরচিলা॥
বন্দিয়া জানকীনাথ শ্রীশঙ্কর গায়।
আরণ্যকাণ্ডের দশ অধ্যায় হৈল সায়॥
ইতি সমাপ্ত। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫৫০।

৩১৩। রামায়ণ (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড) শঙ্কর

[illegible] কালে মনে [illegible] চিন্তেন শ্রীরাম
[illegible] ভাণ্ডারী আমারে পাছে বলে হনুমান
হনুমন্তে দেখাব আগ্নি আপন মূরতি।
ভালমতে মোরে যেন [illegible] সাক্ষাতি
প। ( ১১ পাতে। )
সাগরদিয়ার বন্দ্য, রবিকর্ণা সুবাসিনি,
গোবিন্দদেয় বিদ্যমান।
তস্য পঞ্চপুত্র দ্বিজ, ভবানী [illegible]
রচিল তারার তত্ত্বজ্ঞান॥
শে। ( ১৯ পাতের পদ পণ্ডিত। )
এখান হইতে যদি যাই লঙ্কা দিয়া।
আর সাগরের জলে পাত্থ [illegible]
অতএব সভাই চল মহেন্দ্র পর্ব্বত
পেবার সাগর [illegible]
( শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৪৫০ )

৩১৪। রামায়ণ (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড) শঙ্কর

আ। মহেন্দ্র পর্ব্বতে গিয়া মারুতি উঠিল।
হনুমানের ভরে গিরি কাঁপিতে লাগিল
মন্ত্রী জাম্বুবানে হনুমান হৈল নত।
অঙ্গদকুমারে কোল দিলা বায়ুসুত॥

শে। উপমা দিতে নারি সকল অনুপাম।
রাবণবধের তরে লঙ্কায় আইলা রাম॥
শ্রীরামের কথা যে অমৃতের ভাণ্ড।
এত দূরে সমাপ্ত হইল সুন্দরাকাণ্ড॥
স্বাক্ষর শ্রীভবানী শর্ম্মা সাং নিগ্যা।
( শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৭২৫। )

৩১৫। রায়মঙ্গল। কৃষ্ণরাম দাস।

আ। করযোড়ে মহাকায়, বন্দিলাম দক্ষিণরায়,
ঠাকুরের চরণকমল।
সঙ্গে লীলাবতী রাণী, শঙ্খপাত্র সাথে আনি,
উর ঘটে ভকতবৎসল॥
তোমা বিনা প্রভুকেহি, [illegible]
আমল আঠার [illegible]
রহে হীরা বাসমোড়া, পরি[illegible]
যতনে মুড়ান পরিপা[illegible]
ভ। রামের চরণ[illegible] ববিন্দ ভাবি[illegible]
রচিল পাঁচালিছ[illegible] রাম কবি॥
( ২৫ পাতের খণ্ডিত। )

[illegible] পূজা লইতে[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
রাধ ক্ষমা কর বাল যোড়পাণি।
কৃপার সাগর প্রভু রাম গুণমণি॥
ইন্দু হেন বদন মদন জিনি রূপ।
তোমা বিনে দক্ষিণের কেবা আছে ভূপ॥
অধমের পূজায় হউক পরিতোষ॥
( শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫৫০। )

৩১৬। রায়বার। দ্বিজ তুলসী।

আ। পার্ব্বতী বলেন প্রভু কহ শূলপাণি।
তার পর কি করিলা রামরঘুমণি॥
লঙ্কার দুয়ারে যদি গেলা কপিগণ।
কহ কি করিলা তবে রাজা দশানন॥
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ শূলপাণি।
অমৃত অধিক প্রভু তব মুখে শুনি॥
শে। সিংহনাদ শব্দে কেহ করএ তর্জ্জন।
বীর দর্প করে বাহু আস্ফালন॥
দ্বিজ শ্রীতুলসী কহে রামপদ সার।
এত দূরে সমাপ্ত হইল বারবার॥
লিখিতং শ্রীগৌরাঙ্গ দাস সাং বাইপুর, মৌং কায়েতপাড়া। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১২৫।)

৩১৭। রুক্মাঙ্গদরাজার একাদশী।
কৃত্তিবাস।

আ। রুক্মাঙ্গদ সম রাজা নাই ত্রিভুবনে।
রুক্মাঙ্গদের একাদশী শুন সাবধানে॥
অযোধ্যাতে নাহিক যমের অধিকার।
যেই মরে সেই যায় বৈকুণ্ঠের দ্বার॥
শে। এত শুনি মোহিনী গেল ইন্দ্রপাশ।
রুক্মাঙ্গদের একাদশী গাইলা কৃত্তিবাস॥
[illegible]দের পালা সমাপ্ত হইল।
লিখিতং শ্রী[illegible] নিবাসে বিদ্যানন্দপুর
সন ১২[illegible]

[illegible] বাণের কবিতা লিখ্যতে।
অবধান কর ভাই শুন সর্ব্বজন।
মন দিয়া শুনহ কবিত্ব বিচক্ষণ॥
শে। চণ্ডিকার পাদপদ্ম ভাবি নিরন্তর।
ভণে দ্বিজ রায় তার মির্জ্জাপুরে ঘর॥
ইতি বাণের কবিতা সমাপ্ত হইল। পঠনার্থে শ্রীরামগোপাল দত্ত। ১২৬৭ সাল তারিখ ১০ ফাল্গুন। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৯০।)
বাণের কবিতা আর একখানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। দুখানিতে পরস্পর প্রায়ই মিল আছে। ( শ্লোক[illegible] প্রায় ৬০। )

৩১৯। বাল্য[illegible]বিলাস। কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

আ। [illegible] শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ বিলাস।
আত্মরূপে সঞ্চারিয়া কবির প্রকাশ॥
রাধিকার উতলতা বাড়ে দিনে দিনে।
কেমনে দেখিব কৃষ্ণ নন্দের ভবনে॥
যতকালে উঠে রাধা উৎকণ্ঠিতা হঞা।
ললিতারে কহে পূর্ব্বকথা বিচরিয়া॥
শে। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে করি আশ।
তিন খণ্ড বাল্যরস করিল প্রকাশ॥

৩২৯। শিবায়ন। রামকৃষ্ণদাস কবিচন্দ্র।

আ। (প্রথম তিন পাত নাই। চারি পাত হইতে)

মিত্র বন্দো ভদ্রা বন্দো কালিন্দী লক্ষণা।
যোল সহস্র শত বন্দিনু অঙ্গনা॥
করপুট করিয়া ভকতিযুক্ত চিতে।
মথুরায় বন্দো রাম রেবতী সহিতে॥

* * * *

মেনকা বলেন মাগো কি বলিব আমি।
সপ্তঋষির বচনে ভুলিল মোর স্বামী॥

শ্রীগুরুবে নমঃ।

নারদের নাটকি সকল আমি জানি।
হেটে গাছ কাটিয়া উপরে ঢালে পানি॥

মধ্য ও ভ। আগু ভাল কৈলে যত
জামাতা দুষি তা।
কি কারণে ইথে মোরে করিলে বঞ্চিতা॥
ভৃগু আদি আছেন যতেক ব্রহ্মঋষি।
বল দেখি সভে আমি কোন্ দোষে দূষী॥
সর্ব্বথা জানিল পিতা আমারে নির্দ্দয়।
গদ গদ বাক্যে সতী চক্ষে পড়ে লোহু॥
দক্ষ বলে মাতা তুমি না কর রোদন।
কহি শুন যেহেতু না কৈল নিমন্ত্রণ॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় কাশীখণ্ড মতে।
সদা চিত্ত রহুক মোর হরের পদেতে॥

শে। নিখিল যাদববংশ, সকলি বিষ্ণুর অংশ,
গদ শাম্ব সাত্যকি সারণ।
কায়স্থ কাশ্যপগোত্র, যশশ্চন্দ্রের পৌত্র,
কবিচন্দ্র রচিল সঙ্গীত।
নানা পুরাণের কথা, প্রবন্ধে গিয়াছে গাঁথা,
শুনিলে সভাব হয় প্রীত॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বন্দ শ্রীবাধার তনু।
আপনি বাজেন কৃষ্ণ যার পদবেণু॥
বর্ণনা হৈল সাঙ্গ সর্ব্বে বল হরি।
ভবার্ণব লহ তারি কর্ণধার কবি॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ব্যাসের কৃপায়।

* * * *

পূরবে শুনেছি যত, সেই সব ভাবি কত,
কাল তনু ভবে হল সারা।



বাসুদেব ঘোষে কয়, এ কথা অন্যথা নয়,
সেই বটে গোপীমনচোর॥
ইতি সন ১০৯১ সাল তারিখ [illegible]
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৭৭৫০।)

৩৩০। শুদ্ধরতিকারিকা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

আ। ক্লীঁ শ্রীঁরূপে শক্তিসঞ্চারণশীলং
রাধাতন্ত্র শ্রীরূপেণ রাধিকা অংশে নম ক
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ রাধাকুণ্ড স্থানে
শ্রীরূপের শক্তিসঞ্চার কেহ নাহি জানে॥

শে। জয় জয় শ্রীরূপ তোমার মুখের বর্ণনে।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ মন হার মোর॥
এই গ্রন্থ মূল শ্রীরূপ গোসাঞি
গোপনে রাখিহ ভাব উজ্জ্বলেতে পাই॥

শুদ্ধরতিকারিকা সম্পূর্ণ। ইতি সন [illegible] সাল আষাঢ় ১৩ রোজ।

বিবর। রাধাকুণ্ড অভিমুখে।
(শ্লোকসংখ্যা ১০০। পুথি [illegible] খানা।)

৩৩১। শ্যামানন্দপ্রকাশ। কৃষ্ণদাস

আ। আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
[illegible]
শ্রীগৌরদাস পণ্ডিত ঠাকুর হইতে
শ্রীশ্যামানন্দে কৃপা হইল যেমতে॥
শ্রীশ্যামানন্দ গোসাঞির বৈরাগ্য জানিয়া
ব্রজেন্দ্রদাস আশা গুরুপদে প্রণমিলা॥

* ও * *

শ্রীজীবের চরণপদ্ম করেন স্মরণে।
রাধাকৃষ্ণ রাসলীলা শুনে অনুক্ষণে॥
শুনিতে শুনিতে নিত্য রাগাশ্রয় [illegible]
অচেতন হই কুঞ্জে পড়িয়া রহিল॥

শে। শ্রীরাধামোহন প্রভু প্রেমভক্তিদাতা
তাঁহার চরণে মুঞি বেচিয়াছু মাথা॥
তাঁর পাদপদ্ম দুই হৃদে করি আশ
শ্যামানন্দপ্রকাশ কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীশ্যামানন্দপ্রকাশ গ্রন্থ সম্পূর্ণ। সন ১২৫৩ সাল ১৬ ভাদ্র। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৬২০।)

৩৩২। কৃষ্ণমঙ্গল। অভিরাম দাস।

আ। (নাই। ২৫ পাতায় আছে)
শুকদেব ভাবি চিন্তে, কহে রাজা পরীক্ষিতে
শুনহ তাহার * * * *।
কালকূট মাখি স্তনে, কৃষ্ণ বধিবার মনে,
গোকুলে করিল আগুসার॥

শে। (নাই। ৯৯ পাতায় আছে)
কালিয়দমন যেবা শুনে এক মনে।
পুত্র পরিবার ধন বাড়ে দিনে দিনে॥
অন্তকালে অবশ্য পাইবে স্বর্গ স্থান।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-গীত অভিরাম গান॥

ভ। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত অভিরাম ভণি।
অভিরাম দাস মাগে চরণ দুখানি।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গাথা, অমৃত সমান কথা,
বিরচিলা অভিরাম দাস॥
(শ্লোকসংখ্যা আনুমানিক ২০০০।)

৩৩৩। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। জীবন [illegible] ন।
(দারিদ্রভঞ্জনপালা।)

আ। শুন শুন ওরে ভাই হয়ে এক চিত।
শুকদেব কহে কথা শুনে পরীক্ষিত॥

শে। দারিদ্রভঞ্জন কথা যেবা শুনে কাণে।
অবশ্য করিব কৃপা লক্ষ্মীনারায়ণে॥
শ্রীবিষ্ণুমঙ্গল দ্বিজ জীবনেতে গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হল সায়॥

লিখিতং শ্রীশিবচরণ দাস। ১০৮৮ সাল তারিখ ১১ বৈশাখ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২০০।)

৩৩৪। শ্রীকৃষ্ণবিজয়। ওয়াজ খান্।

আ। প্রণমহ নারায়ণ অনাদি নিধন।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাহার কারণ॥
এক ভাবে বন্দ হরি করি যোড় হাত।
বসুদেবসুত কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর বন্দ স্থিতি সংহার।
গণপতি প্রণমহ বিঘ্ন করতার॥
সব দেবগণের সে বন্দিয়া চরণ।
কৃষ্ণের চরিত্র কিছু করি যে রচন॥

* * * *

ত্রিভুবনেশ্বরী দেবী জগত জননী।
প্রকৃতিস্বরূপা দেবী সৃষ্টির পালনী॥
যাঁর পদ সেবি ইন্দ্র জগতের রাজা।
ব্রহ্মা আদি দেবগণে করে যাঁর পূজা॥
শুম্ভ আদি দৈত্যের সে করিয়া নিধন।
দেবলোক রক্ষা কৈল চরাচরগণ॥
তাঁহার প্রসাদে মোর হৈয়া আচম্বিত।
* * কৃষ্ণের চরিত॥
গোসাঞির জন্ম কর্ম্ম কে কহিতে পারে।
লোকহিত কারণে যতেক অবতারে॥
আকাশের তারা যদি একে একে গণি।
সমুদ্রের জল যদি ঘটে পরমাণী॥
পৃথিবীর রেণু যদি করিসে গণন।
তবুত বলিতে নারি কৃষ্ণের কথন॥
সংসার সাগর যদি করিতে তারণ।
ভাগবত অবতরি হিতের কারণ॥
রতির করুণা দেখি শিব দিল বরে।
কৃষ্ণের ঔরসে জন্ম রুক্মিণী উদরে॥
মহাদেব শাপে কাম তেজিল জীবন।
কৃষ্ণের সদনে পুন লভিল জনম॥
প্রদ্যুম্ন তাহার নাম রুক্মিণীর তনয়।
সভাকার প্রাণহিতে গুণের নিলয়॥
তাহাকে দেখিয়া আমি সব পাসরিল।
ইন্দ্রের সভায় তেন রূপ না দেখিল॥

শে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়-পুথি থাকে যার ঘরে।
অকালে মরণ তার নহে কোন কালে॥
অগ্নি পানি সর্পাঘাত তার বজ্রাঘাতে।
যার ঘরে থাকে পুথি না পারে তাহাতে॥
শুন শুন ওহে নর বলি বারেবারে।
গোবিন্দচরণ বিনু গতি নাহি আরে॥
এই পুথি যেই জন লিখিয়া রাখে ঘরে।
ধনধান্যে পুত্রপৌত্রে সেই নর বাড়ে॥
সকল সম্পদ দেন দেব নারায়ণ।
জন্মে জন্মে হয় তার নারায়ণে মন॥
কলিকালে ইহা বই ধন নাহি আর।
ইহার শ্রবণে এ ভবসংসার হয় পার॥
দুস্তর সাগর সিন্ধু বড় ঘোরতর।
কলিকালে হরিনাম সভাকার পর॥

হরিনাম প্রেমরস শমন দমন।
কলিকালে শুনিবে ভাই হরিসংকীর্ত্তন॥
সংকীর্ত্তন মাঝে ভাই দিও গড়াগড়ি।
কলিকালে সংকীর্ত্তনপথে নন কর দড়ি॥
শুন শুন অহে ভাই শুন অবধানে।
গোবিন্দবিজয় পুথি সাঙ্গ হৈল তথা॥

পুস্তক শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করগুল। পঠনার্থে শ্রীঅযোধ্যারাম তথা শ্রীশ্রীলক্ষ্মণ দে স্বাক্ষর ইদং পুস্তকং দে অস্ত স্থিতি বাগপুকরিণী গ্রামে। ইতি সন ১০১৩ সাল তারিখ ২৩ চৈত্র বেলা এক প্রহর হইতে পুস্তক লিখন সমাপ্ত হইল। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫২০০।)

৩৩৫। শ্রীকৃষ্ণবিজয়। গুণরাজ খান্।

আ। নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমেত্যাদি।
প্রণমহ নারায়ণ অনাদিনিধন।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাহার কারণ॥

* * * *

ক্ষিতি মধ্যে পুরী খান অতি অনুপম।
মধুপুরী নরপতি উগ্রসেন নাম।
বড়ই ধার্ম্মিক রাজা বিদিত ভুবনে।
হরিনাম ছাড়া তার অন্য নাহি মনে॥
অহর্নিশি গোপী সব তোমা চিন্তে মনে।
শ্রীকৃষ্ণবিজয় গুণরাজ খান্ ভণে॥
শে। গুরুগর্ব্বিত কোন নারী না মানিব।
শাশুড়ী ননদিনী বধূ গৃহিণী হইব॥
এক বটক বৃক্ষকে লাগনি (?)।
এক বট দান কৈলে শতেক বাপদী॥
ক্রিয়া ব্যয় লোক করিবনা স্থলে।
ক * * * * * * * *

পঠনার্থে শ্রীবিশ্বনাথ বিট্ সাং জামকুড়ি। সন ১২৪৮ সাল তারিখ ২৫ মাঘ। সন ১২৫৪ সালের ২৯ শ্রাবণ তারিখে আমি এই পুস্তক শ্রীমধুসূদন গুঁইকে বিক্রী করিলাম। প্রমাণ শ্রীরাম দাস ইতি। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫৫০০।)

৩৩৬। শ্রীকৃষ্ণবিজয় (তালভক্ষণ)। নন্দরাম ঘোষ।

আ। প্রভাতে হইল আসি যত শিষ্যগণ।
রামকানু সঙ্গে লঞা আনন্দিত মন।
শিঙ্গা বেণু স্বরে সভে হরষিত হঞা।
পরম কৌতুকে নাচে নন্দদুলালিয়া॥
শে। নন্দরাম ঘোষ বলে গোবিন্দ চরণে।
শ্রীকৃষ্ণবিজয় তালভক্ষণ হৈল এক মনে॥

ইতি সন ১২১২ সাল তা ২৫ ফাল্গুন গুরুবার তিথি সপ্তমী। লিখিতং শ্রীবৃন্দাবন দুবে পঠনার্থে শ্রীমদনমণ্ডল। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৮০।)

৩৩৭। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল। [illegible]

(ফলানির্ম্মাণ পালা।)

আ। নত হয়ে লাউসেন পিতা প্রতি কন।
কালি কত সাক্ষাতে কহিছি নিবেদন॥
শে। অতঃপর দুইভাই বিমলে যুক্তি করে।
অবিলম্বে চল দাদা গৌড় সহরে॥
মলের নিধন পাত্র পাইল বারতা।
হতাশ ভাবিয়া পাত্র করে হেট মাথা॥
এত দূরে সম্প্রতি সঙ্গীত পালা সায়।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গলগীত দ্বিজ [illegible] গায়॥

ইতি ফলানির্ম্মাণ পালা সমাপ্ত। (শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২৮০।)

৩৩৮। সংগৃহীত-সুধাসার। [illegible]

আ। সংগৃহীতং সুধাসারং সাধকানন্দবর্দ্ধনং
রাধাকৃষ্ণপদাম্ভোজ প্রেমনা রচনামিদং॥
বেদশাস্ত্রে কহে যারে অবিদ্যা প্রকৃতি
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপ্রেম তিন মহাধন।
শে। অন্যের কা কথা আপনে ব্রজেন্দ্রনন্দন
অবতরি করে প্রেমরস আস্বাদন॥

* * *

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত করিয়া উদ্ধার।
সংক্ষেপে রচিল গ্রন্থ সংগৃহীতসুধাসার॥

* * * *

তিন লীলার নানা পরিচ্ছেদ করিয়া বিচার
সংগ্রহ করিলা মুঞি অতি তুচ্ছ জ্ঞান॥
শ্যামদাস আচার্য্যবংশ দীনাশ্রয় দাস
সংগৃহীতসুধাসার করিল প্রকাশ॥

ইতি সংগৃহীতসুধাসারে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সারোদ্ধারে সাধনধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞানরহস্য সম্পূর্ণ। (শ্লোকসংখ্যা আনুমানিক [illegible]।)

৩৩৯। সনাতনগোস্বামীর সূচক।
রাধাবল্লভ।

আ। শ্রীরূপের বড়ভাই, সনাতন গোসাঞি,
বাদসার উজীর হৈয়া ছিল।
শ্রীরূপের পত্র পাইয়া, বন্দী হইতে পলাইয়া,
কাশীপুরে গৌ[illegible]টিল॥
শে। সূক্ষ্ম বস্ত্র বাজে গায়, ধূলায় শরন তায়,
কণ্টকেত বিন্ধ হয় পায়।
কহে রাধাবল্লভ দাস, মনে এই অ[illegible]
কত দিনে হব
ইতি শ্রীসনাতনগোস্বামীর [illegible] সমাপ্ত।
সন ১২৭৬ সাল তাং ১৮ ভাদ্র। মোক
সোশুনা ৺দুলাল সাহা মহাশয়ের বাটী,
বাবু হরিনাথ সাহা, আদর্শ পাঠক শ্রীকাঙ্গালি
চরণ দাস সাং নারায়ণপুর, জে
চৌকী রামুনআড়া, থানা সাহেবগঞ্জ। ইতি।

৩৪০। সত্যনারায়ণ। রামেশ্বর।

(১ম পাত নাই। ২৫ পাতে সম্পূর্ণ।
আ। ত্রৈলোক্যতারিণী বন্দো তুল
গোকুল প্রভৃতি বন্দো চতুর্দ্দশপুরী।
* * * *
পরে সত্যপীর বন্দো বলে দ্বিজ রাম।
সাকিম বরদাবাটী যদুপুর গ্রাম॥
জয় জয় সত্যপীর, সনাতন দস্তগীর,
দেবদেব জগতের নাথ।
কে জানে তোমার তত্ত্ব, তুমি * * সত্য,
তোমার চরণে প্রণিপাত॥
শে। ব্রাহ্মণেরে করাইবে পুস্তক পঠন।
তাহার দক্ষিণা দিবে কড়ি সওয়াপণ॥
গ্রন্থ সাঙ্গ হৈল বিরচিল দ্বিজরাম।
সভে হরি হরি বলি করহ প্রণাম॥
ইতি সন ১১১২ সাল, ২৫ শ্রাবণ।
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫০০।)

৩৪১। সত্যপীরের পুঁথি।

আ। করবোড় করিয়া বন্দিব গজাননে।
পানিপুটে বন্দিব পার্ব্বতী পঞ্চাননে॥
প্রণমহ শ্রীরাম লক্ষণ আর সীতা।
সপ্তমাতা বন্দিয়া বন্দিব পঞ্চপিতা॥
শিক্ষা দীক্ষা গুরুর চরণ বন্দি মাথে।
ইন্দ্র চন্দ্র অরুণ বরুণ যোড় হাতে॥
সত্যপীর সাহেবে সেলামত শত শত।
জগজনে জাহির যাহার কেরামত॥
বিষ্ণুশর্ম্মা ব্রাহ্মণ বিদুর বন্দি পুন।
দ্বিজবর দারিদ্র দুঃখের কথা শুন॥
শে। যার যেই মনের বাসনা যতদূর।
সভাকার বাসনা সিদ্ধ করুন ঠাকুর॥
পীর পদপঙ্কজে ফকিররামে ভণে।
শ্রীগুরু পীরিতে হরি বল সর্ব্বজনে॥
ইতি পীরের পুস্তক সমাপ্ত। এ পুস্তক
মৃত দিক্ষি গ্রামের শ্রীগোকুলদেব। সন১২০৯
সাল তারিখ ১৫ ফাল্গুন। (শ্লোকসংখ্যা ৬০০।)

৩৪২। সহজতত্ত্ব। রাধাবল্লভ দাস।

আ। চৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।
জয় শচীসুত গৌর ভগবান।
সর্ব্বজীবপ্রাণ।
* * *
গুরুজাতীয় বস্তু কিছু শুন ভক্তগণ।
প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধ সাধক লক্ষণ॥
শে। বিদ্যাবলে স্বয়ং রাধা বাধিকার গুরু।
রাধা রাধিকা নাম প্রেমকল্পতরু॥
ভ। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
সহজতত্ত্ব কহেন শ্রীরাধাবল্লভ দাস॥
ইতি সহজতত্ত্ব সম্পূর্ণ। ১২৩০ সাল তাং
২ আষাঢ়। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২০০।)

৩৪৩। সহজতত্ত্ব।

আ। বর্ত্তমান আরতি পিরীতি রস সেবে।
নিরন্তর পর রস পিরীতির লোভে॥
দুই এক বুদ্ধি হয় দুঁহা বিদ্যমান।
দুঁহে জানে দোঁহাকার মরম গেয়ান॥
দুঁহে রসে বিদগধ রূপে গুণে সমা।
তবে সে উপজে সহজ ভক্তিরস প্রেমা॥
শে। বৈষ্ণবরূপে গুরু মোরে দরশন দিয়া।
ধর্ম্ম জানাইল মোরে আপন করিয়া॥
* * * *
যে কর্ম্ম করি যে আমি সেই জ্ঞানবলে।
সে চরণ হৈতে যেন মন নাহি চলে॥

সঙ্কট ঘটিলেই কি * * চাহ নাই।
চড়ি মন-তুরঙ্গমার * * — নাই॥

(পুথি খণ্ডিত ১ পৃষ্ঠায় শ্লোক ৪০টী। বিষ্ণুপুরে সংগৃহীত।)

বিষয়—পরকিয়াপ্রেমে কিভাবে প্রীতিবন্ধন করিলে স্বর্গলাভ হয় তদুপদেশ।

৩৪৪। সহজতত্ত্ব। রাধাবল্লভ দাস।

আ। (নাই। ২ পাতায় আছে)
আলম্বন রাধাকৃষ্ণের পীরিতি। তা[illegible]
প্রেম যেই বস সেই হয়। উদ্দীপন
রাধাকৃষ্ণের সেবা। কেমন, সম্ভোগাদি।
সম্ভোগাদি কেমন শয্যারচনা। স্থানাদি,
স্থানাদি কেমন এবং সম্ভোগ পাঁচ কি
প্রকার হয়; ভাবশৃঙ্গার১, প্রেমশৃঙ্গার২,
ভাব-উচ্ছ্বাস শৃঙ্গার৩, মধুর [illegible] ৪
রতিশৃঙ্গার৫ — [illegible]

মধ্য। ঈশ্বরের নিত্যলীলা। [illegible]
মানুষের নিত্যলীলা যোগমায়ার [illegible]

শে। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে করি আশ।
সহজতত্ত্ব কহেন শ্রীরাধাবল্লভ দাস॥

সহজতত্ত্ব সমাপ্ত। [illegible] সন ১১৯৫ সাল তারিখ ৩ বৈশাখ। লিখিতং শ্রীদুলাল দাস [illegible]।

৩৪৫। সাধন লক্ষণ।

আ। জয় জয় নিত্যানন্দ সর্ব্বজীবের প্রাণ।
* * কৃপা কর লভিলাঙ স্থান॥

মধ্য। [illegible] দেহতে আশ্রয় আলম্বন উদ্দীপন কাকে বলি। আশ্রয় গুরু [illegible], আলম্বন সাধুসঙ্গ আর রাধা কৃষ্ণে ভাব। প্রেম আলাপন উদ্দীপন কথা। ব্রজ অনুসারে স্মরণ ধ্যানাদি সেবা। কায়মনোবাক্যে ইহা করিলে প্রবর্ত্তক দেহেতে সাধক হয়। [illegible]

শে। (নাই। ১০ পাতায়)
রসিক হইয়া রস করে আস্বাদন।
শ্রীগুরু কৃপাতে পায় সেই সব ধন।

বিষয় ব্রজ অনুসারে স্মরণ, নবধা, চতুঃষষ্টি প্রভৃতি ভক্তি লক্ষণ ও সাধন, সহজ প্রেম, সহজ ভাব বর্ণনা, চৌদ্দ আনা ও ষোল আনা মানুষ কথন।

৩৪৬। সারাৎসারকারিকা। মুকুন্দ দাস

আ। অজ্ঞানেত্যাদি।
এক দিন দুর্গা শিব একত্রে বসিয়া।
আনন্দে বি[illegible] হে [illegible] হইয়া
শিব কহে শুন দেবী আমার বচন।
[illegible] সব প্রপঞ্চ মোরে কহিবে কারণ।
[illegible] অতি গূঢ়তর।
[illegible] আমার গোচর॥
আদ্য সারাৎসার কথা বড়ই মধুর।
মুকুন্দ দাস কহে শুন ভক্ত শূর॥

ইতি সারাৎসারকারিকা সমাপ্ত। লিখিতং [illegible] দাস দাস। পাঠক শ্রীআনন্দ কর সাং [illegible] পুর। সন ১২৫২ তারিখ ২২ আষাঢ় রোজ শনিবার।

(শ্লোকসংখ্যা আনুমানিক ১৫০।)

[illegible] বিপার্ব্বতীসম্বাদে কৃষ্ণের স্বরূপ, রসভেদ, দেহতত্ত্ব ইত্যাদি।

৩৪৭। সিদ্ধিনাম। কৃষ্ণদাস কবিরাজ

আ। জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় শ্রোতাগণ শুন হইয়া উল্লাস।
সব ভক্ত গৌর সঙ্গে হইল প্রকাশ।
সভাকার পূর্ব্ব নাম কহি শুন সাবধানে
সখা সখী পিতা মাতা আর ভক্তগণে

শে। এহিত কহিল সব যূথের নিরূপণ।
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের মন বহু আনন্দ।

ইতি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত সিদ্ধি নাম সম্পূর্ণ। লিখিতং শ্রীপ্রতাপনারায়ণ দত্তস্য নাং পরা[illegible]। পাঠক শ্রীলোকনাথ দাস সাং সোপুরা। শকাব্দা ১৭১৮ [illegible] ১২০৬ সাল তারিখ ১৩ আশ্বিন সোমবার তিথি দশমী। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৩৮০।)

৩৪৮। সুদামচরিত্র। দ্বিজ পরমেশ্বরদাস

আ। কৃষ্ণকথা কহে মুখে ব্যাসের তনয়।
একচিত্তে শুনে পরীক্ষিত মহাশয়।

মুনি বোলে ক্ষুধা উদি লাগয়ে তোমারে।
ফলমূল চর কিছু করহ আহারে॥
রাজা বোলে মুনিগোসাঞি কর অবধান।
ক্ষুধায়ে করিবে কি বল কৃষ্ণনাম॥
* + * *
শুন শুন পরীক্ষিত হঞা এক মন।
ছিলেন কৃষ্ণের সখা বিপ্র একজন॥
সুদাম তাহার নাম জগত বিদিত।
সর্ব্বশাস্ত্র জানে তেহ বিচারে পণ্ডিত॥
শে। নানা ভোগ ভুঞ্জি বিপ্র নহে নগর্বিত।
অন্তকালে স্বর্গে গেলা গোবিন্দ গোচরে॥
* * কৃষ্ণের লীলা শুনহ সংসার।
বিপ্র পরশুরামে গায় কৃষ্ণ অবতার॥

ইতি মঙ্গলবারের এক প্রহর বেলা থাকিতে সুদামচরিত্র পুস্তক সমাপ্ত হইল। ইতি সন ১২৩২ সাল তারিখ ১৯ মাঘ। ( শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৫০। )

৩৪৯। স্মরণ-মঙ্গল। নরোত্তম দাস।

আ। কৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতার।
আপনার গুণে সব জীব কৈল পার॥
শে। শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি আশ।
স্মরণ-মঙ্গল কহে নরোত্তম দাস॥

ইতি স্মরণ-মঙ্গল গ্রন্থ সম্পূর্ণ। শ্রীরামকান্ত দত্ত সাং ডিঙ্গাল পরগণে বারহাজারী তরফ কোতলপুর।

( শ্লোকসংখ্যা আনুমানিক ২৭৫। ইহার প্রথম পৃষ্ঠার বহির্ভাগে এই ঠিকানাটি আছে—শ্রীবিহারীলাল কুণ্ডু সাং কাঁটাগড়, ভগলদিঘী।)
বিষয়। অষ্ট প্রহরীয় রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনা।

৩৫০। স্মরণ-মঙ্গল। নরোত্তম দাস।

আ। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্যেত্যাদি।
প্রথমে বন্দিব আমি গুরুর চরণ।
যাঁহার কৃপায় হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
* * * *
শ্রীবৃন্দাবন বন্দো সানন্দিত মনে।
যাহা আশ করো মুঞি জীবনে মরণে॥
যোগমায়া বন্দো ভগবতী পৌর্ণমাসী।
ব্রজের পূজিত তিহো সর্ব্বগুণ রাশি॥
যুগল কিশোর লীলা যত ইতি হয়।
তাহার ঘটনা সেই জানিহ নিশ্চয়॥
তাহার দুই শিষ্য আছে নামে বীরা বৃন্দা।
বীরা ব্রজে রহে বৃন্দাবনে রহে বৃন্দা॥
শে। শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যানে।
সূত্ররূপে কহিল অমৃত আখ্যানে॥
শ্রীরূপমঞ্জরী চরণপদ্ম সবে করি আশ।
স্মরণমঙ্গল কহে নরোত্তম দাস॥

ইতি অষ্টকাল সেবা সম্পূর্ণ। লিখিতং শ্রীনন্দকিশোর গ্রহবিপ্র। শকাব্দা ১৭১৮, তাং ১ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার। ( শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০। )

৩৫১। স্মরণদর্পণ। রামচন্দ্র দাস।

আ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেত্যাদি। অজ্ঞানেত্যাদি।
প্রথমে বন্দিব গুরু, বাঞ্ছাকল্পতরু
কৃষ্ণপ্রাপ্তির যেহো মূল।
অজ্ঞান তিমির নাশ, চিত্ত কৈল পরকাশ,
বন্দ সেহ চরণ অতুল॥
শে। কেহ না করিহ রোষ, ক্ষমিহ সকল দোষ,
যেন কহে বালকের ভাষ।
শুনরে রসিক ভাই স্মরণদর্পণ এই
যে কহিল রামচন্দ্র দাস॥

( শ্লোকসংখ্যা আনুমানিক ১০০। সমস্তটা ত্রিপদীতে লিখিত। )
বিষয়। রাধাগণ-বর্ণনা।

৩৫২। স্মরণদর্পণ। রামচন্দ্র দাস।

আ। দিনে দিনে বাড়ে প্রেম, যেন নিরমল হেম,
রাধাকৃষ্ণ চরণ সেবায়।
লীলাকথা কবি গান, দুহ পদ করি ধ্যান,
ইহা বিনা আর নাহি চায়॥
শে। এই রাধাবল্লভ দাসে, মনে করি অভিলাষে,
কত দিনে হব তাঁর দাস।
শুনরে সাধক ভাই, স্মরণদর্পণ এই,
যে কহিল রামচন্দ্র দাস॥
( ৩—৫ পাত পর্য্যন্ত। )

ইতি স্মরণদর্পণ পুস্তক সমাপ্ত। ১১৩২ সাল। মাহ চৈত্র তারিখ ২০ রোজ শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৮০।

৩৫৩। স্বরূপবর্ণন। কৃষ্ণদাস।

আ। জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় শ্রোতাগণ শুন মন দিঞা।
গৌরচন্দ্র অবতার হৈল যে লাগিঞা॥

শে। শ্রীরূপের আজ্ঞা আনি রাধাকৃষ্ণ লীলা।
সুখে গৌড়দেশী লোক তাহা আচরিলা॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
স্বরূপ বর্ণন কিছু কহে কৃষ্ণদাস॥

৩৫৪। স্বরূপবর্ণন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

আ। অথ স্বরূপনির্ণয়ঃ।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥
* * * *
জয় জগন্নাথ মিশ্র শচী ঠাকুরাণী।
আপনি শ্রীনন্দঘোষ তাহার গৃহিণী।
তবে কহি বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
রুক্মিণী সত্যভামারূপে জন্মিলা আপনি॥

শে। অদ্ভুত কথিত সব যুক্তি নিরূপণ।
কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিনয় বচন॥
শ্রোতা সব দোষ মনে হবে কদাচন।
তোমা সভা হেতু এই করি নিবেদন॥
কদাচিৎ ব্যতিক্রম নামভেদ হয়।
না লইবে দোষ মোর হইবে সদয়॥

ইতি স্বরূপবর্ণন সম্পূর্ণ। ইতি সন ১১৬৪ সাল তারিখ ২২ শ্রাবণ। পুস্তক শ্রীহরিচরণ দাস মোদক। ( শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১২৫ )

৩৫৫। স্বরূপবর্ণন। শ্রীকৃষ্ণদাস।

আ। জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় শ্রোতাগণ শুন হয়ে এক মন
গৌরচন্দ্র অবতার হইলা যে কারণ॥
অদ্বৈত নীলানন্দ আর ভক্তগণ।
সভাই আইলা জীব করিতে তারণ॥
কলিযুগ শাপে লোক হইবা বিনাশ।
এই লাগি সঙ্গে সব হইলা প্রকাশ॥
আপনি আইলা গৌর শুন তার কথা।
শুনিতে লাগয়ে সুখ লীলামৃত গাথা॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন ব্রজে হইলা অবতার।
পরমসুন্দরী রাধা সখিগণ আর॥

শে। এক দিন নিবেদন করিনু তাহারে।
শ্রীরূপের কৃপা হইল তোমার উপরে।
তিন জনে কৃপা করো কিছু গ্রন্থ সার।
গৌড়ে লইয়া তাহা সভার করিব প্রচার।
তেঁহ কৃপা কৈল গ্রন্থ এই তিন জনে।
নমস্কারি গৌড়দেশ করিলা গমনে॥
শ্রীরূপের আজ্ঞায় তারে রাধাকুণ্ড লীলা।
সুখে গৌড়বাসী লোক তাহা আচরিলা॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
স্বরূপবর্ণন কিছু কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি স্বরূপবর্ণন গ্রন্থ সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মণ, সাং সানিঘাট, নিজ পুস্তক। ইতি ১২৪৬ সাল, তারিখ ১২ মাঘ, বারে সোমবার দিবা এক প্রহরে সম্পূর্ণ হইল। ( শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৫০। )

[ উপরোক্ত তিনখানি পুথি এক হইলেও বহু পাঠান্তর থাকায় উল্লেখ করা গেল। ]

৩৫৬। হংসদূত। নরসিংহ দাস।

আ। প্রথমে বন্দিব মুঞি প্রভুর চরণ।
ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বর যত দেবগণ॥
* * * *
গোপীর বিরহ কথা না যায় বর্ণন।
শ্লোকছন্দে দাসগোসাঞি করিলা চরণ।
সংস্কৃতে করিলা গ্রন্থ বুঝএ সুজনে।
মূর্খেহ ইহার কথা না জানে মরমে॥
* * * *
কৃষ্ণের সংবাদ কিছু জানিতে না পারে
সম্বাদ না পাঞা গোপী সদা মন ঝুরে।
হংসদূত করি পাঠাইলা অবশেষে।
কহিব তাহার কথা শুন সবিশেষে॥

শে। প্রধানা গোপীর ভাব ভক্তির উক্ষন।
শান্ত দাস্য সখ্য আর ভাব বাৎসল্য।
ইহাতে সকল হয় ভাবের গণন।
হংসদূত ইতিহাস দাস বিরচন॥

ইতি শ্রীহংসদূত সম্পূর্ণ। যদা বৃষ্টিমিত্যাদি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পাদপদ্মে সদা আশ। ইহ গ্রন্থ লিখিয়াছে কুলকিশোর দাস।

সাকিম ধলভূম নিবাস খাতড়া। শক ১৭১২ সাল। মাহ পৌষ ৩ রোজ বুধবারে শুক্লপক্ষে তিন প্রহর বেলাতে গ্রন্থ লেখা সম্পূর্ণ হইল।

ভ। (১) নরসিংহ দাস কহে শুন জগজ্জন।
(২) হংসদূত সম ভাষা নরসিংহ গান॥
(৩) ললিতা কহে কাবণ শুন ভাই সর্ব্বজন
নরসিংহ দাস বিরচন।

মন্তব্য। এই পুথির আরও দুইখানি প্রতিলিপি আছে। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৪০০।)

## ৩৫৭। হরপার্ব্বতীর কন্দল।

ভারতচন্দ্র।

আ। অথ হরপার্ব্বতীর কন্দল পালা লিখ্যতে।
হরগৌরী দুজনার কন্দল শুন সবে।
গৃহস্থালী মতে দ্বন্দ্ব হর শিবাভবে॥
শঙ্করী বলেন শুন শুন মহেশ্বর।
সম্বল নাহিক ঘরে আজি আধাঁতর॥

শে। বিদায় নারদ হইলা হরগৌরী স্থানে।
কৃষ্ণগুণ গেয়ে যায় আপনার মনে॥
ভারত কহিছে শিবদুর্গা করে ধ্যান।
এত দূরে কন্দল হইল সমাধান॥

ইতি সন ১২১৪ সাল। ৩১ ভাদ্র রোজ মঙ্গলবার। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৫০।)

মন্তব্য। মুদ্রিত পুস্তকের সহিত এক ছত্রেও মিল নাই।

## ৩৫৮। হরিনামকবচ।

গোপীকৃষ্ণ দাস।

আ। সর্ব্বভূতেষু ইত্যাদি।
চৈতন্য বোলেন আশীষি তোমাকে।
পরিচয় দেও তুমি চলিছ কোথাকে॥
কে তুমি কোথাতে স্থিতি কি কার্য্যে গমন।
শুনিবার যোগ্য হও কহত কারণ॥

শে। অবৈষ্ণবে কদাচিত না করিহ প্রকাশ।
নিবেদন করিল এ গোপীকৃষ্ণ দাস।

ইতি হরিনামকবচ সমাপ্ত। ইতি সন সন ১১৭৫ সাল মাহ শ্রাবণ। (শ্লোকসংখ্যা ১২৫।)

## ৩৫৯। হাটবন্দনা।

বলরাম দাস।

আ। হাট লিখ্যতে।
প্রণমহো কলিযুগ সার।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন তাহা পরিচার॥
* * * *
শচীগর্ভসিন্ধু মাঝে চন্দ্রের প্রকাশ।
পাপ তাপ দূরে গেল তিমির বিনাশ॥

শে। চৈতন্য নিতাই ভেল প্রেমরসসিন্ধ।
দাস বলরাম কহে হাটের প্রবন্ধ॥

ইতি শ্রীহাটবন্দনা সম্পূর্ণ। সন ১২০৯ সাল। তারিখ ৫ মাঘ। রোজ সোমবার তিথি পূর্ণিমা। পঠনার্থে শ্রীরামচন্দ্র দাস বৈরাগী।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

# অষ্টম মাসিক অধিবেশন।

বিগত ২৪এ পৌষ (১৮৯৯।৭ই জানুয়ারী) শনিবার অপরাহ্ণ ৫ পাঁচ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল; অধিবেশনে নিম্নোক্ত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর (সভাপতি), শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল, শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল, শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ, শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত জগবন্ধু মোদক, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়, শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী বসু বি এ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন [illegible] পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু (সহকারী সম্পাদক)।

উক্ত অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

## আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

২। সভ্য নির্ব্বাচন।

৩। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, মহাশয় কর্ত্তৃক "ভবভূতি" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ।

৪। বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

(১) পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

(২) পরীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ পরিষদের নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। নিম্নে প্রস্তাবক ও সমর্থক এবং প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম যথাক্রমে লিখিত হইল।

| প্রস্তাবকের নাম। | সমর্থকের নাম। | প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম। |
|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, | শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, | শ্রীযুক্ত ডাক্তার রজনীকান্ত সেন এম বি |
| " মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, | " মনোমোহন বসু, | " সন্তোষনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ। |
| " মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, | " মনোমোহন বসু, | " বনমালী দত্ত। |
| শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল, | " হরিদেব শাস্ত্রী, | " সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য [illegible] |
| শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল, | " হরিদেব শাস্ত্রী, | " প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় [illegible] |

(৩) অতঃপর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় "ভবভূতি"বিষয়ক প্রবন্ধপাঠ করিলেন।

পাঠান্তে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন, সতীশচন্দ্র বাবু "ভবভূতি" সম্বন্ধে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় গ্রন্থকারগণের প্রবন্ধাবলী পাঠ করিয়াছেন, দেখিয়া তিনি হর্ষ প্রকাশ করিতেছেন। দৃষ্টান্ত স্থলে বিদ্যানিধি মহাশয়, অধুনা স্বর্গগত আনন্দরাম বড়ুয়ার "Bhavabhuti and his place in the history of Sanskrit Literature", বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র বাবুর ভবভূতি প্রবন্ধ, "নব্যভারত" "ভারতী" "পুরোহিত ও অনুশীলনে"র ভবভূতিবিষয়ক প্রস্তাব এবং তৈলাঙ্গের সন্দর্ভ ইত্যাদি এতদ্দেশীয় ও ইয়ুরোপীয় নানা সুধীগণের লিখিত প্রবন্ধ উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, আমাদের বিদ্যাভূষণ মহাশয়, স্ব প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রবন্ধাবলীর অবতারণা করায় তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। বিদ্যানিধি মহাশয় সংক্ষেপে ইহাও বলিলেন যে, প্রবন্ধোক্ত সকল মতামতের সহিত তাঁহার মতৈক্য নাই। যদি প্রবন্ধটী বর্ত্তমান আকারে বা মার্জ্জিত হইয়া মুদ্রিত হয়, তাহা হইলে মতামত ব্যক্ত করা সুবিধাজনক হইবে। পুরাতত্ত্ব এ প্রবন্ধে যথেষ্ট আছে, সাহিত্যবিষয়ক তত্ত্বও না আছে, এমন নয়। এই কারণেও তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তবে স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে আরও অধিক বিবরণ সংগৃহীত হইলে ভাল হইত। প্রবন্ধ প্রকাশ কালে গ্রন্থসমূহের কাল নির্দ্দেশ করিলে ভাল হয়। তাঁহার বিবেচনায় প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হইয়াছে, সেজন্য তিনি প্রবন্ধলেখককে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিতেছেন।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন যে, কবিবর ভবভূতি সদর্পে আশা করিয়াছিলেন যে, এক সময়ে তাঁহার কবিতা অমর হইবে। তাঁহার সে আশাপূর্ণ হইতেছে। সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় নানাস্থানে তাঁহার আদর বাড়িতেছে, ইহাই আনন্দের কথা। ভবভূতি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, কিন্তু কবির আদর কমে নাই, ইহাই আনন্দের বিষয়।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধকার ধন্যবাদের যোগ্য। প্রবন্ধকার প্রারম্ভেই বলিয়াছেন, ভবভূতি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে বৈদিকধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি কি প্রণালীতে নাটক রচনা করিয়াছেন, পণ্ডিতগণ সে বিষয়ে কি উত্তর করেন, ইহাই তাঁহার জিজ্ঞাস্য।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, মনোমোহন বাবু যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অন্যান্য সমালোচকগণের ন্যায় তিনি পরোক্ষভাবে আর্য্য ও বৌদ্ধচিত্র অঙ্কিত করিয়া জনগণকে সংক্ষেপে উৎকৃষ্ট পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধকার অদ্যকার প্রবন্ধে যেরূপ পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে। ভব-

পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়, শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু বি এ, শ্রীযুক্ত শশী ভূষণ মিত্র এম বি বি এস্ সি (লণ্ডন), শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সহকারী সম্পাদক)।

উক্ত অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

## আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

২। সভ্য নির্ব্বাচন।

৩। মোক্তারী পরীক্ষা বিষয়ে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাব।

৪। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় কর্ত্তৃক "রাজকবি জয়নারায়ণ" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ।

৫। বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

(১) পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

(২) রীতিমত প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নোক্ত মহোদয়গণ পরিষদের নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। নিম্নে প্রস্তাবক ও সমর্থকের নাম ও ধাম যথাক্রমে লিখিত হইল।

| প্রস্তাবকের নাম। | সমর্থকের নাম। | নূতন সভ্যের নাম। |
|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, | শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, | শ্রীযুক্ত রাখাল দাস সান্যাল। |
| „ শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, | „ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, | „ কিশোরীমোহন চৌধুরী এম এ, বিলাত। |
| „ ব্যোমকেশ মুস্তফি, | „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এমএবিএল, | „ গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। |
| নগেন্দ্রনাথ বসু, | „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এমএবিএল, | „ ডাক্তার ব্লচ। |
| „ নগেন্দ্রনাথ বসু, | „ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, | „ রমেশচন্দ্র বসু। |
| „ মৃণালকান্তি ঘোষ, | „ নগেন্দ্রনাথ বসু, | „ ললিতমোহন সোম। |
| „ মৃণালকান্তি ঘোষ, | „ নগেন্দ্রনাথ বসু, | „ বসিকমোহন চক্রবর্ত্তী। |
| „ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, | „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এমএবিএল, | „ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু। |
| „ ব্যোমকেশ মুস্তফি, | „ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, | „ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ। |
| „ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, | „ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, | „ কুমারনরেন্দ্রনাথ মিত্র। |
| „ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, | „ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, | „ মহিমাচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এমএ। |
| „ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, | „ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, | „ অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী। |

৩। মোক্তারী পরীক্ষা বিষয়ে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাব সম্পাদক সভার গোচর করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রস্তাবের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন যে, পূর্ব্বে বাঙ্গালা শিখিয়া লোক "Campbell" স্কুলে Surveying প্রভৃতিতে জীবিকার্জ্জনের উপায় করিতে পারিত। তাহা ক্রমশঃ রুদ্ধ হইয়া শেষ মোক্তারী পরীক্ষা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও রুদ্ধ হইতেছে।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, যে এ বিষয়ে পরিষদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় রামেন্দ্র বাবুর মতের পোষকতা করিলেন।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় বলিলেন যে, যখন পরিষদ শিক্ষা সংস্কারের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তখন এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে ক্ষতি নাই।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, গভরমেণ্টের উদ্দেশ্য এই বোধ হয় যে, যাহাতে মোক্তারী পদের উন্নতি হয়। তাঁহার মতে এ বিষয়ে পরিষদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

অধিকাংশ সভ্যের মতে রামেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল।

(৪) অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় "রাজকবি জয়নারায়ণ" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। পাঠান্তে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধটী উত্তম হইয়াছে। ধরণ পুরাণ হইলেও ব্যোমকেশ বাবুর গবেষণা ও রচনা কৌশলে বেশ মনোহর হইয়াছে। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায় এখন ঘৃণাভাজন হইয়াছে। কিন্তু ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেক উৎকৃষ্ট ভাব আছে। কবি কর্ত্তাভজা ছিলেন। কাব্যের সেখানে সেখানে ঐ বিষয়ের পরিচয় আছে। তাহা উদ্ধৃত করিলে ভাল হইত। কবি তাঁহার কাব্যে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনে অনেক নিজ সাময়িক ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন। এ প্রণালী তাঁহার মতে সমীচীন নহে। কাব্যখানি পরিষদ হইতে প্রকাশিত হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, বৈদিক ও পৌরাণিক কালের নায়ক নায়িকার বর্ণনায় কবির সাময়িক ঘটনার সমাবেশ অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। কাব্যাংশের আলোচনা অল্প হইলেও প্রবন্ধকার মূল গ্রন্থপাঠ করিয়া সে অভাব দূর করিয়াছেন। সমগ্র গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত না করিয়া উৎকৃষ্ট অংশগুলি সংগৃহীত করা উচিত।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে, কবির গ্রন্থ কাশীখণ্ডের পুঁথিখানি তাঁহার নিকট আছে।—আবশ্যক হইলে তিনি প্রবন্ধকার মহাশয়কে দিতে প্রস্তুত আছেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় প্রবন্ধের প্রশংসা করিলেন। কবি-সাময়িক ঘটনা নিজ কাব্যে সন্নিবেশিত করিবেন, কিনা এ বিষয়ে মতভেদ আছে এবং থাকিবে। কাব্যখানি যদি প্রকাশিত করা হয়, তবে সমগ্রই হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, রাজনারায়ণ ভক্ত কবি। বক্তা অন্য

...সনের ধারা অবগত হইয়াছেন যে, রাজকবি কোন ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ... করিয়া ... ষ্টার রঙ্গভূমি স্থাপনা করিয়াছিলেন। মুসলমানের পীরের ... করিয়াছিলেন। ... বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হিন্দুধর্ম্মের ... প্রতি আন্তরিক ... ...ব বিদ্বেষী ও ধার্ম্মিক ছিলেন। বক্তা প্রবন্ধকার মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, সভায় প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, কবি কাব্যে সাময়িক বিষয়ের সমাবেশ করিবেন কিনা। এ বিষয়ে মতভেদ থাকিবেই। কাব্যের উদ্দেশ্য মনোরঞ্জন। সাময়িক ঘটনার সমাবেশে গ্রন্থ উপাদেয় হয়। সেইজন্য কবিরা ঐরূপ করিয়া থাকেন। এই ... প্রকাশিত হইবে কিনা, এ বিষয়ের বিচার গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতির কর্ত্তৃক হওয়া উচিত। প্রবন্ধকার মহাশয় যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া ... প্রবন্ধ যখন পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে, তখন প্রবন্ধকার মহাশয় যেন শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় সভায় উপস্থিত হইয়াছেন, দেখিয়া সভাপতি মহাশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

গ্রন্থ রক্ষক মহাশয়ের প্রস্তাবে যে সকল সভ্য পরিষদের গ্রন্থালয়ে গ্রন্থোপহার দিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন।

গ্রন্থোপহারদাতার নাম ও প্রাপ্ত গ্রন্থের তালিকা পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত,
সম্পাদক

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সভাপতি।

১৩০৫ সাল ২৯শে ফাল্গুন।

---

## দশম মাসিক অধিবেশন।

গত ২৯শে ফাল্গুন (১৮৯৯।১২ই মার্চ্চ) রবিবার অপরাহ্ণ ৫ পাঁচ ঘটিকার সময় ... বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নোক্ত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি), শ্রীযুক্ত ... বসু, শ্রীযুক্ত ... সি ই শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ..., শ্রীযুক্ত ... শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি, শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত ... চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মোদক, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ... শ্রীযুক্ত ... রায়, শ্রীযুক্ত রাখালদাস মাল্লাল, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

বি এল, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল (সম্পাদক); শ্রীযুক্ত প্রফুলচন্দ্র বসু (সহকারী সম্পাদক)।

উক্ত অধিবেশনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

## আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

২। সভ্য নির্ব্বাচন।

৩। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক "ন্যায় দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ।

৪। বিবিধ বিষয়।

(১)—পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

(২)—পরিষদের অন্যতম সদস্য ৺রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুতে সভা শোক প্রকাশ করিলেন।

(৩) উক্ত অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক "ভারতীয় ন্যায়দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু উপযুক্ত সংখ্যক শ্রোতৃবর্গ সভাস্থলে উপস্থিত না থাকাতে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও উপস্থিত সভ্য মহোদয়গণের অনুমোদনে ঐ দিন প্রবন্ধ-পাঠ স্থগিত রাখিয়া পরবর্ত্তী রবিবারে প্রবন্ধ পাঠের দিন নির্দ্ধারিত হয়।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

# দশম মাসিক স্থগিত-অধিবেশন।

বিগত ৬ই চৈত্র (১৮৯৯। ১৯শে মার্চ্চ) রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ছয় ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের স্থগিত দশম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত অধিবেশনে নিম্নোক্ত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি), মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত [illegible] মুস্তফি, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গৌস্বামী, শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত রাখালদাস সান্যাল, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জগবন্ধু মোদক, কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন এম এ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু, শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত গদাধর কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত

নাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মণ্ডল বি এল, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশিখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ( সহকারী সম্পাদক ), শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল বসু ( সহকারী সম্পাদক )।

এতদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত নৈয়ায়িক পণ্ডিত মহাশয়গণ ন্যায়বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ উপলক্ষে সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন—

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ তর্কনিধি, শ্রীযুক্ত গোপাল তর্কচূড়ামণি, শ্রীযুক্ত কালীকুমার তর্কতীর্থ, শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত [illegible] ভূ নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত বধিভূষণ ভট্টাচার্য্য।

যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ পরিষদের নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার বিষয় প্রস্তাবক, সমর্থক এবং প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম যথাক্রমে লিখিত হইল।

| প্রস্তাবকের নাম। | সমর্থকের নাম। | নূতন সভ্যের নাম |
|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত অক্ষয় বিদ্যাবিনোদ এমএ, | শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, | শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু |
| কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিনোদ এমএ, | নগেন্দ্রনাথ বসু, | পণ্ডিত নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ, |
| হুর্গাদাস সেন গুপ্ত, | জগদীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এমএ, | খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় |

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "ভারতীয় ন্যায়দর্শনের ইতিহাস" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

পাঠান্তে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, নগেন্দ্র বাবু [illegible] স্থানে তাঁহাকে অন্যায়রূপে আক্রমণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে দুই-এক কথা বলিতে হইতেছে। নগেন্দ্র বাবু তাঁহার লিখিত ন্যায়শাস্ত্রসম্বন্ধীয় প্রবন্ধের মন্তব্যে [illegible] গিয়া তাঁহাকে "অন্ধ" বলিয়াছেন। তিনি যে সকল প্রমাণাদি বিষয়ে তাঁহাতে বিশ্বাস করেন বলিয়াই দিয়াছিলেন। নগেন্দ্র বাবু যেমন তাঁহার নিজ বিশ্বাস [illegible] উদ্ধৃত করিয়াছেন, তিনিও তদ্রূপ করিয়াছেন, তাহাতে আর অন্ধতা কি? [illegible] আছে, তাহার স্বরচিত ভবভূতি প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিয়াছেন। যে "ন্যায়" [illegible] শব্দাদি দ্বারা নগেন্দ্র বাবু ন্যায়ের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা [illegible] মীমাংসা অর্থে প্রাচীন শাস্ত্র মধ্যে উক্ত ন্যায় ও ন্যায়বিদাদি শব্দ লিখিত হইয়াছে [illegible] তাহার বিশ্বাস। মনু ও পাণিনিতে 'ন্যায়' শব্দের উল্লেখ আছে। ন্যায়শাস্ত্র পঠিত [illegible] হয়, তাহার কারণ ষোড়শ পদার্থ অতীব জটিল। তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের প্রথম অবস্থায় [illegible] বিষয়ের উদ্ভব হওয়া অসম্ভব, সুতরাং ন্যায়শাস্ত্রের প্রাচীনত্ব বিষয়ে নগেন্দ্র বাবুর উক্ত মত ঠিক নহে। তাঁহার মতে গণনা সাংখ্যজ্ঞানই দর্শনশাস্ত্রের প্রথম। মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে যে সাংখ্যজ্ঞানের কথা পাওয়া যায়, তদনুসারে কোন প্রাচীন সাংখ্যগ্রন্থের বর্ত্তমানতা এখন [illegible] যায় নাই। বর্ত্তমান সাংখ্যসূত্র বাচস্পতিমিশ্রের গ্রন্থ রচিত হইবার পর হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস।

বিভিন্ন দর্শনের পৌর্ব্বাপর্য্য, তত্তৎশাস্ত্রের জটিলতা ও সরলতা বিচার করিয়াই গণনা করা উচিত। নগেন্দ্র বাবু হেমচন্দ্রের যে বচনের সাহায্যে—চাণক্য ও বাৎস্যায়নকে এক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, বিদ্বৎসমাজে ঐ বচনের আদর নাই। নন্দবংশ-ধ্বংসকারী চাণক্য নীতি-শাস্ত্রবিৎ ছিলেন, তাঁহার নৈয়ায়িকতার প্রমাণ বা প্রবাদ কিছুই নাই। বাৎস্যায়ন গোত্রনাম, ব্যক্তিনাম বলিয়া মনে হয় না।

দিঙ্নাগের সময় খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীই ঠিক কারণ ধর্ম্মরুচি ও দিঙ্নাগ সমকালবর্ত্তী। ধর্ম্মরুচির অনুরোধে দিঙ্নাগ "প্রজ্ঞামূলশাস্ত্রসূত্র" রচনা করেন এবং ঐ গ্রন্থ ধর্ম্মরুচি চীনদেশে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পাঠাইয়া দিয়া তদ্দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করান। এতদ্ভিন্ন লা থণোরি নামে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে তিব্বতে এক রাজা ছিলেন। শাস্ত্রে আছে, ইহারই সময়ে দিঙ্নাগ দাক্ষিণাত্যে কাঞ্চীনগরে সিংহবক্ত্র গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন এবং উত্তরকালে নাগদত্তের সম্প্রদায়ভুক্ত হন। এই নাগদত্তও খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক।

নগেন্দ্র বাবু যে তারানাথের উল্লেখ করিয়াছেন। উহা সম্ভবতঃ তারানাথ নহে,—ভার-নাথ। তারানাথের গ্রন্থেই দিঙ্নাগের পূর্ব্বোক্ত জন্ম কথা আছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতাদির অনেকেই এখন কালিদাসকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলেন। যদিও এমতে বক্তার ততটা আস্থা নাই, তথাপি এমত যখন এমনও উত্থাত হয় নাই, তখন তন্মতবাদি-গণের অনুসরণে চলিতে পারি। কালিদাস ও দিঙ্নাগ সমকালবর্ত্তী, তাঁহার মেঘদূতে দিঙ্নাগের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন এবং মল্লিনাথ টীকায় দিঙ্নাগ তৎসমকালিক পণ্ডিত বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন দিঙ্নাগ উড়িষ্যায় গিয়া তর্কপুঙ্গব উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার উড়িষ্যাগমনের যে বিবরণ আছে, তদ্দ্বারাও তাঁহাকে খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিয়াই স্থির করিতে হয়। উদ্যোতকরাচার্য্য ৭ম শতাব্দীর লোক ইহা একবারে স্থির হইয়াছে। আর বাসবদত্তাকার সুবন্ধু খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর লোক। উদ্যোতকরাচার্য্য দিঙ্নাগের মত খণ্ডন করিবার জন্যই ন্যায়বার্ত্তিক লেখেন, এজন্য দিঙ্নাগ সুবন্ধু ও উদ্যোতকরাচার্য্যের মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ ষষ্ঠ শতাব্দীবর্ত্তী।

ধর্ম্মকীর্ত্তির সময় নির্দ্দেশ বিষয়েও নগেন্দ্র বাবুর সহিত তাঁহার মতভেদ। তিব্বতরাজ স্রন্‌শন গম্পো ৬২৩ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহার সময়ে ধর্ম্মকীর্ত্তি তিব্বতে ছিলেন, সুতরাং তিনি খৃঃ ৭ম শতাব্দীর লোক।

শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে নূতন আর তর্ক কেন? উহাত ঠিকই হইয়া গিয়াছে যে, তিনি ৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

ভবভূতি কুমারিল ভট্টের শিষ্য বলিয়া খ্যাত। ভবভূতি ৮ম শতাব্দীর লোক। অকলঙ্ক-দেব, প্রভাচন্দ্র সূরি ও সমন্তভদ্রও ঐরূপে ৭ম।৮ম শতাব্দীর লোকই বটেন।

শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী বলিলেন, সতীশবাবু নগেন্দ্র বাবুর কথায় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায়, ইহাতে দুঃখের কিছুই নাই, কারণ নগেন্দ্র বাবু উহা সমালোচনার স্বরূপই

নাই। চরকেও ৩২ তত্ত্বের কথা আছে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে এই দুই প্রাচীনতম আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে যখন ন্যায়ের পদার্থ তত্ত্বের অনুসরণ দেখা যায় না, তখন ন্যায়কে আমরা বেশী প্রাচীন বলিতে পারি না, অন্ততঃ আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্রের সাহায্যে তাহা বলা যাইতে পারে না।

পণ্ডিত শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ বলিলেন, নগেন্দ্র বাবু প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের কাল নির্ণয় করিবার জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিয়া যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার জন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সাধুবাদ দিতেছি এবং চির আশীর্ব্বাদক আমরা অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি। তিনি এ প্রসঙ্গে যে সকল কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা আমরা কখন ভাবি নাই, বলিতে ভাবি নাই। প্রাচীন ন্যায় বিস্তার সম্বন্ধে নগেন্দ্র বাবু যাহা বলিয়াছেন অর্থাৎ অমুক দর্শনের পর অমুক দর্শনের উৎপত্তি, ইত্যাদি পৌর্ব্বাপর্য্য যেন দর্শনশাস্ত্রের ঠিক ভিত্তি নহে। মহর্ষিরা লোকহিতার্থ যাবদীয় দর্শন রচনা করিয়া গিয়াছেন। ন্যায়ের লক্ষ্য পদার্থতত্ত্ব নিরূপণ করিয়া আত্মতত্ত্ব লাভের পর শ্রেয় লাভ। পদার্থ অনন্ত তাহাকে বুদ্ধিগম্য করিবার জন্য সাংখ্যে প্রধানতঃ ২৮টি পদার্থে বিভক্ত করিলেন, ক্রমে তাহাকে কমাইয়া গৌতম ১৬টী করিলেন, কণাদ তাহাও কমাইয়া ৬টি করিলেন, শেষে বেদব্যাস একমাত্র সৎপদার্থের স্বীকার করিয়া সমস্ত মীমাংসা করিলেন। পদার্থতত্ত্ব নিরূপিত হইলে আত্মা কি নির্ণীত হইবে, এই আমি নির্ণয় শাস্ত্রাবতারের লক্ষ্য ছিল। নব্য ন্যায়ের উৎপত্তির মূলে যেমন জিগীষা বা বাদী নিরস্ত করিবার ভাব বর্ত্তমান দেখা যায়, বৌদ্ধ ও জৈন এবং তৎসাময়িক হিন্দু ন্যায়ের যাবদীয় গ্রন্থের উৎপত্তি ও বিস্তার হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় এবং নগেন্দ্র বাবুর উল্লিখিত গ্রন্থগুলির নামমালা শুনিলেই তাহা কতকটা বুঝা যায়। এরূপ বাদী নিরসন চেষ্টা বা জিগীষা প্রবল হওয়াতে প্রমাণশাস্ত্রের মূল লক্ষ্য প্রায়ই বৌদ্ধদিগুনের গ্রন্থ এবং নব্য ন্যায়ের গ্রন্থের অধিকাংশে বহুদূরে চলিয়াছে। বাদী নিরসনের চেষ্টায় পদার্থনির্ণয়ের চেষ্টা অন্তর্হিত হইয়াছে। আজকাল ইংরাজী পদার্থবিদ্যা ও রাসায়নিক তত্ত্ব দ্বারা যে সকল পদার্থ নির্ণয় হইয়া থাকে, পূর্ব্বে তাহা দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারাই হইত। তবে সে নিয়মে এখন আর উহার পঠন পাঠন হয় না।

ইহার পর বক্তা সংক্ষেপে ন্যায়ের পদার্থতত্ত্বের বিচারের অবতারণা করাতে সভা তাঁহাকে সে সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিলেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, নগেন্দ্র বাবু যেরূপ চীন হইতে পেরু পর্য্যন্ত ঘুরিয়া তাঁহার প্রবন্ধে প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার সমালোচনা এরূপ ভাবে শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ করা যায় না। দর্শনের পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির করা বড় কঠিন। এখন ষড়্‌দর্শন বলিলে আমরা যে ছয় দর্শন বুঝি, প্রাচীনকালে ষড়্‌দর্শন বলিলে তাহা বুঝাইত না। এখন সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, যোগ ও পূর্ব্বোত্তর মীমাংসা বুঝায়, আর সেকালে লৌকায়তিক, বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, সাংখ্য ও মীমাংসা এই ছয়টি বুঝাইত, বিবেকবিলাস নামক গ্রন্থে ইহার প্রসঙ্গ আছে। বৌদ্ধ জন্মের পূর্ব্বে ছয়টি দার্শনিক সম্প্রদায় ছিল, তাহাদের একটি দলের নাম আজীবক, কেহ কেহ বলেন শেষে ইহারাই ভাগবত নামে পরিচিত হয়, আর এক দলের

নাম পাশুপত। এই পাশুপত বা শৈব দর্শনের একসেট গ্রন্থ কাশ্মীরে বাহির হইয়াছে। [illegible] বাবু যেরূপ অনুসন্ধানে আজকার প্রবন্ধ প্রস্তুত করিয়াছেন, এরূপ অনুসন্ধানের শুরু [illegible] ইংরাজ অনুসন্ধান করিয়া যে মত স্থির করে তাহা একেবারে অভ্রান্ত বলিয়া [illegible] নিজের অনুসন্ধানে তাহার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া তবে লইতে হয়, ইংরাজেরা যে [illegible] বলে কোন বিষয় বিশ্বাস করিলে তাহার উপর নিজের স্বাধীন অনুসন্ধান [illegible] বলিলে সেই মত ঠিক বলিয়া সবলে গ্রাহ্য করিতে পারে না। যেমন বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন উজ্জয়িনীবাসী, কিন্তু এখন পৃথ্বীরাজের নামে এক গ্রন্থ হইতে [illegible] বরুচ্ছামন্ত্রির কান কুব্জবাসী ছিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন বলিলেন, নগেন্দ্র বাবু অশেষ প্রশংসা [illegible] [illegible] তিনি বেশ বিশদ হইয়াছে। পার্থিবজ্ঞান ও পার্থিবানুমান [illegible] [illegible] শাস্ত্রের উৎপত্তি। সকল সন্দেহ নিরসনের জন্যই ন্যায়শাস্ত্রের সৃষ্টি।

প্রবন্ধ পাঠক নগেন্দ্র বাবু বলিলেন— সতীশ বাবুকে "অন্ধ" বলায় বাস্তবিকই [illegible] [illegible] তাহাতে নাই। যাহাহউক যখন সতীশ বাবু তজ্জন্য কষ্ট বোধ করিয়াছেন তখন তিনি [illegible] [illegible] ক্ষমা চাহিতেছেন। সতীশ বাবু ন্যায় ও ন্যায়বিৎ শব্দের উল্লেখ করিয়া এই [illegible] গণের মতামত সম্বন্ধে যে সকল প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাঁহার পোষকতায় তিনি [illegible] মূলতঃ প্রমাণ দেন নাই, তাঁহার প্রদত্ত ঐ সকল যুক্তির প্রতিবাদ বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিশেষ বিস্তৃত ভাবেই করিয়াছি এবং তদ্দ্বারাই প্রতিপন্ন হইয়াছে, কালিদাস, দিঙ্নাগ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর [illegible] পূর্ব্ববর্ত্তী। বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে সুবন্ধুকে ৫ম শতাব্দীর লোক বলিতেছেন, সেই সুবন্ধুই ধর্ম্মকীর্ত্তি ও উদ্যোতকর প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।† ন্যায়শাস্ত্র বলিতে যে এক সময়ে ধর্ম্মশাস্ত্র বুঝাইত, তাহার যথেষ্ট প্রাচীন প্রমাণ আছে। অবশেষে তিনি প্রসঙ্গক্রমে সংস্কৃত [illegible] স্থলে কলিকাতা হইতে ন্যায়ভাষা নামক এক গ্রন্থের উল্লেখ করেন। এই [illegible] বলিলেন, হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে মুসলমান অনুবাদকগণের কথা সমীচীন প্রমাণ নহে। [illegible] শাস্ত্রী মহাশয় তদুত্তরে বলিলেন, যে তিনি এখনকার আরবেরি মুসলমান নহেন, তিনি ৮ [illegible] পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন এবং ইহুদিদের সঙ্গে এদেশে আসিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি [illegible] বলিলেন, ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনায় অবশ্যম্ভাবী ফল যাহা তাহা ঠিক ফলিতেছে [illegible] পড়িল হইল এক বিষয়ে, আর সভায় তর্কস্রোত ছুটিল অন্য দিকে। অবশেষে [illegible] নগেন্দ্র বাবু বা সতীশ বাবু কাহারও কিছু মনে করিবার নাই, কারণ যে বিষয়ের [illegible]

---

* বিদ্যাভূষণ মহাশয় Bombay Branch of the Royal Asiatic Society (Vol. XVI. 305-347) প্রকাশিত মহাদেব বাজারামের মতই (নিজ মত বলিয়া) অবিকল গ্রহণ করাতেই আমরা এরূপ শব্দ প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। বাং গ্রং সং।

† প্রকৃত ন্যায়শাস্ত্রের প্রবন্ধ বিশ্বকোষের 'ন্যায়'শব্দে প্রকাশিত হইয়াছে, সেজন্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইল না।

তার কথাটা উঠিয়াছে সে দিকটা বাস্তবিক অন্ধকারে ভরা। সেখানে সকলেই অন্ধ, বহুকষ্টে সেখানে আলো ফুটাইতে হয়। আমাদের রাজপুরুষেরা যদি বৌদ্ধ ধর্ম্মালোচনা না করিতেন, তাহা হইলে আমরা আজ তাহার কিছুই জানিতে পারিতাম না। বুদ্ধ বিষ্ণুর অবতার হইয়া গিয়াছেন। অবতারত্বের অন্ধকারে পড়িয়া বুদ্ধতত্ত্ব চির অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিত। বৌদ্ধ বলিলে বুদ্ধের পরবর্ত্তীকালের কথাই যে বুঝা যায় এমন নহে, বুদ্ধের পূর্ব্বেও বৌদ্ধধর্ম্মের কিছু না কিছু বীজ জন্মিয়াছিল, তাহা বুঝা যায়। অনুসন্ধান সন্দেহ না হইলে হয় না। ভক্তিতে সন্দেহ আসে না, সুতরাং ভক্তি গেলে সন্দেহ হয়, তাহার পর কোন বিষয়ে আলোচনার প্রবৃত্তি হয়। আমাদের পণ্ডিতমণ্ডলীর ভক্তি সহজে টলে না, সুতরাং তাঁহারা এরূপ ভাবে অনুসন্ধান করিতে প্রস্তুত হইতে পারেন না। নগেন্দ্র বাবুর আলোচনা গভীর গবেষণাপূর্ণ এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কথাতেও সত্য থাকিতে পারে। এস্থলে হঠাৎ সত্য নির্ণয় করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না, তাহা নিজের আলোচনা সাপেক্ষ। কোন পক্ষের মীমাংসা সহসা গ্রহণ করা উচিত নহে। এরূপ বিষয়ের আলোচনায় একদিনে একজন দ্বারা সত্য আবিষ্কৃত হওয়ার আশা করিতে পারা যায় না। এই অনুসন্ধানস্পৃহাই শুভ লক্ষণ। আমাদেরও আহ্লাদের বিষয় যে এখন স্বাধীনভাবে আমাদের আলোচনা প্রবৃত্তি বাড়িতেছে। নিজে দেখিয়া শুনিয়া কোন কার্য্য করিলে সত্য সহজে নিষ্কাশিত হয়। অবশেষে প্রবন্ধলেখকের পরিশ্রম, সূক্ষ্ম বিচারশক্তি এবং ধীরভাবে সুপ্রণালীতে মীমাংসা করিবার ক্ষমতা বিশেষ প্রশংসার্হ।

গ্রন্থরক্ষক মহাশয়ের প্রস্তাবে যে সকল সভ্য মহাশয় পরিষদের গ্রন্থালয়ে গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

অতঃপর সহকারী সভাপতি মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ৮৷৷০ টার সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত,
সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
সভাপতি।

১৩০৬ সাল ৪ঠা বৈশাখ।

# পরিশিষ্ট।

নিম্নোক্ত তালিকা পূর্ব্বে মাসিক কার্য্য বিবরণে মুদ্রিত হইয়াছিল। গ্রন্থ রক্ষক শ্রীপ্রভুলাল [illegible] মহাশয়ের অনুপস্থিতি হেতু তালিকা ভ্রমশূন্য হয় নাই। সেইজন্য নির্ভুল করিয়া পুনর্বার মুদ্রিত হইল।

## ১৩০৪ সাল। চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ।

সদস্য—শ্রীযুক্ত বামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—প্রাকৃতি বিজ্ঞানের স্থলমর্ম্ম।

ঐ—শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দনাথ ঠাকুর—প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থলমর্ম্ম।

## পঞ্চম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন বি এ—১২, প্রবাসের পত্র।

## একাদশ মাসিক অধিবেশন। ৫ই বৈশাখ ১৩০৫ সাল।

১। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত, (ক) ভীষ্ম চরিত, (খ) ভারতকাহিনী, (গ) প্রতিভা, (ঘ) [illegible] যুদ্ধের ইতিহাস ৪র্থ ভাগ।

২। গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ক) বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ

৩। শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী (ক) উপাসক।

৪ চুনীলাল বসু এম, বি, এফ্, সি, এস, (ক) ফলিত রসায়ন. (খ) রসায়নসূত্র, ১ম ২য় ভাগ।

৫। শ্রীচৈতন্য নামসমাজ (ক) Life of Srichaitanya.

৬। শ্রীকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ক) হেমচন্দ্রগ্রন্থাবলী।

৭। শ্রীপ্রতুলচন্দ্র বসু (গ্রন্থ রক্ষক) (ক) ঋণ পরিশোধ।

## ১৩০৫ সাল। প্রথম মাসিক অধিবেশন। ২৬শে বৈশাখ।

১। শ্রীজগবন্ধু মোদক (ক) বাঙ্গালা ব্যাকরণ, (খ) সরল পাঠ ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ। (গ) [illegible] প্রবেশিকা.

২। শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দত্ত, (ক) Essays on Indian affairs. (খ) Report of the 12th Indian National Congress 1896. (গ) অঞ্জলী (ঘ) Illumination of flowery life.

৩। শ্রীহরিদাস ঘোষ (ক) শ্রীমদ্ভৈতপ্রকাশ (খ) অনুরাগবল্লী (গ) পদকল্পতরু ১ম খণ্ড, ২য়।

৪। শ্রীত্রৈলোক্যমোহন রায় চৌধুরী (ক) সঙ্গীতামৃতলহরী।

৫। শ্রীরাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর (ক) Twelfth annual report of the [illegible] of Duncan's fund, Bengal Branch.

৬। পরিষৎ কর্ত্তৃক ক্রীত (ক) প্রভাসখণ্ড, (খ) গোবিন্দমঙ্গল, (গ) দাশরথী রায়ের [illegible]

(ঘ) বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ পুত্তলিকা সিংহাসন সংগ্রহ, (ঙ) Collection of Bengali Petitions ইং ১৮৬৯।

১৩০৫ সাল। তৃতীয় মাসিক অধিবেশন। ২০শে আষাঢ়।

১। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত (ক) প্রেমাশ্রু।

২। শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ (ক) ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

১৩০৫ সাল। চতুর্থ অধিবেশন। ৩০শে শ্রাবণ।

১। শ্রীরাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর (ক) Thirteenth annual report of the Countess of Dufferin's fund 1897. (খ) The annual report of the Indian Association 1892-93 & 1896-96 (গ) বাঙ্গালী বৈশ্য।

২। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সান্যাল (ক) The Tilak trial.

৩। শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী (ক) দুর্গানঙ্গল।

১৩০৫ সাল। পঞ্চম মাসিক অধিবেশন। ২৭শে ভাদ্র।

১। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সরকার (ক) শালফুল।

২। শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঢাকা) (ক) স্ত্রীশিক্ষা।

৩। শ্রীহরিশচন্দ্র নিয়োগী (ক) বিনোদমালা।

৪। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত (ক) সুরসঙ্গীত।

৫। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (ক) আলিবাবা, (খ) কথোপকথনরহস্য, (গ) প্রেমরহস্য, (ঘ) চিন্তারহস্য।

৬। শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—(ক) সচিত্র সমাজরহস্য (খ) সোহাগোচ্ছ্বাস বা আদর্শ দম্পতী, (গ) আহ্নিককৃত্যম্, (ঘ) অমিয়পদাবলী, (ঙ) সৎকর্ম্মানুষ্ঠানশিক্ষাপদ্ধতি, (চ) সাকার ও নিরাকারতত্ত্ববিচার, (ছ) The report of the Calcutta orphanage.

৭। শ্রীরাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর (ক) Speeches by hon'ble Surendra Nath Banerjee 1880-84. (খ) 1891-94. Vol. IV.

১৩০৫ সাল। ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন। ২৪শে আশ্বিন।

১। শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ (ক) সংস্কৃত প্রবেশ (খ) সন্ন্যাস।

২। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ (ক) সাকার ও নিরাকারতত্ত্ববিচার।

৩। পরিষৎ কর্ত্তৃক ক্রীত (ক) ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ১ম ও ২য় ভাগ, (খ) সাহিত্য-চিন্তা, (গ) ঐতিহাসিক রহস্য ২য় ও ৩য় ভাগ, (ঘ) A note on the ancient geography of Asia.

৪। শ্রীরাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব (ক) A criticism on Sir Alexander Mackenzie's

Speech, (খ) A note on Sir Alexander Mackenzie's Speech. (গ) An Analysis of plague cases in Calcutta.

৫। শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি (ক) সাবিত্রী, (খ) তত্ত্বকুসুম, (গ) চিকিৎসা ১ম খণ্ড, (ঘ) নির্ব্বাণপদাবলী, (ঙ) ৺রামচন্দ্রদত্তের বক্তৃতা ( গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব কথিত "বর্ণাশ্রম" "আত্মা বিষয়ে" "সাধনের অধিকারী বিষয়ে" "সাধনের স্থাননির্ণয়বিষয়ে" "ঈশ্বর-সাধনবিষয়ে" "বিবেক ও বৈরাগ্যবিষয়ে" "জ্ঞান ও ভক্তিবিষয়ে" "ব্রহ্মশক্তিবিষয়ে" "পর-কাল বিষয়ে" "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণতত্ত্ব" আর "সাকার ও নিরাকার সম্বন্ধে" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ-এই ১১ খানি গ্রন্থ, (চ) গীতামৃতসাগর।

৬। শ্রীনকুলেশ্বর দেব শর্ম্মা (ক) মীমাংসাতত্ত্ব ১ম ভাগ।

## সপ্তম মাসিক অধিবেশন।

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর The united world or a glimps of Paradise

২। শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী ( ক ) শ্রীমদ্ভাগবতম্ ( ১০৮ হইতে ১২৩ সংখ্যা ) ৬ খানি, ( খ ) সংস্কৃত চন্দ্রিকা মাসিক পত্রিকা ৪ দফা।

৩। শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার (১) ফরিদপুর সুহৃদ্ সভার কার্য্যবিবরণ ১ম হইতে ১০ বৎসর। (২) যশোহর খুলনা সম্মিলনী সভার ১১শ বার্ষিক বিবরণী। (৩) বর্ত্তমান নেপাল রাজ্যের ইতিবৃত্ত। (৪) মার্টিন লুথারের জীবনচরিত। (৫) ডেভিড হেয়ারের জীবনী। (৬) হেনরি ইইলিয়ামস্ জীবনচরিত। (৭) দৈবরত্নম্। (৮) প্রকৃতিতত্ত্ব। (৯) ব্রহ্মসংগীত। (১০) শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ ( আদি মধ্য অন্ত )। (১১) বেণীসংহার নাটকম্। (১২) বিশ্বচিকিৎসক। (১৩) শ্রীদাসব্রহ্ম। (১৪) প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক। (১৫) সাহিত্যকল্পদ্রুম ২য় বর্ষ ( মাসিক পত্র )। (১৬) আয়ুর্ব্বেদ দর্পণ। (১৭) অপথ্যালমিক সার্জারি (অঙ্কিতত্ত্ব)। (১৮) ঘোষযাত্রা নাটকম্। (১৯) তত্ত্ববিদ্যা। (২০) পরিমিতি ( ক্ষেত্রব্যবহার )। (২১) লুপ্ত আর্য্যপুর ( সুষ্ঠ বিবরণখণ্ড )। (২২) সহচরী ( মাসিকপত্র )। (২৩) চন্দ্রবংশম্। (২৪) ধর্ম্মব্যাখ্যা ১ম খণ্ড। (২৫) স্তবাবলী। (২৬) বিধান ভারত ( দ্বিতীয়োল্লাস )। (২৭) সটীক শান্তিশতকম্। (২৮) নীতিমালা ১ম ভাগ। (২৯) চিকিৎসক ১ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা ( মাসিকপত্র )। (৩০) শিক্ষা। (৩১) চিকিৎসাকল্পতরু ১ম ভাগ। (৩২) রামচন্দ্র দাসের জীবনচরিত। (৩৩) আর্য্য-শাস্ত্রের মুক্তদ্বার। (৩৪) ভৈষজ্যনাড়ী বিজ্ঞানচন্দ্রিকা। (৩৫) প্রমেয় রত্নাবলী। (৩৬) সূর্য্যমণ্ডল। (৩৭) সুবোধিনী ১ম বর্ষ ( মাসিকপত্র )। (৩৮) ভারতীয় গ্রন্থাবলী। (৩৯) আলালের ঘরে দুলাল ( উপন্যাস ) প্রশ্নাকারে। (৪০) সরল জ্বরচিকিৎসা ( ৩য় ভাগ )। (৪১) দাশরথি। (৪২) রত্নাবলী ( দৃশ্যকাব্য )। (৪৩) রাবণবধ কাব্য ১ম খণ্ড। (৪৪) ইন্দুজ্যোতি। (৪৫) শ্রীমদ্ভাগবত। (৪৬) শ্রাদ্ধমন্ত্রার্থপ্রকাশিকা। (৪৭) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (দক্ষিণ বিভাগঃ) (৪৮) ব্যবস্থাসর্ব্বস্ব। (৪৯) Bengali Course, Entrance Examination, 1890. (৫০)

সাকারোপাসনা ও ব্রহ্মজ্ঞান। (৪৯) ধন্বন্তরী ১ম উপদেশ। (৫২) সামুদ্রিকম্। (৫৩) ব্রহ্মাণ্ড দর্শন। (৫৪) মাধবসাধনম্ (দৃশ্যকাব্য)। (৫৫) দৈনিক প্রার্থনা। (৫৬) হস্তামলকম্। (৫৭) ধ্রুব ও প্রহ্লাদ। (৫৮) যোগ ও দর্শনশাস্ত্র। (৫৯) সাগর শোকোচ্ছ্বাস (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে)। (৬০) নাগানন্দ নাটিকা। (৬১) সারকৌমুদী (বৈদ্যশাস্ত্র)। (৬২) ছন্দোমঞ্জরী। (৬৩) মেঘদূতম্ (মূল ও অনুবাদ)। (৬৪) ইন্দ্রজাল ও ভোজরহস্য। (৬৫) জ্যোতিষ। (৬৬) সরল চিকিৎসা। (৬৭) রামায়ণ। (৬৮) সিদ্ধান্তহারাবলী। (৬৯) আদর্শ কৃষক। (৭০) যোগতত্ত্ব। (৭১) বেদান্তসার। (৭২) আর্য্যজীবন ১ম খণ্ড। (৭৩) বিজ্ঞান-দর্পণ (মাসিকপত্র) ৩য় ভাগ, ১ম সংখ্যা। (৭৪) পদ্যামৃত। (৭৫) বাল্যজীবন। (৭৬) বীণার ভারতী। (৭৭) গীতাস্থর। (৭৮) চিত্তাকর্ষণী ১ম ভাগ। (৭৯) Speeches on Technical Education. (৮০) সংসারকোষ (বন্ধনপ্রণালী)। (৮১) ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত) ১ম ও ২য় খণ্ড। (৮২) শাস্ত্রার্থ সঙ্কলন (২৫ খণ্ড)। (৮৩) মোক্ষার সুহৃদ্। (৮৪) কামরত্নম্। (৮৫) মনুসংহিতা (মনুরহস্য)। (৮৬) ইন্দ্রজালকল্পতরু। (৮৭) The Essay on Meghanada Badha. (৮৮) জমীদারী, মহাজনী, রাজারহিসাব (সারসংগ্রহ)। (৮৯) রামবিলাপম্। (৯০) ভোজবিদ্যা (ইংরাজী ম্যাজিক)। (৯১) একমেবাদ্বিতীয়ম্। (৯২) শাণ্ডিল্যসূত্রম্। (৯৩) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। (৯৪) শুক্রনীতিঃ। (৯৫) শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত। (৯৬) A hand-book of Medicine. (৯৭) চিকিৎসাদর্পণ (৯৮) কালীকৈবল্যদায়িনী (৯৯) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ (ব্রহ্মখণ্ড) (১০০) ঐতিহাসিক পাঠ (১০১) হর্ষচরিতের বাঙ্গালা ও ইংরাজী অনুবাদ। (১০২) নাড়ীপ্রকাশম্। (১০৩) মহাভারত (রটতলা সংস্করণ)।

৪। Sovabazar Benevolent Society, 14th Annual Report of the Same.

## ১৩০৫ সাল। অষ্টম মাসিক অধিবেশন। ২৪শে পৌষ।

১। শ্রীরাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় জমীদার, উত্তরপাড়া (ক) First French Lessons.

২। শ্রীগোবিন্দানন্দ পরিব্রাজক (ক) সিদ্ধান্তদর্শন।

৩। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু পরিষৎপত্রিকা সম্পাদক (ক) ব্যবহারিক ভূগোল (খ) ভূগোল (গ) বাঙ্গালার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (ঘ) History of Bengal. (ঙ) Outlines of the History of Bengal ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত (চ) ভারতবর্ষের ইতিহাস (ছ) Essay on History of India. (জ) ভাবতনীতি ২য় ভাগ (ঝ) পাণ্ডবচরিত (ঞ) মহাশোক (ট) ভিক্টোরিয়া চরিত (ঠ) রচনানঞ্জরী (ড) সৌভাত্র (ঢ) সন্দর্ভহার (ণ) চারুপ্রবন্ধ (ত) রামবনবাস উপন্যাস (থ) সংসারপরিচয় ২য় ভাগ পদ্য (দ) কবিতাকলাপ (ধ) চারুপ্রবন্ধ (ন) সাহিত্যকুসুম (প) কবিতা ২য় ভাগ (ফ) ভূগোল।

৪। পরিষৎ কর্ত্তৃক ক্রীত (১) রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত (২) কেশবচরিত (৩) মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত ৺শ্রীরায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর প্রণীত

(৪) গৌড় রহস্য (৫) গদ্য পদ্য (৬) দেবীচৌধুরাণী (৭) কপালকুণ্ডলা (৮) আনন্দমঠ (৯) [illegible] তত্ত্ব (১০) কমলাকান্ত (১১) রজনী (১২) ইন্দিরা (১৩) বিষবৃক্ষ (১৪) (ইং) [illegible] (১৬) বিবিধ প্রবন্ধ (১৬) চন্দ্রশেখর (১৭) যুগলাঙ্গুরীয় (১৮) রাধারাণী (১৯) সীতারাম (২০) রা[illegible] সিংহ (২১) মৃণালিনী (২২) কৃষ্ণচরিত (২৩) কৃষ্ণকান্তের উইল (২৪) সঞ্জীবনী সুধা।

৫। শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম এ (ক) নলিনী গাথা।

## নবম মাসিক অধিবেশন। ১লা ফাল্গুন।

১। শ্রীগোবিন্দলাল মল্লিক (ক) India (Monthly Magazine 1895).

২। Municipal Bill agitation Committee started 1892. (খ) The Proposed Municipal Laws by N. N. Ghose Esqr. Bar-at-law.

৩। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর (ক) Origin of Caste.

৪। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় (ক) সিদ্ধান্তদর্পণ।

৫। পরিষৎ কর্ত্তৃক ক্রীত (ক) সেক্সপিয়র ১ম ভাগ (খ) History of England by Lord Macaulay Vol III. (গ) ভা[illegible] তসাম্রাজ্য (সচিত্র)।

৬। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি (ক) [illegible]।

৭। শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত (ক) কুলবালিকা (খ) ভক্তিমঞ্জরী।

৮। শ্রীদীননাথ সেন (ক) মোহমুদ্গর ৫ খানি।

৯। পরিষৎ পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত (ক) সমর্থকোষ ২ দফা, প্রদাতা শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ মিত্র

## ১৩০৫ সাল। দশম মাসিক অধিবেশন। ৬ই চৈত্র।

১। পরিষৎ কর্ত্তৃক ক্রীত (ক) English and Hindee Dictionary (খ) Buddhist [illegible] series. (গ) করুণাপুণ্ডরীকম্ (ঘ) স্বর্ণ প্রভা (গ) Phonography in Bengali (রেখাশব্দাভিজ্ঞান) (ঘ) Key to the phongraphy in Bengali short hand reporting.

২। শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম এ বি এল (ক) Religion of Love.

৩। Municipal Bill agitation committee started 1892. (খ) A few observation on the Calcutta Municipal Bill, by Manamatha Nath. Mitra.

৪। শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (ক) পাতঞ্জলদর্শন।

৫। শ্রীনশোদানন্দন প্রামাণিক (ক) কমলাকরুণা বিলাসো নাম শুভাঙ্কঃ।

৬। শ্রীকবিচন্দ্র দত্ত (ক) ৺কবিঠাকুর দাস দত্তের জীবনী (খ) হিন্দুধর্ম্ম নীতি (গ) কমলা (ঘ) প্রেমোদ্যান।

৭। সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলী—শ্রীবিজয়পণ্ডিত বিরচিত "মহাভারত"।

৮। শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ (ক) ২ কবর।

৯। শ্রীহুর্গাচরণ সেন (ক) অযোধ্যাকাণ্ড (কৃত্তিবাসের রামায়ণ) ১২৬০ সালে লিখি[illegible]

১০। শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র (ক) রাজকুমার আলবার্টের জীবনী, জনরড্‌রেণী এফ, আর, এস, কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় অনুবাদিত।

## ১৩০৫। একাদশ মাসিক অধিবেশন। ৪ঠা বৈশাখ।

১। পরিষৎ কর্ত্তৃক ক্রীত—(ক) Encyclopedia Britannica 25 VOLS (মূল্য ৩০০৲) (খ) দুর্গেশনন্দিনী, (গ) জন্মভূমি ২য় ভাগ ১২৯৯ সাল।

২। শ্রীমনোমোহন রায় বি এ (ক) রিজিয়া।

৩। শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ (ক) প্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি।

৪। শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত (ক) ফলগণী (খ) শাক্তোৎসব।

৫। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত স্বপ্রণীত (ক) আর্য্যকীর্ত্তি (কানাড়ী ভাষায় অনুবাদ, মহীশূর শিক্ষা সমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের অনুবাদ।)

৬। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ক) রেখাক্ষরবর্ণমালা (Mauscript of Shorthand Phonography in Bengali)

৭। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর (ক) National Magazine Vol. XII 1898. (খ) The Dawn, ইংরাজী মাসিক পত্র ইং ১৮৯৭।

৮। ১৩০৩ সালে পরিষৎ কর্ত্তৃক সংগৃহীত (ক) শ্রীরামমোহনের রামায়ণের প্রতিলিপি ১ম ও ২য় অংশ, শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সম্পাদিত (খ) কাশীদাসী মহাভারতের প্রতিলিপি শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদিত।

৯। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু—১৫ খানি পুঁথি।

১০। শ্রীবিজয়কেশব মিত্র—মহাভারত সঞ্জয় কবীন্দ্র লিখিত নকলের তাং সাল ১২২৩ ২৮শে ফাল্গুন, ত্রিপুরা।

১১। শ্রীনবীনচন্দ্র সেন—গোবিন্দদাসের পদাবলী (পুথি)।

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

## অলঙ্কার-শাস্ত্র।

ভাষা ভাবপ্রকাশের দ্বার। মানব জাতি একমাত্র ভাষার সাহায্যে হৃদয়ের নিখিল চিন্তা অভিব্যক্ত করিয়া সাংসারিক যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ভূমণ্ডল যেমন অসংখ্য মানবজাতির আবাস, তেমন অসংখ্য ভাষার লীলাভূমি। যে জাতির ভাষা যত শ্রী ও বিভবশালিনী, সে জাতি তত পরিমাণে সভ্য ও জ্ঞানী বলিয়া ধরাতলে পরিচিত। এই যে ভাষার বিভব ও সৌন্দর্য্য, যাহা মানবজাতির গৌরবের কারণ, উহার মূল অলঙ্কার। ভাষায় যদি অলঙ্কার না থাকিত তাহা হইলে ভাষা এতদূর মর্য্যাদান্বিত হইত না। অতএব ভাষার সৌন্দর্য্যসাধক অলঙ্কার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলাই এই প্রবন্ধ অবতারণার উদ্দেশ্য। বিষয়টি এতই ব্যাপক ও গুরুতর যে, এ বিষয়ে আমার ন্যায় ক্ষুদ্রব্যক্তির হস্তক্ষেপ ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে আমার সানুনয় বিজ্ঞাপন, তাঁহারা যেন মনে না করেন, আমি অলঙ্কার-শাস্ত্র সংক্রান্ত উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বস্তুতঃ বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় উচ্চ অঙ্গের সভায় অলঙ্কার-শাস্ত্রের তাদৃশ চর্চ্চা হয় না দেখিয়া উহার সূচনা করিবার অভিলাষে অদ্য আমি এই প্রবন্ধ পাঠে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

কতকাল পূর্ব্বে কি উপায়ে অলঙ্কার-শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল, এই প্রশ্ন স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়; কিন্তু উক্ত জিজ্ঞাসার উত্তর নির্ণয় করা অতীব দুরূহ। প্রথম ভাষার সৃষ্টি, তাহার পর অলক্ষিতভাবে ক্রমে ক্রমে তাহাতে অলঙ্কারের আবির্ভাব, ইহা কার্য্য কারণ ন্যায় দ্বারা এক প্রকার অনুমান করা যাইতে পারে। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, জগতে এ পর্য্যন্ত যত গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ঋগ্বেদ-সংহিতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঈদৃশ প্রাচীনতম ঋগ্বেদেও অলঙ্কারের অসদ্ভাব নাই। পাঠকবর্গের পরিতৃপ্ত চরিতার্থের জন্য নিম্নে একটী ঋক্ উদ্ধৃত হইল।

এষা দিবো দুহিতা প্রত্যদর্শি জ্যোতির্বসানা সমনা পুরস্তাৎ।
ঋতস্য পংথামন্বেতি সাধু প্রজানতীব ন দিশো মিনাতি।—(ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১২৩ সূক্ত)

উষা স্বর্গের দুহিতা। তিনি জ্যোতিদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া পূর্ব্বদিকে ক্রমে দেখা দেন।

সূর্য্যের অভিপ্রায় জানিয়াই যেন তাঁহার পথে সম্যক্‌রূপে পরিভ্রমণ করেন এবং কখনও দিক্‌সমূহের হিংসা করেন না। *

যদৃচ্ছাক্রমে একটীমাত্র ঋক্ উদ্ধৃত হইল, ইহাও দেখুন কেমন সুন্দর অলঙ্কারদ্বারা সুসজ্জিত। বেদের পর মহর্ষি বাল্মীকি কর্ত্তৃক বিরচিত রামায়ণ ও মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-সঙ্কলিত মহাভারত কিপ্রকার মনোহর-অলঙ্কারদ্বারা সুশোভিত পদ্যগদ্যের আকর-তাহা বোধ হয় কাহারই অবিদিত নহে। আবার আমরা যখন মহাকবি কালিদাস, ভারবি, ভবভূতি, মাঘভট্ট, ভট্টি প্রভৃতির কাব্যনাটকাদি পাঠ করি, তখন বিবিধ বৈচিত্র্যশালিনী অলঙ্কার-সমষ্টির অতুল্যসম্পদ্ বিলোকন করিয়া মুগ্ধ হই। কোন্ সময় হইতে সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন মূর্ত্তিবিশিষ্ট অলঙ্কারসমূহের নামকরণ ও উহার সূত্রনিচয় বিরচিত হইয়াছিল, তাহা ঠিক নির্ণয় করা অসাধ্য। ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষায় যে সকল অলঙ্কার গ্রন্থ বিদ্যমান, তন্মধ্যে "ভরতসূত্র"ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই ভরতসূত্র নাট্য-শাস্ত্রের আবিষ্কারক ভরতমুনির প্রণীত কি অপর কোন ভরত কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল, তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। ভারতবর্ষে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় অলঙ্কার-শাস্ত্রের কোন ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত নাই। পাশ্চাত্য মনীষিগণ অনুসন্ধানদ্বারা অলঙ্কার-শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছেন, নিম্নে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

এডিন্‌বরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক জে জ্ঞগ্‌গেলিং মহোদয় বলেন ;—সংস্কৃত সাহিত্যে অলঙ্কার-শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ বর্ত্তমান। সংস্কৃত কাব্যে নানাবিধ সূক্ষ্মতম বিভাগ, বিষয়, ভাব, রস, ভঙ্গী প্রভৃতির বর্ণনা লক্ষিত হয়। ভারতবাসিগণের মস্তিষ্কের শক্তি ঐ সকল সূক্ষ্মতম ভেদনির্দ্দেশে তৎপর এবং ঐ সকল ভেদ ভারতীয় মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ও অনুকূল শক্তির ফল। অধ্যাপক হোরেস্ উইলসন্ "থিয়েটার্ অব্ দি হিন্দুজ্" নামক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি ঐ গ্রন্থে নাটকাভিনয়ের বিবিধ বৈচিত্র্য, কাব্যের নানাপ্রকার ভেদ প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। সাহিত্য-বিভাগে ভরতসূত্রের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এ পর্য্যন্ত যত গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই প্রাচীনতম। আর একখানি অলঙ্কার গ্রন্থের নাম কাব্যাদর্শ। ইহা দশকুমার-চরিত-প্রণেতা দণ্ডী কর্ত্তৃক বিরচিত। দণ্ডী কালিদাসের কিঞ্চিৎ পরেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যেহেতু তিনি কালিদাসের "সেতুবন্ধ" নামক প্রাকৃত কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। কাব্যাদর্শে তিনটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে গৌড়ীয় রীতি ও বৈদর্ভী রীতি বর্ণিত আছে। পরবর্ত্তী সমালোচকগণ পাঞ্চালী, মাগধী, লাটী ও আবন্তিকী রীতির বর্ণন করিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কাব্যের গুণ ও অলঙ্কার বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে কাব্যের দ্বাদশ প্রকার দোষের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

আর একখানি প্রাচীন অলঙ্কার গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। অনেকে বলেন উহা বামন কৃত।

* মিঃ রমেশচন্দ্র দত্তের ঋগ্বেদসংহিতার বঙ্গানুবাদ ১ম মণ্ডল ১২৪ সূক্ত।

এবং রোমজনপদও নানাবিদ্যার সমুজ্জ্বল আলোকে সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল। অতএব পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শক্ষেত্র গ্রীস ও রোমজনপদে কি প্রকারে অলঙ্কার-বিদ্যার সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছিল, এস্থলে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বোধ হয় অসাময়িক নহে। এ বিষয়ে বহু গ্রন্থাবলী বিদ্যমান আছে সে সমুদয়ের আলোচনা সাধ্যাতীত। অতএব একটিমাত্র উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের যৎকিঞ্চিৎ সারমর্ম্ম এখানে উদ্ধৃত হইতেছে।

ম্যাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক্-ভাষার অধ্যাপক ডাঃ আর্ সি-জেব্ব মহোদয় বলেন;—ডায়োজিনিস্ লেয়ার্টিয়াস্ আরিষ্টোটলকৃত একখানি অলঙ্কার গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন * খৃঃ পূর্ব্ব ৪৭২ অব্দে এম্পিডক্লিস্ অলঙ্কারবিদ্যার প্রথম আবিষ্কার করেন। এগ্রিগেণ্টম্ নগরে রাজার অত্যাচার দূরীকরণের নিমিত্ত তিনি উপমা রূপক প্রভৃতি নানাবিধ বাগ্‌ভঙ্গীর অবতারণা করিয়া রাজকীয় অত্যাচার নিবারণ ও অলঙ্কারবিদ্যার প্রথম সূচনা করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ৪৬৬ অব্দে সাইরেকিউস্ নগরের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কোরেক্স কর্ত্তৃক অলঙ্কারনামক একটি পৃথক্ বিদ্যার প্রথম ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৪৬৬ অব্দে সাইরেকিউসের অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা থ্র্যাসিবিউলাস্ রাজ্যচ্যুত হন এবং প্রজাতন্ত্র-প্রণালী সংস্থাপিত হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই প্রজাগণ স্বীয় ভূমিবিত্তের পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত নানাবিধযুক্তি ও অলঙ্কারপূর্ণ বাক্যদ্বারা নিজের দাওয়া প্রকাশ করে। স্বীয় স্বীয় অধিকার প্রমাণ করিবার জন্য অনেককেই অলঙ্কার বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সরল অধিবাসিবর্গ ধর্ম্মাধিকরণে আপন আপন মনোভাব ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত অলঙ্কার বিদ্যা অবলম্বন করিয়াছিল। প্রজারা যদি সকলেই এক প্রকার কথায় বলিত যে "মহাশয়! পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে রাজা থ্র্যাসিবিউলাস্ আমার ভূমি গ্রহণ করিয়াছিলেন," তাহা হইলে বিচারকেরা পুনঃ পুনঃ এক প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে মনোযোগ করিতেন না এবং প্রজারাও সুবিচার প্রাপ্ত হইত না। এই হেতু বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার বাগ্‌ভঙ্গীর আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় মনোগতভাব অতি নৈপুণ্যের সহিত প্রকাশ করিত। কোরাক্স বাক্যসমূহকে সুসজ্জিত করিবার নিমিত্ত কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি বাক্যকে কতিপয় ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম বাক্যভেদ, দ্বিতীয় সম্ভাবনা। নিম্নে সম্ভাবনার একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। কোন দুর্ব্বল ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রহার করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হইলে সে ধর্ম্মাধিকরণে গিয়া বলিত যে "মহাশয়! ইহা কি সম্ভব হয় যে আমার ন্যায় দুর্ব্বল ব্যক্তি উহাকে আহত করিতে পারে।" এইরূপ বাক্যরচনাই প্রাচীন গ্রীক্‌ভাষায় প্রধান অলঙ্কারপূর্ণবাক্য বলিয়া পরিগণিত হইত। এই শ্রেণীর বাগ্‌যুদ্ধপ্রয়োগেই প্রতিপক্ষগণ পরাভূত হইত। কোরাক্সের শিষ্য টিসিয়াস্ অলঙ্কারবিদ্যার সমধিক উন্নতিসাধন করেন। আরিষ্টোটল্ কোরাক্স ও টিসিয়াসের অলঙ্কারের

* অনেকে বলেন পূর্ব্বোক্ত অলঙ্কার গ্রন্থ আরিষ্টোটল কৃত নহে, তাঁহার কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী কোন মনীষিকর্ত্তৃক বিরচিত।

অনেক দোষ আবিষ্কার করেন। তিনি বলেন যে "সামান্য সম্ভাবনা ও বিশেষ সম্ভাবনা, সম্ভাবনার এই দুই প্রকার ভেদ নির্দ্দেশ না করায় কোরাক্‌সের গ্রন্থ অলঙ্কারগ্রন্থ না হইয়া দোষগ্রন্থ হইয়াছে। যদি সম্ভাবনার ভেদ নির্দ্দেশ না করা যায় তাহা হইলে তোমার এ হইতেই অনেক অসম্ভব ঘটনার সম্ভাবনা হইবে।"

খৃঃ পূর্ব্ব ৪২৭ অব্দে লিয়ন্টিনিনগরের সুপ্রসিদ্ধ জর্জিয়াস্ অলঙ্কারপূর্ণ বাক্যদ্বারা আথেন্সবাসী লোকদিগকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্যে বিষমালঙ্কারের ভাগই সমধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইত। কোথাও কোন কথা বলিবার আবশ্যক হইলে জর্জিয়াস্ কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে অলঙ্কারপূর্ণ বাক্যরচনা করিতে আরম্ভ করিতেন এবং উহা বারংবার আবৃত্তি করিয়া হৃদ্গত করিয়া রাখিতেন। প্রকাশ্য সভায় পূর্ব্বাভ্যস্ত কয়েকটি কথা বলিয়াই তিনি স্বীয় বাগ্মিতার পরিচয় প্রদান করিতেন। নূতন বিষয়ের অবতারণা হইলে তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। কথা অলঙ্কারবিহীন হইবে এই ভয়ে তিনি উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে সাহসী হইতেন না।

খৃঃ পূঃ ৪২১ অব্দে আথেন্স নগরবর এণ্টিফন অলঙ্কারবিদ্যার নিয়ম অনুসরণপূর্ব্বক ঐ নিয়মের নানা দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া যে অলঙ্কার গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছিলেন তাহা বিদ্যমান আছে। তাঁহার প্রথম গ্রন্থের নাম "টেট্রালজি" অথবা চতুঃস্তবক। ইহার এক এক স্তবকে চারিটি করিয়া বাক্য আছে। ঐ বাক্যগুলি নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির ধর্ম্মাধিকরণে আত্মসমর্থনের নিমিত্ত উক্তি। এণ্টিফনের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া বহুলোক ধর্ম্মাধিকরণে নিজ নিজ কৃতিত্ব প্রকাশ করিতেন। যে সকল ব্যক্তি এণ্টিফনের উদ্ভাবিত অলঙ্কারশাস্ত্র অনুসারে বাগস্ত্র প্রয়োগে অসমর্থ হইতেন, তিনি অনেক সময়ে অলঙ্কার বিদ্যানিপুণ কোন ব্যক্তিকে স্বীয়পক্ষ সমর্থনের নিমিত্ত ধর্ম্মাধিকরণে নিযুক্ত করিতেন। যে যুগে এণ্টিফন চতুঃস্তবক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, সেই সময় হইতে ইহা একটি বিদ্যামধ্যে গণ্য এবং লোকব্যবহারের নিমিত্ত অতি উন্নত কৃতবিদ্যগণের সমাজে আবদ্ধ না থাকিয়া সাধারণ জনগণ ও বিচারালয়ের ব্যবহারে পরিণত হইতে আরম্ভ হয়। প্রতি স্তবকে চারিটি বাক্য কি প্রণালীতে বিন্যস্ত হইত তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

১ম। বাদী নিজের অভিযোগ বর্ণন করেন।

২য়। প্রতিবাদী আত্মরক্ষার নিমিত্ত বাক্‌প্রয়োগ করেন।

৩য়। বাদী উত্তর প্রদান করেন।

৪র্থ। প্রতিবাদী প্রত্যুত্তর প্রদান করেন।

প্রত্যেক অভিযোগের স্থূল স্থূল কথাগুলি বাদী প্রতিবাদীর উত্তর প্রত্যুত্তরে প্রকাশিত থাকিত। আলঙ্কারিক ব্যবহারাজীবগণ বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্যসমূহের মর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া অতিতেজস্বিতার সহিত স্বীয়পক্ষ সমর্থন করিতেন। ইহাদিগের এণ্টিফনের যুক্তিপূর্ণ বাক্যপ্রয়োগের একটি মানচিত্র প্রদর্শিত হইল।

আমরা আরিও দেখিতে পাই কোরাক্স ও টিশিয়াসের সম্ভাবনা নামক অলঙ্কারাধ্যায় হইতে কিরূপে যথার্থ অলঙ্কারবিদ্যার সৃষ্টি হইতে থাকে। এণ্টিফনের অলঙ্কার গ্রন্থ বিরচিত হইবার পর হইতে আথেন্সনগরীর গদ্য সাহিত্যের রীতি-পরিবর্ত্তন ও গুরুত্ব এবং আড়ম্বর-বৃদ্ধি হয় আর বিষম বাক্যপ্রয়োগের মনোহর বৈচিত্র্য দৃষ্ট হইতে থাকে। লেখকগণের চিন্তা-শক্তি ও সাহস পূর্ণ হয়। বাক্যের আকৃতি জটিল হইলেও উহা ওজস্বিতাপূর্ণ এবং হৃদয়-স্পর্শী হইতে থাকে।

কথিত আছে আইসোক্রেটিস্ একখানি উৎকৃষ্ট অলঙ্কারগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি অলঙ্কারের নিম্নলিখিত লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে বিদ্যার সাহায্যে লোককে বিষয় বিশেষে প্ররোচিত করা যায় তাহাকে অলঙ্কারবিজ্ঞান বলে। তিনি খৃঃ পূঃ ৩৯০ অব্দ হইতে ৩৪০ অব্দ পর্য্যন্ত অলঙ্কার-শাস্ত্রের আলোচনা করেন। আইসোক্রেটিস্ যে আলঙ্কারিক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন তন্মধ্যে টাইমোথিনিস্, লিয়োডেমস্, লাইকরগস্, হাইপিরীডিস্ প্রভৃতি রাজনৈতিক, পেন্সিপ্পস্, আইসিয়াস্ প্রভৃতি দার্শনিক, ইফোরস্, থিয়োপম্পাস্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ প্রধান।

খৃঃ পূঃ ৩৩০ অব্দ হইতে ৩২২ অব্দ পর্য্যন্ত আট বৎসর মধ্যে আরিষ্টোটল্ অলঙ্কারগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বলিয়াছেন, "আইসোক্রেটিসই সর্ব্বপ্রধান আলঙ্কারিক ছিলেন।" সাহিত্যরূপে বিচার করিতে হইলে আরিষ্টোটলের গ্রন্থ জগতে অতি নীরস বলিয়া প্রতীত হইবে। বৈজ্ঞানিক ভাবে বিচার করিলে উহা অত্যন্ত মনোহর ও চমৎকারজনক বোধ হয়। আরিষ্টোটলের অলঙ্কারগ্রন্থ তর্কবিদ্যা অপেক্ষা ব্যাকরণ-বিদ্যার সহিত অধিকতর সংশ্লিষ্ট। একমাত্র যুক্তি-কৃত প্রকার বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিতে পারা যায় আরিষ্টোটল্ তাহা সুন্দর রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐ প্রকার বিভিন্ন বাক্যসমূহের পরস্পর তুলনা করিয়া তিনি কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করেন। ঐ নিয়মসমূহ সংগৃহীত করিয়া আরিষ্টোটল স্বীয় অলঙ্কারসূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ অলঙ্কারবিদ্যার যেরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ বিস্ময়কর ও সর্ব্বথা অনুপযুক্ত। আলঙ্কারিকগণ দয়া, ক্রোধ, পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি চিত্তবিকার উৎপাদন করিয়া ব্যক্তি-বিশেষকে বিষয়বিশেষে কিরূপে প্ররোচিত করিতে হয় তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, এইরূপ চিত্তবিকৃতি উৎপাদন করিলে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত বিষয়ের যৌক্তিক প্রমাণ প্রদর্শিত হয় না।" তাঁহার মতে কতকগুলি তর্কপূর্ণ বাক্যের সৃষ্টি করিয়া সেই তর্কজালে বিচারক ও প্রতিপক্ষকে জড়িত করিয়া বাধ্য করিতে পারাই অলঙ্কারবিজ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বিচারকের চিত্তবৃত্তিকে আকৃষ্ট করিয়া স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধি অপেক্ষা তর্কপূর্ণবাক্যে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় অনুকূলে আনয়ন করিতে পারিলেই অলঙ্কার-বিদ্যার যথার্থ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল মনে করিতে হইবে।

আরিষ্টোটলের মতে অলঙ্কার-শাস্ত্র অতি প্রয়োজনীয়। তিনি বলেন, "অন্যায় ও অসত্য হইতে ন্যায় ও সত্যকে রক্ষা করিতে হইলে অনেক স্থলে অলঙ্কারবিদ্যার প্রয়োজন, সত্য ও ন্যায় অসত্য ও অন্যায় হইতে স্বভাবতঃ বলবত্তর, কিন্তু উপযুক্ত বিচারের অভাবে অনেক সময় সত্য ও ন্যায়কে পরাভূত হইতে হয়। ইহার প্রতীকার হওয়া উচিত, অলঙ্কারবিদ্যার প্রয়োগে ইহার যথেষ্ট প্রতীকার হইতে পারে।" আরিষ্টোটল বলেন "লোককে প্ররোচিত করিবার নিমিত্ত যে সকল উপায় ব্যবহৃত হইতে পারে, সেই সমস্ত উপায়ের উদ্ভাবনী শক্তিই অলঙ্কার। যে উপায় বা তর্ক উদ্ভাবিত হইল উহা ন্যায়সঙ্গত কিনা তাহা দেখিও না। উদ্দেশ্য নীতিসঙ্গত কি নীতিবিরুদ্ধ তাহার অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন কি? আলঙ্কারিক যদি লোককে প্ররোচিত করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারেন তাহা হইলেই তাঁহার কৃতার্থতা হইল।"

আরিষ্টোটল্ যুদ্ধ, বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ক বহুপ্রকার অলঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছেন; আমরা এ স্থলে ঐ সকল বিষয়ের বর্ণনে প্রবৃত্ত না হইয়া তিনি ভাষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। তাঁহার মতে মনোরম শব্দের যোজনা এবং যে শব্দ যে অর্থে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে সেই শব্দকে সেই অর্থে ব্যবহৃত করাই আলঙ্কারিকগণের কর্ত্তব্য। আলঙ্কারিকগণ যে সকল বাক্য-ব্যবহার করিবেন তাহার অর্থ যেন কোন প্রকারেই অস্পষ্ট না হয়। ভাষা অত্যন্ত গ্রাম্য অথবা অতিশয় উন্নত হওয়া বিধেয় নহে, উহা সর্ব্বথা বিষয়োপযোগী হওয়া উচিত। ঈউরিপিডিস্ দৈনিক জীবনের ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ করিয়া যে কাব্য রচনা করেন, তাহা পাঠ করিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছেন। আরিষ্টোটল বলেন, গদ্য সাহিত্যকে বিভূষিত ও চিত্তাকর্ষক করিবার যাহার অভিপ্রায়, তিনি যেন সুবিবেচনার সহিত রূপক ব্যবহার করেন। এই রূপক ব্যবহার কিরূপে করিতে হইবে তাহার সম্বন্ধে যথেষ্ট নিয়ম আবিষ্কার করা তত সহজ নহে; তবে ঐ সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ ও সঙ্কেত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। তাঁহার মতে বিশেষণ-যোজনার তারতম্যের উপরেই রূপকের উৎকর্ষ নির্ভর করে। এখানে বিশেষণ-যোজনা সম্বন্ধে একটি গল্প উল্লিখিত হইতেছে। যেমন এ দেশে ঘোড়-দৌড় হয়, তেমনি পুরাকালে গ্রীসদেশে অশ্বতরীর দৌড় হইত। একদা কোন ব্যক্তি উহাতে জয়লাভ করিয়া মহাকবি সাইমোনিডিজের নিকট গমন করিয়া বলে "মহাশয়! আপনাকে কিছু পারিশ্রমিক প্রদান করিতেছি, আপনি এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া একটি কবিতা রচনা করুন।" সাইমোনিডিজ্ উহাতে অসম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, "তিনি অর্দ্ধগর্দ্দভী সম্বন্ধে কবিতা রচনা করিবার জন্য লেখনীকে নিয়োজিত করিতে পারেন না।" যখন ঐ ব্যক্তি পারিশ্রমিকের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে চাহিল তখন সাইমোনিডিজ্ নিম্নলিখিত ভাবে একটি সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন;—হে বায়ুর ন্যায় বেগশালী অশ্ব কন্যাগণ ইত্যাদি।

আরিষ্টোটল্ রীতিদোষ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—"অশ্রুত্যসমাসযুক্ত শব্দ, অপ্রচলিত শব্দ

এবং বিশেষণ যোজনার ত্রুটী প্রভৃতি হইতে সাহিত্যের রীতিদোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে।" তিনি রূপক ও উপমার ভেদ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—ব্যাখ্যাবিশিষ্ট রূপকই উপমা। যদি কেহ মহাবীর একিলিজের বর্ণনা করিতে গিয়া বলে যে, "সিংহ যেমন বেগে আক্রমণ করে তিনিও তদ্রূপ যোদ্ধৃবর্গকে আক্রমণ করিয়াছিলেন"—তাহা হইলে এই বাক্যটি উপমার দৃষ্টান্ত হইবে। কিন্তু এরূপ ভাবে বাক্য প্রয়োগ না করিয়া যদি কেহ বলে "সেই সিংহ সেই যোদ্ধৃগণকে বেগে আক্রমণ করিয়াছিল", তাহা হইলে এই বাক্যটি রূপকের দৃষ্টান্ত হইবে। বৃদ্ধ বয়স না বলিয়া জীবনের সন্ধ্যা এই রূপ বাক্য ব্যবহার করিলে রূপক হইবে। শ্রোতৃবর্গের চিত্তাবস্থা, বক্তার স্বভাব, বিষয়ের সঙ্গতি এই সমুদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিয়া বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিলে ঔচিত্য অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত হয়। রূপক, বৈষম্য ও বৈশদ্য এই তিনের অবলম্বন পূর্ব্বক বর্ণিত বিষয় শ্রোতৃবর্গের নেত্রপথে আনয়ন করাই প্রতিভান অলঙ্কার।

আলঙ্কারিক আইসোক্রেটিস্ বাক্যকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম পূর্ব্বাভাস, দ্বিতীয় বিবৃতি, তৃতীয় প্রমাণ, চতুর্থ বাগ্মিতা।

আলেকজাণ্ডারের সময় হইতে অগষ্টসের রাজত্ব পর্য্যন্ত কয়েক শতাব্দী মধ্যে অলঙ্কার বিদ্যার ভাগ্য গ্রীসদেশের নূতন নূতন অবস্থান্তরের দ্বারা শাসিত হইয়াছিল। এই সময় গ্রীক্‌গণ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আগমন করিয়া এসিয়া-মহাদেশের নানা স্থানে অবস্থিতি করেন। গ্রীক্‌গণের মধ্যে অলঙ্কার বিদ্যার যে সকল নিয়ম আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা এসিয়া-মহাদেশে আগমন করায় বহু জাতির সংসর্গে নানাপ্রকারে রূপান্তরিত ও দূষিত হয়। এসিয়া-মহাদেশে অলঙ্কারের যে সকল নূতন নিয়ম আবিষ্কৃত হইল, তাহার অনুকরণ করিয়া খৃঃ পূঃ ১৯৫ অব্দে হোর্টেন্‌সিয়াস্ প্রভৃতি বক্তৃগণ রোমপ্রদেশে অলঙ্কার-শাস্ত্রের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন।

খৃঃ পূঃ ১১০ অব্দে ইয়োলিস্ দ্বীপে হারমেগোরস্ নামক কোন পণ্ডিত অলঙ্কার-বিদ্যার সমুন্নতি সাধন করেন। তিনি আরিষ্টোটলের প্রবর্ত্তিত অলঙ্কার-সূত্রসমূহ এবং আরিষ্টোটলের পূর্ব্ববর্ত্তী আলঙ্কারিকগণের নিয়মাবলী এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া এক নূতন আলঙ্কারিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। আইসোক্রেটিস্ আথেন্স নগরে অলঙ্কার বিদ্যার যেরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, রোমনগরের অলঙ্কারবিদ্যাও হার্‌মেগোরস্‌কর্ত্তৃক তদ্রূপ উন্নতির পথে আনীত হইয়াছিল। তিনি এসিয়া মহাদেশে প্রবর্ত্তিত অলঙ্কারসূত্র-সমূহের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। মহামতি শিশিরো রোমনগরের অলঙ্কারবিদ্যার উন্নতির জন্য বিবিধ প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তিনি তাহাতে কৃতকার্য্যও হন। ৯০ খৃষ্টাব্দে কুইন্‌টিলিয়ান্ "অরেটিয়া" নামক যে সুবৃহৎ অলঙ্কার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহাতে লিখিয়াছেন, ছাত্রগণের অলঙ্কারবিদ্যার অধ্যয়নের দ্বারাই হৃদয়ের ও মস্তিষ্কের শক্তিসমূহের সম্পূর্ণ বিকাশ হওয়া উচিত।

১৭০ খৃষ্টাব্দে হারমোজিনিস্ নামক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত অলঙ্কারবিষয়ে [illegible] গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং অলঙ্কারবিদ্যার একটি ইতিহাস লেখেন। ২৬০ খৃষ্টাব্দে [illegible] অলঙ্কার সম্বন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ৩১৫ খৃষ্টাব্দে [illegible] "হেকসামিটেরস" নামক যে অলঙ্কার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থকে অতিক্রম করিয়াছিল। যীশুখৃষ্টের তিরোভাবের পর ৩০০ বৎসরের মধ্যে আথেন্স, মার্শ সেভয়, টার্সস, এণ্টিয়ক্, আলেকজেন্দ্রিয়া (অধিলন্দন), [illegible] এবং অন্যান্য বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে অলঙ্কারবিদ্যার সম্যক্ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন প্রচলিত হয়। আথেন্স এবং রোম বিদ্যার সর্ব্বপ্রধান বিদ্যালয় ও সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপকরূপে পরিগণিত হন। [illegible] উচিত ৩৭৬ খৃষ্টাব্দে কনষ্টান্টাইন্ অলঙ্কার বিদ্যার [illegible] নির্দ্দিষ্ট প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে আর্থিক সাহায্য করেন। তাহার [illegible] খৃষ্টাব্দে থিওডোসিয়স, ভেলেনটিনিয়ন প্রভৃতি সম্রাটগণের সময়ে অলঙ্কারবিদ্যার [illegible] অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া পরিগণিত ছিল। [illegible] রোমে বংশের [illegible] ইংরেজ-প্রভৃতি জাতির উত্থানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র ও অলঙ্কার-শাস্ত্রই ছাত্রগণের প্রথম চারি বৎসরের পাঠ্য ছিল। তৎপর তিন বৎসর [illegible] নীতিবিদ্যা, জ্যামিতি, জ্যোতিষ শাস্ত্র সমাধান করিয়া বি, এ, এম, এ উপাধি লাভ করিতেন। উল্লিখিত সাতটী উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত ছিল। ৫৩৯ খৃষ্টাব্দে সিসেরোনিকস, ১০১৫ খৃষ্টাব্দে এমাস্ উইলসন্, ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে টঙ্কুইসিন, ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে সেবেরিয়ন্ প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ বহুসংখ্যক অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেন। [illegible] বার্ত্ত বেকন্ যে অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাই ইংরেজী ভাষায় [illegible] গ্রন্থ বলিয়া সমধিক গৌরব লাভ করে। তাহার পর পেল্গ্রেভের "হ্যাণ্ড বুক অব্ হোয়েটলি" "অলঙ্কার মঞ্জরী" "অলঙ্কার সূত্র অব্ রেটরিক্" প্রভৃতি [illegible] বিদ্যালয় সমাজে অলঙ্কারবিদ্যার সমালোচনা হইতে আরম্ভ হয়।

বিদেশীয় অলঙ্কার বিদ্যার [illegible] কিঞ্চিৎ উক্ত হইল; এখন [illegible] স্থূল স্থূল বিষয়ের কিঞ্চিৎ বিবৃত করিব। কাব্যের লক্ষণ, রস, ভাব, ধ্বনি, গুণীভূতব্যঙ্গ্য, দোষ গুণ, রীতি, অলঙ্কার প্রভৃতি [illegible] অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। কিন্তু এই সকল বিষয় ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার [illegible] অবলম্বন করিয়াছেন। অনেক স্থলেই তাহাদের পরস্পর ঐকমত্য দৃষ্টিগোচর হয়, [illegible] কিরূপ ভেদ প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন।

অলঙ্কার ভাষা-সম্বন্ধীয় উপাদান। দার্শনিক ও আলঙ্কারিকগণ ভাষার [illegible] নানা প্রকার তর্ক ও জটিল প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন, এখানে সে সমুদয়ের আলোচনা [illegible]। প্রাচীন আলঙ্কারিক দণ্ডী শব্দের প্রশংসা উপলক্ষে লিখিয়াছেন,—

"এই [illegible] বিধিবিধান কর্ত্তৃক প্রকৃতি-ভেদে সংস্কৃত [illegible]

কাল প্রচলিত প্রাকৃত, মহারাষ্ট্রী, কর্ণাটী, শৌরসেনী, মাগধী প্রভৃতি ভাষার সাহায্যেই সর্ব্বতোভাবে লোকযাত্রা সম্পন্ন হইতেছে। যদি শব্দনামক মহাজ্যোতিঃ জগৎ ব্যাপিয়া দীপ্তি প্রদান না করিত, তাহা হইলে নিশ্চয় ভুবন গাঢ় মোহান্ধকারে আবৃত থাকিত। কেবল শব্দের সাহায্যেই প্রাচীন ভূপাল মনু ইক্ষ্বাকু প্রভৃতির কীর্ত্তি-কলাপ ভাষারূপ আদর্শে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় তাঁহাদের অবিদ্যমানেও ঐ সকল আমাদের নয়ন-পথে বিরাজ করিতেছে, কখনও হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় না।" *

অলঙ্কার-শাস্ত্রের মতে শব্দের অর্থ তিন প্রকার যথা;—বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ, ব্যঙ্গ্যার্থ।

১ম। বাচ্যার্থ।—সাক্ষাৎ সঙ্কেতিত অর্থকে বাচ্যার্থ বলে। যেমন বানর শব্দের অর্থ লোমলাঙ্গুল-বিশিষ্ট প্রাণী। বানর শব্দের ঐরূপ সাঙ্কেতিক অর্থ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল উহা নির্ণয় করা দুরূহ। নৈয়ায়িকগণ বলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছাই শব্দের সঙ্কেত অর্থাৎ কোন্ শব্দে কি পদার্থ বুঝাইবে ঈশ্বরই তাহা নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছেন, মানুষের সহস্র চেষ্টায়ও বানর শব্দের অর্থ গো অথবা অন্য কিছু হইতে পারে না। অপর দার্শনিকগণ বলেন, যদৃচ্ছাই শব্দের শক্তি। অনেক মানব সমবেত হইয়া বানর শব্দের ঐরূপ অর্থ অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া বানর শব্দের অর্থ লোমলাঙ্গুল-বিশিষ্ট প্রাণী হইয়াছে। মনুষ্যের ইচ্ছা অন্যরূপ হইলে বানর শব্দের অর্থ অন্যরূপ হইতে পারিত; অতএব যদৃচ্ছাই শব্দের শক্তি।

২য়। লক্ষ্যার্থ।—যদি শব্দের মুখ্যার্থ-দ্বারা অর্থ প্রতীতির প্রতিবন্ধক ঘটে, প্রসিদ্ধি এবং প্রয়োজন বশতঃ মুখ্যার্থ যোগে অন্য অর্থের প্রতীতি হয়, তাহা হইলে তাহাকে লক্ষ্যার্থ বলে। যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি" গঙ্গায় ঘোষ বাস করে। এস্থলে গঙ্গার স্রোতোবিশিষ্ট জলে ঘোষের বাস অসম্ভব বলিয়া গঙ্গাশব্দের স্রোতোবিশিষ্ট জলরূপ মুখ্যার্থের বাধা হইল, কিন্তু গঙ্গাতীরে ঘোষ বাস করে ইত্যাদির প্রসিদ্ধি আছে এবং গঙ্গাতীরে বাস করিলে দেহ পবিত্র হয় এই প্রয়োজনও সিদ্ধ হইল বলিয়া গঙ্গা শব্দের অর্থ গঙ্গাতীর করা হইল।

৩য়। ব্যঙ্গ্যার্থ।—অনেকার্থ-বিশিষ্ট শব্দের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ ব্যতীত সংযোগ, বিপ্রযোগ, সাহচর্য্য, বিরোধিতা, অর্থ, প্রকরণ, লিঙ্গ, সন্নিধি, সামর্থ্য, ঔচিত্য, দেশ, কাল, ব্যক্তি, স্বর ইত্যাদি বশতঃ যে অন্য অর্থের প্রতীতি হয় তাহার নাম ব্যঙ্গ্যার্থ। যেমন "সশঙ্খ-চক্রো হরিঃ" শঙ্খচক্রবিশিষ্ট হরি। এখানে শঙ্খ ও চক্রের সংযোগে হরি শব্দে ভেক,

* ইহ শিষ্টানুশিষ্টানাং শিষ্টানামপি সর্ব্বথা।
বাচামেব প্রসাদেন লোকযাত্রা প্রবর্ত্ততে॥
ইদমন্ধং জগৎ কৃৎস্নং স্যাদেষ ভুবনত্রয়ং।
যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে।
আদিরাজযশোবিম্বমাদর্শং প্রাপ্য বাঙ্ময়ং।
তেষামসন্নিধানেঽপি ন স্বয়ং পশ্য নশ্যতি॥
(কাব্যাদর্শ, ১ম পরিচ্ছেদ)

বানর, অশ্ব প্রভৃতি না বুঝাইয়া বিষ্ণুকে বুঝাইল। "রামলক্ষ্মণৌ" রামলক্ষ্মণ বলিলে লক্ষ্মণের সাহচর্য্য প্রযুক্ত রাম শব্দে পরশুরাম না বুঝাইয়া দাশরথিকে বুঝাইল।

শব্দের উত্তর বিভক্তি যোগ করিলে পদ নিষ্পন্ন হয়। বিশেষ ধর্ম্মবিশিষ্ট পদসমূহ বাক্য। অনেকগুলি বাক্য লইয়া প্রবন্ধ বা কাব্য বিরচিত হইয়া থাকে। প্রাচীন আলঙ্কারিক ভোজরাজ লিখিয়াছেন ;—

"নির্দ্দোষ, গুণবিশিষ্ট, অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত, রসযুক্ত কাব্য রচনা করিয়া কবি কীর্ত্তি এবং প্রীতি লাভ করেন।" *

অপর আলঙ্কারিক মম্মটভট্ট কাব্যের ঐরূপ লক্ষণ স্বীকার করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন ;—

"দোষহীন গুণযুক্ত শব্দ এবং অর্থ, অলঙ্কারযুক্তই হউক অথবা অলঙ্কারবিহীনই হউক উহাই কাব্য" †। মম্মটভট্টের মতে কাব্য তিন প্রকার যথা ;—ধ্বনি, গুণীভূতব্যঙ্গ্য, অধমকাব্য।

১ম। ধ্বনিকাব্য।—যেখানে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য দৃষ্ট হইলে তাহা ধ্বনিকাব্য বলে। যথা ;—

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ। [illegible] নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন॥ [illegible] বিলম্বকপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
একথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ। [illegible] নাচাইয়া পতি খেলে ঘরে ঘর।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥ [illegible] তবে পাষাণ বাপ দিল হেন বর॥

(ভারতচন্দ্র—অন্নদা [illegible])

এখানে বাচ্যার্থ কুলীনকন্যার [illegible] অপেক্ষা শিবরূপ বরের [illegible] চমৎকারিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে সুতরাং ইহা ধ্বনি বা উত্তমকাব্য।

২য়। গুণীভূতব্যঙ্গ্য।—যেখানে বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ উভয়ই তুল্যরূপ [illegible] প্রকাশ করে, অথবা বাচ্যার্থ ব্যঙ্গ্যার্থ অপেক্ষা সমধিক চমৎকারিত্ববিশিষ্ট, তাহাকে [illegible] কাব্য কিংবা মধ্যম কাব্য বলে। যথা ;—

একেক অহিযা বধা মুরলার সহ, নয়নরঞ্জন কাঞ্চী কুশ কটিদেশে
মঞ্চে কুল-বালা-রূপে, বাহিরিলা দোঁহে দেউল দুয়ারে দোঁহে দাঁড়ায়ে দেখিলা,
দুকূল-বসনা। বীণা-বিনিন্দিত মধুবোলে কাতারে কাতারে যেন চলে রাজহংস,
মোহিল ত্রিদিবী ; করে শোভিল কন্যা ; সাগরতরঙ্গ যথা পবনতাড়নে ক্রীড়াময়ী।

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত—মেঘনাদ বধ)

---

* নির্দ্দোষং গুণবৎ কাব্যমলঙ্কারৈরলঙ্কৃতম্।
রসান্বিতং কবিঃ কুর্ব্বন্ কীর্ত্তিং প্রীতিঞ্চ বিন্দতি।
(সরস্বতীকণ্ঠাভরণ)

† তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলঙ্কৃতী পুনঃ ক্বাপি।
(কাব্যপ্রকাশ)

এখানে বাচ্যার্থ লক্ষ্মী ও ব্যঙ্গ্যার্থ বক্ষঃকুলবালা এই উভয়েরই তুল্যরূপ চমৎকারিত্ব প্রকাশিত হওয়ায় গুণীভূত ব্যঙ্গ্য হইয়াছে।

৩য়। অধম কাব্য —যেখানে কেবল শব্দবিন্যাসের ছটা, অর্থের কোনও চমৎকারিত্ব নাই, তাহাকে অধম কাব্য বলা যায়; যথা,—

ক্ষৌণি-বাহন সাধু অনুগ্রহনিধা  অর্ক্ষস্নায়ুহের তলে ক্ষিপ্রত গমনে—
প্রদান সুপুচ্ছ মোরে—দাও চিত্রিবারে  অন্তরীন-অশ্বে যথা কলম্বলাদিতে,
কিঞ্চিৎ কৌশল-বলে শকুন্ত দুর্জ্জয়—  (হু-আশুগইবস্মদ গমে সনসনে)
প্রলয়াগ্নি বজ্রনখ আশুগতি আসি  চতুষ্পাদ ছুচ্ছুন্দরী নর্ম্মবিধা পাতা,
পদ্মগন্ধা ছুচ্ছুন্দরী সতীরে হানিল?  অটছে একদা, পুচ্ছ পুষ্পগুচ্ছ সম
কিরূপে কাঁপিল ধনী নখর-প্রহারে  নড়িছে পশ্চাৎ ভাগে।
যাদঃপতি-রোষঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে।  (ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য)

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ কাব্যের ঐরূপ লক্ষণ অঙ্গীকার করেন না। তিনি বলেন :—

"[illegible] কাব্য *।"

—রস না থাকিলে বাক্যের কাব্যত্ব [illegible] যায় না।

"দোষ সকল [illegible] সম্পাদন করে †।"

যেমন কীট-বিদ্ধ মণির মণিত্ব [illegible], তদ্রূপ শ্রুতিদুষ্ট প্রভৃতি দোষও কাব্যের কাব্যত্ব নষ্ট করিতে পারে না, তবে [illegible] তারতম্য সংঘটিত করিয়া থাকে।

"গুণ, অলঙ্কার, রীতি এই [illegible] উৎকর্ষ সাধনের উপায় ‡।"

যেমন শৌর্য্য, বীর্য্য, দয়া, দাক্ষিণ্য [illegible] বিভূষিত করে; হার, বলয় প্রভৃতি দেহকে অলঙ্কৃত করে, সেইরূপ ওজঃ, প্রসাদ প্রভৃতি গুণনিচয়, বৈদর্ভী, আবন্তী পাঞ্চালী প্রভৃতি রীতি সমূহ ও অনুপ্রাস, উপমা উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কার সকল কাব্যের উৎকর্ষ বিধান করিয়া থাকে।

সাহিত্যদর্পণকারের মতে রসবিহীন বাক্যনিচয় কাব্যই নহে। তিনি আরও বলেন, বেদশাস্ত্রবিমুখ সুকুমারমতি রাজকুমার প্রভৃতিকে নানারসের আস্বাদন করাইয়া নীতিমূলক কাব্যশাস্ত্রে প্রবর্ত্তিত করানই বাল্মীকিপ্রণয়নের উদ্দেশ্য। অতএব দেখা উচিত রস পদার্থটা কি? সূত্রকার ভরত বলেন;—

---

* বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।
(সাহিত্যদর্পণ ১ম পরিচ্ছেদ)

† দোষাস্তস্যাপকর্ষকাঃ।
(সাহিত্যদর্পণ ১ম পরিচ্ছেদ)

‡ উৎকর্ষহেতবঃ প্রোক্তা গুণা অস্থিরাদয়ঃ।
(সাহিত্যদর্পণ ১ম পরিচ্ছেদ)

"বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারী এই তিনের সংযোগ বশতঃ রতি, উৎসাহ, ... অভিব্যক্তির নাম রস ..."

যেমন সর্ষপ, তিল বা খাকিলেও কেহ দেখিতে সর্ষপজ্ঞানে দর্শকের মনে ... হয়, সেইরূপ কোন দৃশ্য কাব্যের অ ... নাসিকা ইত্যাদি না থাকিলেও না ... অভিনেতৃগণের ... নায়িকা ... হয় এবং ঐ অভিনয়জন্য রতি, উৎসাহ, শোক প্রভৃতি ... মনে করিয়া ... বলেন;—

"বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ"

এই সূত্রের ... বসেই অনুভূত হয়, ... ভাবকাব্যই সরস ... ; ... সমবায়ী ভিন্ন ... কিছু ... নারায়ণ ... একজন আলঙ্কারিক উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, ... রসেও চমৎকারিত্বই রস, ... স্বীকার করিয়াছেন, কাব্যে রস ... অধিকারী সকলে নহে।

"যাহারা সেনাগারা তন্ময়চিত্ত তাঁহাদেরই রসের আস্বাদন ঘটে। বালক, শূদ্র, অজ্ঞ, কাষ্ঠখণ্ড কিংবা পাষাণস্তম্ভের ন্যায় বঙ্গালয়ে বিরাজ করেন। তাঁহারা রস অনুভব করিতে সমর্থ হন না।" কাব্যপ্রকাশ-কারের মতে রস নয়টি যথা;—

শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত।

কেহ কেহ আরও একটি রস স্বীকার করিয়াছেন উহার নাম শান্ত। ... বৎসল নামে আর একটি অভিনব রস স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব রসের সংখ্যা দশ।

রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, ঘৃণা ও বিস্ময় এই কয়টি যথাক্রমে ... দের স্থায়ী ভাব। শান্তরসের স্থায়ী ভাব বৈরাগ্য, আর বৎসল রসের স্থায়ী ভাব ...

যাহারা রতি, হাস, শোক প্রভৃতি স্থায়ী ভাবের উদ্বোধক ... তাহাকে বিভাব বলে। ... বিভাব দুই প্রকার, আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব। যাহাকে অবলম্বন করিয়া রসের অভিব্যক্তি হয় তাহাই আলম্বন বিভাব; যেমন নায়ক নায়িকা। যাহা ...

---

* বহ্বাবাস্থভাবব্যভিচারিসংযোগাৎ রসনিষ্পত্তিঃ।
(কাব্যপ্রকাশ)

† যথা সারম্বতাঃ সর্বত্রৈবানুভবন্তি।
তথেমে সহৃদয়াঃ সর্বত্রাপ্যদ্ভুতোদয়াঃ।
তস্মাদদ্ভুতমেবাত্র কৃতী কাব্যেষু রসম্।
(সাহিত্যদর্পণ)

‡ সর্বাসনানাং সভ্যানাং রসস্যাস্বাদনং ভবেৎ।
নর্ত্তকাস্যে বঙ্গান্তঃ কাষ্ঠকুড্যাশ্মসন্নিভাঃ॥
(সাহিত্যদর্পণ)

উদ্দীপিত করে উহাদিগকে উদ্দীপন বিভাব বলিতে পারা যায়; যথা শরৎকালের পূর্ণ-শশধর, মধুমাসের যামিনী, কোকিলের মধুরালাপ, ভ্রমরঝঙ্কার, শূন্যগৃহ ইত্যাদি।

স্ব স্ব কারণে সমুদ্দীপ্ত নায়ক নায়িকাদিগের অবস্থা-বিশেষকে অনুভাব বলে। যেমন নর্ম্ম, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, অশ্রুবিসর্জ্জন প্রভৃতি।

নায়ক নায়িকার চিত্তে স্থায়ী ভাব বিরাজ করিলেও অপর কতকগুলি ভাব কখন উৎপন্ন হয় কখন বা বিলয় প্রাপ্ত হয়; উহাদিগকে ব্যভিচারী ভাব বলে। উহার অপর নাম সঞ্চারী ভাব। যেমন বৈয়াগ্য, দীনতা, আবেগ, শ্রান্তি, গর্ব্ব, জড়তা, উগ্রতা, মোহ, জাগরণ, স্বপ্ন প্রভৃতি।

১ম। আদিরস। এই রসের স্থায়ী ভাব রতি অথবা অনুরাগ। উহা দুইভাগে বিভক্ত যথা;—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ।

পরস্পর অনুরক্ত নায়ক নায়িকার দর্শন কিংবা গুণ-শ্রবণ হেতু যে বিশেষ অবস্থা হয় উহাই সম্ভোগ আদিরস বা পূর্ব্বরাগ।

এখানে নায়ক নায়িকার পরস্পর দর্শনহেতু আনুরক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব এখানে উহাই পূর্ব্বরাগ। কাব্যপ্রকাশ মতে বিপ্রলম্ভ আদিরস—অভিলাষ, বিরহ, ঈর্ষ্যা, প্রবাস, শাপ প্রভৃতি কারণ নিবন্ধন পাঁচ প্রকার *। যথা;—

অভিলাষ হেতু;—

হে সুন্দরি এ বয়সে শুনেছি অনেক
কামিনীর কণ্ঠস্বর পীযূষ লহরী,
শ্রবণ কুহর ভরে পিয়াসা জুড়ায়;
দেখেছি নিমেষশূন্য নয়নে অনেক
রমণীর অপরূপ রূপের মাধুরী;
কিন্তু আহা নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল এমন
একাধারে সর্ব্বগুণ চক্ষে দেখি নাই;
রূপে গুণে সকলেরি কলঙ্কের লেশ
আছে কিছু; তুমি প্রিয়ে স্বর্গের প্রতিমা।
প্রাণেশ্বরি। প্রজাপতি গঠিলা তোমায়
ব্রহ্মাণ্ডের রূপ গুণ একত্র করিয়া।
(শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—নলিনীবসন্ত)

বিরহ হেতু;—

কাদম্বরী শুনিবা মাত্র নিমীলিত নেত্র ও সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। অনেকক্ষণের পর নয়ন উন্মীলন করিয়া মদলেখাকে কহিলেন, মদলেখে। চন্দ্রাপীড় যে কর্ম্ম করিয়াছেন, আর কেহ কি এরূপ করিতে পারে। এই মাত্র বলিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। তদবধি কাহারও সহিত কোন কথা কহেন নাই।

(তারাশঙ্কর তর্করত্ন—কাদম্বরী)

ঈর্ষ্যা হেতু;—

মাধব। না কহ আদর বাণী
না কর প্রেমের নাম।
জানিয়ি মুঝকো অবলা সরলা
ছলনা না কর শ্যাম।

---

* অপরন্তু অভিলাষবিরহের্ষ্যাপ্রবাসশাপহেতুক ইতি পঞ্চবিধঃ।

(কাব্যপ্রকাশ)

কপট। আহা তুহু ঝুট বোলনি
পীঁ হাম বসি তুয়া মোহে?
থালে ভাঙে হাম্ অলপে চিহ্নসু
সব পরিহাস রে তোয়।
তুহু নব ভক্ত নসি প্রেমক আরা
কঠিন হৃদয় মঝু ভাষী—

পরশি দেহ মম সাচটি দেখ
নহ তুহু রূপ-পিয়াসা?
ও আম তব মিলবে যাত
হমসে রূপসী নারী।
তুচ্ছ বাহি সব কাহ্ টুটাওবি
ক্ষুদ্র এ হৃদয় হমারি।

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৮।৮৯।)

প্রবাস হেতু,—

বাড়াইনু একাকাল মন্ত্রাপে পল্লাপে,
যে নাম দেখিব মাত্র তব চিত্ত কাঁদে।
লিখিতে লিখিতে নাথ খসি এ লিখন,
প্রতি ছত্রে করিতেছি অশ্রু বিসর্জ্জন।
... ...
এত যদি হেন লিপি লিখ তবে নাথ,
করিব তোমার সঙ্গে শোক-অশ্রুপাত।
নিশ্চিন্ত দীর্ঘশ্বাস তোমার নিশ্বাসে,
বিষ তোমার অঙ্গে টিপ উল্কাভাস,
ঘটাইছ এ যন্ত্রণা সাধা নাই কার,
তাই নিবেদন করি লিখ সহ পরে।
পরে দুঃখীর দুঃখ করিতে সান্ত্বনা,

হয়েছে লিপির সৃষ্টি বিধির বিধান
বুঝি কোন নির্ব্বাসিত পথিক যেমন,
অথবা রমণী কোন প্রেমের বাসনা,
ঘুচাতে বিচ্ছেদ-দুঃখ আরাধন তার
শিখেছিল এ কৌশল বিধাতার কাছে।
প্রাণ ভোরে অন্তরের কথা প্রকাশিতে
এমন উপায় আর নাই এ মহীতে।
নাসা, কণ্ঠ, চক্ষু কিম্বা ওষ্ঠে সাধ্য নয়
লিপির অক্ষরে ব্যক্ত হয় সমুদয়।
খুলে দেয় একেবারে প্রাণের কপাট,
ধারেনা লজ্জার ধীর খালে না ঝঞ্ঝাট।

(শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—মদনপরিহার।)

শাপ হেতু;

তুমি যে গিয়াছো কবিয়া মনন এ রূপের সমাগম কোন [illegible]
মান ভাঙ্গিবার ছলে তোমার চরণতলে কুটিল দৈবের হৃদে দয়া নাহি হয়।*
আপনায় নিপাতিত করিব যেমন। (শ্রীমধুসূদন।)
অমনি অন্তর ভরি কবি নেত্র ঝর ঝর—
একেবারে দৃষ্টিশক্তি আচ্ছাদিয়া রয়।

এক্ষণে অলঙ্কারের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের বিষয়-সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল, এক্ষণে তাহার স্বভাবাদি বর্ণন করা যাউক।

ধ্যানে মনিকুমারের রূপ যতবার দেখি ততবারই অভিনব বোধ হয়। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে [illegible] লইয়া ক্রমে ক্রমে কুসুমশয়নের নিকট সমাগত হইলাম। পথবর্ত্তিনী হইলাম। কি মুনিকুমারের রূপ, কি আবরণকাল, কি বসন্তকাল, কি সেই [illegible], কি অনুরাগ, জানি না কে আমাকে উন্মাদিনী করিল।

(নারায়ণের ভবিষ্য—কাদম্বরী।)

---

* মানোল্লিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়াং আত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্ত্তুং।
অস্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ॥
(কালিদাস—মেঘদূত।)

এখানে নায়ক মুনিকুমারকে দেখিয়া নায়িকা মহাশ্বেতার অনুরাগ অথবা রতির উৎপত্তি হইয়াছে অতএব এ স্থলে মুনিকুমার পুণ্ডরীক আলম্বন বিভাব।

উদ্দীপন বিভাব যথা ;—

জ্বলিছে সুগন্ধ দীপ, শীতল উজ্জ্বল,
বিকাশি লোহিত নীল সুস্নিগ্ধ কিরণ ;
আতর-গোলাপ গন্ধে হইয়া বিহ্বল,
বহিতেছে ধীরে গ্রীষ্ম নৈশ সমীরণ।
শোভে পুষ্পাধারে স্তম্ভে, কামিনীকুন্তলে,
কোমল কামিনীকণ্ঠে কুসুমের হার ;
দেখেছ কেমন ওই সুন্দরীর গলে
শোভিয়াছে মালা, আহা দেখ একবার।
দীপমালা, পুষ্পমালা, রূপের কিরণ
করিয়াছে যামিনীর উজ্জ্বল বরণ।

মিলাইয়া সপ্তসুর সুমধুর বীণা
বাজিতেছে, কিন্নরেরা করিয়া শ্রবণ,
মিলাইয়া সেই রবে শতেক নবীনা,
গাইতেছে, সপ্তস্বর ব্যাপিছে গগন।
... ... ...
সুকোমল মক্ষমল চুম্বিছে চরণ
তালে তালে ; কামে পুনঃ জীবন বিতরি
খেলিছে বিমলী প্রায় কটাক্ষ চঞ্চল
থেকে থেকে দীপাবলী হতেছে উজ্জ্বল।
( শ্রীনবীনচন্দ্র সেন—পলাশীর যুদ্ধ )

এ স্থলে দীপমালা, পুষ্পমালা, পুষ্পাধার, নৈশ সমীরণ, কামিনীর সুমধুর কণ্ঠস্বর প্রভৃতি প্রণয়ী ও প্রণয়িনীদিগের রতিকে উদ্দীপিত করিতেছে, অতএব ঐ সমুদয় আদিরসের উদ্দীপন বিভাব রূপে বর্ণিত হইল। স্থায়ীভাবের কার্য্যকে অনুভাব বলা যায়। যথা ;—

অথবা অঙ্গনা অঙ্গ স্নিগ্ধ পরশনে
কাঁপিছে অনঙ্গ-বাণে অবশ হইয়া।
আকর্ণ টানিয়া তবে কটাক্ষের বাণ
এক সঙ্গে শত ধনী করলো সন্ধান।
( শ্রীনবীনচন্দ্র সেন—পলাশীর যুদ্ধ )

এখানে নায়ক নায়িকার হৃদয়ে রতি উৎপন্ন হওয়ায় শরীরে কম্প এবং কটাক্ষপাত প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাবগুলি প্রকাশিত হইতেছে ; অতএব এস্থলে ঐ সমুদয় আদিরসের অনুভাব।

ওই পুনঃ সুমধুর কোমল নিস্বনে,
কমল দলের মধ্যে ভ্রমরী গুঞ্জরে।
এই বোধ হয় নব প্রণয় সঞ্চারে
হইল বামার আহা। সজ্জ বদন ;
এই হাসিরাশি দেখ অধর ভাণ্ডারে,—
প্রণয় কুসুম হলো বিকচ এখন।
( শ্রীনবীনচন্দ্র সেন—পলাশীর যুদ্ধ )

এখানে নায়িকার অন্তঃকরণে রতি উৎপন্ন হইতে হইতে পরক্ষণে হাস্যের সঞ্চার হইল ; সুতরাং এস্থলে নায়িকার হাস্যই আদিরসের সঞ্চারীভাব হইয়াছে।

২য় বীররস। বীররসের স্থায়ীভাব উৎসাহ, প্রতিদ্বন্দ্বী আলম্বন বিভাব ও প্রতিপক্ষের চেষ্টা উদ্দীপন বিভাব। সহায় অন্বেষণ প্রভৃতি অনুভাব এবং ধৈর্য্য, গর্ব্ব, বিতর্ক স্মৃতি, রোমাঞ্চ প্রভৃতি সঞ্চারীভাব। বীররস দয়া, ধর্ম্ম দান ও যুদ্ধ ভেদে তিন প্রকার। এই রস উৎকৃষ্ট পুরুষে বর্ণনীয় যথা ;—

রুদ্রপীড় ক্রোধে কহে,
বাসবনন্দনে কহে,
তুই কি জানিবি বল সমরের প্রথা ?
বীরের উচিত ধর্ম্ম
বীরের উচিত কর্ম্ম,
বৃত্রের নন্দনে কভু না হবে অন্যথা।

সংগ্রামে জিনেছি স্বর্গ,
সমুখ সমরবর্গ,
এখন সে অতি তুচ্ছ অমরের বাস ;
ইন্দ্রাণী বনিতা যেই,
আমার বনিতা সেই,
উচিত নহে সে ছাড়ে পতিব্রতা-পাশ ॥

কি যুদ্ধ আমার বিধি,
যুদ্ধ কি তাহারি আদি,
জানে সে জনক মোর বাসব ত্রিদিব ;
জানে সে অমরগণ,
অসুরের কিবা রণ,
নাহিক নাজানে পাড়ে হা [illegible]
( দীনেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—[illegible] )

এখানে নায়ক রণজয়ীদের বাক্যে অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব বীররস।

অথবা যুবাই-মাত্র, তুরঙ্গ কাঞ্চনে
করে যদি দরশন,
যদি শুভ লতাবন,
তীরবেগে ধায় যথা মৃগ আকর্ষণে।
তেমতি নবাব সৈন্য ধায় অনুপম,
আম্রবন লক্ষ্য করি
আম্রবনে অস্ত করি
ছুটিল সকলে যেন কালান্তক যম।
অকস্মাৎ প্রলয়ের শতেক কামান,
করিল অনল বৃষ্টি,
ভীষণ সংহার দৃষ্টি,
কত শ্বেত যোদ্ধা তাহে হ'ল ভিন্ন খান ;
অস্ত্রাঘাতে মুহূর্ত্তেকে শার্দ্দূল বিক্রম
ব্রিটিশ নির্ভয় মন,
করি রশ্মি আকর্ষণ
আসিল তুরঙ্গবরে মক্ষিতে সেনা ;
সুমুখে সমুখে রণি সমরে অটল,
বজ্রে অগ্নি তীক্ষ্ণধার,
ব্রিটিশের পুনর্ব্বার,
নির্ব্বাপিতপ্রায় বীর্য্য উঠিল জ্বলিয়া।
( শ্রীনবীনচন্দ্র সেন—পলাশীর যুদ্ধ )

এখানে বিপুল নবাব-সৈন্য আক্রমণ বিভাব এবং কামান-দ্বারা অগ্নিবৃষ্টি উদ্দীপন বিভাব ও ক্লাইবের উৎসাহবাক্য এবং অগ্রসর হওয়া প্রভৃতি অনুভাব।

কিসে যাব ? কোথা যাব ? স্বদেশ আমার
বৎসরের পথ বল যাইব কেমনে ?
ওই ভাগীরথী নদী না বহিতে পারি,
আক্রমিবে কালসম দুষ্ট যবনে ;
তখন এ নিজ হস্তে বধিবে জীবনে,
অথবা করিবে বন্দী [illegible]
বাঁধি যদি দীনভাবে পাঠা[illegible]
জীবন্ত নির্দ্দয় নাহি ছাড়িবে কা[illegible]
কি কাজ পলায়ে তবে দুর্গালেয় [illegible]
যুঝিব ওইব রণে অনন্ত শয়ায়
( নবীনচন্দ্র সেন—পলাশীর যুদ্ধ )

এখানে নায়ক ক্লাইবের ধৈর্য্য, বিতর্ক প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব।

৩য়। করুণ রস। প্রিয় ব্যক্তি বিনাশ ও অনিষ্ট সংঘটন হেতু করুণরসের উৎপত্তি। শোক এই রসের স্থায়ী ভাব। শোচ্য আলম্বন বিভাব। শোচ্যব্যক্তির [illegible] দীপন বিভাব। দৈবনিন্দা, ভূপতন, ক্রন্দন প্রভৃতি অনুভাব। বৈবর্ণ্য, [illegible] স্মৃতি, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ, চিন্তা প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। যথা :—

উত্তরি সাগরভীরে, রচিলা সত্বরে
যথাবিধি চিতা রক্ষঃ বহিল বাহকে
সুগন্ধ চন্দন কাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে।
মন্দাকিনী পুতজলে ধুইয়া যতনে
শবে সুকৌষিক বস্ত্র পরাই, থুইল
সাহ স্থানে বক্ষোদল ; পড়িলা গম্ভীরে
মন্ত্র রক্ষঃ-পুরোহিত। অবগাহি দেহ
মহাতীর্থে সাধ্বী সতী প্রমীলা সুন্দরী
খুলি রত্ন আভরণ, বিতরিলা সবে।
প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাষিণী;
সম্ভাষি মধুর ভাবে দৈত্যবালাদলে,
কহিলা ;—লো সহচরি, এত দিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলা-স্থলে
আমার। বিদায় মোরে যাও দৈত্যদেশে!
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
বাসন্তি! মায়েরে মোর হায়রে বহিল
সহসা নয়নজল। নীরবিলা সতী ;
কাঁদিল দানববালা হাহাকার রবে।

( মাইকেল মধুসূদন দত্ত—মেঘনাদবধ )

এস্থলে প্রমীলার প্রিয়পতি মেঘনাদের বিনাশে করুণরসের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রমীলার শোক করুণ রসের স্থায়ী ভাব। মৃত মেঘনাদ আলম্বন বিভাব এবং তাঁহার দাহাদি অবস্থা উদ্দীপন বিভাব। প্রমীলার মরণের সঙ্কল্প, বিষাদ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব।

৪র্থ। হাস্যরস। বিকৃত আকার, বিকৃত বেশ এবং বিকৃত চেষ্টা জন্য হাস্যরসের উৎপত্তি হয়। ইহার স্থায়ী-ভাব হাস্য। বিকৃত আকার, বিকৃত বেশ এবং বিকৃত চেষ্টা দেখিয়া লোকে যে হাস্য করে, উহাই আলম্বন বিভাব। আর তাহাদের কার্য্য উদ্দীপন বিভাব। চক্ষুঃসঙ্কোচ, দন্ত-বিকাশ প্রভৃতি অনুভাব। নিদ্রা, আলস্য, অবহিত্থা (ভাকামী) প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। যথা ;—

তখন হোল মহাতর্ক
গীণ্ডতেরা পক্ক,
দিলেন নানান্ মত সবে নানান্ শাস্ত্র দেখে,
আওড়ালেন বহু শ্লোক বেদ পুরাণ থেকে ;
বিদ্যারত্ন খুঁজিলেন ব্যাস ; তর্করত্ন তিনি
খুঁজেন বোপদেব ; খুঁজেন গোস্বামী পাণিনি ;
শিরোমণি অলঙ্কার : আর ন্যায়রত্ন
খুঁজেন ন্যায়শাস্ত্র খানি কসে অতি যত্ন ;
স্মৃতিরত্ন খোঁজেন পুরাণ ; শ্রুতি বৃহস্পতি,
জ্যোতিষশাস্ত্র খুঁজেন ব্রজনাথ সরস্বতী ;
—লাগিলেন ক্রমেই সে সভায় এভি সভা,
প্রকাশ করিতে স্বীয় স্বীয় যা মতব্য।
সে যজ্ঞে সে কর্ম্মে
সে তর্কে সে ধর্ম্মে
পণ্ডিতেরা মৎস্যবৎ হয়ে গেলেন ঘর্ম্মে
ক্রমেই সে তর্ক হয়ে উঠলো চরম,
সেই সভার মেজাজ্ হলো গরম।
ক্রমেই সবাই পরস্পরের অজ্ঞতা সম্বন্ধে
কল্পেন ব্যক্ত তথা,
বহু উদার কথা ;
ক্রমে সবার টিকি ঘোর আন্দোলিত স্কন্ধে ;
... ... ...
পরিধেয় পশ্চাতের বা সম্মুখের অংশ,
( কাছাবোঁচা ) অনেকেরই হইল ত ভ্রংশ ;
পরস্পরের কেশে,
ঘোরে অবশেষে,
করে দিলেন পরস্পরের চুলেরও নির্ব্বংশ ;
(—যদিও তাঁহাদের কেশ কাররাজি-ছিন্ন,
ছিলনা বড় বেশী কিন্তু এক এক টিকি ভিন্ন,
তবু সে প্রসঙ্গ
ভয়ে গেল ভঙ্গ,
বেড়ে গেল অনেকেরই টাকের চাকচিক্য,
মস্তকে বাড়িল আরো চুলের দুর্ভিক্ষ।)

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়—ভাটপাড়ার সভা।

এখানে পণ্ডিতগণের বিকৃত আকার, বিকৃত বেশ ও বিকৃত চেষ্টায় হাস্যরসের [illegible] হইয়াছে। দর্শকগণ আলম্বন বিভাব। টিকিসঞ্চালন, পরিধেয় বস্ত্রাদির [illegible] ভাগের ভ্রংশ প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব। দন্তবিকাশ, চক্ষুঃসঙ্কোচ প্রভৃতি [illegible]

৫ম। রৌদ্ররস। রৌদ্ররসের স্থায়ী ভাব ক্রোধ। শত্রু গালপ্রদান [illegible] উদ্যোগ, যুদ্ধপ্রস্তুতি প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব। ভ্রূভঙ্গ, ওষ্ঠনির্দংশন, বাহু [illegible] প্রভৃতি অনুভাব। মোহ, অমর্ষ আদি ব্যভিচারী ভাব।

ভাতি [illegible] অগ্নি মহাতেজাঃ — [illegible]
[illegible] ; ঝলসিলা [illegible]
নয়ন। হায়, [illegible] অস্তিমের বেলা — অন্যায় সমরে পাপী, [illegible]
[illegible] খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে — রাক্ষস-কুলভরসা [illegible]
শোণিতাক্ত। ধর ধনি আনিল সত্বরে ; — কহিলা লক্ষ্মণপ্রতি ;—যাও ত্বরা করি,
[illegible] ভৈরব আরবে — সুমিত্রানন্দন আমি, না ডরি শমনে।
সহসা [illegible] তিমিরে পাতালে, — কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু [illegible]
রক্তোৎপলের [illegible] প্রমাদ গণিয়া — পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে।
( মাইকেল মধুসূদন [illegible]—মেঘনাদবধ )

এখানে লক্ষ্মণ আলম্বন বিভাব। তাঁহার অসি নিষ্কোষিত করা, উদ্যত [illegible] মেঘনাদের তর্জ্জন গর্জ্জন অনুভাব ; আর তাঁহার রণক্ষেত্রে পতন, পরুষ বাক্য প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব।

৬ষ্ঠ। অদ্ভুতরস। অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু দর্শনে অথবা অশ্রুতপূর্ব্ব বাক্যশ্রবণে [illegible] হয়। এই রসের স্থায়ী ভাব। অলৌকসামান্য বস্তু আলম্বন বিভাব এবং [illegible] গুণাদির মহিমা উদ্দীপন বিভাব। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, গদ্‌গদ স্বরে কথন, সম্ভ্রম, নেত্রবিকাশ প্রভৃতি কার্য্য অনুভাব। বিতর্ক আদি ব্যভিচারী ভাব। যথা ;—

আসিছে অনল ব্রহ্মাণ্ড উজলি, — আকাশের গ্রহ নক্ষত্রমণ্ডলী,
( দেখহে [illegible] পণ্ডিতমণ্ডলী ) — অনলে পুড়িয়া পড়িবে ধরায় ;
[illegible] — অখিল ব্রহ্মাণ্ড হবে [illegible]
[illegible] — সমুদ্র, নদনদী, প্রাণী [illegible] —
[illegible] শনৈশ্চর, — এমন [illegible] হবে বিনাশ।
[illegible] ( শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—[illegible] )

সূর্য্যমণ্ডল হইতে এক অদ্ভুত বিদ্যুদাকৃতি জ্যোতি নির্গত হইয়া পৃথিবীর দিকে আসিতেছে, এই অশ্রুতপূর্ব্ব সংবাদ শ্রবণে অদ্ভুতরসের প্রকাশ হইয়াছে। সেই [illegible] সামান্য জ্যোতির রোহই আলম্বন বিভাব এবং তাহার [illegible] গুণের মহিমাই এখানে উদ্দীপন বিভাব। [illegible] বিস্ময়বশে ভ্রূ সম্ভ্রম, কথন প্রভৃতি অনুভাব, আর উহা [illegible] আদি ব্যভিচারী ভাব।

৭ম। ভয়ানক রস।—ভয়ানক রসের স্থায়ী ভাব ভয়। স্ত্রীলোক অথবা নীচপ্রকৃতি পুরুষে এই রস বর্ণনীয়। যাহা হইতে ভয়ের উৎপত্তি হয়, উহাই আলম্বন বিভাব। ঘোরতর চেষ্টা উদ্দীপন বিভাব। বিবর্ণতা, গদ্গদস্বরে কথন, মূর্চ্ছা, রোমাঞ্চ, কম্প, চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ, ঘর্ম্ম, আবেগ, সম্মোহ, সন্ত্রাস, গ্লানি, দীনতা, শঙ্কা, সম্ভ্রম, মৃত্যু প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। যথা;—

ভূমে রাখি সীতারে সে উঠিল আকাশে। ভয়েতে কান্দেন সীতা করিয়া ব্যগ্রতা।
সম্বরণ বস্ত্র সীতা পলাবার আশে। অন্তরীক্ষে হাহাকার করেন দেবতা।
পলাইতে চান সীতা নাহি পান পথ। (কৃত্তিবাস—রামায়ণ)
চতুর্দ্দিকে মহাবল বেষ্টিত পর্ব্বত।

এখানে ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া সীতার মনে ভয়ের উদ্রেক হওয়াতে ভয়ানক রস হইয়াছে। সীতার ভয় ইহার স্থায়ী ভাব। রাবণের ঘোরতর চেষ্টা উদ্দীপন বিভাব। সীতার পলায়নের চেষ্টা, সন্ত্রাস, সম্ভ্রম প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব।

৮ম। বীভৎস রস।—বীভৎস রসের স্থায়ী ভাব ঘৃণা। দুর্গন্ধ মাংস মেদ প্রভৃতি আলম্বন বিভাব। ঐ সকল বস্তুতে কৃমিপাতাদি উদ্দীপন বিভাব। নিষ্ঠীবন ত্যাগ প্রভৃতি অনুভাব। মোহ, আবেগ, ব্যাধি, মরণ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব।

অজীর্ণ ভোজনদ্রব্য উগারি দুর্ম্মতি ... ... ... ...
পুনঃ পুনঃ দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে তার পাশে বসি যক্ষা শোণিত উগারে,
সুধারা। ... ... ... কাশি কাশি দিবানিশি হাঁপায় হাঁপানি—
... ... ... ... মহাপীড়া। বিসূচিকা, শতজ্যোতিঃ আঁখি;
তার পাশে দুষ্ট কৃমি বিগলিত দেহ মুখ মলদ্বারে বহে লোহের লহরী।
শব যথা, তবু পাপী রত গো সুরতে— (মাইকেল মধুসূদন দত্ত—মেঘনাদ বধ)

এখানে অজীর্ণ ভোজনদ্রব্যাদির বর্ণনায় বীভৎস রস হইয়াছে। উদ্গার, বিগলিত দেহ, শোণিত প্রবাহ প্রভৃতি আলম্বন বিভাব। উদ্গার করিয়া পুনর্বার ভক্ষণ প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব।

৯ম। শান্তরস। শান্তরসের স্থায়ী ভাব শম। ইহা উত্তমপ্রকৃতি ব্যক্তিতে বর্ণনীয়। অনিত্যতাহেতুক সংসারে অসারতাজ্ঞান এবং পরমাত্মস্বরূপ ইহার আলম্বন বিভাব। পুণ্যাশ্রম, তীর্থক্ষেত্র, রম্যকানন, মহাপুরুষের সঙ্গ প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব। রোমাঞ্চ আদি কার্য্য অনুভাব। বৈরাগ্য, হর্ষ, স্মরণ, সুমতি, জীবে দয়া প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। যথা,—

দেখ হে ভাবিয়া পাবে ভবপরিচয়, সন্তোষদায়িনী তব রমণী কোথায়?
অসার সংসার মাঝে কেউ কারু নয়; নয়নে নয়নে সদা রাখিতে যাহায়।
কোথায় তোমার এবে সেই পুত্রবর? দেখিলে জানিলে এবে সে জনার গুণ,
অন্তর হইতে যে না হইত অন্তর। বিমুখে ও মুখে জ্বেলে দিয়াছে আগুন।

...তে যে মিত্রগণ থাকিত তোমার, সেই মিত্র আসিতেছে ফিরে
পঙ্কের পুষ্প-বন যেমনে অনিবার। ...ভরা ...ভাব ...
আর কি ভাবিবে তারা তোমায় মনেতে? (ঐকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—...শেক)
কবিন হবেছ ছাড়া তাদের সনেতে?

এখানে শান্তরস হইয়াছে। শম উহার স্থায়ী ভাব। অনিত্যতাহেতু সংসারের নশ্বরতা ... বিভাব। শব-দর্শন উদ্দীপন বিভাব। রোমাঞ্চ আদি অনুভাব ... স্মৃতি, সুমতি প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব হইয়াছে।

কাব্যপ্রকাশে যে নয়টি রসের বিষয় উক্ত ... উহা ব্যতীত সাহিত্যদর্পণ ... বৎসল নামক আর একটি অতিরিক্ত রস স্বীকার করিয়াছেন।

১০ম। বৎসল রস।—সন্তানাদির প্রতি পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের যে ভালবাসা ... তাহাকেই বৎসল রস বলে। স্নেহ ইহার স্থায়ী ভাব। পুত্রাদি ... উদ্দীপন বিভাব, বিনয়, শৌর্য্য প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব, আলিঙ্গন, অঙ্গ-স্পর্শ, মস্তকাঘ্রাণ, ... প্রভৃতি অনুভাব এবং ঐ সকলাদির অনিষ্টাশঙ্কা, হর্ষ, ... ব্যভিচারী ভাব। যথা;—

মণিনী, কে তোমার বোলে মাধবে বাকুল করি, যে মানিত তবে
ম, আমার কথা শুনে মানিনী কেন যে সেই মুখ মুখ দেখে কথা কবে
তবে আয় জয়া, যে দিন আসিবে শ্যাম দুই দিন পড়ে থাকি তোর মুখ চেয়ে।
বাছা ধীরে ধীরে শিশু, ক্রন্দনকলোলে (শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—মানিনী)

এখানে ব্রজমহিষী রাজকন্যা মানিনী ... তাহার শ্যাম কন্যার প্রতি ... এখানে বৎসল রসের স্থায়ী ভাব। কন্যা মানিনী আলম্বন বিভাব এবং ... আস্থা ও জ্ঞানবৃদ্ধসংযোগের কথা উদ্দীপন বিভাব, বাষ্পবারিত্যাগ প্রভৃতি অনুভাব।

উপবিভাগে রসের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইল, উহা ব্যতীত ভাব, রসাভাস, ... ভাবশান্তি, ভাবোদয়, ভাবসন্ধি, ভাবশবলতা প্রভৃতিও অন্তঃকরণে রসের উদ্রেক ... ইহারাও রস নামে অভিহিত।

## ভাব।

যে কালে সঞ্চারী ভাব স্থায়ী ভাব অপেক্ষা প্রধানরূপে বর্ণিত হয়, কিংবা যেখানে ... জন, বাচ্য প্রভৃতির প্রতি যেখানে নাতিশয় অনুরাগ প্রকাশিত হয়, অথবা যেখানে ... প্রকাশে উদ্যোগ হয়, বিভাবাদি সুস্পষ্ট লক্ষিত হয় না, এরূপ স্থলকে ভাব বলে।

কোলাহল না করো গো, হৃদয় কেবল বসন্তের রূপে স্বরে হইল মগন।
... ... ... ...
আমরা যে সখী, তোরি সখীত তরু গো নবীনের আজি বন্দনা করি,
ঘুমিয়া পড়িব, তবু ঘুমিতেছে অঙ্গ শিরস্ত্রাণ পড়ে ভূমে দিয়া গড় গড়ি।
(শ্রীনবীনচন্দ্র সেন—...শ্রীকৃ

এ স্থলে নবাব আমোদে প্রমত্ত ছিলেন; হঠাৎ কামানের শব্দে তাঁহার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল; অতএব এখানে আদিরসের স্থায়ী ভাব রতির মধ্যে উহার বিরোধী ভয়ানক রস তদপেক্ষা প্রধানরূপে বর্ণিত হওয়ায় ভাব হইয়াছে।

ডাক মাগো উচ্চৈঃস্বরে ডাক রে আনন্দভরে জড় প্রায় দেহ মন যা হইতে প্রকটন
নারদ ভুলে না যেন সে তত্ত্ব এ জীবনে। অনুক্ষণ সেই রূপ হৃদি মাঝে জাগি রে।
সকলের মূলাধার সকল মঙ্গল সার, পাই যেন পুনরায় পুরিতে সে বাঞ্ছা পায়
নারদের চিত্ত যেন থাকে সেই চরণে। জগৎ মধুর করি তারা নাম তারা রে।

(শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—দশমহাবিদ্যা)

এখানে দেবতা বিষয়ে নারদের অনুরাগ (রতি) প্রকটিত হইয়াছে অতএব ইহাও ভাবের অন্যতম উদাহরণ।

শ্রীরামের পাদুকা ভরত শিরে ধরে। পাদুকায় অভিষেক করিয়া যথায়।
ভাবে পুলকিত অতি প্রফুল্ল অন্তরে॥ চলিলেন ভরত শ্রীরামের আজ্ঞায়॥

কৃত্তিবাস—রামায়ণ।

এখানে ভরতের গুরুজন জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং ইহাও ভাবশব্দবাচ্য।

শ্রীরাম ভূপতি হন গিয়া অযোধ্যায়। ... ... ... ...
বাসনা করিয়া মনে চলিল তথায়॥ ... ... ... ...
চল সবে দেখি গিয়া রামের চরণ। বহু পুণ্যে পাই প্রভু তোমা হেন রাজা।
যুড়াইব নয়ন-যুগল হবে মন। জন্মে জন্মে রঘুনাথ করি তব পূজা॥
মাতঙ্গ ছত্রিশ-কোটি আইল-কন্যাল। (কৃত্তিবাস—রামায়ণ)
বানর ছত্রিশ কোটি বিক্রমে বিশাল॥

এই স্থলে রাজা রামের প্রতি জনসাধারণের অতিশয় রতি (অনুরাগ) বর্ণিত হওয়ায় ভাব হইয়াছে।

এক ভুজবল্লী শোভে পতিকণ্ঠতলে, থেকে-থেকে তিতি বালা নয়নের জলে,
অন্য করে মুছে নাথ-বদন-মণ্ডল; প্রেমভরে পতিমুখ চুম্বিছে কেবল।

(শ্রীনবীনচন্দ্র সেন—পলাশীর যুদ্ধ)

এখানে বিভাবাদি কিছু সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে না, কেবল স্থায়ী ভাবেরই কার্য্য প্রকটিত হইতেছে অতএব ইহাও ভাব

## রসাভাস ও ভাবাভাস।

অনুচিত বিষয়ে রসের বর্ণনা করিলে রসাভাস হয় এবং ভাবের বর্ণনা করিলে ভাবাভাস হয়। অনুচিত বিষয় যথা;—

(১) উপনায়কে, গুরুপত্নীতে, বহুনায়কে এবং প্রতিনায়কে রতির বর্ণনা।

(২) অধম পাত্র তির্য্যক্‌জাতি প্রভৃতিতে আদিরসের বর্ণনা।

(৩) গুরুজনকে লক্ষ্য করিয়া রৌদ্ররসের বর্ণনা।

(৪) হীন ব্যক্তিতে শান্তরসের বর্ণনা।

(৫) ভৃত্য প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া হাস্যরসের বর্ণনা।

(৬) ব্রহ্মবধ-ও নিরপরাধ ব্যক্তির বধে উৎসাহ।

(৭) অধম পাত্রে বীররসের বর্ণনা।

(৮) নীচ ব্যক্তিতে বীররসের বর্ণনা।

## ভাবশান্তি।

যেখানে পূর্ব্বোদিত ভাবের নিবৃত্তি হয় তাহাকে ভাবশান্তি বলে।

## ভাবোদয়।

যে স্থলে এক ভাবের পর অন্য ভাবের উদয় হয় উহাকে ভাবোদয় বলে।

## ভাবসন্ধি।

যেখানে দুই ভাবের পরস্পর মিলন হয় তাহাকে ভাবসন্ধি বলে।

## ভাবশবলতা।

বহু ভাবের একত্র মিলনকে ভাবশবলতা বলা যায়।

রসের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইল এখন কাব্যের রীতি বর্ণিত হইতেছে।

## রীতি।

বাক্যে পদনিচয়ের সংস্থানপ্রণালীই রীতি নামে অভিহিত। ইহা অলঙ্কার-শাস্ত্রের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। যে সময়ে দণ্ডী কাব্যাদর্শ নামক প্রসিদ্ধ অলঙ্কার-গ্রন্থ রচনা করেন, তখন কাব্য রচনার দুইটি রীতিই প্রধানরূপে প্রচলিত ছিল। যথা;—বৈদর্ভী ও গৌড়ী। * কিন্তু বামন পাঞ্চালী নামক আর একটী রীতি স্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার মতে রীতি তিনটি। ভোজরাজ তাঁহার সরস্বতীকণ্ঠাভরণে আবন্তী, লাটী, মাগধী নামে আরও অতিরিক্ত তিনটি রীতির বর্ণন করিয়াছেন অতএব তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে রীতির সংখ্যা ছয়। † কাব্যপ্রকাশকার মম্মটভট্ট রীতিবিষয়ে বামনের মত অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে রীতি চারি

---

* অস্ত্যনেকো গিরাং মার্গঃ সুস্পষ্টভেদঃ পরস্পরম্।
তত্র বৈদর্ভগৌড়ীয়ৌ বর্ণ্যেতে প্রস্ফুটান্তরৌ॥
(দণ্ডী—কাব্যাদর্শ)

তত্রাসমানা নিঃশেষশ্লেষাদিগুণগুম্ফিতা।
বিপঞ্চীবল্লকীভাগা বৈদর্ভী রীতিরিষ্যতে॥
(ভোজরাজ—সরস্বতীকণ্ঠাভরণ)

† বিদর্ভ বর্ত্তমান নাগপুরপ্রদেশ।

প্রকার যথা ;—বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী ও লাটিকা। আমরা এস্থলে সরস্বতীকণ্ঠাভরণের মত অনুসরণ করিয়া যথাক্রমে ছয় প্রকার রীতিরই উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি।

## ১। বৈদর্ভী রীতি।

যে রচনায় সমাসবিহীন, শ্লেষগ্রথিত, মাধুর্য্যগুণবিশিষ্ট পদের প্রয়োগ থাকে তাহার নাম বৈদর্ভী রীতি। বোধ হয় বিদর্ভ প্রদেশে এইরূপ লেখন-ভঙ্গী সমধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল, সুতরাং ইহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছিল। (১)

## ২। পাঞ্চালী রীতি।

যে রচনায় সমাসযুক্ত এবং ওজঃ ও কান্তিগুণ বিবর্জ্জিত মধুর সুকোমল পদের প্রয়োগ থাকে, উহাই পাঞ্চালী রীতি নামে অভিহিত (২)। পঞ্চাল দেশে (৩) এইরূপ রচনা-পদ্ধতি সমধিক পরিমাণে প্রচলিত থাকায় উহা পাঞ্চালী রীতি নামে বিশ্রুত হইয়াছে।

## ৩। গৌড়ী রীতি।

যে রচনায় অধিক পরিমাণে সমাসযুক্ত ওজঃ ও কান্তিগুণযুক্ত পদের প্রয়োগ থাকে তাহাই গৌড়ী রীতি নামে অভিহিত (৪)। গৌড়দেশে (৫) এই প্রকার রচনা প্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল তজ্জন্য ইহা গৌড়ী রীতি নামে অভিহিত।

## ৪। আবন্তী রীতি।

পাঞ্চালী ও বৈদর্ভী রীতির মিশ্রণকে আবন্তী রীতি বলা যায়। এই রীতিতে যে সকল গদ্য পদ্য লিখিত হয় উহাতে দুই কিংবা তিন পদে সমাসযুক্ত পদের ব্যবহার থাকে (৬)। অবন্তী প্রদেশে (৭) এইরূপ রচনা-ভঙ্গী প্রচলিত ছিল বলিয়া এইরূপ রচনা-পদ্ধতি আবন্তী রীতি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

---

(১) যে কবির জন্মভূমি যে দেশে, তিনি যে সেই রীতিরই অনুসরণ করিয়া কাব্য লিখিতেন তাহা নহে। এক দেশের কবি স্বেচ্ছাক্রমে অন্য দেশের রীতিরও অনুসরণ করিতেন। মহাকবি কালিদাসের লীলাক্ষেত্র অবন্তী; কিন্তু তিনি বিদর্ভ দেশের রীতি অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন।

(২) সমস্তপঞ্চবর্ণাদ্যৌজঃকান্তিবিবর্জ্জিতাম্।
মধুরাং সুকুমারাঞ্চ পাঞ্চালীং কবয়ো বিদুঃ।
(সরস্বতীকণ্ঠাভরণ)

(৩) পঞ্চালদেশ—বর্ত্তমান কান্যকুব্জ।

(৪) সমস্তাভ্যুড্ঢপদাদ্যৌজঃকান্তিগুণান্বিতাম্।
গৌড়ীয়েতি বিজানন্তি রীতিং রীতিবিচক্ষণাঃ॥
(সরস্বতীকণ্ঠাভরণ)

(৫) গৌড়দেশ—বঙ্গদেশ। মতান্তরে অযোধ্যা কান্যকুব্জ প্রভৃতি প্রদেশকে বুঝায়।

(৬) অন্তরালে তু পাঞ্চালীবৈদর্ভ্যোর্বাবতিষ্ঠতে।
সাবন্তিকা সমস্তৈঃ স্যাদ্দ্বিত্রৈশ্চিতুরৈঃ পদৈঃ॥
(সরস্বতীকণ্ঠাভরণ)

(৭) অবন্তীপ্রদেশ—মালব অর্থাৎ মধ্যভারতবর্ষ; উহার রাজধানী উজ্জয়িনী।

### ৫। লাটী রীতি।

পূর্ব্বোক্ত সমুদয় রীতি যাহাতে আংশিকরূপে বিরাজমান, তাহাকে লাটী রীতি বলা যায় *। পূর্ব্বকালে লাটদেশে † এইরূপ রীতিতে লেখা হইত বলিয়া ইহা লাটী রীতি নামে কথিত হইয়া থাকে।

### ৬। মাগধী রীতি।

যে স্থলে পূর্ব্বোক্ত রীতি সকল ব্যতীত কোন নূতনতর রীতি অবলম্বিত হয়, তাহাকে মাগধী রীতি বলে। পূর্ব্বে মগধ প্রদেশে ঐরূপ রচনাভঙ্গী প্রচলিত ছিল, সুতরাং উহা মাগধী রীতি নামে অভিহিত হইয়াছে।

প্রকৃত ভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যায়, বর্ত্তমান সময়ে কোন বঙ্গীয় লেখকই কোন নির্দ্দিষ্ট রীতির অনুসরণ করেন না, তাঁহাদের রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে গদ্য রচনায় ধারা-বাহিক লেখনী পরিচালনা করিয়া থাকেন। সংস্কৃত কবিদের সময়ে ঐরূপ প্রথা প্রায় ছিল না; তাঁহারা প্রথম হইতেই আপন রুচিসঙ্গত একটী পন্থা নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া চিরকাল অভ্যস্ত পদবীর অনুসরণে প্রবৃত্ত থাকিতেন। তজ্জন্য সাম্বা কালিদাস, বাণভট্ট, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণের স্বস্ব বিশেষত্বযুক্ত নানা বৈচিত্র্যময় পদ্য গদ্যে অসাধারণ সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারি।

## কাব্যের দোষ।

যাহারা কাব্যের অপকৃষ্টতা সম্পাদন করে, তাহারা দোষ নামে অভিহিত ‡। কাব্যের প্রাচীন দণ্ডীর মতে কাব্যের দোষ দশটী §; তন্মধ্যে সর্ব্বশেষ দোষটি দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত। সরস্বতীকণ্ঠাভরণ গ্রন্থকর্ত্তা ভোজরাজ প্রথমেই কাব্যের দোষের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। তিনি পদগত বাক্যগত এবং বাক্যার্থগত ষোড়শ ¶ প্রকার দোষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সাহিত্যদর্পণকারের মতে দোষের সংখ্যা অশীতি প্রকারেরও অধিক। লেখোক্ত আলঙ্কারিক কালিদাস হইতে তাহার সমসাময়িক কবিগণ পর্য্যন্ত সকলেরই দোষের উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঐ সকল দোষবর্জ্জিত কাব্য যে সর্ব্বোত্তম তদ্বিষয়ে সংশয় নাই; তবে কবিরা কাব্য নির্ম্মাণকালে এত ভাবে অন্ধভাবে বিভোর হইয়া পড়েন যে, সকলের পক্ষে ঐ সকল দোষের সংস্পর্শ হইতে বিমুক্ত থাকা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। সংস্কৃতভাষার আদর্শ ও উপকরণ

---

* সমস্তরীতিবাপিশ্রা লাটী যা রীতিরিষ্যতে। (সরস্বতীকণ্ঠাভরণ)

† লাটদেশ—গুর্জ্জর বা গুজরাট প্রদেশ।

‡ দোষাস্তদ্ভাগকর্ষকাঃ। (সাহিত্য-দর্পণ)

§ ইতি দোষা দশৈবৈতে বমাঃ কাব্যেষু সুবিদ্ভিঃ। (কাব্যাদর্শ—৩য় পরিচ্ছেদ)

¶ দোষাঃ পদস্য বাক্যস্য বাক্যার্থস্য চ ষাড়শ।
হেয়াঃ কাব্যে কবীন্দ্রৈর্যে তানেবাদৌ প্রচক্ষ্মহে। (সরস্বতীকণ্ঠাভরণ)

লইয়া বঙ্গভাষা নির্ম্মিত হইয়াছে; অতএব আমরা সংস্কৃতভাষার দোষ গুণ রীতি অলঙ্কার প্রভৃতি সমুদয়ই বঙ্গভাষায় প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে যে সকল দোষের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে অনেকগুলি দোষ বঙ্গভাষায় থাকা একান্ত গর্হিত। কতক গুলি থাকিলেও তত অধিক হানি হয় না।

যে সকল দোষ থাকিলে বঙ্গভাষার কাব্যগুলিও নিতান্ত হেয় ও অপ্রীতিকর হয়, আমরা প্রধানতঃ সেই সকল দোষের মধ্যে কয়েকটি দোষের উল্লেখ করিতেছি।

১। দুঃশ্রবত্ব। কঠোর বর্ণের প্রয়োগ নিবন্ধন যাহা শুনিতে অতিশয় ক্লেশ বোধ হয়, উহাকে দুঃশ্রবত্ব দোষ বলে। চলিত বাঙ্গালাভাষায় উহার নাম শ্রুতিকটুতা দোষ। যথা;—

(ক) সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর আভরণে। (গ) বাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে।
(খ) বিরূপাক্ষ মহারঙ্গঃ প্রক্ষ্ণেড়নবারী। (ঘ) লক্ষ যক্ষঃ শিল্পী আশু নির্ম্মিল মিলিয়া।

উদ্ধৃত স্থল সমূহে কঠোর বর্ণের প্রয়োগ প্রযুক্ত দুঃশ্রবত্ব বা শ্রুতিকটুতা দোষ ঘটিয়াছে।

২। অশ্লীলতা। যে রচনা পাঠকালে লজ্জা ঘৃণা ও অমঙ্গলের জনক বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে অশ্লীলতা দোষ বলা যায়।

আমি বড় ভালবাসি উলঙ্গ রমণী, অকূলে ডুবিলি বৃথা কাঞ্চনতরণি!
... ... ... ... ক্ষুদ্র ও কমলপাত্রে, পর্ব্বত ঢাকে কি তাতে?
চুরি করে যে বসন নিল নীলমণি। বৃথা যত্ন বৃথা চেষ্টা ওরে অবোধিনি।
* * * দুকূল রাখিতে গিয়ে,

উদ্ধৃত স্থলটি লজ্জাজনক অশ্লীলতা দোষের উদাহরণ। এইরূপ ঘৃণা ও অমঙ্গল জনক অশ্লীলতা দোষের উদাহরণও বিস্তর আছে, বাহুল্য প্রযুক্ত এখানে উহা উদ্ধৃত হইল না।

৩। চ্যুতসংস্কৃতি। ব্যাকরণ-দুষ্ট পদপ্রয়োগে চ্যুতসংস্কারতা বা চ্যুতসংস্কৃতি দোষ হয়।

ক। ঐশ্বর্য্যশালিনী পুরব প্রদেশ। ঘ। পরাধীন স্বর্গবাস চেয়ে গরীয়সী
খ। আমোদে পূর্ণিত হ'ত সঙ্গীত হিল্লোল। স্বাধীন নরক বাস।
গ। অভাগিনী বঙ্গ প্রতি বলিতে না পারি। ঙ। দোষী বিধি, দোষী নন্দভাগিনী ভরত।

৪। অপ্রযুক্ততা। যে শব্দ অভিধানে পরিগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু কবিরা প্রায় ব্যবহার করেন নাই, উক্ত শব্দের প্রয়োগে অপ্রযুক্ততা দোষ হয়। যথা;—

ঈশানের ঊর্ব্বুধে নারা গেল সঙ্গ।
নাকেতে নির্জ্জরগণ করে হাহাকার॥

ঊর্ব্বুধ (আগ), নাক (স্বর্গ), নির্জ্জর (দেবতা), এই তিনটি অভিধানে আছে; কিন্তু বাঙ্গালা কবিতায় প্রায় প্রযুক্ত দেখা যায় না। অতএব এস্থলে ঐ কয়টি শব্দের প্রয়োগ-নিবন্ধন অপ্রযুক্ততা দোষ হইয়াছে।

৫। অসমর্থতা। যে শব্দে যে অর্থ বুঝায় না, সেই শব্দ সেই অর্থে প্রয়োগ করিলে অসমর্থতা দোষ হয়

আমার বাকেতে দেহ রাধার নন্দন।
বিরাট-তনয় বুঝি কর বিতরণ॥

এখানে রাধার নন্দন অর্থে কর্ণবীর, শ্রবণেন্দ্রিয় নহে; এবং বিরাটতনয় অর্থে মৎস্যরাজের পুত্র, কিন্তু কথার উত্তর নহে; অতএব এস্থলে অসমর্থতা দোষ হইয়াছে।

৬। ক্লিষ্টতা। দীর্ঘ সমাস অথবা দুরান্বয় প্রযুক্ত অর্থবোধের ব্যাঘাত ঘটলে ক্লিষ্টতা দোষ হয়।

ক্ষীরোদতনয়াপতিবাহনের ভয়ে।

ক্ষীরোদ—ক্ষীর সমুদ্র, তাহার তনয়া—লক্ষ্মী, তাঁহার পতি—বিষ্ণু, তাঁহার বাহন—গরুড়; এস্থলে দীর্ঘ সমাস প্রযুক্ত ক্লিষ্টতা দোষ হইয়াছে।

৭। নিরর্থকতা। যে পদের কোন সার্থকতা নাই, এরূপ পদের প্রয়োগে নিরর্থকতা দোষ হয়। যথা;—

সকলেই সমভাবে সদা সর্ব্বক্ষণ। আমার হৃদয়সুখ করিছে সাধন।

এখানে সদা সর্ব্বক্ষণ এই পদের একটি পদ নিরর্থক প্রযুক্ত হইয়াছে।

৮। পুনরুক্ততা। ভিন্ন ভিন্ন শব্দ দ্বারা এক বিষয়ের উপর্য্যুপরি বর্ণন করিলে পুনরুক্ততা দোষ হয়। যথা;—

সে শোভা তাহারি, রূপের মাধুরী, বচন চাতুরী, হেরিয়া উথলে ভাব।

এস্থলে এক শোভার বিষয় উল্লেখ করিয়া পুনরায় রূপের মাধুরী এই শব্দটি প্রয়োগ করায় পুনরুক্ততা দোষ ঘটিয়াছে।

৯। নিহতার্থতা। নানার্থবিশিষ্ট শব্দের অপ্রসিদ্ধ অর্থে প্রয়োগ করিলে নিহতার্থতা দোষ হয়।

তোমার গোরব গো পাইব করতলে।

এখানে প্রথম গো শব্দের অর্থ বাক্য; দ্বিতীয় গো শব্দের অর্থ স্বর্গ। গো শব্দের এই দুইটি অর্থই বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রসিদ্ধ, সুতরাং এখানে নিহতার্থতা দোষ ঘটিয়াছে।

১০। সন্দিগ্ধতা। যে স্থলে কোন পদের অর্থ এইরূপ কি ওইরূপ বলিয়া সন্দেহ জন্মে, তাহার নাম সন্দিগ্ধতা।

কি তার মিছার কাম ধনুরাগে ভুলে। ভুরুর সমান তোরা ভুরুভঙ্গে ভুলে॥

এক অর্থ—কামদেব নিজ ধনুর প্রতি রাগ অর্থাৎ অনুরাগ বা পক্ষপাত হেতুক যে ভুলিয়া গর্ব্বিত হন, তাহা নিষ্ফল। অন্য অর্থ—ভুরু দ্বারা কামধনুর যে রাগ অর্থাৎ

নির্ম্মিত কামধনুর যে বক্রতা, তাহাতে কোন ফল নাই। এইস্থলে এতদুভয়ের—কোন্ অর্থ প্রকৃত এরূপ সন্দেহ হওয়ায় সন্দিগ্ধতা দোষ ঘটিয়াছে।

১১। খ্যাতিবিরুদ্ধতা। প্রাচীন কবিদিগের সময় হইতে কতকগুলি বিষয় খ্যাত আছে, ঐ সকল বিখ্যাত বিষয়ের বর্ণনাকে খ্যাতিবিরুদ্ধতা দোষ বলা যায়। কবি-সময় খ্যাত বিষয় যথা—আকাশ ও পাপে মালিন্য, যশঃ হাস্য এবং কীর্ত্তিতে শুভ্রতা, ক্রোধ ও রাগে রক্তবর্ণতা, নদী এবং সাগরে পদ্ম ও নীলপদ্ম প্রস্ফুটিত হওয়া; সমুদয় জলাশয়েই মরাল প্রভৃতি পক্ষি-সমূহের বিচরণ, চকোর ও চকোরীর জ্যোৎস্নাপান, বর্ষাকালে হংসগণের মানস সরোবরে প্রস্থান, যথাক্রমে যুবতীগণের পদাঘাতে ও মুখমদ্যের অভিষেকে অশোক এবং বকুল কুসুমের বিকাশ, বিরহতাপে যুবকগণের অঙ্গের হার ছুটিয়া যাওয়া, কন্দর্পের ভ্রমরপংক্তিরূপ বাণ ও পুষ্পময় ধনুর্ব্বাণ, যুবতীর কটাক্ষে যুবকগণের হৃদয় ভেদ হওয়া, দিবসে পদ্ম ও রজনীতে কুমুদ পুষ্প বিকসিত হওয়া, শুক্লপক্ষে জ্যোৎস্না, মেঘ গর্জ্জনে ময়ূরের নৃত্য, অশোকে ফল পুষ্পের অভাব, বসন্তকালে জাতীকুসুমের অনুৎপত্তি, চন্দনবৃক্ষে ফলপুষ্পের অসদ্ভাব ইত্যাদি ও অন্যান্য অনেক বিষয় সৎকবিদিগের প্রবন্ধে চিরকাল বর্ণিত হইয়া আসিতেছে।

চন্দ্রের উদয়ে নলিনী নিচয়ে বিকাশে সরসী জলে।

চন্দ্রের উদয়ে কুমুদেরই বিকাশ হইয়া থাকে; নলিনীর বিকাশ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত; অতএব এখানে খ্যাতিবিরুদ্ধতা দোষ ঘটিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ের রুচি অনুসারে খ্যাতিবিরুদ্ধতা দোষ সম্বন্ধে আমি দুই একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি।

প্রাচীন কবিগণের সময় হইতে যে সকল বিষয় খ্যাত আছে, কেহ উহার অন্যথা করিতে পরিবে না, একথা বলিলে কবিগণের নিতান্তই হস্তপদ বন্ধন করিয়া দেওয়া হয়; তাহা হইলে তাঁহাদের আর নিজ নিজ উদ্ভাবিত পদবীতে বিচরণ করিবার সামর্থ্য থাকে না। কবিতা পদার্থটিই যখন নূতন নূতন চিন্তার ফল, তখন ঐরূপ স্বেচ্ছা বিচরণীয় পথে কণ্টক নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখা উচিত নহে। আমরা এখানে একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি।

শুক্লপক্ষে জ্যোৎস্না বর্ণনাই প্রাচীন কবিদিগের সময় হইতে খ্যাত আছে; কিন্তু যদি কোন কবি অথবা ঔপন্যাসিক কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে রজনী দ্বিপ্রহরের সময় চন্দ্রোদয় কিংবা জ্যোৎস্না বর্ণন করেন তাহা হইলে তাঁহার সেই বর্ণনা কি খ্যাতিবিরুদ্ধতা দোষে নিন্দিত হইবে! এইরূপ আরও দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১২। অনৌচিত্য। দেশ, কাল পাত্র, রস, আচার, ব্যবহার প্রভৃতির বিরুদ্ধ বর্ণনাকে অনৌচিত্য দোষ বলে। যথা;—

পড়িয়াছে বীরবাহু—বীর চূড়ামণি,
চাপি রিপুচয় বলী, পড়ে ছিল যথা
হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়
ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী,
এড়িলা একাঘ্নী বাণ বধিতে কৌরবে।

এখানে বীরবাহুর পতন ত্রেতাযুগের ঘটনা, আর কর্ণ কর্ত্তৃক ঘটোৎকচ বধ দ্বাপর যুগের ব্যাপার, অতএব পরবর্ত্তী ঘটনার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার উপমা বর্ণিত হওয়ায় কাল বিরুদ্ধ অনৌচিত্য দোষ ঘটিয়াছে।

১৩। গ্রাম্যতা। অপভাষার ব্যবহার কিংবা ইতরজনোচিত ভাব বিন্যাসে গ্রাম্যতা দোষ হয়। যথা;—

কাঁদে দেখি মোহাগে পালুক ঘুটে জলে। আগু আসে মার্জ্জার যেমন মুখ মেলে।

এখানে প্রথমার্দ্ধে উত্তম ভাব প্রকাশিত হইলেও অপভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে সাধু ভাষায় ইতর জনোচিত ভাব বিন্যস্ত হইয়াছে।

আমরা যে কয়টি দোষের বিষয় উল্লেখ করিলাম ইহা ব্যতীত ছন্দোভঙ্গ, দূরান্বয় প্রভৃতি অনেক গুরুতর দোষ আছে।

## কাব্যের গুণ।

যে প্রকার শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতি আত্মার উৎকর্ষসাধক বলিয়া দেহীর গুণ বলে পরিচিত, তদ্রূপ মাধুর্য্য ওজঃ প্রভৃতি রসের উৎকর্ষ সম্পাদন করে, সুতরাং ইহারা কাব্যের গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। * গুণ প্রধানতঃ তিন প্রকার; মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদ।

১। মাধুর্য্য। যে গুণ থাকিলে কাব্য শ্রবণ মাত্র চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তাহাকে মাধুর্য্য গুণ বলে। আদিরস, করুণরস ও শান্তরসে এই গুণের আধিক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। ট ঠ ড ঢ ব্যতীত স্বীয় স্বীয় বর্গের অন্ত্য বর্ণের অন্ত্য বর্ণের সহিত অগ্রভাগে সংযুক্ত স্পর্শবর্ণ ও লঘুভাবাপন্ন অল্পপ্রাণ বর্ণ এবং সমাসবিহীন অথবা অল্পসমাসযুক্ত রচনাই এই গুণের ব্যঞ্জক। যথা,—

কালিন্দীর কাল জলে কমলের শ্রেণী। নগন জঘনে কাম মগন আপনি।
কেহ ভাসে কেহ ডুবে, যেন চন্দ্র খুব খুসে, যমুনার মত বয়ে, কে না বায় জল হয়ে,
নীল সিন্ধু ভেদি আহা উঠিছে এখনি। দেখিলে সে মোহনায় নাহি ফিরে ফিরি।
সে লাবণ্যমুক্ত রঙ্গে কে পারে সহিতে চলে, (শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস—কবিতা।)

নিশল শরৎ-শশী, নেই চারু চন্দ্রাননে
অতি নিরমল নিশি, বিষাদ আঁধার গো।
জোছনায় রূপরাশি পা দুটি ছড়ায়ে বসি,
দেখেছিনু তার গো। আঁচল পড়েছে খসি,
বিকসিত যুথীবনে, শিথিল কুসুম-রাশি
সুবাসিত সমীরণে, লুটিছে ভূতল গো।

* যে রসস্যাঙ্গিনো ধর্ম্মাঃ শৌর্য্যাদয় ইবাত্মনঃ।
উৎকর্ষহেতবস্তেঽ স্যুরচলস্থিতয়ো গুণাঃ। (কাব্যপ্রকাশ—৮ম উল্লাস।)

চাহিয়া চাঁদের দিকে — অধর উঠিছে কেঁপে,
কি দেখিছে অনিমিখে? — নয়ন সজল গো।
(শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী—অশ্রুকণা)

২। ওজঃ।—যে গুণ থাকিলে কাব্যের শ্রবণ বা পাঠমাত্র হৃদয় বিস্তৃত অর্থাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, তাহার নাম ওজোগুণ। বীর, বীভৎস এবং রৌদ্ররসে ইহার আধিক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এই গুণবিশিষ্ট রচনায় রেফ ট ঠ ড ঢ প য প্রভৃতি বর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং ইহাতে সমাস বাহুল্য থাকা ও ঘটনা ঔদ্ধত্যশালিনী হওয়া আবশ্যক। যথা;—

গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী, — যাইব তাঁহার পাশে পশিব নগরে
উচ্চৈঃস্বরে নির্ভাবনী কহিলা সম্ভাষি — বিকট কণ্টক কটি, জিনি ভুজবলে
সখীবৃন্দে; লঙ্কাপুরে, শুনলো দানবি, — রঘুশ্রেষ্ঠ।
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দীসম এবে। (মাইকেল মধুসূদন দত্ত—মেঘনাদ বধ)

কেন যে দাসীরে তুমি বিলম্বেন তথা
ভীমা লম্বোদরা ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরা, — রক্তিম রবিচ্ছবি দৃপ্ত ত্রিনয়নে।
খর্ব্ব আকৃতি বামা নৃমুণ্ডমালিনী! — জ্বলন্ত চিতা মাঝে পদ্মে দ্বিপদ সাজে,
জটাবিভূষণা পিঙ্গলবরণা— — ঘোরতরসনা বামা ঘোর হাসি বদনে।
জটাগ্রে উন্নত পন্নগধারিণী! — জ্ঞানের অঙ্কুশ ধরি — শ্রীহস্ত ভরি
খড়্গ কর্ত্তরী করে কপাল উৎপল বরে — বিরাজেন শঙ্করী সতী অই ভুবনে।
(শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—দশমহাবিদ্যা)

৩। প্রসাদ। যে রচনার পাঠ বা শ্রবণমাত্রে অর্থ বোধ হয় এবং অগ্নি যে প্রকার শুষ্ক কার্ষ্ঠে অতি শীঘ্র প্রবেশ করে তদ্রূপ যে রচনার মর্ম্ম অতি সহজে সমস্ত হৃদয় অধিকার করে, তাহাকে প্রসাদ গুণ বলে। শ্রবণমাত্র যাহার অর্থবোধ হয় তদ্রূপ শব্দ এই গুণের ব্যঞ্জক;

আয়লো, সরলে, প্রাণের প্রতিমা — আয় আয় ভাই তেমনি করিয়ে,
আয়লো হৃদয়ে রাখি, — গানালো মধুর গান,
কত দিন হতে বসেছি আশায়, — কি মোহিনী গুণ আছে ঐ গানে
বলিব কি বল সখি? — পাই যেন নব প্রাণ।
(শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।)

একাকী নির্জ্জনে এক তরুর ছায়ায়, — একই মানব সব একই শরীর,
একটি উপলখণ্ডে করিয়া শয়ন, — একই শোণিত মাংস ইন্দ্রিয় সকল;
চাহি অনন্তের পানে দীপ্ত নীলিমায়, — জন্ম মৃত্যু একরূপ তবে কি কারণ
ভাবিতেছি জীবনের ভাবনা প্রথম, — নীচ গোপজাতি আর সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণ?
(শ্রীনবীনচন্দ্র সেন—রৈবতক)

## অলঙ্কার।

সম্প্রতি এই প্রবন্ধের মুখ্য বিষয় অলঙ্কার সংক্রান্ত দুই চারি কথা বলিয়াই আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। মহাকবি-কালিদাসের জন্মগ্রহণের পরই কাব্যাদর্শরচয়িতা

দণ্ডী প্রাদুর্ভূত হন; অগ্নিপুরাণ তাঁহার পূর্বেই সঙ্কলিত হইয়াছিল। তাঁহার সময়েও অলঙ্কার সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। তিনি বলিয়াছেন,* কাব্যের সৌন্দর্য্যবিধায়ক ধর্ম্মবিশেষকে অলঙ্কার বলে; তথাপি অলঙ্কার সকল উদ্ভাবিত হইতেছে, অতএব কে ঐ সকল অলঙ্কারের নিয়ম নির্দ্দেশরূপে বলিতে পারে। সাহিত্যদর্পণকার বলেন;—অঙ্গদ, বলয় প্রভৃতি যেমন শরীরের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করে, তদ্রূপ অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি রসাদির উপকারক এবং শব্দার্থের শোভাসম্পাদক; কিন্তু এই সকল অলঙ্কার যে গুণের ন্যায় সর্ব্বত্রই কাব্যে থাকিবে তাহা নহে, না থাকিলেও কবিত্বের হানি হয় না তবে ওজঃ মাধুর্য্য প্রসাদ প্রভৃতি গুলি থাকা একান্তই প্রয়োজনীয়।

শব্দালঙ্কার। অলঙ্কার স্থূলমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত যথা;—শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ শব্দালঙ্কারের বিষয়ই প্রথমে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অতএব এখানেও শব্দালঙ্কারই প্রথমে বর্ণিত হইতেছে। যে গুণের দ্বারা শব্দের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয় তাহার নাম শব্দালঙ্কার।

১। অনুপ্রাস; এক জাতীয় ব্যঞ্জন বর্ণের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণকে অনুপ্রাস অলঙ্কার বলা যায়। অনুপ্রাস পাঁচ ভাগে বিভক্ত যথা;—ছেকানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস, লাটানুপ্রাস। বাহুল্য প্রযুক্ত প্রত্যেক অনুপ্রাসের লক্ষণ উদ্ধৃত হইল না। এখানে আমরা কেবল বৃত্ত্যনুপ্রাসের উদাহরণটি উদ্ধৃত করিতেছি।

অনেক ব্যঞ্জনবর্ণের এক প্রকারে একবার কিংবা বহুবার উচ্চারণ ও এক ব্যঞ্জনবর্ণের অনেক প্রকারে একবার কিংবা বহুবার উচ্চারণকে বৃত্ত্যনুপ্রাস বলে যথা;—

চুতমুকুলবধূসঙ্কারলিকুল ... মাদলাকাকিলকলরবসঙ্কুল
গুঞ্জনরঞ্জনগাত, ... বঞ্চিত মাধব ভানে।

উদ্ধৃত স্থলে চ, ক, ল, গ, ন প্রভৃতি ব্যঞ্জনবর্ণের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ হওয়ায় বৃত্ত্যনুপ্রাস অলঙ্কার হইয়াছে।

২। যমক; পৃথক্ পৃথক্ অর্থবিশিষ্ট এক প্রকার স্বরব্যঞ্জনবর্ণবিশিষ্ট শব্দের যথাক্রমে উচ্চারণ হইলে যমক অলঙ্কার হয়। সংস্কৃত কাব্যসমূহে, বিশেষতঃ ভট্টিকাব্যের [illegible] যুক্তপাদযমক, পাদাদিযমক, পাদাদিযমক, পাদান্তযমক, চক্রবালযমক, সমুদ্গযমক, ক্রমকযমক, সমকাবলী, অযুগপাদযমক, পাদাদ্যন্তযমক, মিথুনযমক, বৃত্তযমক, পুষ্পযমক, সালঙ্কার-মধ্যযমক, বিগতযমক, মধ্যান্তযমক, গর্ভযমক, সর্ব্বযমক, মহাযমক, আদ্যন্তযমক প্রভৃতি বহু প্রকার যমকের উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালাভাষায় আদ্যযমক, মধ্যযমক, অন্ত্যযমক এবং মিশ্রযমক এই চারিটি যমকই প্রধানতঃ দৃষ্ট হয়। যমক অলঙ্কারে কোন

* অবশ্যেতাকরণ ধর্ম্মমলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে।
তে চাদ্যাপি বিকল্পন্তে কস্তান্ সংখ্যেন বক্ষ্যতি॥ (দণ্ডী)

স্থলে এক আকারবিশিষ্ট শব্দদ্বয়ের মধ্যে একটি নিরর্থক, অপরটি সার্থক, কোথায়ও বা দুইটিই নিরর্থক বা দুইটিই সার্থক হইতে পারে। কিন্তু যে স্থলে দুইটিই সার্থক, তথায় উহাদের পরস্পর ভিন্নার্থবোধক হওয়া আবশ্যক। যথা,—

আদ্যযমক।

ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে।
রাজেন্দ্র রাজেন্দ্র প্রায় তাহার বর্ণনে॥

মধ্যযমক।

পাইয়া চরণ তরি তরি ভবে আশা।
তরিবারে সিন্ধুসম ভব সে ভরসা॥

অন্ত্যযমক।

আট পণে আধ-সের আনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে তুরা দেয় ভাগ্যে আমি টানি॥

মিশ্রযমক।

মনে করি করী-করি-কিন্তু হয় হয়।
অদৃষ্ট অদৃষ্ট কভু তুষ্ট নয় নয়॥

৩। শ্লেষ। যেখানে এক শব্দ দুই বা বহু অর্থে প্রযুক্ত হয়, তাহাকে শ্লেষ অলঙ্কার বলে। সংস্কৃত-ভাষায় কোন আলঙ্কারিকের মতে শ্লেষ আট প্রকার। বাঙ্গালায় শ্লেষের অত সূক্ষ্মভেদ সম্ভব নহে, সুতরাং একটি মাত্র উদাহরণ উদ্ধৃত হইতেছে। যথা;—

গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশ জাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত॥
পিতামহ দিল মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥

(ভারতচন্দ্র—অন্নদামঙ্গল)

এস্থলে গোত্র—পর্ব্বত ও বংশ। মুখবংশ—শ্রেষ্ঠ কুল ও মুখটী বংশ। কুলীন—বেদে অনুরক্ত ও উচ্চকুলসম্ভূত। বন্দ্যবংশ—বন্দনীয় দেব-বংশ ও বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ। বাম—মনোহর ও বিমুখ। এস্থলে এক একটি শব্দ দুই দুই অর্থে প্রযুক্ত হওয়ায় শ্লেষ অলঙ্কার হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন পুনরুক্তবদাভাস, ভাষাসম, বক্রোক্তি প্রভৃতি কয়েকটি শব্দালঙ্কার দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালাভাষায় ঐ সকল অলঙ্কারের উদাহরণ বিরল, সুতরাং এখানে উল্লিখিত হইল না।

ইহা ব্যতীত পদ্মবন্ধ, ছত্রবন্ধ, নৌকাবন্ধ, সর্পবন্ধ, প্রভৃতি বহুবিধ চিত্রালঙ্কার আছে। সংস্কৃত ভাষাই ঐ সকল চিত্রালঙ্কারের উপযোগিনী, বাঙ্গালায় কদাচিৎ উহাদের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

যে সময়ে কাব্যাদর্শপ্রণেতা দণ্ডী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, বোধ হয় তখন কবিসমাজে শব্দালঙ্কারের অত্যন্ত সমাদর ছিল। তিনি বহুবিধ যমক ও অনুপ্রাস প্রভৃতি বর্ণন করিয়াও তৃপ্ত হন নাই; পাঠকগণকে অন্যান্য অলঙ্কার গ্রন্থ এবং কাব্য পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আর তিনি প্রহেলিকা বা হেঁয়ালিকে অলঙ্কার শ্রেণীতে স্থান প্রদান করিয়াছেন। বাক্যার্থকে যে গোপন করে তাহার নাম প্রহেলিকা। দণ্ডী বলেন, কোন আত্মীয় প্রমোদের সন্তান প্রহেলিকা দ্বারা লোকদিগকে উৎসুক অথবা বিমোহিত করা যায়, অতএব প্রহেলিকারও প্রয়োজন আছে। তিনি বঞ্চিতা, প্রমুষিতা, পরুষা, প্রকল্পিতা, নিভৃতা, সংমূঢ়া, পরিবর্তিনী, একচ্ছন্না, সংকীর্ণা প্রভৃতি কতিপয় প্রহেলিকার লক্ষণ নির্দ্দেশ ও উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক রুচিবিশিষ্ট আলঙ্কারিক সাহিত্যদর্পণপ্রণেতা বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রহেলিকার বিরোধী। তিনি বলেন, যে হেতু প্রহেলিকা রসের পরিপন্থী, অতএব উহা অলঙ্কারই নহে *। যদি কাব্যুনিক পাঠকগণের রুচি পরিবর্ত্তিত না হইত, তাহা হইলে সাহিত্যদর্পণের পূর্ব্ব হইতে যে প্রহেলিকা অলঙ্কারের স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছিল, বিশ্বনাথ কবিরাজ একটি মাত্র হেতু দেখাইয়াই তাহাকে অলঙ্কারের শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত করিতে সমর্থ হইতেন না। বর্ত্তমান সময়ের ভাব ও রুচি লইয়া বিচার করিতে গেলে প্রহেলিকাকে কোনরূপেই অলঙ্কার বলিতে পারা যায় না।

## অর্থালঙ্কার।

যে গুণদ্বারা অর্থের সৌন্দর্য্য সংসাধিত হয়, তাহার নাম অর্থালঙ্কার। অর্থালঙ্কার অনেক, তন্মধ্যে কতিপয় প্রধান অলঙ্কারের বিষয় উল্লিখিত হইতেছে।

১। উপমা। অলঙ্কার শাস্ত্রে যত প্রকার অলঙ্কারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে উপমাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

কাব্যপ্রকাশকার দণ্ডী বলেন, যে কোন প্রকারে সাদৃশ্য প্রতীতি হইলেই উপমা অলঙ্কার হইবে। তিনি এক উপমা অলঙ্কারের দ্বাত্রিংশৎটি নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা,—ধর্ম্মোপমা, বস্তূপমা, বিপর্য্যাসোপমা, অন্যোন্যোপমা, নিয়মোপমা, অনিয়মোপমা, সমুচ্চয়োপমা, অতিশয়োপমা, উৎপ্রেক্ষিতোপমা, অদ্ভুতোপমা, মোহোপমা, সংশয়োপমা, নির্ণয়োপমা, শ্লেষোপমা, সমানোপমা, নিন্দোপমা, প্রশংসোপমা, আচিখ্যাসোপমা, বিরোধোপমা, প্রতিষেধোপমা, চটূপমা, ভত্সনোপমা, অসাধারণোপমা, অনুভূতোপমা, অনভিধিতোপমা, বহূপমা, বিক্রিয়োপমা, মালোপমা, বাক্যার্থোপমা, প্রতিবস্তূপমা, তুল্যযোগোপমা, হেতূপমা। অন্যান্য আলঙ্কারিকের মতে ইহার অনেকগুলিই অন্য অলঙ্কার।

* রসস্য পরিপন্থিত্বাদলঙ্কারঃ প্রহেলিকা। (সাহিত্যদর্পণ)

প্রণিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে দেখা যায়, অর্থালঙ্কারের অনেকগুলিতেই সাদৃশ্য অন্তর্নিহিত থাকে, অতএব উহাদিগকে ভিন্ন অলঙ্কার না বলিয়া দণ্ডীর ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের উপমা বলা একান্ত-অসঙ্গত নহে। কিন্তু কাব্যপ্রকাশকার ও সাহিত্যদর্পণকারের মত ভিন্ন। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেন ;—পরস্পর সমানধর্ম্মবিশিষ্ট বাক্যদ্বয়ের সাদৃশ্য কথনের নাম উপমা। এক উপমাই বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত হইয়া পূর্ণোপমা, লুপ্তোপমা প্রভৃতি ভেদে সপ্তবিংশতি প্রকার হইয়াছে। উপমার উদাহরণ যথা ;—

সর্ব্ব সুলক্ষণবতী ধন্যাধন্যে যে যুবতী পতিব্রতা পতিরতা অবিরত সুশীলতা
লোকে বলে পদ্মিনী তাহারে। আবির্ভূতা যৌবনোদ্যানে।
সেই নাম নাম যার, সেরূপ প্রকৃতি তাঁর, কি কব লজ্জার কথা লতা লজ্জাবতী যথা
কতগুণ কে কহিতে পারে। বৃতপ্রায় পরপরশনে।

( রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—পদ্মিনী উপাখ্যান )

এস্থলে পদ্মিনী উপমেয় ও লজ্জাবতী লতা উপমান, উভয়েই তুল্য ধর্ম্মাক্রান্ত হওয়ায় পরস্পরের সৌসাদৃশ্য-কথন হইয়াছে।

ক। মালোপমা। যদি একটি উপমেয়ের বহু উপমানের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে মালোপমা অলঙ্কার হয়। যথা ;—

যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘনদরশনে, শেষে দিবসে বিকাশে আকাশে ভাস্কর দেখে,
যথা কুমুদিনী প্রমোদিনী হিমাংশুমিলনে, হলো তেমতি সুমতি নরপতি মহাশয়
যথা কমলিনী নলিনী যামিনীযোগে থাকে, পরে পেয়ে সেই পুরী পরিতুষ্ট অতিশয়।

( মদনমোহন তর্কালঙ্কার )

খ। উপমেয়োপমা। যদি পর্য্যায়ক্রমে উপমেয়—উপমানরূপে ও উপমান উপমেয়রূপে বর্ণিত হয়, তাহা হইলে উপমেয়োপমা-অলঙ্কার হয় যথা ;—

বিভবে মহেন্দ্র যথা এ পুর তেমতি। এ শুদ্ধান্ত রমা যথা সুরবধূ তথা।
এ পুর বিভবে যথা মহেন্দ্র তেমতি॥ সুরবধূ যথা রমা এ তদ্রূপ তথা॥

( নিবাতকবচবধ )

গ। রসনোপমা। যেখানে প্রথম উপমেয় দ্বিতীয় উপমেয়ের উপমান এবং দ্বিতীয় উপমেয় তৃতীয় উপমেয়ের উপমান ইত্যাদি ক্রমে বর্ণনা করা হয়, তাহাকে রসনোপমা বলে। যথা ,—

লক্ষ্মীর হৃদয়ে যেন শোভে নারায়ণ। কৌস্তুভের হৃদে যথা উজ্জ্বল কিরণ।
তাঁহার হৃদয়ে শোভে কৌস্তুভ যেমন। সাগরের হৃদে শোভে এ পুর তেমন॥

( নিবাতকবচ বধ )

আমরা যে কয় প্রকার উপমার উল্লেখ করিলাম, ইহা ব্যতীত পূর্ণোপমা, লুপ্তোপমা প্রভৃতি উপমার যে সকল ভেদ আছে, বাহুল্যভয়ে ঐ সকল বিভিন্ন প্রকার উপমা উপেক্ষিত হইল।

২। রূপক। উপমেয়ে উপমানের আরোপ করার নাম রূপকালঙ্কার। রূপকে উপমানের উল্লেখ থাকা আবশ্যক। যথা,—

"নয়ন কেবল নীল উৎপল মুখ শতদল দিয়া গঠিল।
কুন্দে দন্তপাঁতি রাখিয়াছে গাঁথি
অধরে নবীন পল্লব দিল॥"

সে সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাহার ছায়ারূপী দেহের ছায়ারূপী অঙ্কস্থিত শতদলান্নসদৃশ এক শিশুর দেহে অর্পিত হইয়াছে। (শ্রীচন্দ্রনাথ বসু—শিবাজী।)

এখানে নয়ন, মুখ, দন্তপংক্তি, অধর, দেহ, শিশু প্রভৃতি উপমেয়ে নীলোৎপল, শতদল, কুন্দ, নবীনপল্লব, ছায়া, শতদল প্রভৃতি উপমান আরোপিত হওয়ায় রূপকালঙ্কার হইয়াছে।

৩। উৎপ্রেক্ষা। উৎকট সাদৃশ্য হেতু উপমানকে উপমেয় বলিয়া সম্ভাবনা করার নাম উৎপ্রেক্ষালঙ্কার। উৎপ্রেক্ষা প্রথমতঃ দুইভাগে বিভক্ত :—বাচ্যা এবং প্রতীয়মানা। যে স্থলে যেন বুঝি, বোধ হয়, ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ থাকিবে, সে স্থলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা বুঝিতে হইবে। অন্যত্র প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

ক। বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

দিবা অবসানে যবে মরালের গণ ; মনে হয় যেন কত দিবাঙ্গনাগণ
সারি সারি হয়ে যায় উড়ি তরু কোলে। পরি মুক্তামালা খেলিছে ভূতলে ;
(শ্রীবিহারীলাল মুখোপাধ্যায়—নদীতীর)

দুরন্ত শিশুর মত খেলা অবসানে,
ঘুমায়ে পড়েছে যেন বিশাল ভটিনী। (শ্রীসরোজকুমার দেবী—নদীতীরে)

যেন আমি পক্ষাঘাতে অবিরল বদ্ধ হইয়াছি. নিবতিশয় মুগ্ধ শ্রোতেই যেন আমি স্নান করিলাম, আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষোন্মীলনে যেন আমাকে নিরবশেষরূপে গ্রাস করিলেন, ঘন অবিচ্ছিন্নদৃষ্টিধারাই যেন আমি বেগে অতি বদ্ধ হইলাম। (শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—ভবভূতি)

খ। প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

"সুন্দর হেন সময় সুদূর হইতে উঠিল তারিতে
ভূমিতে চাঁদ উদয়। (ভারতচন্দ্র রায়)

৪। অতিশয়োক্তি। উপমেয়ের একবার উল্লেখ না করিয়া যদি উপমানকেই উপমেয় রূপে নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে উহাকে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলা যায়। যথা,—

কতই কুসুম আছে আহে বন্ধু আগারে— কে কবে গণনা তার—
মালতী কেতকী জাতী অশোক কিংশুক আর.
বাধুলি তামিনী পাঁতি, কত শত ফুলকুল ফোটে নিশিভোরে—
টগর মল্লিকা নাগ নিশিগন্ধা শোভা রে। সুধার লহরীমাখা বন্ধুগৃহ মাঝারে।
(শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কামিনীকুঞ্জ)

এখানে উপমেয় বঙ্গীয় কামিনীর উল্লেখ না করিয়া উপমানভূত নানাজাতীয় কুসুমকেই সঙ্গললনারূপে নির্দ্দেশ করায় অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে।

বড় আশা ছিল মনে যদি তব পদতলে,
শিখি সেই দিব্য মন্ত্র যাহার মোহন বলে।
ধনী হতে ধনী তুমি যাহার অভাবে মম
প্রভাহীন রূপরাশি আমি দুষ্ট অক্ষসম॥
(শ্রীমতী কামিনী সেন——আলো ও ছায়া)

এখানেও প্রস্তুত বিষয় বিদ্যা, তাহার একবারে উল্লেখ না করিয়া তাহার উপমান স্বরূপ কোন দিব্যমন্ত্রকে বিদ্যারূপে বর্ণনা করায় এখানে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে।

৫। ব্যতিরেক। উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বর্ণনকে ব্যতিরেক অলঙ্কার বলা যায়।

উপমেয়ের উৎকর্ষ। যথা;—কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥

উপমেয়ের উৎকর্ষ। যথা;—দিনে দিনে শশধর, দেখা যায় তনুতর, পুন তার হয় উপচয়।
নরের নশ্বর তনু, হইলে ক্রমশ তনু, আর ত নূতন নাহি লয়॥

৬। নিদর্শনা। সাদৃশ্য-হেতু যদি কাহারও উপরে যদি কোন অবাস্তবিক ধর্ম্ম কিংবা অসম্ভব কার্য্য কল্পনা করা যায় তাহা হইলে নিদর্শনা অলঙ্কার হয়। যথা,—

নিশার স্বপন-সম তোর এ বারতা,
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজ বলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিল কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?
(মাইকেল মধুসূদন দত্ত—মেঘনাদবধ)

এখানে ফুলদল দিয়া শাল্মলী তরুর ছেদন রূপ অবাস্তবিক ধর্ম্মের কল্পনা করায় নিদর্শনা অলঙ্কার হইয়াছে।

৭। দৃষ্টান্ত। বর্ণনীয় বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ ভিন্ন বাক্যে তৎসদৃশ বিষয়ান্তরের বর্ণনকে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার বলে। যথা;—

জানিনা স্নেহেতে ভরা কেন যে অন্তর;
ভালবেসে সুখ পাই
এত ভালবাসি তাই,
চাহিনাক প্রতিদান চাহি না আদর।
চাহিনা পরশ তার
শুধু চাই অনিবার
অবাক্ হইয়া হেরি মুখ-শশধর।
নলিনী বিভল প্রাণে
চেয়ে থাকে নভোপানে,
কত দূর দূরান্তরে রহে দিনকর।
(শ্রীনগেন্দ্রবালা মুস্তোফী—ভালবাসা)

এখানে বর্ণনীয় বিষয় বিহ্বল অন্তঃকরণে প্রণয়ীকে দেখা; সেইটি নলিনী যে তাহার——প্রণয়ী নভোমণ্ডলস্থ দিনকরের প্রতি বিহ্বলপ্রাণে চাহিয়া থাকে, এই বিষয়ান্তর বর্ণনি দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হওয়ায় দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হইয়াছে।

৮। বিভাবনা। যে স্থলে কবির প্রৌঢ়োক্তিনিবন্ধন হেতুব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তথায় বিভাবনা অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথা,—

ভূষণ বাতীত শোভে তনু সুকোমল।
ভয় নাহি তবু আঁখি সতত চঞ্চল॥

৯। অসঙ্গতি। কার্য্য ও কারণ ভিন্ন ভিন্ন আধারে অবস্থিত হইলে অসঙ্গতি অলঙ্কার হয়। যথা;—

মহাত্মারে সমাদরে পূজয়ে সকলে,
কিন্তু লঘুচিত্ত জন গরবেতে ফুলে।

এখানে গর্ব্বের হেতু মহাত্মাতে অবস্থিত হইলেও গর্ব্বের কার্য্য অনুচিত ব্যক্তিতে বর্ণিত হওয়ায় অসঙ্গতি অলঙ্কার হইয়াছে।

১০। উল্লেখ। একমাত্র পদার্থের বিবিধ প্রকারে উল্লেখ করিলে উল্লেখ অলঙ্কার হয়। যথা,—

বিদ্যা নামে তার কন্যা আছিল পরম ধন্যা,
রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।

এস্থলে বিদ্যাকে লক্ষ্মী ও সরস্বতী রূপে উল্লেখ করায় উল্লেখ অলঙ্কার হইয়াছে।

১১। স্মরণ। কোনও বস্তু দেখিয়া সাদৃশ্য হেতু পূর্ব্বদৃষ্ট সদৃশ পদার্থের স্মরণ হইলে স্মরণালঙ্কার হয়। যথা;—

প্রফুল্ল নলিনে অলি খেলিতেছে হেরি,
বালার চঞ্চল আঁখি সদা মনে করি।

১২। ব্যাজস্তুতি। নিন্দাচ্ছলে স্তুতি ও স্তুতিচ্ছলে নিন্দা সূচিত হইলে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হয়। যথা,—

নাহিক গুণ জামাতার রূপ, মান অপমান সুস্থান কুস্থান
বয়স নাহিক বড়। অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
কোন গুণ নাই বেদা সেথা ঠাঁই নাহি জানে ধর্ম্ম নাহি জানে কর্ম্ম,
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়। চন্দন ভস্ম সমান।

এখানে নিন্দাচ্ছলে মহাদেবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি গুণের উল্লেখ পূর্ব্বক স্তব করা হইয়াছে।

১৩। বিষম। বিসদৃশ বস্তুদ্বয়ের সংযোগ হইলে বিষমালঙ্কার হয়। যথা,—

রত্নাকর আছি পশ্চিম অলধিজলে,
কোন রত্ন দেব পূরিল লোনা জলে!

১৪। আক্ষেপ। বর্ণনীয় বিষয়ের বিশেষ চমৎকারিত্ব সম্পাদনোদ্দেশে [illegible] বিধিকে আক্ষেপালঙ্কার বলে। যথা,—

তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমিই আমার চক্ষুর কৌমুদী ও [illegible] প্রকার বহুবিধ চাটুবাক্য দ্বারা প্রীত করিয়া গিয়াছ সেই সরলহৃদয়া সীতাকেই——এখন [illegible] আর কখনও আসিবে না।

(শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—অসমাপ্ত)

১৫। অপহ্নুতি। প্রস্তুত বিষয়ের প্রতিষেধ করিয়া তৎসদৃশ অপ্রস্তুত বিষয়ের স্থাপনকে অপহ্নুতি অলঙ্কার কহে।

এ নহে নভোমণ্ডল কিন্তু সরিৎপতি।
তারকাস্তবক নহে উহা ফেণপাঁতি॥

১৬। অর্থান্তরন্যাস। সাধারণ বস্তু দ্বারা বিশেষ ও বিশেষ বস্তু দ্বারা সামান্যের সমর্থন করাকে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার বলে। যথা;—

সহসা কর না কার্য্য ধৈর্য্য বাঁধ হৃদে,
বিবেক বিরহে কষ্ট ঘটে পদে পদে।

এখানে সামান্য দ্বারা বিশেষের সমর্থন করা হইয়াছে।

দশে মিলে করিলে মহৎ কার্য্য হয়,
তৃণের সমূহ-রজ্জু হাতে বাঁধে হয়।

এখানে বিশেষ দ্বারা সামান্যের সমর্থন করা হইয়াছে।

১৭। বিরোধ:- যে স্থলে প্রাথমাত্র বিরোধের প্রতীতি হয়, কিন্তু পর্য্যবসানে উহার ভঞ্জন হয়, তাহার নাম বিরোধালঙ্কার। যথা;—

অচক্ষু সর্ব্বত্র চান অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি;
কর বিনা বিশ্ব গড়ি মুখ বিনা বেদ পড়ি
সবে দেন সুমতি কুমতি।

পরমেশ্বরের পক্ষে সমুদয়ই সম্ভব; সুতরাং এখানে পর্য্যবসানে বিরোধের ভঞ্জন হইয়াছে।

১৮। দীপক। যে স্থলে কতকগুলি প্রস্তুত ও কতকগুলি অপ্রস্তুত পদার্থের এক ধর্ম্ম অর্থাৎ এক গুণ ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ বর্ণিত হয়, অথবা অনেক ক্রিয়ার এক মাত্র কর্ত্তৃকারক থাকে, তথায় দীপক অলঙ্কার হয়। যথা;—

জগজ্জিগীষু শিশুপাল অদ্যাপি পূর্ব্ব জন্মের বলাবলেপে অবলিপ্ত হইয়া জগতের যাবতীয় জীবকে ভয়ান্বিত করিতেছে; সতী স্ত্রী ও নিশ্চলা প্রকৃতি জন্মান্তরেও পুরুষের অনুগামিনী হয়।

এখানে প্রস্তুত "নিশ্চলা প্রকৃতি" ও অপ্রস্তুত "সতী স্ত্রী" উভয়েরই এক অনুগমন ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ হইয়াছে।

ভাই তুমি এখানে নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, কিন্তু তোমার প্রণয়িনী তোমার সংবাদ পাইয়া দুশ্চিন্তায় কাতর হইয়া উন্মত্তের ন্যায় উঠিতেছেন, পড়িতেছেন, তোমার শয়নগৃহের দিকে দৌড়িতেছেন, হাঁসিতেছেন, কাঁদিতেছেন, অতএব আর তোমার বিলম্ব করা উচিত নহে।—

এখানে এক প্রণয়িনী কয়েকটি ক্রিয়ার কর্ত্তৃকারক হওয়ায় দীপকালঙ্কার হইয়াছে।

১৯। অপ্রস্তুতপ্রশংসা। অবস্থার বৈসাদৃশ্য বা সৌসাদৃশ্য হেতু অথবা কার্য্য কারণভাবনিবন্ধন অপ্রস্তুত বস্তু দ্বারা প্রস্তুত বিষয়ের প্রতীতি হইলে অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার হয়। যথা;—

হৃদয়ে চাপিনু ধরি এ কাল মালায়, অমৃত গরল হয় বিধির ইচ্ছায়
না হরিল অভাগায় এ পোড়া পরাণ ;— বিষ হয় ভাগ্যগুণে অমৃত সমান।

( শ্রীদীনচন্দ্র দাস—রঘুবংশ )

বিধি[illegible]ঙ্কুরেও ভীমগিরি-ছিন্নভিন্ন হয় ; মশক-পদাঘাতে বক্ষঃ বক্ষ বিদারিত হয় ; গণ্ডূষে বারিধি [illegible]কারে সূর্য্যতাপ নিবিয়া যায়।

( শ্রীবিহারিলাল সরকার—ইংরাজের জয় )

এ[illegible] অসম্ভবও কদাচিৎ সম্ভব হয় এই অর্থ প্রতীতি হইতেছে।

[illegible]যোক্তি। কারণসত্ত্বেও কার্য্যের অনুৎপত্তি হই[illegible]

অলঙ্কা[illegible] ;—

[illegible]তিনি শ্লাঘা-বিরহিত, এরূপে বি[illegible]

[illegible]য়ে ক্ষমাপর ;— [illegible]

[illegible]মান। অত্যন্ত [illegible]দ্দেশে স[illegible]

বস্তু[illegible] অলঙ্কার বলে। যথা ;—

[illegible]রোবরে নিজ অক্ষি

[illegible]বক্ষ করি দরশন,

[illegible] জলে কুবলয়ভ্রমে বার বার পরিশ্রমে

ধরিবারে করয়ে যতন।

এই বর্ণিত ভ্রমটি কবিকল্পনাসম্ভূত, বাস্তবিক নহে।

২২। সন্দেহ। যদি প্রস্তুত বিষয়কে অপ্রস্তুত বলিয়া সংশয় কবির প্রতিভা দ্বারা উত্থাপিত হয়, তাহা হইলে সন্দেহালঙ্কার হইয়া থাকে। যথা ;—

দেব কি দানব, নাগ কি মানব,
কেমন এল এখানে।

২৩। প্রতিবস্তূপমা। পদার্থদ্বয়ের সাদৃশ্য প্রণিধান দ্বারা বোধগম্য ও সাধারণ ধর্ম্ম তাৎপর্য্যতঃ একরূপ হইলেও পৃথক্ আকারে বিন্যাস স্থলে প্রতিবস্তূপমালঙ্কার হয়। যথা ;—

ধন্য দময়ন্তি। ধন্য ধর গুণাবলি, আকর্ষে যে-জলধির লহরী প্রবল
যার বলে হরিলে নলের মন অলি। — তার চেয়ে চন্দ্রিকার কিবা শ্লাঘাবল॥

এখানে মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলে দময়ন্তী ও চন্দ্রিকার সাদৃশ্য স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে ; আর নলের মন হরণ ও জলধির লহরী আকর্ষণ রূপ সাধারণ ধর্ম্ম বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, কেবল পৃথক্ শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ; অতএব এখানে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার হইয়াছে।

২৪। সমাসোক্তি। যদি সমান কার্য্য, সমানলিঙ্গ, সমান বিশেষণ দ্বারা প্রস্তুত অচেতন বস্তু তির্য্যগাদি প্রভৃতি বিষয়ে অপ্রস্তুত পদার্থ অর্থাৎ মনুষ্যোচিত ( নায়ক

নায়িকাদির ) ব্যবহারাদির সমারোপ করা যায়, তাহা হইলে উহা সমাসোক্তি অলঙ্কার নামে অভিহিত হয়। যথা ;—

নবজাত মলয় হিল্লোল,
জনমিয়া বসন্ত প্রভাতে।
খেলিতেছে আনন্দে বিভোল,
কুসুম বালিকাদের সাথে।
দোলনায় দিতেছে দোলায়ে,
নবজাতা শাখা কুমারীরে।
গোলাপেরে আদরে চুমায়ে
চুমে তার রাঙা মুখ ধীরে।
হোথা লয়ে সাগর বালিকা,
খল খল করি হাসিতেছে।
অমনি সে বালক ছুটিয়া,
বালিকার কাছে চলে গেছে।

( শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার—কবিতা )

এস্থলে প্রস্তুত বিষয় মলয় বায়ু, কুসুম, নবশাখা, গোলাপ, সাগর ; তাহাতে কার্য্য এবং বিশেষণ দ্বারা বালকবালিকাত্বের ব্যবহার আরোপ করায় সমাসোক্তি অলঙ্কার হইয়াছে।

উদ্ধৃত কবিতার লেখক কবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত, সুতরাং বিদ্যায় শিক্ষিত অন্যান্য কবিদের ন্যায় সংস্কৃত অলঙ্কারোক্ত লিঙ্গাদির নিয়ম অতিক্রমে সম্মত নহেন। অতএব এখানে কুসুমে ও সাগরে বালিকাত্বের আরোপ করিয়া সমালোচকগণের মতবিরুদ্ধ হইলেও ইংরেজী সাহিত্যের প্রথা অবলম্বনে বোধ হয় [illegible] বা "নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ।"

খ। মুরলীর রবে তরঙ্গিণী হিল্লোল উড়াইয়া কল্লোল সাগর পানে ছুটিয়াছে—সে তার অনুরাগিণী। প্রবীণ মলয় ধীরে ধীরে অতিধীরে স্বর্ণলতার কোমল হাত খানি ধরিয়া ধীরে অতিধীরে একটি বার দুটি বার নাড়াইয়া দেয়।

গ। মুরলীর আকর্ষণে শ্যামা ধরণী কাঞ্চনকান্তি দিবাকরের চারিদিকে—ঘুরিয়া বেড়ায়,—তাহাকে দেখিয়ে কুমুদিনী একগাল হাসিয়া ফেলে।

( শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী—সুধা না গরল )

ক চিহ্নিত উদাহরণে কার্য্য লিঙ্গ ও বিশেষণ দ্বারা তরঙ্গিণীতে নায়িকাত্বের আরোপ করা হইয়াছে, আর মলয় পবনে নায়কত্বের এবং স্বর্ণলতায় নায়িকাত্বের আরোপ করা হইয়াছে। এখানে কার্য্য মলয় বায়ু কর্ত্তৃক স্বর্ণলতার করমর্দ্দন।

খ চিহ্নিত অংশে কার্য্য লিঙ্গ ও বিশেষণ দ্বারা ধরণীতে ও কুমুদিনীতে নায়িকাত্ব ও দিবাকরে ও চন্দ্রে নায়কত্বের আরোপ করা হইয়াছে। এই উভয় অংশই অতি মধুর। সংস্কৃত কবিদের অধিকার কালে মর্ত্ত্য ভূমিতে নলিনীই একমাত্র দিবাকরের প্রণয়িণী ছিলেন ; এই কবির ইঙ্গিতে ধরণী তাঁহার সপত্নী স্থান গ্রহণ করিলেন ; সুতরাং বৈজ্ঞানিক তারেরও অসদ্ভাব ঘটিল না।

২৫। স্বভাবোক্তি। পদার্থবিশেষের প্রকৃত অবস্থার বর্ণন যদি চমৎকার জনক হয়, তাহা হইলে তাহাকে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার বলে। যথা ;—

মুকুলিত আম্রবন ছায়া ঘন বাঁকা
গ্রাম পথ দিয়ে
চলবে গাঁয়ের বেলা চলে বধূ, বাঁধে
কলসীটি নিয়ে ;
সহসা আড়াল থেকে ,
কি কুহু উঠিস্ ডেকে ;
স্বপনে ফেলে সে যেন আপনা হারিয়ে।
( শ্রীবিনয়কুমারী ধর—কোকিল )

শোভিছে গগনে মেঘ রঞ্জিত বরণে ,
বিহগ ফিরিছে নীড়ে শুষ্ক কলধ্বনি ।
আর্দ্র বায়ু অলসেতে বহিছে সুধীরে,
শ্যাম স্নিগ্ধ বৃক্ষ হতে ঝরে বারিকণা
পশুনীর অর্দ্ধচাঁদ আকাশ উপরে,
একটি তারকা হায় হারায় আপনা ।
( শ্রীসরোজকুমারী দেবী—নদীতীরে )

উদ্ধৃত অংশ সমূহে পদার্থের প্রকৃত অবস্থার বর্ণনা চমৎকারজনক হওয়ায় স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হইয়াছে।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হওয়ায় আমরা এখানেই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। আমরা যে কয়টি অর্থালঙ্কারের উল্লেখ করিলাম, ইহা ব্যতীত বহুসংখ্যক অর্থালঙ্কার আছে। এই প্রবন্ধ সেরূপ হওয়া উচিত, সময়ের অভাবে নানা কার্য্যের ব্যস্ততায় তদনুরূপ করিতে পারিলাম না। অর্থালঙ্কার গুলির বিশ্লেষণ করিয়া পরস্পর ভেদ নির্দ্দেশ করা মোটেই হয় নাই। পাঠকবর্গ তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। *

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

---

# কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।

সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন বঙ্গজন-সমাজে কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার অমৃত-নিঃস্যন্দিনী গীতাবলী বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রতিনিয়ত গীত হইয়া থাকে। তৎপ্রণীত কালী-কীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি কাব্য, শিক্ষিতসমাজে সুবিদিত। এইক্ষণে তৎ-সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিতেছে ; এমন কি তাঁহার জাতি পর্য্যন্ত লইয়া টানাটানি হইতেছে, এই জন্য আমরা কবিরঞ্জনের সবিস্তার বংশাবলী প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

---

* কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি এই প্রবন্ধের দোষ ও অলঙ্কার পরিচ্ছেদ লিখিবার সময় পরম শ্রদ্ধা-ভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যারত্ন এম্. এ, বি. এল. মহোদয়ের তৃতীয় ভাগ পদ্যপাঠ হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। অনেক স্থলি উদাহরণ তাঁহার পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি।

উপরি উল্লিখিত বিদ্যারত্ন মহাশয় নৈষধচরিতের যে শ্লোকটির বঙ্গানুবাদ করিয়া দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন, আমি ঐটি প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কারের উদাহরণ রূপে গ্রহণ করিয়াছি। ঐ শ্লোকটির অলঙ্কার লইয়া পূর্ব্ব হইতেই মতভেদ আছে ; কাব্যপ্রকাশকারের মতে ঐটী দৃষ্টান্ত অলঙ্কার ও সাহিত্য-দর্পণকারের মতে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার। কিন্তু আমি যে সুধীবর মহামহোপাধ্যায়ের নিকট অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তিনি অতি প্রবল যুক্তি সহকারে ঐটি যে প্রতিবস্তূপমা তাহা উত্তমরূপে বুঝাইয়াছিলেন ; সুতরাং উহা আমি বিস্মৃত হইতে পারি নাই।

ধনহেতু মহাকুল, পূর্ব্বাগত শুদ্ধমূল,
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল গুণবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণান্বিত,
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী॥

প্রাঠক, আপনারা সাধক কবি রামপ্রসাদ সেনের এই উক্তিটী বোধ হয় অবগত আছেন। কত কত মহাত্মা তাঁহার কত জীবনী বাহির করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই "কৃত্তিবাস" কে, "শুদ্ধমূল"ই বা কি, তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই; এই মাত্র বুঝাইয়া গিয়াছেন যে, "কৃত্তিবাস" রামপ্রসাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। তাঁহার ধন ও কুল উভয়ই ছিল। এতদ্ব্যতীত আর কেহ কিছু অধিক বলিতে পারেন নাই। প্রয়োজন বশতঃ আমরা এইস্থলে রামপ্রসাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বিস্তৃত ইতিহাস লিখিতে বাধ্য হইলাম।

রামপ্রসাদ সেন যে মহৎ কুলে জন্মগ্রহণ করেন, বৈদ্যসম্প্রদায় মধ্যে সেই কুলের সম্মানের ইয়ত্তা নাই। একজন রাজোপাধিধারী মহাপুরুষ সেই কুলতরুর স্রষ্টা। তাঁহার নাম শ্রীহর্ষ সেন; সেই সময়ে চিকিৎসা ব্যবসায়ে তৎসদৃশ লোক অতি বিরল ছিল। নবাব ফকিরুদ্দীন শাহ এই সময়ে (১৩৩৮—১৩৫০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত) বঙ্গের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর মৃতবৎসা দোষনিবন্ধন সন্তান হইয়া তৎক্ষণাৎ কালগ্রাসে পতিত হইত। পরে চিকিৎসকপ্রবর শ্রীহর্ষ সেনের ঔষধপ্রভাবে নবাব-পত্নী নিরাময় হইয়া অচিরে একটী পুত্ররত্ন লাভ করেন। এইজন্য নবাব ফকিরুদ্দীন পরিতুষ্ট হইয়া হর্ষকে * সেনভূম প্রদেশের জমিদারী ও রাজা উপাধি প্রদান করেন।

রাজা শ্রীহর্ষ সেনের পুত্র প্রথম কমল সেন, দ্বিতীয় বিমল সেন। ভরত মল্লকের মতে পিতার মৃত্যুর পর বিমল রাজা হন, কিন্তু রামকান্ত কবিকণ্ঠহার কমলকে রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বিমল পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া রাঢ়প্রদেশে আগমন করেন। এই বিমল সেনের পুত্র বিনায়ক সেন। তৎসম্বন্ধে ভরত মল্লিক বলেন—

বঙ্গে কায়স্থবাপ্যাদৌ বহ্বো ধন্বন্তরেঃ কুলম্।
যো বিনায়কসেনোঽভূদ্বিনায়ক ইবাপরঃ॥
রাঢ়বঙ্গেষু বিখ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
অনন্তগুণসংযুক্তো বীরাদ্যাস্তগুণান্বিতঃ॥
মহাবংশোঽজনি হি সতীকুক্ষিসমুদ্ভবঃ।
প্রথমে প্রকরণস্তস্য ক্রিয়তে সর্ব্বতো যথা॥

---

* সেনভূম্যাদভূদ্রাজা ধন্বন্তরিকুলোদ্ভবঃ।
শ্রীহর্ষস্তস্ততনয়ঃ কমলো বিমলস্তথা॥
(কণ্ঠহারকৃত কুলপঞ্জিকা, ৪৬ পৃঃ)
মোগলক সাহার পরবর্ত্তী ফকিরুদ্দীন সলাদার।
গ্রহণ করিল রাঢ়াদির রাজ্যভার॥
সে সময়ে ধন্বন্তরি গোত্র পুণ্যবান্।
সেনভূমে শ্রীহর্ষ সেনের অধিষ্ঠান॥
(অম্বষ্ঠকুলসম্পাদিকা)
সেনভূম বীরভূম জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা, পঞ্চকোটী সমাজের অন্তর্গত।

কুলীনানাং প্রসঙ্গেঽপি তত্তৎসোচ্চারণং পুরঃ। পদৌ বহুনি মালঞ্চে স্থিতঃ শ্রেষ্ঠো ভিষক্কুলে॥
স চ গৌড়েন্দ্রগোপালাৎ পূর্ব্বং লেভে নিজেপ্সিতং। বিনায়কস্য সেনস্য ভক্তিরে তনয়াত্রয়ং।
গজং কনকদুষ্টঞ্চ ধনং বহুবিধং তথা॥ রোমসেনস্তদীয়াদ্যো ধন্বন্তরিরথাপরঃ॥
ক্ষত্রিয়ৈ রাজবৈদ্যেভ্যো গজবাজিধনানি চ। (বিনোদলাল সেনগুপ্ত প্রকাশিত চন্দ্রপ্রভা—২২ পৃঃ)

এই মহাপুরুষ বিনায়ক সেনের বংশে শতাধিক পণ্ডিত ও বিষয়ী লোক জন্মগ্রহণ করিয়া তৎকুলকে সমধিক চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন; এখন বাঢ়ে ও বঙ্গে তাঁহার বংশধরেরা বাস করিতেছেন; তাঁহারা পরিচয়স্থলে আপনাদিগকে "বিনায়ক-বংশধর" বলিয়া উল্লেখ করেন।

পূর্ব্বতন সেনে এই মহাকুলে কবিরাজ হরিচরণ কণ্ঠাভরণ (১), মহামহোপাধ্যায় সেনক মল্লিক (২), গোবিন্দ সেন (৩), বাবি সেন মহামণ্ডল (৪), মহেশ্বর সেন (সুবুদ্ধিখান) (৫), পণ্ডিত কবিরাজ (৬), এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর অব্যবহিত পূর্ব্বে সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন, মহারাজ রাজবল্লভ সেন, জপসাধ সাধক কবি লালা রামগতি [illegible], কবি জয়নারায়ণ, কবি

---

(১) নাম্না শ্রীহরিচরণো মল্লিকোঽসৌ সুশীলভৃৎ। বৈদ্যানামাজ্ঞয়া যোঽয়ং কুরুতে কুলপালনং॥
শ্রুত্বাকৃতিবাধাঃ পণ্ডিতানন্দঃ বিস্ময়তঃ॥ চক্রে চাপরান্ গ্রন্থান্ দ্রুতবোধাদিকান্ বহূন্।
কুলী কাশীং দশগুণযুক্তং প্রোল্লসদ্ভূরিভাবং [illegible] (চন্দ্রপ্রভা—৫২ পৃঃ)
সানুপ্রাসং মধুরুচিরং সংস্কৃতং প্রাবৃতঞ্চ। [illegible] মুদ্রামিষ্টভাষী
সাক্ষাৎসো খুরগণমনঃকৈরবাহ্লাদচন্দ্রঃ [illegible] চ কর্ম্মচারী।
শ্রীমান্ কণ্ঠাভরণপদবীং প্রাপ হুসেনখানাৎ॥ (চন্দ্রপ্রভা—৫৩ পৃঃ)
(চন্দ্রপ্রভা—২৪ পৃঃ) (৪) [illegible] রবিসেনস্তদাত্মজঃ।

(২) গৌরাঙ্গমল্লিকস্যাসী অভবদ্গুণসাগরঃ। [illegible] ত্যব খ্যাতো নৃপতিসভায়াং [illegible]
অগস্ত্যো হরিমল্লীকো দাতা ভোক্তা মহাশয়ঃ। (৫) [illegible] ভৈরব সেনস্য চতারঃসন্যা অভী
গুরুঃ প্রমাদলীকঃ সদাচাররতঃ সদা। * * *
গবো ভরতয়ংকো দিজ-বৈদ্যাভিধেবকঃ॥ পত্নী সত্যেশ সেনো বিখ্যাতঃ ভূমিসিংহকঃ।
ভূরিশ্রেষ্ঠয়হীপালসভাপণ্ডিতনিষ্ঠিতঃ। সুবুদ্ধিখান ইতি যো বিখ্যাতো গৌড়মণ্ডলে।

ভৈষজ্য রত্নাবলীতে লিখিত নবাব হুসেন সাহ কি এই সুবুদ্ধিখানের নিকট চাকরি করিতেন? সুবুদ্ধি খান যে অতি বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার ধন ও বিদ্যাখ্যাতি ছিল। সুবুদ্ধি ও হরিচরণ মল্লিক এক পুরুষ বর্ত্তমান। হুসেন এই হরিচরণ মল্লিককে কণ্ঠাভরণ উপাধি দিয়াছিলেন।

(৬) সদাশিবস্য পুত্রো যাবজ্জঃ কবিরাজঃ সমাখ্যিতঃ। যশোধেন্দ্রসেনো যো বিষ্ণুপারিষদোপমঃ।
সদাশিবস্য পুত্রো যাবজ্জঃ পুরুষোত্তমঃ। স ঠাকুর ইতি খ্যাতো বিশ্ববিশ্রুতসদ্গুণঃ॥
(চন্দ্রপ্রভা—৭৪ পৃঃ)

সদাশিব কবিরাজ নিত্যানন্দ প্রভুর জামাতার গুরু ছিলেন। এই বংশের অনেক ব্রাহ্মণ শিষ্য আছে।

* নব্যভারত ১৩০৪ সাল ৩ আশ্বিন। মৎপ্রকাশিত প্রবন্ধ।

রাজনারায়ণ, বিদুষী আনন্দময়ী * ও গঙ্গামণি, সোমরাব রাজকল্প রামচন্দ্র সেন (৭) ও রামভদ্র রায় (৮) প্রভৃতি বিখ্যাত মহাত্মাবা জন্মলাভ কবিয়া গিযাছেন।

বিনায়ক সেনের পুত্র রোষ সেন, তৎপুত্র নারায়ণ সেন, তৎপুত্র সাঙুসেন ও তৎপুত্র সরণি সেন; এই সরণি সেনের পুত্র কৃত্তিবাস সেন। মহাত্মা ভরত মল্লিক এতৎ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

যঃ কৃত্তিবাসাঃ সরণেস্তনুজস্তস্যাত্মজাঃ পঞ্চ বভূবুরেতে।
গৌড়েশ্বরীয়স্য চ শূলপাণের্দাসস্য পুত্রীজঠরপ্রসূতাঃ॥
ত এব পূর্ব্বং ধলহণ্ডগোষ্ঠীং সমাশ্রিতাস্তত্র তদীয়বংশ্যাঃ।
স্থিতাশ্চিরং তে কুলশীলভাজস্তন্নামতোঽদ্যাপি বতাশ্চ সর্ব্বে॥
আদ্যঃ পশুপতির্জাতো দ্বিতীযো রঘুনন্দনঃ।
রত্নাকরস্তৃতীয়োঽভূন্মুরারিস্তু চতুর্থকঃ॥

(চন্দ্রপ্রভা—৫০ পৃঃ)

কৃত্তিবাস সেন ধলহণ্ড গ্রামে বাস করিতেন বলিয়া তাঁহাব বংশধরের ধলহণ্ডীয় নামে প্রসিদ্ধ হয়।

মল্লিক মহাশয় তদ্বিরচিত চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থে আপনাব পৌত্র কৃষ্ণরামের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সাঙুসেন হইতে দশম পুরুষে কৃষ্ণরাম যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন উক্ত সাঙুসেন হইতে একাদশ পুরুষে রামেশ্বর সেন বর্ত্তমান ছিলেন। ভরত মল্লিক রামেশ্বরের বিবাহ পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সন্ততি জন্ম গ্রহণ করে নাই। এখন দেখা যাউক রামেশ্বরেব বিবাহ হইতে তৎপৌত্র রামপ্রসাদ সেন কত বৎসর পরে জন্ম গ্রহণ করিযাছিলেন। মল্লিককৃত চন্দ্রপ্রভা নাম্নী বৈদ্যকুলপঞ্জিকা ১৫৯৭ শকের পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল। ভরত মল্লিকের স্বহস্তলিখিত পুস্তকে উক্ত শক দেওয়া রহিয়াছে। উহা গ্রন্থসমাপ্তিকালের শক। কবি রামপ্রসাদ সেন ১৬৪৪ শকের

---

* ভারতী ১৩০৪ জ্যৈষ্ঠ দ্বিতীয় সংখ্যা। মৎপ্রকাশিত প্রবন্ধ।

(৭) এইরূপ শুনা যায যে, রামচন্দ্র দিল্লির বাদসাহ ও মুর্শিদাবাদের নবাবের সাহায্যে পিতার অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র কৃষ্ণনগর হইতে গুপ্তপাড়ায় নিকট বাস করেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান থাকায় নবাব ও কোম্পানী সরকারে অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৭৭৯ খৃঃ অঃ গঙ্গাগোবিন্দের পদচ্যুতি ঘটিলে, রামচন্দ্র ফিলিপ্ ফ্রান্সিসের যত্নে তাঁহার পদে নিযুক্ত হন। (মুর্শিদাবাদ কাহিনী, ৪৭৯—৪৮০ পৃঃ)

(৮) রামভদ্র রায় হাবেলি সিমলাবাদ পরগণার জমিদার ছিলেন। ইনি ১৭৪৮ খৃঃ অঃ মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত একটী যুদ্ধে জয়লাভ করেন। (বিভারেজ কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস—১২৪ পৃঃ)

† রোষসেনোদজায়ন্ত ষট্‌পুত্রাঃ স্বকুলোজ্জ্বলাঃ।
নারায়ণঃ পশুপতি র্দাঙুসেনস্তৃতীয়কঃ॥
যো নারায়ণসেনোঽসৌ নানাশাস্ত্রবিশারদঃ।
ধর্ম্মকর্ম্মরতো বাগ্মী বদান্যো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥
নারায়ণাজ্জ্বায়েতাং যৌ পুত্রৌ বিশ্ববিশ্রুতৌ
সাঙুসেনোঽথভরতো ব্রহ্মরন্ধ্রসুতাসুতৌ॥
সাঙুসেনস্য চত্বারস্তনয়া বিনয়ান্বিতাঃ।
কুমারসেনঃ কাকুস্থঃ সরণিঃ শ্রীনিবাসকঃ॥

(চন্দ্রপ্রভা ২২—২৩ পৃঃ)

( ১৭২৩ খৃঃ অঃ ) সমসাময়িক কালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় ৪৭ বৎসরের পূর্ব্বে তাঁহার পিতামহ রামেশ্বরের বিবাহ হইয়াছিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে রামেশ্বরের পুত্র রামদুলালের ও তৎপুত্র রামপ্রসাদের জন্ম হওয়া অসম্ভব ও অসঙ্গত অনুমান হয় না। অনেক ভাগ্যবানের পক্ষে চল্লিশের পূর্ব্বেও পৌত্রমুখসন্দর্শন ঘটিয়া থাকে।

এখন দেখা যাউক কৃত্তিবাস হইতে কত পুরুষে রামেশ্বর সেন জন্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর মল্লিকপ্রণীত চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থ হইতে শ্লোকাবলি উদ্ধৃত করিয়া এতদ্বিষয়ের সম্যক্ বিবরণ প্রদান করিব। রামপ্রসাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে কিরূপ সর্ব্বগুণান্বিত লোক ছিলেন, তাহা শ্লোকাবলি পাঠের সহিত সহজেই অনুভূত হইবে। তৎসম্বন্ধে অধিক বাক্যবিন্যাস নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্ব শ্লোকে পাওয়া গিয়াছে কৃত্তিবাস সেনের পুত্র রত্নাকর সেন।

তস্য রত্নাকরসেনাভে অজ্ঞিষ্টে তনয়াত্রয়ঃ।
আদ্যো নিত্যানন্দসেনঃ সর্ব্বানন্দস্ততঃ পরঃ।
নিত্যানন্দস্য সেনস্য পুত্রোঽভূদ্বিনয়ান্বিতঃ।
বিপ্রঃ পরমঃ শান্তো নানাগুণসমান্বিতঃ।
যো জগন্নাথসেনোঽসৌ জগন্নাথপরায়ণঃ।
জগন্নাথস্য সেনস্য অজ্ঞিষ্টে তনয়াত্রয়ঃ।
যদুনন্দনসেনোগ্রো বৃষধ্বজ ইতঃ পরঃ।
যদুনন্দনসেনস্য জজ্ঞাতে তনয়াবুভৌ।
আদ্যো রঞ্জনসেনোঽভূৎ দ্বিতীয়ঃ পুরুষোত্তমঃ।
অথ রঞ্জনসেনস্য ষট্‌পুত্রা অভিজজ্ঞিরে।
গোপীনাথো লোকনাথস্ততো রাজীবলোচনঃ।

* * *

পুত্রৌ রাজীবসেনস্য গোপালজয়কৃষ্ণকৌ।
জয়কৃষ্ণস্য সেনস্য পুত্রৌ দ্বৌ রাঘবোঽগ্রজঃ।
রামেশ্বরঃ পরো দৈবাৎ গোস্বামিদাসসংযুতৌ।
তৎপক্ষে কন্যকা জাতা দত্তা দুর্দৈববৈশস্তঃ।
জগদীশায় দাসায় কুমারহট্টবাসিনে।
রাঘবো দেশতোঽগৃহ্ণাৎ হুসেনপুরবাসিনঃ।
প্রথমং রামকৃষ্ণস্য সরকারস্য কন্যকাম্।
ততশ্চায়ুকুলে রামেশ্বরকন্যাং কুলোচিতাম্।
রামেশ্বরোঽপি গ্রাহ দায়ুরোয়াস্য তাম্।

( চন্দ্রপ্রভা, ৫৩—৫৫ পৃঃ )

দেখা গেল কৃত্তিবাসের পুত্র রত্নাকর, তৎপুত্র নিত্যানন্দ, তৎপুত্র জগন্নাথ, তৎপুত্র যদুনন্দন, তৎপুত্র রঞ্জন, তৎপুত্র রাজীব, তৎপুত্র জয়কৃষ্ণ, তাঁহার পুত্র রামেশ্বর। অতএব কৃত্তিবাস হইতে নবম পুরুষে রামেশ্বর সেনের জন্ম হয়। প্রয়োজন না হওয়ায় মল্লিক কৃত শ্লোকাবলি হইতে কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করা হইয়াছে। কেবল রামপ্রসাদের বংশাবলী ঠিক রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় উদ্ধৃত করিলাম। কৃত্তিবাসের পর অনেক মহাত্মা জন্মিলে তৎপর যে রামেশ্বরের জন্ম হয়, তাহা রামপ্রসাদও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

সেই বংশসমুদ্ভূত, ধীর সর্ব্বগুণযুত,
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সরলহৃদয়।

চন্দ্রপ্রভামতে রামপ্রসাদের বংশলতা এইরূপ দাঁড়ায়।

রাজা শ্রীহর্ষসেন।
( খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী )
|
বিনতা
|
বিনায়ক
|
রোষ
|
নারায়ণ
|
সাঙ
|
সরণি
|
কৃত্তিবাস
|
রত্নাকর
|
নিত্যানন্দ
|
জগন্নাথ
|
যদুনন্দন
|
মঞ্জন
|
রাজীবলোচন
|
জয়কৃষ্ণ
|
রামেশ্বর
|
রামরাম
|
রামপ্রসাদ
( খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী )

এখন দেখা আবশ্যক, কি সূত্র অবলম্বন করিয়া রামেশ্বর ধলহণ্ড পরিত্যাগ করিয়া কুমারহট্টবাসী হইয়াছিলেন।

উল্লিখিত শ্লোকগুলি পাঠ করিলে বোধ হয় এই বিপুল বংশ মধ্যে প্রথমে জয়কৃষ্ণ হীনাবস্থায় পতিত হন। কারণ তিনি আপন কন্যাগুলিকে নীচবংশে সম্প্রদান করিতে বাধ্য হয়েন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যাকে কুমারহট্টবাসী জগদীশ দাসের সহিত বিবাহ দেন। আবার দরিদ্রতা বশতঃ জয়কৃষ্ণের পুত্র রাঘবও নীচ বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে যেমন অর্থলোভের বশবর্ত্তী হইয়া সেখানে ইচ্ছা পুত্র বিবাহ দেওয়ার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, বিশেষতঃ ধনীর পুত্রের বরপণ অতি উচ্চ হারে গৃহীত হইয়া থাকে, তৎকালে সেরূপ প্রথার প্রচলন ছিল না। দরিদ্রেরা পুত্র ও কন্যার উপর পণ গ্রহণ করিতেন বটে, কিন্তু তাহারও একটা হার নির্দ্দিষ্ট ছিল। কে কাহার নিকট কি হারে টাকা পাইতে পারে, তাহা ঘটকেরা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। আবার অনেক স্থলে টাকার পরিবর্ত্তে লিখিতপত্রে পণ লিখিয়া

দিলেও কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিত। ধনীর পক্ষে টাকা গ্রহণ করা বড়ই লজ্জার কথা ছিল। বিশেষতঃ নীচ ঘরের সহিত আদান প্রদান ততোধিক অপমানজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। অবশ্য নিতান্ত দায়ে ঠেকিয়াই রামবেরও তাহার ভগিনীদিগের আদান প্রদান নিম্ন ঘরে হইয়াছিল। জয়কৃষ্ণ বর্ত্তমান থাকিতে কি তাঁহার মৃত্যুর পর এই কার্য্যগুলি সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা অবধারণ করা যায় না। হীনাবস্থাপন্ন পতিত হইয়া হয় জয়কৃষ্ণ কি তাঁহার পুত্রেরা, কুমারহট্টে কুটুম্বাশ্রমে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সগরীশ লোক সম্পন্ন লোক না হইলে কখনও উচ্চ ঘরে বিবাহ করিতে পারিতেন না। ধনীর পক্ষে কুটুম্ব পরিপোষণ করাও আস্বাভাবিক কার্য্য নয়। "শিশুকালে পিতা মৈল লজ্জা নিল চোরে" রামপ্রসাদ যে এইরূপ একটী কথার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও [illegible] পাঠে বোধ হয় যেন রামপ্রসাদের পিতার মৃত্যুর পর তাঁহারা হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের দৈন্যের বিষয়ে তাঁহার প্রপিতামহ জয়কৃষ্ণের সময় হইতেই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রামপ্রসাদ সেন কুমারহট্ট গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই জন্যই বলিয়া গিয়াছেন "ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম"।

এখন দেখা যাউক "পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল" কথা কেন স্ববংশের সহিত যোজনা করিয়া গিয়াছেন। বৈদ্য সম্প্রদায় মধ্যে সিদ্ধ ও সাধ্য, এই দুইটী থাক আছে। ধন্বন্তরি, শাক্ত, নৌদ্গল্য ও কাশ্যপ এই চারিটি সিদ্ধ গোত্র, কিন্তু বর্ম্মের হীনতা প্রযুক্ত সিদ্ধবংশ হইতে অনেকে সাধ্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহারা মধ্যবিধ, তাহারা মৌলিক বলিয়া পরিগণিত হয়। বিনায়ক বংশ মহাকুলীন হইলেও কার্য্যতঃ তন্মধ্যে কেহ কুলীন, কেহ মৌলিক, কেহ সন্মৌলিক বলিয়া পরিগণিত হয়। রামপ্রসাদের বংশ এই সন্মৌলিক থাকে ছিল। সাধ্যবৎ ভাবনা হওয়া প্রযুক্ত এবং মূলবংশের শুদ্ধতা হেতু তিনি স্ববংশকে শুদ্ধমূল বলিয়া উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বলা বাহুল্য রামপ্রসাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ধনী ও কুলীন ছিলেন। তৎসময়ে শ্রেষ্ঠত্বের যে কয়েকটি লক্ষণ ছিল, তন্মধ্যে কুলকার্য্যপরায়ণতাও একটী। কবিরঞ্জনের প্রপিতামহ পর্য্যন্ত সে প্রথাটি রক্ষিত হওয়ায় তাঁহারা যে সম্পন্ন লোক ছিলেন, তাহা বিশ্বাস করা যায়। পরে দীনতা প্রযুক্ত সেই নিয়মের উল্লঙ্ঘন হয়।

আমরা এই খানেই প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম। আজকাল জাতিগত ও বংশগত বিষয় লইয়া যেরূপ নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে, তাহাতে সাধক কবিবরের এই পরিচয় প্রদান করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক নহে। পাঠক এতৎপাঠে অনেক পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন যে, পূর্ব্বকালে বৈদ্যেরা কেবল জাতীয় চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে রাজকর্ম্মচারী ও ভূম্যধিকারী ছিলেন। আমরা ধন্বন্তরি-বিনায়কবংশের কথামাত্র এই স্থলে উল্লেখ করিলাম। অন্যান্য গোত্র হইতেও এতাদৃশ অনেক দৃষ্টান্ত প্রদান করা যাইতে পারে।

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

# শূদ্র পণ্ডিত ও কাশীখণ্ড।

প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে—বঙ্গদেশে যখন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের প্রবল প্রভাবের সময়—তখন এক প্রতিভাশালী কায়স্থসন্তান আপনার অসাধারণ পাণ্ডিত্যে বঙ্গের একাংশে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের আসন অধিকার করিয়া 'শূদ্রপণ্ডিত' খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। অদ্য আমরা সেই 'শূদ্র পণ্ডিত' ও তদীয় কীর্ত্তি 'স্কন্দউক্ত সুধাভাণ্ড' কাশীখণ্ডের পরিচয় পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত আটিয়াপরগণার কেদারপুর গ্রামে এই শূদ্র পণ্ডিতের জন্ম হয়। ইহাঁর নাম কেবলকৃষ্ণ বসু। কেবলকৃষ্ণ স্বপ্রণীত কাশীখণ্ডের শেষভাগে গ্রন্থরচনার কাল নির্দ্দেশস্থলে লিখিয়াছেন—"অম্বরাম জলনিধি চন্দ্রের উদয়।" ইহাতে জানা যায় তিনি ১৭০৭ শকে অর্থাৎ ১২২২ সাল (বর্ত্তমান সময়ের ৮৪ বৎসর পূর্ব্বে) গ্রন্থ রচনা করেন। কেদারপুরে এখন যে দুই একটী ৭০।৭২ বর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই কেবলকৃষ্ণ বসুকে দেখেন নাই। কিন্তু কেবলকৃষ্ণ যে দীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন এবং জীবনের শেষাবস্থায় কাশীখণ্ডের রচনা করেন, একথা তাঁহারা বাল্যে পিতা ও পিতৃস্থানীয়দিগের মুখে শুনিয়াছেন। কেবলকৃষ্ণের পাণ্ডিত্যখ্যাতি ও তৎসম্বন্ধীয় বিবিধ গল্প ইহাঁরা বিশেষ অবগত আছেন। ইহাতে বোধ হয় বৃদ্ধাবস্থায় কাশীখণ্ড রচনা করিয়া কেবলকৃষ্ণ অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন, এজন্য ৭০ বৎসর বয়সে কাশীখণ্ড রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ধরিলে তাঁহার জন্ম ১৬৬৭ শকে (১১৫২ সাল) হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। কেবলকৃষ্ণের পুত্রকন্যা জন্মে নাই। নিঃসন্তান অবস্থায় তিনি পরলোক গমন করেন (১)। এক্ষণে তাঁহার ভিটায় তদীয় ভ্রাতুষ্পৌত্র শ্রীযুক্ত ধরণীনাথ বসু বাস করিয়া 'বংশে বাতি' দিতেছেন। ইহাঁর বয়স ৪০ বৎসর।

কেবলকৃষ্ণের পিতার নাম বিজয়রাম বসু (২)। কেবলকৃষ্ণের বাল্যাবস্থায় কেদারপুরের তদানীন্তন নৈয়ায়িক পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ রামনিধি বাচস্পতির পাণ্ডিত্যের বড়ই খ্যাতি ছিল। কেবলকৃষ্ণ ইহাঁরই নিকটে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জোতিষ, স্মৃতি ও ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অসাধারণ মেধা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবে গুরুর হৃদয়ের সমগ্র শিষ্যবাৎসল্য ইনি অধিকার করিয়াছিলেন। কেবলকৃষ্ণ যখন শাস্ত্রপারদর্শী যুবক, বাচস্পতি তখন অশীতিপর বৃদ্ধ। কিন্তু প্রধান পণ্ডিত বলিয়া তখনও চতুঃপার্শ্বের

(১) সুতাসুতহীন কেবলকৃষ্ণ দুর্ম্মতি।
ভবার্ণবে পরিত্রাণ কর পশুপতি॥
কাশীখণ্ড। ২৫২ পাতার প্রথম পৃষ্ঠা।

(২) কুলজী গ্রন্থানুসারে কেবলকৃষ্ণের বংশপত্রিকা এইরূপ—

বহুলোক তাঁহার নিকট ব্যবস্থা লইতে আসিত। বাচস্পতি ব্যবস্থাপ্রার্থীদিগকে প্রেরণ করিয়া কেবলকৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। কেবলকৃষ্ণ ব্যবস্থা দিয়া যাহা পাইতেন, সমস্তই গুরুকে দিতেন। এইরূপে ব্যবস্থা দেওয়ায় চতুর্দ্দিকে তাঁহার 'শূদ্র পণ্ডিত' খ্যাতি প্রচারিত হয়। কেবলের শাস্ত্রজ্ঞান এত গভীর ছিল যে, তৎকালে শূদ্রপণ্ডিতের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিত কিছু বলিতে সাহসী হন নাই।

কেবলকৃষ্ণ বসু শৈব ছিলেন। শিবমাহাত্ম্য প্রচার জন্য বৃদ্ধ বয়সে (অনুমান ৭০ বৎসরে) স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ড পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদিত করেন। তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইতঃপূর্ব্বে সংস্কৃত পুরাণ বা কাব্য অবলম্বনে রচিত আমরা যত গ্রন্থ দেখিতেছি, প্রায় তৎসমুদয়ই গীত বা পাচালী। বর্ত্তমান সময়ে সংস্কৃত কাব্য বা পুরাণের যেরূপ বিশুদ্ধ পদ্য বা গদ্য অনুবাদ দেখা যায়, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। পূর্ব্বকবিগণ গান করিবার জন্যই গ্রন্থ রচনা করিতেন। কেবল পাঠ করিবার জন্য কেহ কিছু রচনা করেন নাই। কিন্তু কবি কেবলকৃষ্ণ বসু পাঠের জন্য পুরাণাবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার কাশীখণ্ড গীত নহে। বর্ত্তমান কালের ন্যায় পাঠোপযোগী সরল পদ্যগ্রন্থ।

কেবলকৃষ্ণ স্বয়ং বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তথাপি কেবল বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থরচনা সঙ্গত বোধ করেন নাই। ঢাকা জেলার অন্তর্গত (বর্ত্তমানে ঢাকা, পূর্ব্বে রাজসাহী) রৌহা গ্রাম (১) নিবাসী প্রসিদ্ধ পুরাণজ্ঞ পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের

---

কান্যকুব্জাগত দশরথ বসু হইতে অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ

বিশ্বম্ভর বসু ১৪
|
প্রভাকর বসু ১৫
|
* রামানন্দ বসু ১৬
|
রাঘবানন্দ বসু ১৭
|
লক্ষ্মীকান্ত বসু ১৮
|
রামবল্লভ বসু ১৯
|
বিজয়রাম বসু ২০
|
কেবলকৃষ্ণ বসু ২১

* মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত খলসী গ্রামের ভূম্যধিকারী শ্রীবৎস রাজা ইঁহাকে চন্দ্রদ্বীপ হইতে আনিয়া বিক্রমপুরে স্থাপিত করেন। ইঁহার বংশীয় বিজয়রাম বসু (২০শ পুরুষ) কেদারপুরে বাস করেন।

(১) রৌহাগ্রাম সেকালে বিদ্যাবিষয়ে বড় বিখ্যাত ছিল। যখন ছাপাখানার নূতন পত্তনীতে দেশ ছাইয়া ফেলে নাই, তখন রৌহার জ্যোতিষিগণের পুথীই এ দেশে আমাণ্য ছিল। জ্যোতিষ বিষয়ে রৌহার প্রাধান্য সর্ব্বসম্মত ছিল। জ্যোতিষ ব্যতীত, ন্যায়, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি বিবিধশাস্ত্রবেত্তা বহুপণ্ডিত রৌহাতে বাস করিতেন। কিন্তু এখন আর রৌহার সে গৌরব নাই।

সাহায্যে তিনি কাশীখণ্ড রচনা করিয়াছিলেন। কাশীখণ্ডের শেষভাগে গ্রন্থ-রচনার বিবরণ স্থলে এ কথা লিখিত আছে :—

ভট্টাচার্য্য গঙ্গাপ্রসাদের স্থিতিবাস।
ক্ষিতি মধ্যে রোয়া গ্রাম সর্ব্বত্র প্রকাশ।
পুরাণে জ্যোতিষে শ্রেষ্ঠ বিখ্যাত মহীতে।
রাজসাহী মধ্যেতে গ্রাম সিন্দুরী চাকলাতে।
তাহান শ্লোকার্থ শিরে বন্দি সাবহিতে।
কহিছে কেবলকৃষ্ণ বসু পয়ারেতে।

গ্রন্থমধ্যে ভণিতাতেও এক স্থলে এ কথার উল্লেখ আছে :—

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ নাম, সর্ব্বশাস্ত্রে অনুপান,
ভট্টাচার্য্য খ্যাতি দেশে দেশে।
তাহান শ্লোকার্থ মতে, কাশীখণ্ড পয়ারেতে,
কহিছে কেবলকৃষ্ণ দাসে।

১৭৩৭ শকের চৈত্র মাসের বৃহস্পতিবার দিবা এক দণ্ডের সময় কাশীখণ্ডের রচনা সমাপ্ত হয়। এই দিন শুক্লা দ্বাদশী তিথি, শ্রবণা নক্ষত্র ছিল। সুতরাং কাশীখণ্ডের বয়স ৮৪ বৎসর বলিয়া জানা যাইতেছে। (১)

কেবলকৃষ্ণের রচনা প্রসাদগুণবিশিষ্টা ও সর্ব্বত্র মূলানুসারিণী। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, থর্ব্বছন্দ (২) প্রভৃতি ছন্দ তাঁহার গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া অর্থবোধের জন্য ব্যস্ত হইতে হয় না। কাশীখণ্ডে ছন্দোদোষ এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। মধ্যে বিচিত্র রসালঙ্কারে তদীয় কবিতা অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইয়াছে। পূর্ব্ব-কবিগণের ন্যায় কেবলকৃষ্ণও গ্রন্থমধ্যে বহু ভণিতা লিখিয়াছেন; আমরা তাহার দুই একটী উদ্ধৃত করিতেছি :—

১। কহে ইন্দ্র শুন সবে, ব্রহ্মপুরে চল তবে,
নিবেদেই ব্রহ্মার সদাশে।
স্কন্দপুরাণের সার, ত্রিপদী করিয়া তার,
কহে কেবলকৃষ্ণ বসু দাসে।

২। কাশীখণ্ড মহাপোতা ব্যাসের রচিতা।
পয়ারে কেবলকৃষ্ণ কহিছে কিঞ্চিত।

---

(১) অম্বরাম জলনিধি চন্দ্রের উদয়। শুকলা দ্বাদশী তিথি দিবসে।
শকের আখিরি পরে কাই নিরণয়। বৃহস্পতিবার শ্রেষ্ঠ শ্রবণা নক্ষত্রে।
* * * মধুমাসে। সমাপন হৈল বেলা বরষ দণ্ডেতে।
কাশীখণ্ড, ২৫২ পাতা।

(২) কাশীরাম দাসের 'দেখ দিজ, মনসিজ, দিনিয়া মুরতি।' এই ছন্দকে কবি কেবলকৃষ্ণ বসু থর্ব্বছন্দ আখ্যা দিয়াছেন।

৩। স্কন্দপুরাণের কথা শুনিতে মধুর।
পয়ারে কেবল কহে ভাবি চন্দ্রচূড়॥
৪। চতুর্দ্দশ বর্ণে রস সুছন্দ হইছে।
কাশীখণ্ড সুধাভাণ্ড কেবল কহিছে॥

কবি গুরু, গণেশ, নারায়ণ, মহাদেব, ব্রহ্মা, ভগবতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি বহু দেব দেবীর বন্দনা করিয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতের পর্ব্ব হওয়ার উপাখ্যান হইতে গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। বন্দনার মধ্যে সরস্বতীর বন্দনাই বড় দীর্ঘ, দুই বারে উহা সমাপ্ত হইয়াছে। বন্দনার কোন কোন চরণ আটীয়া পরগণায় প্রচলিত শতানন্দী সত্যনারায়ণের পুঁথির বন্দনার সহিত অবিকল মিলে। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা বন্দনা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

গুরু-বন্দনা—

বন্দে কাশীং গুহং গঙ্গাং ভবানীং মণিকর্ণিকাম্।
বিশ্বেশং মাধবং ঢুণ্ঢিং দণ্ডপাণিঞ্চ ভৈরবম্॥
অগ্রে গুরু পাদপদ্ম বন্দো সাবহিতে।
ভব সমতুল্য নাহি এ ভব ঘোরেতে॥
ত্রৈলোক্যদুর্লভ মোক্ষ নাহি তব পর।
হরিহর ব্রহ্মা আদি ভাবে নিরন্তর।
ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থিতি সদা কি তুলনা তার।
সদায়ে আনন্দ রসে করয়ে বিহার॥
দীক্ষা হৈলে পুনর্জ্জন্ম জ্ঞানহ কারণ।
এ দেহ পবিত্র হয় শাপ বিমোচন॥
গুরু মন্ত্র দেবতা যে এক ভাবে মনে।
তারে গুরু নিস্তারয়ে এ ভবশাসনে॥

নারায়ণের বন্দনা—

বন্দো দেব নারায়ণ জগতের সার।
লক্ষ্মী সরস্বতী দুয় বনিতা যাঁহার॥
সুদর্শনচক্রধারী গরুড়বাহন।
বৈকুণ্ঠের নাথ প্রভু কমললোচন। ইত্যাদি।

মহাদেব বন্দনা—

বৃষভবাহনে বন্দো দেব পঞ্চানন॥
বিভূতি ভূষণ অঙ্গে অভয় বর করে।
বাঘাম্বর পরিধান হাড়মালা গলে॥
ফণীয়ে বেষ্টিত অঙ্গ শিরে তর জটা।
ললাটেত সাধুবৃন্দ শোভিছে ললনি।
ভৈরবা পিশাচ সব কলরব করে।
করেতে ত্রিশূল সদা শ্মশানেতে ফিরে॥

করুণাময়ী বন্দনা—(১)

করুণাময়ীর পদে প্রণতি আমার।
কেদারপুরে অংশরূপেত প্রচার॥
ব্রহ্মচারী প্রতি অতি হইয়া সদয়।
বিবাহ করেন যা তাহান আলয়॥
হৃদয়ে তুমাকে বান্ধিয়াছে ব্রহ্মচারী।
ভুবনমোহন রূপ চতুর্ভুজধারী॥
কালোরূপে আলো করে বামে মুণ্ড অসি।
দক্ষিণে অভয় বর মনভয়নাশি॥
ত্রিনেত্র উজ্জ্বলমুখ পূর্ণশশধর
তেজ অতিশয় জিনি কোটি দিবাকর।
শোণিতের ধারা বহে মুণ্ডমালা গলে।
কিরীটেতে সার্দ্ধচন্দ্র কত মণি জ্বলে॥

(১) করুণাময়ী—কেদারপুরস্থিত পাষাণময়ী চতুর্ভুজা কালীমূর্ত্তির নাম। ৺ রাধাচরণ ব্রহ্মচারী এই মূর্ত্তি স্থাপন করেন। এখনও তদীয় বংশধরগণের দ্বারা এই মূর্ত্তি প্রত্যহ পূজিত হইতেছেন। প্রতি অমাবস্যায় সমারোহের সহিত পূজা হয়।

কুন্দ জিনি দন্ত কুম্ভ জিনি পয়োধর। হেন পদ পাবে নর করি কি সাধন॥
হৃদয়ে দুর্লভ পদ রাখে দিগম্বর॥ অপার মহিমা শুণ ভুবনে তোমার।
যত্ন করি হৃদে পদ রাখে ত্রিলোচন। মূর্খে কি কহিতে পারে করিয়া বিচার॥

গ্রন্থারম্ভে বক্তা নাম—শ্রোতা সূত। নিম্নলিখিতরূপে গ্রন্থারম্ভ করা হইয়াছে :—

সভামধ্যেতে মহামুনি বেদব্যাস। অজ্ঞাত নাহিক কিছু ভুবনে তোমার॥
বেরাজ পুরাণ শাস্ত্র করিলা প্রকাশ॥ বর্দ্ধমান হৈয়া ধরা খর্ব্ব কি কারণ।
ব্যাসের নিকট সূত মুনি সর্ব্বক্ষণ। বিবরিয়া কহ মুনি সে সব কথন॥
নানাশাস্ত্র আলাপনে থাকয়ে দুজন॥ ব্যাস ভুলে সূত শুন কহি যে তুমারে।
একদিন সূত জিজ্ঞাসয়ে ব্যাসস্থানে। শুনিতে হইল খর্ব্ব বিন্ধ্য দুরাচারে॥
বিন্ধ্যগিরি অতি খর্ব্ব হৈল কি কারণে॥ বর্দ্ধমান হৈয়া খর্ব্ব হৈলা কোন কারণ।
মুনির প্রধান তুমি পুরিত সবার। বিস্তারিয়া কহি সূত করহ শ্রবণ॥ ইত্যাদি।

কেবলকৃষ্ণ কাশীর মাহাত্ম্য স্থলে লিখিয়াছেন :—

মাংস ত্যাগে ব্যাঘ্র মৎস্য ভক্ষে নাহি খায়।

কাশীখণ্ডে গো-মাহাত্ম্য নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

মাতৃসম পুণ্য গাভী শুন দেবগণ। খুরেরেণু গঙ্গাতুল্য কহিলাম সার॥
যাহার খুরেতে থাকে ধন্য সেহি জন॥ পৃষ্ঠ গৃহে স্বর্গ ভীর্থ মধ্যে গৌরীহরে।
যেহি জনে গাভী দান করে পৃথিবীত। বিরাজে থাকয়ে বিষ্ণু তাহান অন্তরে॥
তার পিতা পিতামহ আনন্দমোহিত। গোময়ে নর্ম্মদা আর গোমূত্রে যমুনা।
নৃত্য করে পিতৃলোক হইয়া পুলকিত। সে স্থান পবিত্র যথা পড়ে বিন্দু পানী॥
হেন ঋষি মুনিগণ শুনি হরষিত। দুগ্ধ গঙ্গাতুল্য হয় শুন দেবগণে॥
গাভী দানে তার তীর্থ স্নান পলায়ন। গাভীর অধিক আর নাহিকে ভুবনে॥
ব্যাধির নাশক হয় কহিনু কারণ॥ তাহার পুচ্ছের বায়ু লাগে যার গায়।
সর্ব্বত্র মঙ্গল তার গাভী গৃহে যার। পাপ নহে থাকে সর্ব্বরোগ ত্যাগ পায়॥

কেবলকৃষ্ণ সতী ও বিধবার নিম্নলিখিত-কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

সতীধর্ম্ম।—

যেহি নারী পতিসেবা করয়ে সতত। পতিকে খাওয়ায়ে অগ্রে করায়ে শয়ন।
তাহার শরীরে কিছু না হয় আপদ॥ বাতাস করিয়ে অঙ্গে সতীর লক্ষণ॥
পতি-আজ্ঞা পালন করিবে সর্ব্বক্ষণ। পতিক-ভোজন শেষ প্রসাদ পাইবে।
আজ্ঞা লঙ্ঘনে হয় নরকে গমন॥ পতিপাদোদক নিত্য গ্রহণ করিবে॥

বিধবার ধর্ম্ম।—

বিধবা হইলে বৃথা তাহার জীবন। কেশ রাখিবেক শিরে না যায় বন্ধন।
মাতা বিনা অন্যের না দেখিবে বদন। সদাচার মতে কিছু করিবে ভোজন॥
বৈধব্যেত কেশ নহে করিবে বন্ধন। হবিষ্যান্ন দিনান্তে কিঞ্চিত আহার।
বন্ধনেত তারি পতি থাকে সর্ব্বক্ষণ॥ * * * *

একদিন উপবাস পরেত পারণ।
তিন রাত্রি অনাহারি পশ্চাৎ ভক্ষণ।
ক্রম নবরাত্রি মাসেক অন্তরে।
হবিষ্যাদি ত্যাগ যে করিবে তদপরে।
আত্মঘাতী হৈলে গতি নাহিক তাহার।
সেহি হেতু ফলমূল কিঞ্চিত আহার॥

প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে অনেকেই স্বস্ব গ্রন্থের শ্রবণ কীর্ত্তন ফল বর্ণনা করিয়া গ্রন্থের মাহাত্ম্য বাড়াইয়া গিয়াছেন। কবি কেবলকৃষ্ণ বসুও গ্রন্থশেষে কাশীখণ্ড শ্রবণ [illegible] বহু ফল বর্ণনা করিয়াছেন:—

ঋষি কহে শুন সূত কহি পুনর্ব্বার।
স্কন্দ উক্ত পুরাণ যে কাশীখণ্ড সার॥
কায়-মন-চিত্তে যেহি শ্রবণ করয়।
সপ্ত ত্রিকোটি তীর্থ ফল প্রাপ্তি হয়॥
চতুর্দ্দশী পাঠ করে সর্ব্ব তপস্যাতে।
যে পুণ্য তাহাতে হয় সে পুণ্য ইহাতে॥
দ্বাপিওদানে পিতৃলোক পুলকিত।
কাশীখণ্ড পাঠ তথা তেঁহ আনন্দিত॥
কাশীখণ্ড শ্রবণ করিলে যেই জন।
সমস্ত পুরাণ সেহি করিলে শ্রবণ॥
ত্রিমূর্ত্তি হইয়া তুষিল সর্ব্বজনে।
এক উপাখ্যান যদি কাশীখণ্ডে শুনে॥
সকলশাস্ত্র অধ্যয়ন সর্ব্বধর্ম্ম আর।
যে পুণ্য তাহাতে সেহি পুণ্য হয় তার॥
কাশীখণ্ড হৈলা যহা ধর্ম্মের জনক।
বিরূপ ভাবিবে সেহি ভুঞ্জিবে নরক॥
কাশীখণ্ড হৈলা সপ্তমুক্তিফলদাতা।
সর্ব্ব অর্থ দণ্ডায়েন নাহিক অন্যথা॥
মনাবিষ্ট হৈয়া যেহি করায়ে শ্রবণ।
সমর্থ পারয়ে কিংবা অধিক কথন॥
নতুবা তাহার সাধ্য কিবা এসংসার।
কিংবা এক উপাখ্যান যে শুনায়॥
পারায়ণ করে কিবা শ্লোকার্দ্ধ আবার।
তাহাকে জানিবা ইষ্ট দেবতার প্রায়॥
যে স্থানেতে কাশীখণ্ড করয়ে পঠন।
সে স্থানেতে অমঙ্গল না হয়ে কখন॥
বিশ্বেশ্বর সন্তুষ্ট হন যার প্রতি।
কাশীখণ্ড শুনিতে তাহার হয় মতি॥ ইত্যাদি।

কিন্তু এত প্রলোভনেও তাঁহার গ্রন্থের অধিক প্রচার হয় নাই। একখানি মাত্র পুথি তাঁহার প্রতিবেশীর গৃহে কাস্তফলকরূপ রক্ষিত হইয়া তদীয় পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের শেষ চিহ্ন বহন করিতেছে। কেবলকৃষ্ণের গ্রন্থ রচনার পরই মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবের কাল উপস্থিত হওয়ায় বোধ হয় একপ হইয়াছিল।

আমরা কাশীখণ্ডের যে হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়াছি, উহা ১২৪৭ সনের ২২শে ফাল্গুন লিখিত। লেখক কবির প্রতিবেশী শ্রীরাজেশ্বর রায়। পত্র সংখ্যা ২৩২।

কাশীখণ্ড ব্যতীত কেবলকৃষ্ণবসু রচিত সত্যনারায়ণের একখানি সংক্ষিপ্ত পাঁচালী আছে।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।
কোমারপুর।

# জ্যোতিষিক পরিভাষা।

( সূর্য্যসিদ্ধান্ত, রঙ্গনাথকৃত গূঢ়ার্থপ্রকাশক নামক ভাষ্য এবং ভাস্করাচার্য্যকৃত গোলাধ্যায় হইতে সঙ্কলিত )

| | |
|---|---|
| *Aldebaran* ( *α Tauri* ) | রোহিণী ( যোগতারা ) |
| Altitude of Sun | উন্নতি |
| Altitude of Sun, sine of | মহাশঙ্কু, শঙ্কুজীবা |
| Do. do. when on meridian. | মধ্যশঙ্কু |
| Altitude of Sun, sine of, when on Prime Vertical | সমমণ্ডলশঙ্কু |
| Altitude of Sun, sine of, when on the vertical passing through N. E. and S. W. points or N. W. and S. E. points | কোণশঙ্কু |
| Angle between Ecliptic and small circle through a body parallel to Prime Vertical ( or angle between Ecliptic and Prime Vertical ) | বলন |
| Angle between small circles through a body parallel to Prime Vertical and Equator (or angle between Equator and Prime Vertical) | আক্ষবলন |
| Angle between Ecliptic and small circle through a body parallel to Equator ( or angle between Ecliptic and Equator ) | আয়নবলন |
| Annual parallax of a superior planet | শীঘ্রফল |
| *Antares* ( *α Scorpionis* ) | জ্যেষ্ঠা ( যোগতারা ) |
| Antipodal | সমসূত্রস্থ, কুদলান্তরস্থ |

| | |
|---|---|
| Aphelion | মন্দোচ্চ |
| Aphelion, angular distance from ( or True Anomaly ) | মন্দকেন্দ্র |
| Apogee | মন্দোচ্চ |
| Apside | মন্দ, মন্দোচ্চ |
| λ *Aquarii* | শতভিষজ্, শতভিষা ( যোগতারা ) |
| *Aquarius* | কুম্ভ |
| α *Aquilæ* | শ্রবণা ( যোগতারা ) |
| *Arcturus* ( α *Bootis* ) | স্বাতী ( যোগতারা ) |
| *Aries* | মেষ, অজ |
| α, β and γ *Arietis* ( β *Arietis* is the যোগতারা) | অশ্বিনী |
| 35, 39 and 41 *Arietis* ( 35 *Arietis* is the যোগতারা ) | ভরণী |
| Armillary Sphere | ভূভগোল |
| Ascending point | লগ্ন |
| Asterism | ঋক্ষ, নক্ষত্র, ভ |
| Asterism, principal star in an | যোগতারা |
| Asterism, portion of Ecliptic included in an | ভোগ |
| δ *Aurigæ* | প্রজাপতি |
| *Cancer* | কর্ক, কর্কট |
| δ *Cancri* | পুষ্যা, তিষ্য ) যোগতারা ) |
| *Canopus* ( α *Argolis* ) | অগস্ত্য |
| *Capella* ( α *Aurigæ* ) | ব্রহ্মহৃদয় |
| *Capricornus* | মকর, মৃগ |
| Celestial Sphere | খগোল |
| Clepsydra | কপাল যন্ত্র |
| Coincidence of observed and calculated positions | দৃক্‌তুল্যতা |
| Colatitude | নব |
| Colatitude, sine of | লম্বজ্যা |

| | |
|---|---|
| Conjunction | মেলক, যুতি, যোগ, সমাগম |
| Correction in astronomical calculation | বীজ |
| *Corvus* ( $\gamma$ or $\delta$ *Corvi* is the যোগতারা ) | হস্ত। |
| Cosine | কোটিজ্যা |
| Culminating point | মধ্যলগ্ন, মধ্যভ, মধ্যম |
| Ditto, zenith distance of | নতাংশ |
| Ditto, sine of | মধ্যজ্যা |
| Day, solar | সৌর অহোরাত্র |
| Day, sidereal | নাক্ষত্র অহোরাত্র |
| Day, lunar | তিথি |
| Day, civil | সাবন অহোরাত্র |
| Declination ( portion of Declination Circle of a body intercepted between Equator and Ecliptic ) * | ক্রান্তি, অপক্রম |
| Declination, sine of | ক্রান্তিজ্যা |
| Declination, having the same | একায়নগত |
| Declination Circle perpendicular to meridian | উন্মণ্ডল |
| Degree | অংশ, ভাগ |
| *Delphinus* or the *Dolphin* ( $\beta$ *Delphini* is the যোগতারা ) | ধনিষ্ঠা, শ্রবিষ্ঠা। |
| Descending point | অস্তলগ্ন |
| Diagram | পরিলেখ, |
| Difference between periods of rising of a Sign in a given latitude and at the Equator under same meridian | চরখণ্ড |
| Difference between the right | চরজ্যা। |

* So used in the Suryya Siddhanta. In the Goladhyaya, *declination* is taken in the modern sense.

| | |
|---|---|
| and oblique ascensions of a planet (i.e. portion of Equator intercepted between Declination Circle and secondary to Prime Vertical passing through the planet) | চর, চরদল |
| Difference between right and oblique ascensions, sine of | চরজ্যা |
| Direct motion | ঋজুগতি |
| Earth | ভূগোল |
| East and West line | প্রাচ্যপরা |
| Eclipse | গ্রহণ |
| „ , first contact in | প্রগ্রহ, গ্রাস, স্পর্শ |
| „ , middle of | মধ্যগ্রহণ |
| „ , last contact in | মোক্ষ " |
| „ , duration of | স্থিতি |
| Eclipsed body, total disappearance of | নিমীলন, বিমর্দ্দ |
| Eclipsed body, reappearance of | উন্মীলন |
| Ecliptic | অপমণ্ডল, ক্রান্তিবৃত্ত, ক্রান্তিমণ্ডল |
| Elongation of an inferior planet | শীঘ্রফল |
| Epicycle | পরিধি, বৃত্ত |
| Epoch | দ্যুগণ, অহর্গণ |
| Equation of time due to obliquity of Ecliptic | উদয়ান্তর |
| Equation of time due to unequal motion in Ecliptic | ভুজান্তর |
| Equator, terrestrial | নিরক্ষ, ব্যক্ষ |
| Equator, celestial | বিষুবন্মণ্ডল, বিষুবদ্বৃত্ত |
| Equatorial ( Instrument ) | নাড়ীবলয় |
| Equation of centre | মন্দফল |
| Equation of centre, process for finding | মন্দকর্ম্ম |

| | |
|---|---|
| Equinoctial points | বিষুবৎ, বিষুব |
| Equivalent in *pranas* (period of 4 seconds) of the part of a Sign already traversed | ভুক্তাসবঃ |
| Equivalent in *pranas* of part of a Sign to be traversed | ভোগ্যাসবঃ |
| Equivalent of a Sign in right ascension | লগ্নাসবঃ, লঙ্কোদয়াঃ, লঙ্কোদয়াসবঃ |
| Equivalent of a Sign in oblique ascension (i e. portion of Equator intercepted between two secondaries to the Prime Vertical passing through extremities of the Sign) | উদয়াসবঃ, উদয়প্রাণাঃ |
| *Gemini* | মিথুন |
| $\alpha$ and $\beta$ *Geminorum* (*Castor* and *Pollux*) | পুনর্বসু |
| Gnomon | নরযন্ত্র, শঙ্কু |
| Gnomon, shadow of | ছায়া, প্রভা, ভা |
| Gnomon shadow of, when the Sun is on the meridian at either equinox | বিষুবদ্‌ভা, পলভা |
| Heavenly body | জ্যোতিঃ |
| Heliacal rising of a body | উদয় |
| Heliacal setting of a body | অস্ত |
| Horizon | ক্ষিতিজ |
| Hour angle | নত |
| Hour-angle, sine of | নতজ্যা |
| *Hyades* | রোহিণী |
| *Hydra* (ই *Hydræ* is the যোগতারা) | অশ্লেষা |
| Instrument for taking the Sun's altitude and zenith distance | চক্রযন্ত্র |
| Intercalary month | অধিমাস |
| Interval of time by which the | দৃগ্ভাংশ, অক্ষাংশ, কালাংশ, কালভাগ |

| | |
|---|---|
| rising of a planet precedes or its setting follows that of the sun (or portion of Equator intercepted between the secondaries to the Prime Meridian, passing through the sun and planet) | |
| Intervals between the middle of an eclipse and the moments of of contact and separation | মধ্যস্থিত্যর্দ্ধ |
| Interval of time during which the sum of the longitudes of the sun and moon increases by 13°20′ (one lunar mansion) | যোগ |
| *Jupiter* | অমরেজ্য, গুরু, জীব, বৃহস্পতি |
| Jupiter's cycle of 60 years | বার্হস্পত্যমান |
| Latitude, terrestrial | অক্ষ |
| Latitude, celestial (portion of Declination Circle intercepted between a heavenly body and ecliptic) * | বিক্ষেপ, ক্ষেপ, শর |
| *Leo* | সিংহ |
| *β Leonis* | উত্তরফল্গুনী (যোগতারা) |
| *δ Leonis* | পূর্ব্বফল্গুনী (যোগতারা) |
| *Libra* | তুলা |
| *α, β, γ* and *ν Librae* (*ν Librae* is the যোগতারা) | বিশাখা |
| Line joining rising and setting points | উদয়াস্তসূত্র |
| Longitude, terrestrial (reckoned from the meridian of Lanka) | দেশান্তর |

* So used in the Surya Siddhanta. The term শর is used in the Goladhyaya to denote celestial latitude in the modern sense.

| | |
|---|---|
| Longitude, correction to be applied to the place of a planet for | দেশান্তরফল |
| Longitude, polar (portion of Ecliptic intercepted between the first point of Aries and the declination circle) | ধ্রুব, ধ্রুবক |
| Lunar day, half of | করণ |
| Lune (figure bounded by two circular arcs) | তিথি, মৎস্য |
| *Mars* | অঙ্গারক, কুজ, ভূমিপুত্র, ভৌম |
| Mean solar time | সাবনমান |
| Mean anomaly, sine of | ভুজজ্যা |
| *Mercury* | বুধ, জ্ঞ, শশিজ, সৌম্য |
| Meridian | যাম্যোত্তর-বৃত্ত, ঊর্দ্ধ যাম্যোত্তরবৃত্ত |
| Meridian, prime, terrestrial | মধ্যরেখা |
| Miles, about five | যোজন |
| Minute of arc | কলা, লিপ্তিকা, লিপ্তা |
| Minutes, twenty-four | ঘটিকা, নাড়ী, নাড়িকা |
| Moment of conjunction or opposition | পর্ব্বনাড্যঃ, পর্ব্ববিনাড্যঃ |
| Month, civil | সাবন মাস |
| Month, lunar (new moon to new moon) | মুখ্য চান্দ্র মাস |
| Month, lunar (full moon to full moon) | গৌণ চান্দ্র মাস |
| Month, sidereal | নাক্ষত্র মাস |
| Month, solar | সৌর মাস |
| Moon | ইন্দু, অনুক্কাংশু, শীতাংশু, শীতদীধিতি, হিমদীধিতি |
| Moon, full | পূর্ণিমা, পৌর্ণমাসী |
| Moon, new | অমাবাস্যা |
| Moon, cusps of | শৃঙ্গ |

| | |
|---|---|
| Motion, daily | কালগতি, ভুক্তি |
| Motion, retrograde | বক্রগতি |
| Node | পাত |
| Node, moon's ascending * | রাহু |
| Nonagesimal | ত্রিভোনলগ্ন |
| Nonagesimal, sine of altitude of | দৃগ্‌গতি, দৃগ্‌গতিজীব |
| Nonagesimal, sine of zenith distance of | দৃক্‌ক্ষেপ |
| Obliquity of Ecliptic | পরমক্রান্তি, পরমাপক্রম |
| Orbit of a planet | কক্ষা |
| Orbit of a planet, furthest point from the earth in | শীঘ্রোচ্চ |
| Orbit, circumference of | পরিনাহ |
| *a Orionis* | আর্দ্রা |
| *λ Orionis* | মৃগশিরাঃ, মৃগশীর্ষ ( যোগতারা ) |
| Parallax in altitude or zenith distance | দৃগ্‌লম্বন |
| Parallax in latitude | অবনতি, নতি |
| Parallax in longitude | হরিজ, লম্বন |
| *α Pegasi* | পূর্ব্বভাদ্রপদা ( যোগতারা ) |
| *γ Pegasi* or *α Andromedæ* | উত্তরভাদ্রপদা ( যোগতারা ) |
| *Pegasus, square of* | পূর্ব্বভাদ্রপদা এবং উত্তরভাদ্রপদা |
| *Pisces* | মীন |
| *Beta Arietis* | রেবতী ( যোগতারা ) |
| Planet | গ্রহ, খচর, খচারী |
| *Pleiades* (*Alcyone* is the যোগ তারা) | কৃত্তিকা |
| Pole of earth | মেরু |
| Pole, elevation of celestial | অক্ষোন্নতি |
| Pole of the Ecliptic | কদম্ব |
| *Pole Star.* | ধ্রুবতারা |

* The word কেতু denoting the moon's descending node does not occur in the Surya Siddhanta and the Goladhyaya

| | |
|---|---|
| Point of intersection of declination circle of a planet and ecliptic | অয়নগ্রহ |
| Portion of Ecliptic intercepted between two secondaries to the Prime Vertical, passing through the sun and a planet respectively | ক্ষেত্রাংশ |
| Portion of Ecliptic intercepted between the great circles through a body drawn through the poles of the Equator and the Ecliptic | অয়নকলা |
| Precession | অয়ন, অয়নাংশ |
| Prime Vertical | সমমণ্ডল |
| Process of finding the portion of the Ecliptic intercepted between the secondaries to the Ecliptic and the Prime Vertical passing through a planet | দৃক্‌কর্ম্ম |
| Process of finding the portion of the Ecliptic intercepted between the Declination Circle and the secondary to the Prime Vertical drawn through a planet | আক্ষদৃক্‌কর্ম্ম |
| Process of finding the portion of the Ecliptic intercepted between the secondaries to the Equator and Ecliptic drawn through a planet | আয়নদৃক্‌কর্ম্ম |
| Projection | ছেদ্যক |
| Quadrant | পদ |
| Radius of a great circle of the celestial sphere | ত্রিজ্যা, ত্রিজীবা, ত্রিভজীবা, ত্রিভজ্যা, ত্রিভমৌর্ব্বিকা |
| Radius of diurnal circle of a planet | দিনব্যাসদল, ছ্যজ্যা |

| | |
|---|---|
| *Regulus* ( *a Leonis* ) | মঘা ( যোগতারা ) * |
| Revolution | ভগণ |
| *Sagittarius* | ধনুঃ |
| *σ Sagittarii* | পূর্ব্বাষাঢ়া ( যোগতারা ) |
| *ζ Sagittarii* | উত্তরাষাঢ়া ( যোগতারা ) |
| Sandclock | বেণুগর্ভ |
| *Saturn* | অর্কজ, আর্কি, শনৈশ্চর, মন্দ |
| *Scorpio* | অলি, বৃশ্চিক |
| *δ Scorpionis* | অনুরাধা ( যোগতারা ) |
| *λ Scorpionis* | মূল ( যোগতারা ) |
| Second of arc | বিকলা |
| Second, $\frac{1}{60}$ of a | ত্রুটি |
| Second, $\frac{1}{60}$ of a | তৎপর |
| Second, $\frac{1}{60}$ of a | নিমেষ |
| Seconds, two | কাষ্ঠা |
| Seconds, four | প্রাণ, অসু |
| Seconds, twenty-four | বিনাড়ী |
| Sign of the Zodiac | রাশি |
| Sine | জ্যা, জীবা, জ্যার্দ্ধ, মৌর্ব্বিকা |
| Sines, Table of | জ্যাপিণ্ড, জ্যার্দ্ধপিণ্ড |
| Sine of the arcual distance of ascending point from East point | উদয়জ্যা, অগ্রজ্যা |
| Sine of the arcual distance between the East point or West point and the point at which a planet rises or sets | অগ্রা |
| Sine of that arc of the diurnal circle of a body which is intercepted between the horizon and the Dec- | কুজ্যা, ক্ষিতিজ্যা |

* The constellation মঘা is what is familiarly known as the *Sickle*, a minor constellation in Leo.

| | |
|---|---|
| lination Circle perpendicular to meridian | |
| Sine of the arc of the diurnal circle of a body intercepted between the horizon and the Prime Vertical | তদ্ধৃতি |
| Sine of the arc of the diurnal circle of a body intercepted between the horizon and the meridian | স্থাতি |
| *Sirius* ( *α Canis Majoris* ) | মৃগব্যাধ, লুব্ধক |
| Solstice | অয়নান্ত |
| Solstice, summer | দক্ষিণায়ন |
| Solstice, winter | উত্তরায়ণ |
| Solsticial points | অয়ন |
| Sphere | গোল |
| *Spica* ( *α Virginis* ) | চিত্রা |
| Staff (instrument for ascertaining the time of the day ) | যষ্টি যন্ত্র |
| Sun | অর্ক, তিগ্মাংশু, তীক্ষ্ণাংশু |
| *β Tauri* | হুতভুক্ |
| *Taurus* | বৃষ, বৃষন্ |
| Time taken by a Sign of the zodiac in rising above the horizon | উদয়প্রাণাঃ, উদয়াসবঃ |
| Time when the Sun and Moon have equal declination on the same side of the Equator | বাতীপাত |
| Time when the Sun and Moon have equal declinations on opposite sides of the Equator | বৈধৃতি, বৈধৃত |
| *Ursa Major* ( Charles's Wain ) | সপ্তর্ষি |
| *Vega* ( *α Lyrae* ) | অভিজিৎ ( যোগতারা ) |
| *Venus* | শুক্র, ভার্গব |

| | |
|---|---|
| Versed sine | উৎক্রমজ্যা |
| Versed sines, Table of | উৎক্রমজ্যার্দ্ধপিণ্ডক |
| Vertical circle | দৃগ্‌বৃত্ত |
| ζ *Virginis* | আপঃ |
| ρ *Virginis* | অপাংবৎস |
| *Virgo* | কন্যা |
| Year, civil | সাবন বর্ষ |
| Year, lunar | চান্দ্রবর্ষ |
| Year, sidereal | সৌরবর্ষ * |
| Zenith | খমধ্য, সম |
| Zenith-distance, meridian | নত, নতভাগ, নতাংশ |
| Zenith distance of a body in any other position | দৃক্ |
| Zenith distance, sine of | দৃগ্‌জ্যা |
| Zodiac | ভচক্র, রাশিচক্র |

শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ।

১। রাগমালা—নরোত্তম দাস।

বিষয়—শ্রীরাধাকৃষ্ণের রসবর্ণন। গদ্য ও পদ্যে লিখিত।

গ্রন্থকারের পরিচয় নাই। প্রেমভক্তিগ্রন্থকার এই গ্রন্থের রচয়িতা নহেন ইহাই বিশ্বাস। তারিখ বাঙ্গালা ১১৬২ সালের ১লা ফাল্গুন। শ্রীরামশঙ্কর দাস কর্ত্তৃক লিখিত। পত্র সংখ্যা ৮। মঙ্গলাচরণের কোন শ্লোকাদি নাই।

আরম্ভ—অথ উদ্দীপন কৃষ্ণগুণ নির্ণয়। রাধাকৃষ্ণ গুণ নিরূপণ। শব্দ, গন্ধ, রূপ, রস ও স্পর্শ এবং পঞ্চবিধ ভেদ বাখানিয়াছে পঞ্চশিখা। কর্ণে শব্দগুণ ১। নেত্রে রূপগুণ ২। নাসাতে গন্ধগুণ ৩। রসনায় রসগুণ ৪। অঙ্গে স্পর্শগুণ ৫।

শেষ—

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিলা কিছু এ সব আখ্যান॥
প্রভুর সম্মতে কৈল রাগমালা প্রকাশ।
এ রস আস্বাদন কহে নরোত্তম দাস॥

ঠিকানা—শ্রীহরিপদ গোস্বামী—যশোডা, পোঃ চাকদহ, নদীয়া।

---

* In the Surya Siddhanta, the so-called সৌর বর্ষ is not the Tropical Year, but the Sidereal Year.

২। উপাসনা-সারসংগ্রহ—শ্যামানন্দ দাস।

বিষয়—ভক্তি ও প্রেমতত্ত্ব নিরূপণ, শ্লোকসংখ্যা অনুমান ৫০০।

গ্রন্থ করিলা বহু রাগ বৈধী ভেদ।
বৈধী রাগানুগা আর বিধি নিষেধ॥
বয়েদ ভজন আর আশ্রয় নির্দ্দেশ।
বৃন্দাবনে কুঞ্জ নির্ণয় দেখাইব শেষ॥
রতি নাম ভেদ আর আশ্রয় উদ্দীপন।
লীলা ভক্তি ভেদ আর আশ্চর্য্য কথন॥

পরিচয়—ধারেন্দা নিবাসী দুখীকৃষ্ণ দাস—নামান্তর শ্যামানন্দ প্রভু—এই গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়াই বোধ হয়। গ্রন্থে এইরূপ পরিচয় আছে—

সেই শ্রীজীব গোসাঞি প্রভু যে আমার।
কত দিনে কৃপা করি করিবেন কিঙ্কর॥
নাহি জানি ছন্দোবন্ধ না জানি শ্লোকার্থ।
গোসাঞির চরণপদ্ম এই ভরসা মাত্র॥

আরম্ভ—শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট ইত্যাদি সংস্কৃত শ্লোক।

জয় জয় শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু মোর।
করহ করুণা প্রভু তবে বাঞ্ছা পূরে॥
আপনার গণমধ্যে গণনা করিবে।
কিঙ্কর করিয়া আপন সঙ্গেতে রাখিবে॥
কত দিনে হেন দশা আমার হইব।
শ্রীরূপের কৃপাধন আমি সে পাইব॥
শ্রীরূপ চরণপদ্ম শিরোপর ধরি।
আরম্ভিল গ্রন্থ ভরসা চরণ মাধুরী॥

শেষ—

শ্রীনরহরি গোস্বামীর পাদপদ্ম আশ।
উপাসনাসার কহে শ্যামানন্দ দাস॥
ইতি উপাসনা-সারসংগ্রহ তত্ত্বনিরূপণ সম্পূর্ণ॥

৩। জগদীশচরিত্রবিজয়—আনন্দ দাস।

বিষয়—জগদীশ পণ্ডিতের জীবন-চরিত। ১৭৩৭ শকাব্দায় মুদ্রিত; বাঙ্গালা পয়ার ও ত্রিপদী-ছন্দে লিখিত; মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোকও আছে।

পরিচয়—গ্রন্থকার জগদীশ পণ্ডিতের শিষ্যানুশিষ্য গণনায় ষষ্ঠ পর্য্যায়। যথা—জগদীশ পণ্ডিত, তৎশিষ্য রঘুনাথ মিশ্র, তৎশিষ্য ভাগবতানন্দ, এই ব্যক্তির নামান্তর শ্রীকৃষ্ণ। ভাগবতানন্দের শিষ্য প্রেমানন্দ, তৎশিষ্য রাধাচরণ। এই রাধাচরণের শিষ্য গ্রন্থকার আনন্দ দাস। গ্রন্থের ভিতর গ্রন্থ রচনার কাল নির্দ্দেশ নাই। ২৯ ভাদ্র তারিখে

ভাগবতানন্দের স্বপ্নাদেশে গ্রন্থকার এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ অন্যূন কিঞ্চিন্ন্যূন দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে লিখিত হইয়া থাকিবে।

আরম্ভ— জগজ্জনাজ্ঞানহরা করোতি কৃপা যদীয়া ভবসিন্ধুপাবন।
নমামি তস্যাঙ্ঘ্রি সরোজযুগ্মং গুরোর্জ্জনেশাত্মজরূপকস্য॥

শেষ— প্রভু ভাগবতানন্দ, ভবের আনন্দকন্দ,
ভবভয় করহ মোচন।
পড়ি ভব পারাবারে, ডাকিতেছি বারে বারে,
এইবার করহ রক্ষণ॥
গৌরাঙ্গের আজ্ঞামতে, অবতরি অবনীতে,
বহু গ্রন্থ করিলে উদ্ধার।
মো হেন অধম জনে, দেখা দিলে আসি স্বপ্নে,
পুনঃ কি দর্শন পাব আর॥
তাহাতে যে আজ্ঞা হৈল, সেই মত গ্রন্থ কৈল,
দীন হীন এ আনন্দ দাস।
আর কিছু নাহি চাই, গৌরগুণ সদা গাই,
পূর্ণ কর এই অভিলাষ॥

ঠিকানা—শ্রীহরিদাস গোস্বামী— শোড়া, পোঃ ডাকঘর, নদীয়া।

৩। ভজনমালিকা—কৃষ্ণরাম দাস।

বিষয়—কৃষ্ণভক্তির প্রাধান্য স্থাপন। বাঙ্গালা ভাষা পদ্য—হস্তলিখিত।

পরিচয়— নরহরি মধুমতী, গৌরাঙ্গ পিরীতি অতি,
স্থিতি যার শ্রীখণ্ডধাম
সেই পঁহু পদাশ্রয়, গুরুদেব হয় মোর,
তছু পদ কোটি পরণাম॥
তাঁহার কৃপার পাত্র, শ্রীকর গোপাল মাত্র,
ক্ষিতি মাঝে খ্যাতি অতিশয়।
শরণ নাহিক কভু, কর্ণে মোর প্রভু প্রভু,
তেঞি সে পরম দুঃখ হয়॥
ইষ্টদেব শ্রীমণি, চরণ আখান ধরি,
অবতরি অবনী ভিতর। ইত্যাদি।

আরম্ভ—বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং ইত্যাদি শ্লোক।

ভণিতা— হেন দিন হবে মোর, সেবন করিব তোর,
বাঞ্ছা কল্পলতা তুয়া নাম।
তৃণগুচ্ছ ধরি দন্তে, নিবেদন তুয়া পদে,
কহে দীন দাস কৃষ্ণরাম॥

শেষ— পদ্মপুরাণ আর বিশেষ ভাগবতে।
শ্লোকার্থ বিচারিয়া কহি ভাগবতে॥
ইতি কথনমালিকা গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

ঠিকানা—শ্রীহরিপদ গোস্বামী—সখোড়া, পোঃ চাকদহ, নদীয়া।

৫। প্রহ্লাদচরিত্র—বিপ্র পরশুরাম।

হস্তলিখিত—লেখার কাল বাঙ্গালা ১১৫৯ সাল, ২০ শ্রাবণ। পরিচয় নাই।

আরম্ভ— ধুয়া—ওরে ভাই হরি বড় দয়াময় দেখি।
শুনহ ভকত সব কৃষ্ণের গুণান।
কৃষ্ণ বিনে মনে কিছু না ভাবিহ আন॥

শেষ— এত বলি নৃসিংহদেব হৈলা অন্তর্দ্ধান।
গোপাল কৃপায় বিপ্র পরশুরাম গান॥

ঠিকানা—শ্রীহরিপদ গোস্বামী—সখোড়া, পোঃ চাকদহ, নদীয়া।

৬। বৈষ্ণববন্দনা—শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর।

বিষয়—শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সমসাময়িক বৈষ্ণবগণের বন্দনা। বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত।

পরিচয়— অবশেষ ভৃত্য শ্রীবৃন্দাবন দাস।
অবশেষ পাত্র নারায়ণীর গর্ভবাস॥
জ্ঞানেতে পণ্ডিত হৈলা দাস পদ পাই।
জন্মে জন্মে বৃন্দাবনচন্দ্র গুণ গাই॥
শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য দুই মহাজন।
জন্মজন্ম ভাজ দুই প্রভুর চরণ॥
নবধা প্রকারেতে ভক্তির ভজনা।
এই দান দেহ প্রভু মাগে নিজ জনা॥

বাঙ্গালা ১০৮৮, শকাব্দ ১৬০৩, হরিচরণ দাস কর্ত্তৃক লিখিত।

আরম্ভ— আজানুলম্বিতভুজৌ ইত্যাদি শ্লোক।

শেষ— শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা সমাপ্ত। ইতি শাক ১৬০৩ সন ১০৮৮ তারিখ ভূমিসুত বারে লিখাড়িল। শ্রীহরিচরণ দাসের সাক্ষরমিদং ইতি শ্রীবৈষ্ণব দাসের পুস্তকমিদং পরগণা উখড়া গ্রামশ্চ পুখরিকোন।

ঠিকানা—গোপালদাস মহান্ত—চান্দুড়ে, পোঃ চাকদহ, নদীয়া।

৭। গোবিন্দবিলাস—যদুনন্দন ঠাকুর।

বিষয়—কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত সংস্কৃত গোবিন্দলীলামৃত নামক শ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয় লীলাবর্ণনাত্মক গ্রন্থের পদ্য বঙ্গানুবাদ।

আরম্ভ— শ্রীগোবিন্দব্রজানন্দম্ ইত্যাদি শ্লোক।
এই সব শ্লোকার্থ সংক্ষেপ করিয়া।

[redacted]

৮। ভক্তিউদ্দীপন—নরোত্তম দাস।

বিষয়—রাগানুগ ভজনক্রম। বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত।

আরম্ভ— প্রথমে বন্দিব শ্রীশচীর নন্দন।
যাহার কৃপায় জীব পাইল প্রেমধন॥

শেষ— পূর্ব্বাপর বিচারিতে যদি হয় মন্দ।
তথাপিও এই গ্রন্থ বৈষ্ণব আনন্দ॥
লোকনাথ গোসাঞির পদধূলি আশ।
ভক্তি উদ্দীপন কহে নরোত্তম দাস॥

ঠিকানা—বিপিন দা মহান্ত—ঝামটপুর [redacted] ন।

৯। মণিহরণ—গুণরাজ খ[redacted]

পরিচয়—কুলীনগ্রামবাসী শ্রীকৃ[redacted] হস্তলিখিত। ইহাও ঐ গ্রন্থের এক অংশ মাত্র। ১২৪২ স[redacted] লিখিত।

আরম্ভ— কৃষ্ণের চ[redacted]
সত্যভা[redacted]

শেষ— অদ্ভুত [redacted]
গুণরাজ খাঁ বলেন বন্দিয়া শ্রীহরি।
যেবা শুনে যেবা কহে কৃষ্ণের অর্চ্চন।
বিষম সঙ্কটে সেই পায় পরিত্রাণ॥
অহিকে পরম সুখ অন্তে বিষ্ণুপুরী।
বদন ভরিয়া ভাই সবে বল হরি॥
মণিহরণের কথা হৈল সমাপন।
ঐকান্তিকে ভজ সর্ব্বে কৃষ্ণের চরণ॥

ইতি ভাগবতে মহাপুরাণে মণিহরণ কথা সম্পূর্ণ।

ঠিকানা—লালবিহারী দাস মহান্ত—ঝামটপুর, পোঃ নলিয়াপুর, বর্দ্ধমান।

১০। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সূচক—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ।

বিষয়—শ্রীরঘুনাথ দাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী। সংস্কৃত মূল ও বাঙ্গালা পদ্য; পত্র সংখ্যা ছয়।

পরিচয়—শ্রীচরিতামৃতলেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

আরম্ভ— বন্দিব শ্রীগুরুপদ চিন্তামণিসার।

[illegible]

শেষ— [illegible] ইহা গাঢ় শ্রদ্ধা করি।
সেই হবে রাধাকৃষ্ণ কৃপাপাত্র তারি॥

ঠিকানা—বিপিনদাস মহান্ত—ঝামটপুর, পোঃ নলিয়াপুর, [illegible]

১১। আগম—যুগলদাস।

বিষয়—শ্রীকৃষ্ণাবতার ও শ্রীগৌরাবতার বর্ণন। বক্তা মহাদেব, শ্রোতা পার্ব্বতী। বাঙ্গালা পদ্য, [illegible] সালে লিখিত।

আরম্ভ— জয় জয় শ্রীচৈতন্যপ্রেমরসসিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণার সিন্ধু॥

শেষ— শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম করি আশ।
এই তত্ত্ব বিচারিল যুগলের দাস॥

ঠিকানা—রসিকলাল দাস—দক্ষিণখণ্ড, পোঃ বনয়ারি আবাদ, মুর্শিদাবাদ।

১২। স্মরণদর্পণ—রামচন্দ্র কবিরাজ।

বিষয়—বৃন্দাবনস্থ শ্রীলাস্থান স্মরণ প্রভৃতি।

পরিচয়—প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, নিবাস বুধরি, শ্রীনিবাসাচার্য্য ঠাকুরের প্রধান শিষ্য।

আরম্ভ— প্রথমে বন্দিব গুরু, বাঞ্ছাকল্পতরু
কৃষ্ণপ্রেম যেহ হন মূল।
অজ্ঞানতিমির নাশ, দীপ্তি করে পরকাশ,
বন্দে সেই চরণ রাতুল॥

শেষ— কেহ না করিহ রোষ, ক্ষমহ সকল দোষ,
যেন কহি বালকের ভাষে।
শুন রে শুন রে ভাই, স্মরণদর্পণ সেই,
যে কহিল রামচন্দ্র দাস॥

ঠিকানা—রসিকলাল দাস—দক্ষিণখণ্ড, পোঃ বনয়ারি আবাদ, মুর্শিদাবাদ।

১৩। প্রার্থনা—লোচনদাস ঠাকুর।

পরিচয়—প্রসিদ্ধ চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থকার। বাসস্থান কোগ্রাম। পদের সংখ্যা ১৩টী।

আরম্ভ— পাইয়া দুর্ল্লভ জন্ম, না বুঝিলাম সাধু মর্ম্ম,
স্বকর্ম্ম সকলি পরমাদ।
সকাম সহেতু ধরি, প্রাতিকূল্য বাঞ্ছা করি,
ধিক মোর বাঁচিবার সাধ॥

শেষ— হাহা নিতাই ফাটে হিয়া. তোমা রত্ন হারাইয়া.
হয়ে আছি দুষ্কর্ম্মেতে ভোগী।
জন্মে জন্মে নাথ তুই, ছি ছি ছার জীব মুই,
ধিক লোচনদাসভব-রোগী'।

ঠিকানা—রসিকলাল দাস—দক্ষিণখণ্ড, পোঃ বনয়ারি আবাদ, মুর্শিদাবাদ।

১৪। সাধনোপায়—মুকুন্দদাস।

বিষয়—বৈষ্ণবসম্প্রদায় বিশেষের সাধনতত্ত্ব।

পরিচয়—কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য।

আরম্ভ— জয় জয় শ্রীচৈতন্য প্রভু দয়াময়।
জয় নিত্যানন্দ পোড়াই পণ্ডিত তনয়॥

শেষ— কৃষ্ণদাস কবিরাজ পদে যার আশ।
সাধন উপায় কহে সে মুকুন্দ দাস॥

ঠিকানা—রসিকলাল দাস—দক্ষিণখণ্ড, পোঃ বনয়ারি আবাদ, মুর্শিদাবাদ।

১৫। গোবিন্দবিলাস—যদুনন্দন দাস।

বিষয়—কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থের বাঙ্গালা পদ্য অনুবাদ, ৪৯ লিখিত; ১৫৯৩ শকাব্দা ভাদ্রস্য সপ্তদশ দিবসে সম্পূর্ণঃ।

ইহার আরম্ভ ও শেষ ৭ সংখ্যা দেখ।

ঠিকানা—রসিকলাল দাস—দক্ষিণখণ্ড, পোঃ বনয়ারি আবাদ, মুর্শিদাবাদ।

১৬। রাগরত্নাবলী—মুকুন্দ গোস্বামী।

বিষয়—রাধাকৃষ্ণরস বর্ণন। ভাষাপদ্য।

পরিচয়—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য।

আরম্ভ— জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়।
নিত্যানন্দ প্রভু নামে হইল উদয়॥

শেষ— বীজ নব প্রোথিত গ্রন্থের বর্ণন।
শ্রীমুকুন্দ গোসাঞি গ্রন্থ করিল রচন॥

ঠিকানা—নদীয়াবিহারী রায়—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

১৭। ক্ষণদাগীতচিন্তামণি।—গ্রন্থকারের নাম নাই। এখানি পদসংগ্রহ গ্রন্থ। প্রথম পত্র খানি পাওয়া যায় নাই। ত্রিশ খণ্ডের লীলা বর্ণিত আছে।

শেষ— ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ববিভাগে রাসবর্ণনাময়ী ত্রিংশত্তম ক্ষণদা সম্পূর্ণা।

ঠিকানা—নদীয়াবিহারী রায়—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

১৮। দুর্ল্লভসার—লোচনদাস ঠাকুর।

বিষয়—দাস্য সখ্য মধুর প্রভৃতি ভাবের বর্ণনা। ভাষাপদ্য, হস্তলিখিত।

পরিচয়—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থকার প্রসিদ্ধ লোচনদাস ঠাকুর।

আরম্ভ—চারিটী সংস্কৃত শ্লোক-পরে—

এক নিবেদন মোর শুন সর্ব্বজন।
বচাল করয়ে গোরা গুণে মুক জন॥

শেষ—

আমার বচনে তো করহ বিশ্বাস।
আনন্দ-হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস॥

ঠিকানা—নদীয়াবিহারী রায়—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

১৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগণোদ্দেশদ্যোতিকা—হৃদয়ানন্দ দাস।

বিষয়—কবিকর্ণপুরকৃত মূল সংস্কৃত গৌরগণোদ্দেশদীপিকার বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ গ্রন্থ।

পরিচয়—গ্রন্থকার খণ্ডবাসী যদুনন্দনবংশীয়।

আরম্ভ—

নানাবল্লীগ্রহণতাণ্ডবভাগ্‌রসজ্ঞং
শ্রীমৎকাদাধরতনুং কলিকল্মষঘ্নম্।
বন্দে প্রভুং ভুবনলোকসুখপ্রদঞ্চ
স্বীয়েন রূপসকলেন সুশীলকেন॥

শেষ—

শ্রীগুরুচরণকল্প যুগে যার আশ
গণোদ্দেশ কহয়ে হৃদয়ানন্দ দাস॥

ঠিকানা—পঞ্চানন-কবিরাজ—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

২০। কিরণদীপিকা—দীনহীন দাস।

এটী গ্রন্থকারের নাম নহে; ইহা দীনতাসূচক বাক্য।

বিষয়—কবিকর্ণপুরকৃত গৌরগণোদ্দেশদীপিকার বাঙ্গালা পদ্য অনুবাদ।

আরম্ভ—অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য ইত্যাদি শ্লোক।

শেষ—

শ্রীগুরুপাদাম্বুজ করিয়া চিন্তন।
কিরণদীপিকা দীন হীন করিল বর্ণন॥

ঠিকানা—পঞ্চানন-কবিরাজ—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

২১। রসমঞ্জরী—পীতাম্বর দাস।

বিষয়—অভিসারিকা হইতে আরম্ভ করিয়া স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা পর্য্যন্ত অষ্টবিধ নায়িকার ভাব-বর্ণন। ভাষা পয়ারে লিখিত, স্থানে স্থানে উদাহরণ গুলি সংস্কৃত শ্লোকে লিখিত আছে।

পরিচয়— শ্রীশচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
শ্রীখণ্ড মহাস্থানে বসতি যাঁহার॥

অন্যত্র এক স্থানে আছে—

রসকল্পবল্লী গ্রন্থের অষ্টম কোরকে।
তাহা সূক্ষ্ম করিতে পিতা আজ্ঞা দিলা মোকে॥
তাহার কড়চা কিছু আছিল বর্ণন।
গ্রন্থবিস্তার ভয়ে না কৈল লিখন॥
সেই অষ্টদলের মঞ্জরী কথক পাইল।
রসমঞ্জরী বলি তবে গ্রন্থ জানাইল॥

এই গ্রন্থকার রসবল্লীপ্রণেতা রামগোপাল দাসের পুত্র; ইহার বিশেষ বিবরণ রসবল্লী গ্রন্থ বিবরণে দ্রষ্টব্য।

আরম্ভ— মঙ্গলাচরণের শ্লোকের অনুবাদ এইরূপ—

বন্দো আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গদাধর।
বন্দো নিত্যানন্দ আর অদ্বৈত ঈশ্বর॥
তবে বন্দো নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
বন্দো শুরু বৈষ্ণব আর মহাজন॥ ইত্যাদি।

শেষের একটী পত্র নাই;

ঠিকানা—পঞ্চানন কবিরাজ—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

২২। প্রহ্লাদচরিত্র—কবিচন্দ্র।

বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত; গ্রন্থকারের পরিচয়াদি নাই। ভাগবত সাহা কর্ত্তৃক ১২৫৮ সালে লিখিত।

আরম্ভ— প্রথমে বন্দিব গুরু গোবিন্দ চরণ।
অজ্ঞান তিমির নাশ কৈল যেই জন॥

শেষ— সপ্তম স্কন্ধের কথা কবিচন্দ্রে গায়।
এতদূরে প্রহ্লাদ চরিত্র হৈল সায়॥

ঠিকানা—রাধিকানন্দ ঠাকুর—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

২৩। প্রেমতরঙ্গিণী—রঘুনাথ মিশ্র ভাগবতাচার্য্য।

বিষয়—শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের পদ্যানুবাদ। শ্লোকসংখ্যা অনুমান ৭০০০, পত্রসংখ্যা ২৬৮।

পরিচয়—কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বরাহনগরে গ্রন্থকারের বাসস্থান; ইঁহার বিবরণ শ্রীচৈতন্যভাগবতে আছে। অনুমান ১৪৫০ শকাব্দায় লিখিত।

গ্রন্থ-লেখকের পরিচয় ও সময়নিরূপণ এইরূপ আছে—শ্রীনন্দলাল দাস দেবস্থ সাং তেসলিয়া পরগণা খাট্টা শকাব্দা ১৭১৮ সন ১২০৪ সাল মোকাম মুজাপুর তারিখ ২৮ পৌষ একদণ্ড বেলা থাকিতে পুস্তক সমাপ্ত হইল। হস্তাক্ষর নিজের সমস্ত কিঞ্চিৎ শ্রীগোপীনাথ সান্যাল তথা শ্রীরামগোপাল লাহিড়ি।

আরম্ভ— নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি শ্লোক।
নমোনম গুরুর চরণে নমস্কার।
যাহার কৃপায় খণ্ডে ভব অন্ধকার॥
* * * *
পুরুষ পুরাণ হরি অনাদিনিধন।
লীলা অবতার করেন ভকত কারণ॥
চরণপঙ্কজে তাঁর করিয়া প্রণাম।
কথাছলে ভাগবত করিব বাখান॥

শেষ— শ্রীযুক্ত গদাধর চরণ ভরসা।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস ভাষা॥
ইতি শ্রীভাগবতোত্তরে পূর্ব্বদশমস্কন্ধে প্রেমভরম্বিণী নবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥

ঠিকানা—রাধিকানন্দ ঠাকুর—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

২৪। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-সংবাদ—বৃন্দাবন দাস।

বিষয়—ভক্তিসিদ্ধান্ত, বাঙ্গালা পদ্য।

আরম্ভ— চিরদিনে দুই ভাই একত্র হইলা।
নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে কহিলা॥

শেষ— শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রেম আশ।
ভক্ত বুঝিবারে লেখে বৃন্দাবন দাস॥
এই পঞ্চ পরিচ্ছেদ শুনে যেই জন।
কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ববেত্তা বুঝয়ে কারণ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি পুছিলা বিবরণে।
ভক্তগণের বিরোধ ভাঙ্গিবার কারণে॥

ঠিকানা—রাধিকানন্দ ঠাকুর—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

২৫। দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড—দ্বিজ মাধব।

পরিচয়—কৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থকার। ১১৬৯ সালে জগদানন্দ দাস কর্ত্তৃক লিখিত।

বিষয়—শ্রীকৃষ্ণের দানলীলা ও নৌকাবিহার লীলা।

আরম্ভ— এই সব কথন কহিয়া গোপীগণ।
আপনা আপনি কিছু পাতিয়ার মন॥

মধ্য—  বড়াই পাঠাইয়া করি আনহ সত্বরে।
নাচে মাধব এই দানীর উত্তরে॥

শেষ—  বড়াই বলেন যশোদার বালা।
ছাওয়াল হয়্যা জ্ঞান এত কলা।
তোমা বই নাহি কহি তরে।
কত রূপ পার ধরিবারে॥
এই সব হাস্য পরিহাসে।
গোপীগণে কানু লৈয়া আইসে।
নিজ ঘাটে লাগাইল নায়।
নৌকা হৈতে নামি সবে নিজ ঘরে যায়॥
ইতি দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড সমাপ্ত।

ঠিকানা—লালবিহারী দাস—ঝামটপুর, পোঃ নলিয়াপুর, বর্দ্ধমান।

২৬। সরকার-ঠাকুর-শাখাবর্ণন—রামগোপাল দাস।

বিষয়—নরহরি সরকারের শিষ্যদিগের বিবরণ।

পরিচয়—রসকল্পবল্লী গ্রন্থের বিবরণ দেখ। বাঙ্গালা পদ্য, হস্তলিখিত।

আরম্ভ—  জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার।
কল্পবৃক্ষ রূপে প্রেমশাখার বিস্তার॥

শেষ—  শাখা উপশাখা যত ভুবন ভিতরে।
কাহার শকতি তাহা কহিবারে পারে॥
প্রাচীন সেবক মুখে করিয়া শ্রবণ।
অল্পমাত্র শাখাগণের করিল বর্ণন॥
রতিপতি চরণে করিয়া অভিলাষ।
নরহরি ঠাকুরে। শাখা কহে রামগোপাল দাস॥

ঠিকানা—উপেন্দ্রবিলাস ঠাকুর—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

২৭। স্বরূপ বর্ণন—কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

বিষয়—গৌরভক্তদিগের কৃষ্ণলীলার নাম ধাম বর্ণন।

দেবীপ্রসাদ শর্ম্মকর্ত্তৃক ১৭৩৬ শকাব্দার ২৪শে পৌষ লিখিত।

আরম্ভ—  জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় শ্রোতৃগণ শুন হয়ে একমন।
গৌরচন্দ্র অবতার হৈলা যে কারণ॥

শেষ—  শ্রীরূপের আজ্ঞা তাহা রাধাকৃষ্ণ লীলা।
সুখে গৌড়বাসী তাহা সব আস্বাদিলা॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
স্বরূপবর্ণনা কিছু কহে কৃষ্ণদাস॥

ঠিকানা—উপেন্দ্রবিলাস ঠাকুর—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

২৮। ভক্তিরসালিকা—অকিঞ্চন দাস।

বিষয়—গৌরভক্তিপ্রচার। ভাষাপদ্য। ১১৮৩ সাল ১৬ই জ্যৈষ্ঠ কার্ত্তিকদাস কর্ত্তৃক লিখিত।

আরম্ভ— জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিত পাবন হেতু জয় মহাশয়॥

শেষ— শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ভক্তির প্রকাশ।
ভক্তিরসালিকা কহে অকিঞ্চন দাস॥

ঠিকানা—নদীয়াবিহারী রায়—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

২৯। শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত—বলরাম দাস।

বিষয়—শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন। ভাষাপদ্য।

আরম্ভ— প্রথমে বন্দিব শ্রীগুরুর চরণ।
যাহা হৈতে হৈল মোর অজ্ঞান নাশন॥

শেষ— ব্রজেন্দ্রনন্দন পাদপদ্ম মোর আশ।
কৃষ্ণলীলামৃত কহে বলরাম দাস॥

ঠিকানা—নদীয়াবিহারী রায়—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

৩০। শাখাবর্ণন—রসিক দাস।

বিষয়—শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্যদিগের বিবরণ। বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত।

পরিচয়—নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য গৌরাঙ্গ ঘোষাল; ইহার বাসস্থান খেটুর-ডিহা। গৌরাঙ্গ ঘোষালের পুত্র শ্রীরাম ঘোষাল; তাঁহার শিষ্য রসিক দাস এই গ্রন্থের প্রণেতা।

আরম্ভ— জয় জয় প্রেমদাতা ঠাকুর নরহরি।
বন্দো সেই পাদপদ্ম শিরে কর যোড়ি॥
ভূখণ্ডে শ্রীখণ্ড স্থান তাতে অবতরি।
শাখার উপশাখায় যার ভুবন বিস্তারি॥

শেষ— অন্ত তৃষ্ণা পরিহরি, এই যেন মনে করি,
রাধাকৃষ্ণ সেবা অনুক্রম।
ব্রজে বাস যোগ্য হও, এইমাত্র মুঞি চাও,
রসিক দাস করে নিবেদন॥

ঠিকানা—উপেন্দ্রবিলাস ঠাকুর—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

৩১। সারসংগ্রহ—কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

বিষয়—গৌরাঙ্গদেবের এই গ্রন্থ পাষণ্ডদলন নামে পরিচিত। পৌরাণিক প্রমাণ দ্বারা কৃষ্ণভক্ত ও ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন। ১১৮৫ সালের ৫ ভাদ্র হস্তে লিখিত।

আরম্ভ— শ্রীকৃষ্ণ ভজনে ভাই সবে অধিকারী।
কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র কি পুরুষ নারী॥

শেষ— শ্রীরূপ রঘুনাথ দাস যার আশ।
সারসংগ্রহ কহে এই কৃষ্ণদাস॥

ঠিকানা—নদীয়াবিহারী রায়—শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

৩২। চৈতন্যচন্দ্রামৃত—গ্রন্থকারের নাম নাই।

বিষয়—প্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত সংস্কৃত চৈতন্যচন্দ্রামৃতের ভাষা পদ্য; লেখক গোপীচরণ দাস।

আরম্ভ— গাওরে গৌরাঙ্গ গুণ মজাইয়া চিত।
বড় অপরূপ হয় গৌর চরিত॥

শেষ— শ্রীপ্রবোধানন্দ এই গৌরলীলা।
লিখিয়াছেন প্রেমে বন্দে মনোহরলালা॥
তাঁহার চরণ আশ করিয়া প্রণাম।
প্রাকৃত ঘোটনে তবে কিছু কৈল গান॥

ঠিকানা—রসিকলাল দাস—দক্ষিণখণ্ড, পোঃ বনবারি-আবাদ, মুর্শিদাবাদ।

৩৩। চমৎকারচন্দ্রিকা—নরোত্তম-দাস।

বিষয়—ভজন-সাধন ও ভক্তিতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব বিচার। ১২৪৫ সালে লিখিত।

আরম্ভ— শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥

শেষ— একপদাম্বুজী গাদাধর করি আশ।
চমৎকারচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

ঠিকানা—রসিকলাল দাস—দক্ষিণখণ্ড, পোঃ বনবারি-আবাদ, মুর্শিদাবাদ।

৩৪। প্রেমামৃত—গুরুচরণ দাস।

বিষয়—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর লীলা বর্ণন। এই গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের নাম আদিলীলা, ইহাতে আচার্য্য প্রভুর শ্রীবৃন্দাবনগমনের পূর্ব্ব কালের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। বৃন্দাবন গমন হইতে গ্রন্থসহ যাজীগ্রাম আগমন পর্য্যন্ত দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ মধ্যলীলা। শিষ্যকরণাদি ও গতিগোবিন্দের জন্ম পর্য্যন্ত তৃতীয় খণ্ড অর্থাৎ শেষ লীলা।

পরিচয়—গ্রন্থকারের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে গ্রন্থকার এক স্থানে লিখিয়াছেন—

আর এক নিবেদন মোর শুন মহাশয়।
আমা হৈতে নহে ইহা জানিবা নিশ্চয়॥
আমার ঈশ্বরী হয় গৌরপ্রিয়া নাম।
কৃপা করি তেঁহ মোরে দিলা আজ্ঞা দান॥
আমার প্রভুর লীলা গান কর তুমি।
গ্রন্থমতক্রমে কহ আজ্ঞা দিল আমি॥

এই গৌরপ্রিয়া ঠাকুরাণী শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কনিষ্ঠ পত্নী, শ্রীগতিগোবিন্দ ঠাকুরের মাতা।

গ্রন্থারম্ভের শেষ অংশ—

নিত্যানন্দ দাসের পদধূলি শিরে নিল।
যাঁর গ্রন্থ মতে লীলার অনুসার পাইল॥
শ্রীগুরুচরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমামৃত গায় সুখে গুরুচরণ দাস॥

অন্যত্র— জাহ্নবার আজ্ঞা বলে, নিত্যানন্দ দাস কৈলে,
শেষ লীলার বিস্তার বর্ণন।
তাঁর সূত্রে মত লয়ে, গুরুপদ স্পর্শ পাঞা,
গায় কিছু এ গুরুচরণ॥

শেষ— মো সম অধম আর নাহিক সংসারে।
গুরু আজ্ঞা দিলা প্রভুর লীলা গাইবারে॥
গুরু কৃষ্ণ ভক্ত তিন এক স্বরূপ হয়।
আজ্ঞা শিরে ধরি যেবা হইল উদয়॥
নিত্যানন্দ দাসের পদে শরণ লইল।
তাঁর কৃপায় সূত্রে লীলার অনুসার পাইল॥
সেই মত গাই কেহ দোষ না লইবা।
ভৃত্যানুভৃত্য জ্ঞানে মোরে কৃপা যে করিবা॥
* * * * *
এই মত প্রভুর লীলা যেই ঋতু হৈল।
শ্রীগুরুচরণ স্পর্শে তাহাই গাইল॥
শ্রীগুরুচরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমামৃত গায় সুখে গুরুচরণ দাস॥

এই গ্রন্থের লিখিত নিত্যানন্দ দাস প্রেমবিলাসগ্রন্থকার; ইনিই শ্রীনিবাস-চরিতের আদি লেখক; ইহার পরেই গুরুচরণ এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার শ্লোক সংখ্যা ৪৪০০, পত্র সংখ্যা ১৪৭।

ঠিকানা—শ্রীশশিভূষণ ঠাকুর—দক্ষিণখণ্ড, পোঃ বনয়ারি-আবাদ, মুর্শিদাবাদ।

৩৬। শ্রীগীতগোবিন্দরতিমঞ্জরী—ঘনশ্যাম দাস।

পরিচয়—প্রসিদ্ধ কবি গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র এবং দিব্যসিংহের [illegible]। এই কবি শ্রীনিবাসপুত্র গতিগোবিন্দের শিষ্য ছিলেন।

মঙ্গলাচরণ শ্লোক—শ্রীগোবিন্দগতিং নত্বা শ্রীচৈতন্যরসপ্রদম্।
শ্রীকৃষ্ণমনুসেকেঽহং গোবিন্দরতিমঞ্জরী॥

অন্যত্র পরিচয় সম্বন্ধে এইরূপ শ্লোকাংশ দেখা যায়।

শ্রীবৃন্দাবনকেলিবর্ণনবিধৌ শ্রীদিব্যসিংহাত্মজঃ।

বিষয়—সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন; ইহাতে কীর্ত্তন গান অনুসারে প্রথমতঃ গৌরকীর্ত্তন, পরে কৃষ্ণকীর্ত্তন লিখিত হইয়াছে; ইহার কৃত পদ পদকল্পতরু নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

আরম্ভ—

সিন্ধুর্বিন্দুমহো প্রযচ্ছতি ন হি বৈরী ন ধারাধরঃ
সংকল্পেন বিনা দদাতি ন কদাপ্যল্পঞ্চ কল্পদ্রুমঃ।
সচ্ছন্দোঽপি বিধুঃ সুধাবিতরণে রাত্রিন্দিবাপেক্ষতে
দাতা কোঽপি ন লভ্যতে বিনিময়ঃ শ্রীগৌরচন্দ্রং বিনা॥

ইহার অনুরূপ পদ—

কো কহ অপরূপ প্রেম-সুধানিধি
সোই কৃত রসময়েহ।
কোই কহত ইহ, সোই কল্পতরু
মঝু মনে হোয়ত সন্দেহ॥
পেখলু গৌরচান্দ অনুপাম।
যাচত যাক মূল নাহি ত্রিভুবনে,
এছে রহল হরিনাম॥
যে এক সিন্ধু বিন্দু নাহি বিতরই,
পরবশ জলদ সঞ্চার।
মানস অবধি, বহত কল্পতরু,
কো অছু করুণা অপার॥
যছু চরিতানুভ প্রতি পথে সঞ্চরু
হৃদয় সরোবর পুর।
উখড়ই অঘম নয়ন সকলুষ হি
হোয়ত পুলক অঙ্কুর॥
নামহি যাক তাপ সব মেটই
তাহে কি চাঁদ উপামে।
কহ ঘনশ্যাম দাস নাহি হোয়ত,
কোটি কোটি একু ঠামে॥

শেষ শ্লোক— গোবিন্দঃ শরণং স ** গোবিন্দ মীড়েমুদা
গোবিন্দেন বিধাস্যতে ** তস্মৈনমঃ সর্ব্বথা।
গোবিন্দাৎ পরমো ন বন্ধুরভিতস্তস্যৈব হেতোরতি
[illegible]

ঠিক [illegible] ভূষণ ঠাকুর—দক্ষিণখণ্ড, পুঃ ব[illegible]

## অলঙ্কারশাস্ত্র প্রবন্ধ।

অলঙ্কারশাস্ত্র সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রস্তাব বর্ত্তমান সংখ্যার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক মহাশয় যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া আমাদের প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন; ও বহু যত্নে বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। রীতিপ্রকরণ মধ্যে প্রবন্ধলেখক মহাশয় বৈদর্ভী রীতি, মাগধী রীতি প্রভৃতির স্বরূপ বুঝাইবার জন্য কতকগুলি বাঙ্গলা রচনার দৃষ্টান্ত সঙ্কলন করিয়াছিলেন। বৈদর্ভী মাগধী প্রভৃতি নাম গুলি পারিভাষিক অর্থে নির্দ্দিষ্ট গুণবিশিষ্ট রচনায় প্রযুক্ত হইলেও সমস্ত ভারতবর্ষ মধ্যে প্রচলিত সংস্কৃত সাহিত্যেই উহাদের উদাহরণ মিলিতে পারে। বাঙ্গালা রচনায় সেই সেই গুণবিশিষ্ট রচনার প্রতি সেই সকল নাম প্রয়োগ করা সঙ্গত হয় না। এই কারণে লেখক মহাশয়ের সঙ্কলিত উদাহরণ গুলি পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিভিন্ন রীতির সংজ্ঞামাত্র প্রকাশ করা গেল।

ইংরাজী সাহিত্যের সংস্রবে আসিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইতেছে। নূতন নূতন রস, নূতন নূতন গুণ ও নূতন নূতন দোষ ইংরাজী সাহিত্যের আদর্শে বাঙ্গালা রচনা মধ্যেও প্রবেশ করিতেছে। সাহিত্যের আদর্শ পরিবর্ত্তিত হওয়ায় সৌন্দর্য্যবুদ্ধির ও রুচিবোধেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য অলঙ্কারশাস্ত্র গঠন করিতে হইলে কেবল সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। বাঙ্গালা ভাষার এখন গঠনক্রিয়া চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ রচনার সহিত কালে বাঙ্গালা সাহিত্যে অলঙ্কারশাস্ত্র রচনার আবশ্যকতা আসিবে।

তথাপি সংস্কৃত ভাষার সহিত বাঙ্গালাভাষার সম্বন্ধ চিরস্থায়ী। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকবর্গের প্রীতিপ্রদ হইবে আশা করা যায়।

পত্রিকা সম্পাদক।

# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-বিবরণ।

## ১৩০৫ সালের বার্ষিক অধিবেশন।

বিগত ৪ঠা বৈশাখ (১৮৯৯, ১৬ই এপ্রেল) রবিবার অপরাহ্ণ ছয় ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নোক্ত সভ্য ও অন্যান্য ভদ্র মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)
" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
" মনোমোহন বসু
" বিশ্বেশ্বর পাঁড়ে
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম. এ বি. এল
" প্রমথনাথ দত্ত এম. এ বি এল
" রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর
" গুপ্তমোহন রায়
" তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়
" নেত্রনাথ চক্রবর্ত্তী
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
" অতুলচন্দ্র গোস্বামী
" দেবকিশোর গোস্বামী
" নগেন্দ্রনাথ বসু
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
" দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
" বিহারীলাল সরকার
" গুরুবন্ধু মোদক
" সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম. এ
" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম. এ
" কালিদাস নাথ

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ
" রমেশচন্দ্র বসু
" রাধানাথ মিত্র
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্. এ
" কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়
" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
" রামেশ্বর মণ্ডল বি. এল
" বাণীনাথ নন্দী
" গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম. এ
" কানাইলাল বোষাল
" বসন্তকুমার বসু
" রামগোপাল সেন গুপ্ত
" ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এম্ এ. বি. এল
" গোবিন্দলাল দত্ত
" চুণীলাল বসু রায় বাহাদুর এম. বি
" প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম. এ বি এল (সম্পাদক)
" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় } সহকারী সম্পাদক
" প্রফুলচন্দ্র বসু } দ্বয়।

অন্যান্য ভদ্র মহোদয়গণ—

শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন
" সতীশচন্দ্র সমাজপতি
" মন্মথমোহন বসু

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বসু
" মন্মথমোহন দাস দত্ত
" ভুবনেশ্বর মিত্র

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে — শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত — „ হরিপদ চন্দ্র
„ মথুরানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উক্ত অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ।

২। সভ্যনির্ব্বাচন।

৩। সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক বর্ষশেষে পরিষদের উদ্দেশ্য ও কার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা বা বর্ষ শেষে সভাপতির অভিভাষণ।

৪। ১৩০৬ সনের কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির জন্য সভ্য নির্ব্বাচনের কথা।

৫। ১৩০৫ সালের আয়ব্যয়ের বিবরণ।

৬। ১৩০৫ সালের বার্ষিক বিবরণী।

৭। পরিষদের আগামী বর্ষের কর্ম্মচারিনিয়োগ।

৮। বিবিধ বিষয়।

১। পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২। অতঃপর সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "বর্ষশেষে সভাপতির অভিভাষণ" শীর্ষক বক্তৃতা পাঠ করিলেন। উক্ত প্রবন্ধে পরিষদের উদ্দেশ্য, কার্য্যপ্রণালী ও কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ বিষয়ে অনেক সারগর্ভ ও সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশ ব্যক্ত হইল।

৩। অনন্তর যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। নিম্নে প্রস্তাবক, সমর্থক ও প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম ও ধাম যথাক্রমে লিখিত হইল।

প্রঃ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সঃ। শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল
নূতন সভ্য শ্রীযুক্ত যতীশ চন্দ্র সমাজপতি
৫০ নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট

প্রঃ। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সঃ। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল
নূতন সভ্য শ্রীযুক্ত জলধর সেন
৯৬ নং বীডনষ্ট্রীট্

প্রঃ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সঃ। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল
নূতন সভ্য
শ্রীরূড়মল গোএনকা
৫৭ নং বড়তলা ষ্ট্রীট্

„ যতীন্দ্রনাথ বসু
নড়াল, যশোর
„ এসাদদাস শুঁই
১৩।১ নং হুদেরাম বাঁড়ুয্যের লেন
„ সুবোধচন্দ্র বসু
৫৫ নং মসজিদ্ বাড়ী ষ্ট্রীট্

প্রঃ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সঃ। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল
নূতন-সভ্য শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর
১৩।৩ নং বড়তলা ষ্ট্রীট

প্রঃ। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এমএ বি এল
সঃ। „ ব্যোমকেশ মুস্তফী
নূতন সভ্য শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বসু এম.এ
৫ নং বাছড়বাগান লেন।

| | |
|---|---|
| সঃ। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল | প্রঃ। শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু |
| নূতন সভ্য শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ | সঃ। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল |
| ৯৬ নং বীডন ষ্ট্রীট্ | নূতন সভ্য শ্রীযুক্ত অবিনীকুমার ঘোষ |
| | ৭৫ নং বীডন ষ্ট্রীট |

৩। অতঃপর ১৩০৬ সালের জন্য পরিষদের কর্ম্মচারী নিয়োগের প্রস্তাব আলোচিত হইল। সম্পাদক এ সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির অভিমত সভার গোচর করিলেন। পরে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে ১৩০৬ সালের জন্য নিম্নোক্ত কর্ম্মচারিগণ নিযোজিত হইলেন।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর | সভাপতি |
| মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ | সহকারী সভাপতি |
| „ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম এ | |
| „ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | |
| „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ | পত্রিকাসম্পাদক |
| „ বাণীনাথ নন্দী | আয় ব্যয় পরীক্ষক |
| „ চারুচন্দ্র ঘোষ | |
| „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল | ধনরক্ষক |
| „ প্রতুলচন্দ্র বসু | গ্রন্থরক্ষক |
| „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ বি এল | সম্পাদক |
| „ হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ বি এ | সহকারী সম্পাদক |
| „ ব্যোমকেশ মুস্তফি | |

৪। সম্পাদক ১৩০৬ সালের কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির জন্য সভ্যনির্ব্বাচনের বল সভার গোচর করিলেন।

১৩০৫ সালের কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতি যাঁহাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম যথা—

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম এ. বি এল | শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু |
| „ রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ | „ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি |

কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির যে আটজন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয়গণ যথাক্রমে সম্পাদক, সহ-সভাপতি ও সহ-সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত হওয়াতে তাঁহাদের পদ শূন্য হইল। সুতরাং নির্ব্বাচিত সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা নবম দশম, একাদশ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ঐ ঐ শূন্যপদে নির্ব্বাচিত হইলেন। নির্ব্বাচিত সভ্যগণের নাম যথা—

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু
„ গোবিন্দলাল দত্ত
„ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
„ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল
„ কুমার দক্ষিণেশ্বর মাল্লিয়া
„ ললিতচন্দ্র মিত্র এম এ
„ চারুচন্দ্র ঘোষ

৬। সম্পাদক ১৩০৫ সালের বার্ষিক বিবরণী সভার সমক্ষে উপস্থিত করিয়া বলিলেন যে, উহা পাঠ করিবার প্রয়োজন নাই। বার্ষিক বিবরণী অনুমোদিত হইল।

৭। সম্পাদক ১৩০৫ সালের আয়ব্যয়বিবরণ সভায় উপস্থিত করিলেন; উহা অনুমোদিত হইল।

৮। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে সভা ১৩০৫ সালের কর্ম্মচারিগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

গ্রন্থরক্ষক মহাশয়ের প্রস্তাবে সভা পরিষদের গ্রন্থালয়ে যাহারা গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

গ্রন্থোপহারদাতার নাম ও প্রাপ্তগ্রন্থের তালিকা নিম্ন লিখিত হইল।

১। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু—এই ১৫ খানি হস্তলিখিত পুঁথি।

পুঁথির নাম—(১) হরিশ্চন্দ্রের পালা (২) প্রহ্লাদচরিত্র (৩) মানমোহনের পালা (৪) কৈলাসের পালা (৫) রাধার মানভঞ্জন (৬) গঙ্গার বন্দনা (৭) নাগপাশ পালা (৮) কর্ণ বধ (৯) স্বর্গারোহণ পর্ব্ব (১০) শ্রীবৃন্দাবনধ্যান (১১) কংসবধ পালা (১২) প্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকা (১৩) রাধিকামঙ্গল (১৪) গীতগোবিন্দ (১৫) বিদগ্ধমাধবের অনুবাদ।

২। শ্রীবিজয়কৈশব মিত্র বি এল—সঞ্জয় কবীন্দ্রের লিখিত সম্পূর্ণ মহাভারত (হস্তলিখিত পুঁথি) ১২২৩ সনের নকল।

৩। নবীনচন্দ্র সেন—গোবিন্দদাসের পদাবলী (হস্তলিখিত পুঁথি)।

৪। পরিষৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত পুঁথি—জগদানন্দের পদাবলী।

(সংগ্রাহক—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ)

৫। শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়—চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী।

৬। পরিষৎকর্ত্তৃক ক্রীত—(ক) Encyclopædia Britannica, 25 Vols. (খ) দুর্গেশনন্দিনী (গ) জন্মভূমি ২য় ভাগ ১২৯৯ সাল (ঘ) Directory of India 1899 or 1306 B. S.

৭। শ্রীমনোমোহন রায়—বিজিয়া।

৮। শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ—প্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি।

৯। শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত—(ক) কল্যাণী (খ) শাক্তোৎসব।

১০। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত—আর্য্যকীর্ত্তি, কানাড়ী ভাষায় অনুবাদ।

১১। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—রেখাক্ষর বর্ণমালার পাণ্ডুলিপি।

১২। শ্রীরাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর—National Magazine Vol XII 1898.

১৩। ১৩০৩ সালে পরিষৎ কর্ত্তৃক সংগৃহীত—(ক) শ্রীরামমোহনের রামায়ণের পাণ্ডুলিপি (১ম ও ২য় অংশ) শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সম্পাদিত। (খ) কাশীদাসী মহাভারতের পাণ্ডুলিপি—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী — শ্রীমনোমোহন বসু

সম্পাদক — সভাপতি

১৩০৬ সাল ১লা জ্যৈষ্ঠ।

## ১৩০৬ সালের প্রথম অধিবেশন।

সন ১৩০৬, ১লা জ্যৈষ্ঠ। ১৪ই মে, ১৮৯৯। রবিবার ৫।০ ঘটিকা অপরাহ্ণ।

উপরোক্ত দিবসে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বর্ত্তমান বৎসরের প্রথমাধিবেশন হইয়াছিল। রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে অধিবেশন হয়। ঐ দিন নিম্নোক্ত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু (সভাপতি)
রাজা „ বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম. এ বি. এল (ধনরক্ষক)
„ নগেন্দ্রনাথ বসু
„ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম. এ
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু বি. এ
„ বসন্তকুমার বসু
„ রমেশচন্দ্র বসু
„ বাণীনাথ নন্দী
„ প্রতুলচন্দ্র বসু (গ্রন্থরক্ষক)
„ সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী (নূতন সভ্য)
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম.এ বি.এল (সম্পাদক)
„ ব্যোমকেশ মুস্তফি (সহকারী সম্পাদক)

এই অধিবেশনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পাঠ।
২। সভ্য নির্ব্বাচন।
৩। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের "অলঙ্কার শাস্ত্র" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ।
৪। শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয়ের "সঞ্জয়কৃত মহাভারত" নামক প্রবন্ধ পাঠ।
৫। বিবিধ বিষয়।

অতঃপর সভার কার্য্যারম্ভ হইলে সম্পাদক মহাশয় সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুপস্থিতিজ্ঞাপক পত্র পাঠ করিলে নগেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবে এবং হীরেন্দ্র বাবুর সমর্থনে মনোমোহন বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ সম্পাদককর্ত্তৃক পঠিত হইলে তাহা গৃহীত হইল।

২। নিম্নোক্ত নূতন সভ্যগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলেন।

নূতন সভ্যের নাম ও ঠিকানা।

১। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দে বি. এল
৪০ নং দর্জ্জিপাড়া ষ্ট্রীট
প্রঃ। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এমএ বি.এল
সঃ। „ ব্যোমকেশ মুস্তফি

২। শ্রীযুক্ত রামদয়াল দে বি. এ
৩১নং কৃষ্ণসিংহের লেন
প্রঃ। শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
সঃ। „ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

৩। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দত্ত
৭নং রামমোহন সাহার লেন
প্রঃ। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সঃ। „ নগেন্দ্রনাথ বসু

৪। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ জমীদার
চৌগাছা, যশোহর।
প্রঃ। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সঃ। „ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

৫। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী
রাজা রাজবল্লভের ষ্ট্রীট
প্রঃ। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
সঃ। „ ব্যোমকেশ মুস্তফি

৬। কবিরাজ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল
শ্রীনাথ রায়ের লেন, চোরবাগান
প্রঃ। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম. এ বি. এল
সঃ। „ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

৭। শ্রীযুক্ত তীর্থনাথ চৌধুরী
২০নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট
প্রঃ। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি
সঃ। নগেন্দ্রনাথ বসু

৩। সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় অলঙ্কার-শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধলেখক বহু পরিশ্রমে ও বহু গবেষণায় গ্রীক ও ইংরাজ প্রাচীন ও নব্য আলঙ্কারিকগণের ইতিহাস আলোচনা করিয়া তাঁহার প্রবন্ধের অবতারণিকা অংশ লিখিয়াছেন। তৎপরে ভারতবর্ষের অনেকগুলি প্রাচীন আলঙ্কারিকের নাম, গ্রন্থ ও টীকাদির বিষয় আলোচনা করিয়া সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি দৃষ্টান্তের সহিত সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। অনেক স্থলেই বাঙ্গালা গ্রন্থাদি হইতে উদাহরণ এবং সংস্কৃত উদাহরণের বাঙ্গালা ব্যাখ্যা স্থলে নিজকৃত বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়া প্রবন্ধটী মনোরম করিয়াছেন।

প্রবন্ধ পাঠ করিয়া প্রবন্ধলেখক জানাইলেন, তাঁহার প্রবন্ধ শেষ হয় নাই। তিনি বাঙ্গালা গ্রন্থাদি হইতে সকল প্রকার উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া পরে প্রবন্ধটী শেষ করিয়া দিবেন, কেবল সূত্র তদ্ব্যাখ্যা এবং উদাহরণ গুলিতে শুনিতে বিরক্তি হইতে পারে ভাবিয়া তিনি অদ্য সমগ্র প্রবন্ধ উপস্থিত করেন নাই।

তৎপরে হীরেন্দ্র বাবু বলিলেন প্রবন্ধলেখক শাস্ত্রী মহাশয় বহু পরিশ্রমে ও বহু গবেষণায় আজ অলঙ্কার-শাস্ত্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। আমাদের এ দেশে কাব্যাদর্শ ও সাহিত্যদর্পণই বিশেষ চলিত ও আমরাও তাহা পাঠ করিয়াছি, শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুসন্ধান বলে আমরা অনেকগুলি প্রাচীন আলঙ্কারিক ও তাঁহাদের বিষয় জানিতে

পারিবাছি। এতদ্ভিন্ন তিনি গ্রীক ও ইংরাজ আলঙ্কারিকদিগের প্রাচীন ও নব্য অলঙ্কার শাস্ত্রের অল্প বিস্তর আলোচনা করিয়া প্রবন্ধটীকে অতি উপাদেয় করিয়াছেন। ঐতিহাসিক অংশ বেশ হইয়াছে। মূল বিষয়ও সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা উদাহরণাদির যোগে বেশ বিশদ হইয়াছে। তবে ভাব অনুভাব ধ্বনি ইত্যাদির লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় উদাহরণ দেন নাই। যাঁহারা অলঙ্কার-শাস্ত্র আলোচনা করেন নাই, তাঁহারা যাহাতে এই প্রবন্ধ পড়িয়া মোটামুটি সমস্ত কথা জানিতে পারেন তজ্জন্য শাস্ত্রী মহাশয় ঐ সকল বিষয়ের উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিলে ভাল হয়। আমার প্রস্তাব এই প্রবন্ধ পত্রিকায় মুদ্রিত হউক।

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন—প্রবন্ধ সম্বন্ধে হীরেন্দ্র বাবু যাহা বলিলেন, আমি তাহা সমর্থন করিতেছি। বাস্তবিকই প্রবন্ধ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। কেবল ঐতিহাসিক অংশে প্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের বিবরণ আশানুরূপ সম্পূর্ণ হয় নাই। তিনি যে ভাবে গ্রীক আলঙ্কারিকদিগের আলোচনা করিয়াছেন এবং তদ্দেশে অলঙ্কারশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছেন, সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের আলোচনায় সেরূপ হয় নাই। সংস্কৃতে আরও অনেক আলঙ্কারিক ও অলঙ্কার শাস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। আমার মতে ঐতিহাসিক অংশ যত পূর্ণাঙ্গ হয় ততই ভাল। শাস্ত্রী মহাশয় ইচ্ছা করিলে আমি তাঁহাকে এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।

সতীন্দ্র বাবু বলিলেন—প্রবন্ধ সকল দিক দিয়াই প্রশংসার যোগ্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তবে আমি অনুরোধ করিতেছি যে শাস্ত্রী মহাশয় গ্রীক ও ইংরেজ আলঙ্কারিকদিগের ইতিহাস যেমন সংগ্রহ করিয়াছেন, সেইরূপ রোমক আলঙ্কারিকদিগের বিষয়ও সংগৃহীত হইলে এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হওয়া আবশ্যক, কারণ রোমানেরা ঐ বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি করিয়া গিয়াছেন।

ব্যোমকেশ বাবু বলিলেন—শাস্ত্রী মহাশয় রস ও অলঙ্কারের উদাহরণাদি বাঙ্গালা পুস্তক হইতে দিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন। কিন্তু গৌড়ী, বৈদর্ভী রীতির একটী মাত্র উদাহরণ দিয়াছেন; আমার অনুরোধ তিনি যেন বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে অন্যান্য রীতির উদাহরণ ও ব্যাখ্যা দিয়া তাঁহার প্রবন্ধ সুসজ্জিত করেন; কারণ উহাই তাঁহার প্রবন্ধের বিশেষত্ব ও গুরুত্ব জ্ঞাপক। রস ও অলঙ্কারের উদাহরণ বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে স্কুলপাঠ্য পুস্তকাদিতে কিছু কিছু আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ সকল রচনার রীতি লইয়া কোন আলোচনা ইতিপূর্ব্বে হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।

মল্লাপতি মহাশয় বলিলেন—বিষয়টি যত বিশদ হয়, প্রবন্ধ ততই রুচিকর হয়। অতএব গুলি দেশী বিদেশী আলঙ্কারিকের নাম ও গ্রন্থের তালিকা এবং তাহাদের আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের ঐতিহাসিক অংশ ভারী করিলে প্রবন্ধ বোধ হয় সকলের রুচিকর হয় না। তবে অল্প বিস্তর থাকা উচিত। ঐ সকল বিষয় সংক্ষেপে দিয়া যাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যোপযোগী

অল্পের মধ্যে সহজে অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য সকল কথা বুঝিতে পারেন, দৃষ্টান্তাদি দ্বারা তাহা অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত করিয়া লিখিলেই ভাল হয়। ঐতিহাসিক অংশ লইয়া দেশ বিদেশের শাস্ত্র অবলম্বনে আলোচনা করিলে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হয়, অনেক জ্ঞাতব্য এবং উপকারী কথাও জানা যায় বটে, কিন্তু অত প্রাগ্‌ভিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ সাধারণের রুচিকর হওয়ায় সন্দেহ হয়। উহাতে প্রবন্ধ অতিরিক্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ে, সুতরাং পড়িতে বা শুনিতে ধৈর্য্য থাকে না। যাহা হউক লোকের মনোরঞ্জন বিষয়ে প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য রাখিয়া শাস্ত্রী মহাশয় প্রবন্ধটিকে সরস রুচিকর করিয়া যে দিকে যতটা বাড়াইতে কমাইতে পারেন, তাহা করিবেন। তাঁহার অদ্যকার প্রবন্ধে যথেষ্ট অনুসন্ধান, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, গবেষণা দেখা গেল। তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ। তাঁহার প্রবন্ধ পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়া সম্বন্ধে হীরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব আমি সমর্থন করিতেছি।

৩। তৎপরে শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রবন্ধ "সঞ্জয় কৃত মহাভারত" পাঠের প্রস্তাব হইলে নগেন্দ্র বাবু বলিলেন—উহা তেমন সারগর্ভ প্রবন্ধ হয় নাই। আর সঞ্জয় সম্বন্ধে নূতন কথাও বিশেষ কিছু প্রবন্ধলেখক জানাইতে পারেন নাই। অসম্পূর্ণ পুঁথি দৃষ্টে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, দীনেশ বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে প্রায় সে সমস্ত কথা আছে। আমার মতে উহা পড়িবার আবশ্যকতা নাই। কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির পূর্ব্বের এক অধিবেশনে উহা পঠিত হইবে না বলিয়া স্থির হইয়াছিল। সভা নগেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন।

৪। বিবিধ বিষয়ের মধ্যে—সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় জানাইলেন যে, আজ পাঁচ বৎসর যে বিষয়ের জন্য চেষ্টা হইতেছিল, গত বর্ষের শেষ ভাগে তাহা সম্পাদিত হইয়াছে, আমাদের পরিষৎ রেজিষ্টরি হইয়া গিয়াছে। এখন হইতে ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে সাধারণের সম্পত্তি; সাধারণে ইহাতে এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা আগ্রহসহকারে যোগ দিলে আমরা পরম আহ্লাদিত হইব। সভাপতি মহাশয় শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক প্রস্তাব করিলেন যে, এই সংবাদে অদ্যকার সভা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। ইহা লিপিবদ্ধ হউক। নগেন্দ্র বাবু এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় আরও জানাইলেন যে, সাহিত্য পরিষদের দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর পীয় জমীদারী ত্রিপুরাতে গিয়া স্বীয় বিপুল বৈষয়িক কার্য্যের মধ্যেও ক্ষুদ্র পরিষদকে যে ভুলিয়া যান নাই, তাহার নিদর্শন স্বরূপ তিনি কয়েক খানি বাঙ্গালা পুঁথি সে দেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন এবং পরিষদকে দান করিয়াছেন। রাজা বাহাদুর সেখানে আরও পুঁথি সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন, ইহাও জানাইলেন। এই সংবাদে সভা বিপুল আনন্দ প্রকাশ করিয়া রাজা বাহাদুরকে ধন্যবাদ দিলেন এবং কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

ব্যোমকেশ বাবু জানাইলেন যে পরিষদের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বিজয়কেশব মিত্র মহাশয় একখানি সংস্কৃত মহাভারত সম্পূর্ণ পুঁথি সংগ্রহ করিয়া পরিষদকে উপহার দিয়াছেন। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অদ্য রসিক বাবুর প্রবন্ধ ছিল। কিন্তু রসিক বাবু কি "হিন্দু ভাষা ও সাহিত্য" প্রণেতা দীনেশ বাবু কেহই এ পর্য্যন্ত সমগ্র মহাভারত সম্পূর্ণ পান নাই। পরিষদের সৌভাগ্যবশতঃ অদ্য তাহা বিনা মূল্যে সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে। এই সংবাদে পরিষৎ বিজয়কেশব বাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে গ্রন্থরক্ষক মহাশয়ের প্রস্তাবে গ্রন্থোপহারদাতাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফি
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সভাপতি
৮ই জ্যৈষ্ঠ।

---

## বিশেষাধিবেশন।

সন ১৩০৬, ৮ই জ্যৈষ্ঠ। ২১এ মে, ১৮৯৯। রবিবার। ৬ ঘটিকা অপরাহ্ণ।

উপরোক্ত দিনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বাটীতে অধিবেশন হয়। ঐ দিন পরিষদের সদস্য ভিন্ন অন্যান্য সাহিত্যসেবিগণকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সর্ব্বশুদ্ধ এক শতের উপর শ্রোতা উপস্থিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে—

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)

মাননীয় বিচারপতি
শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ ডি এল
" চন্দ্রনাথ বসু এমএ বিএল
" হরেন্দ্রনাথ দত্ত এমএ বিএল
" রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ,
" জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
" শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য বি, এল
" নগেন্দ্রনাথ বসু
" রমেশচন্দ্র দত্ত
" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ,

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
" দুর্গামোহন [illegible]
" অক্ষয়[illegible]
" [illegible]এ বিএল
" [illegible]
" [illegible]
" [illegible]
" [illegible]
" [illegible]
" অমৃতলাল হালদার বি,এল.
" গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

---

১। পরিষ[illegible] (ক) Hindu Theism. (খ) Mahabharata, Ed.[illegible]
২। Ancient India [illegible]glish Verse.
৩। শ্রীশ্রীশ[illegible]ল।—বঙ্গেশ্বর।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র
„ জগবন্ধু মোদক
„ রজনীকান্ত গুপ্ত
„ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ কানাইলাল ঘোষাল
„ গোবিন্দলাল দত্ত
„ পতুলচন্দ্র বসু
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বিএল
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ বাণীনাথ নন্দী
„ মানেদম্ন দত্তল বি.এল.
„ কড়নল গোয়েনকা
শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর
( হিতবাদীর সহকারী সম্পাদক )
„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ,
(বসুমতী সম্পাদক)
„ জলধর সেন } (বসুমতীর সহ-
„ পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত } (কারী সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (নির্ম্মাল্য সম্পাদক)
„ জ্ঞানেন্দ্রলাল দাস এম-এ বি.এল.
(সময় সম্পাদক)
„ শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী (প্রতিবাসী সম্পাদক)
„ রামগোপাল সেনগুপ্ত ( বীণাপাণি সম্পাদক )
„ তীর্থনাথ চৌধুরী ( কসুলিয়াটোলা লাইব্রেরীর সহকারীসম্পাদক )
„ গৌরহরি সেন ( চৈতন্য লাইব্রেরীর সম্পাদক )
„ গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ যতীশচন্দ্র সমাজপতি
„ অশ্বিনীকুমার ঘোষ
„ সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী
নবাব বাহাদুর কুমার
„ শ্যামকুমার ঠাকুর
„ রসময় লাহা
„ মুনীন্দ্রনাথ সংখ্যাকাব্যতীর্থ
„ ব্যোমকেশ মুস্তফি (সহকারী সম্পাদক)

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন।

এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের "বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি" নামক প্রবন্ধ পঠিত হইবে, স্থির ছিল। যথাসময়ে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তিনি প্রবন্ধে প্রথমে সাহিত্যই যে জাতীয়তা বন্ধনের ও একতা সম্পাদনের একতম প্রকৃষ্ট উপায়, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে যে সকল দোষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা যে দিন দিন উহার প্রকৃতিগত হইয়া পড়িতেছে, তাহার আলোচনা করেন; তাঁহার মতে বাঙ্গালা সাহিত্যে এখন প্রগল্‌ভতা, গ্রাম্যতা, ব্যাকরণহীনতা, ইংরাজী ভাষানুকরণপ্রিয়তা, প্রভৃতি ভাবগত ও ভাষাগত দোষই বর্ত্তমান সাহিত্যকে অতিমাত্র দূষিত করিয়াছে। আলোচনার মুখে তিনি ঐ সকল দোষের কিছু কিছু উদাহরণ দিয়া তন্নিবারণের উপায়ও অল্প বিস্তর প্রস্তাব করেন। তাঁহার প্রবন্ধ পড়া শেষ হইলে সভাস্থ সকলেই বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে সভাস্থ বিদ্বন্মণ্ডলী উক্ত প্রবন্ধের আলোচনা করেন। প্রথমে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—সুলেখক পরম শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বাবু যে মনোরম প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, উহা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি বিশেষ চিন্তা সহকারে গ্রাম্যতা ও ব্যাকরণদুষ্টতা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই এখনকার সাহিত্যে বিস্তর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সম্বন্ধে সে সংশোধন আবশ্যক

তাহাও ঠিক। প্রাচীন সংস্কৃতানুসারিণী রচনা প্রণালী হইতে ইংরাজীশিক্ষিত লোক দিগের দ্বারা যে বিভিন্ন প্রণালীর রচনাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়, তাহারই আতিশয্যে বা শৃঙ্খলার অভাবেই যে এ সকল দোষের বহুল প্রচার হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। যাঁহারা এই প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁহাদের অগ্রণী বঙ্কিম বাবুও যে কালে ইহার কুফল উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃতানুযায়ী সংস্কারের আবশ্যকতা বুঝিয়াছিলেন, নিজেও যে ভবিষ্যতে সেইরূপ লিখিবেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমার শুনা আছে। প্রবন্ধকার যে ভাষার অস্থানবাহুল্য ও অল্পবাহুল্য দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কেবল লেখকদিগের চরিত্রগত বা নীতিগত দোষের ফল নহে, ইংরাজী সাহিত্যের আদর্শেও কতকটা দোষ স্পর্শিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনাতে এরূপ দোষের প্রভাব দেখা যায়, সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত যখন বৌদ্ধ সাহিত্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, তখন গাথা ভাষার সৃষ্টি হইল। পূর্ব্বে ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রাদিতে দেখা যায় তাহারা সূত্রাকার অল্প শব্দ দ্বারা ভাষা রচনা করিতেন। মহাভাষ্যে সংক্ষিপ্ত অথচ বহুভাবপ্রকাশক অব্যয়ের শব্দ ব্যবহারের বিশেষ প্রশংসা ও বিধি দেখা যায়। অল্প কথায় মনোভাব প্রকাশের জন্য তাঁহারা শব্দের নানার্থ প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগে ভিন্নার্থ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, ইহাও অতিমাত্র সংক্ষেপপ্রিয়তার ফল বলিতে হইবে। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইলে বৌদ্ধেরা সাধারণ লোককে স্ত্রী শূদ্রকে বুঝাইবার জন্য একটি নূতন উপায় উদ্ভাবন করিল। উহা বিস্তৃত ভাষা—এক কথা এক ভাব বহু কথা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করাইবার চেষ্টা হইতে উহার উৎপত্তি। এই চেষ্টার ফলে সূত্রের ভাষা কেবল মনীষিগণের আলোচ্য হইয়া পড়িল এবং আপামর সাধারণে পালি, প্রাকৃত, মাগধী প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত বিস্তার সম্পন্ন ভাষা গ্রহণ করিল। দেখে বৌদ্ধ ব্যাখ্যার অনুকরণে সংস্কৃত ভাষাতেও রচনা কালে বিস্তৃতি দোষ (যদি দোষ বলা যায়) প্রবেশ করিল। সাধারণ অশিক্ষিতের জন্য ভাষা কিছু বাগ্‌জাল পূর্ণ না করিলে চলে না। একটা গভীর তত্ত্ব সামান্য বুদ্ধির লোকের মনে প্রবেশ করাইতে হইলে বহুকারের সাহায্যে নানারূপে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহাকে যেন বহুশব্দে অনুবাদ করিয়া না বলিলে চলে না। এজন্য অনেক স্থলে ভাষার বাহুল্য দূষণীয় নহে [illegible] বলিয়াই বোধ হয়। তবে একটা কথা এই যে ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে [illegible] বিস্তৃতি দিতে গিয়া অনেকে ব্যাকরণ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছেন। এক [illegible] হওয়া আবশ্যক। ব্যাকরণ দোষ সম্বন্ধে প্রবন্ধকার যাহা বলিয়াছেন, তাহার মূলে [illegible] একটা কারণ আছে। অনেকের বিশ্বাস, ব্যাকরণের বাঁধাবাঁধি নিয়মের মধ্যে চলিলে [illegible] উন্নতির পথ রুদ্ধ করা হয়। এই কুসংস্কার ব্যাকরণ না জানার জন্য নহে, ব্যাকরণের [illegible] হইতেই উৎপন্ন। ঐরূপ ধারণাবিশিষ্ট লোকেরা বলে [illegible] ভাষাকে বাঁধিলে তাহার স্বাতন্ত্র্য থাকিবে কিসে? সংস্কৃত [illegible] থাকিবে কেন? এরূপ অজ্ঞতা বা ভ্রান্ত ধারণা অনুকম্পার [illegible] বেশী দিন আলোচনায় বহুদর্শিতায় কাটিতে পারে।

ইংরাজী বাগ্‌ধারা অনুসারে বাঙ্গালা ভাষায় বাক্য রচনা যে কতদূর দূষিত, তাহা বলা যায় না। উহার সমালোচনায় প্রবন্ধকারের ভাষা যতটা তীব্র হওয়া উচিত, তাহা হয় নাই। ইংরাজী হইতে অনুবাদ বা ভাবগ্রহণ সর্ব্বত্র দূষণীয় হইতে পারে না। ধাতুগত ভেদ না হইলে অন্যভাষার লিপিচাতুর্য্য বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গে বেশ মিশাইয়া লইতে পারিলে উপকার ব্যতীত অপকার নাই। পণ্ডিত সমাজের প্রতি প্রবন্ধকার যে কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহারও মূল আছে, তবে তাঁহারাও আর ততটা পুরাতনপ্রিয় নহেন; সংবাদ পত্রাদি, পুস্তকাদি পাঠ করিয়া তাঁহারাও রচনাপ্রণালী ক্রমশই পরিবর্ত্তন করিতেছেন। উদাহরণ স্বরূপ মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের ফেলোশিপের বক্তৃতা পুস্তকে এবং মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের প্রকৃত কথা ও পল্লিকার ইতিবৃত্তের কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবশেষে বক্তব্য প্রবন্ধকার এরূপ প্রবন্ধে যেরূপ সাবধানতা সহকারে সমস্ত দোষাবলীর আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অতীব সুন্দর। তাঁহার রচনায় ব্যক্তিগত কটাক্ষ নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য অতীব সৎ, অতীব মহৎ। তিনি আমার এবং সাহিত্যসেবিমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

তাঁহার পর মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রবন্ধ শুনিয়া আমি বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। উহাতে জানিবার, শিখিবার প্রচুর বিষয় আছে। তিনি দোষগুলির উল্লেখ কালে সাহিত্য-সেবীদিগের প্রতি যে সকল তীব্র কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, আমি তাহার বাহিরে, কারণ তাঁহার কথা লেখকদিগের সঙ্গে, পাঠকদিগের সঙ্গে নহে; আমি পাঠক মাত্র, আমি তাঁহার ভর্ৎসনার মধ্যে নহি, অতএব আমি দুকথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। বাঙ্গালা সাহিত্যের দিন দিন পুষ্টি হইতেছে, দিন দিন নানাগ্রন্থ রচিত হইতেছে। এই সময়ই তাহার ব্যাকরণাদি দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ করাও যেমন আবশ্যক, সমালোচনাদি দ্বারা তাহার মার্জ্জনাও তেমনি আবশ্যক। অনেক জিনিষ অন্যের অনুকরণে আমাদের সাহিত্যে নূতন প্রবেশ লাভ করিয়াছে বলিয়াই যে আমরা অপর জাতির অপেক্ষা হেয় বা মন্দ তাহা নয়। এমন অনেক ভাল জিনিষ আমাদের মধ্যে আছে, যাহা অপরের নিকট খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবেপ্রবন্ধ পাঠক যাহা বলিয়াছেন, যে অমিশ্র উত্তম যেমন পাওয়া যায় না, সেইরূপ আমিও বলি অমিশ্র অধমও কোথায় নাই। যাহা মানুষের কাজে সমালোচনার আবশ্যক, সংশোধন আবশ্যক, কার্য্য বড় হইলেও আবশ্যক, ছোট হইলেও আবশ্যক। শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বাবু যে ভাবে তাঁহার প্রবন্ধটী গঠিত করিয়াছেন, উহাতে উহার নাম "বর্ত্তমান বঙ্গভাষার প্রকৃতি" না হইয়া "বর্ত্তমান বঙ্গভাষার সমালোচনা" হইলেই ভাল হইত। তিনি ভাষার বর্ত্তমান প্রকৃতি কি, অবস্থা কি, গতি কোন্ দিকে, এ সকল তত দেখান নাই। তিনি ভাষার বর্ত্তমান কুরীতি গুলি যেরূপ তীব্র কঠোর ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন, বাস্তবিক [illegible] আলোচনার ভাষা ঠিক সেইরূপ হওয়া আবশ্যক। তবে একটী কথা আমাকে [illegible] যে এই তীব্র

কঠোর ভাষায় ব্যক্তিগত কুৎসা বা শ্লেষ প্রকাশ পায় নাই, উদ্দেশ্য মন্দভাবে যায় নাই। এই কুরীতি বর্জ্জনের জন্য তিনি যে কয়েকটী উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপায় আমার মতে এইরূপ সমালোচনা। উপদেশ দিয়া "করিবেন" বলিলে যতটা কাজ হইবার সম্ভাবনা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলে, উপহাসে হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িলে সংশোধন তদপেক্ষা বেশী হয়; উদাহরণ স্বরূপ বঙ্গদর্শনের সমালোচনার উল্লেখ করিতে পারি। সেই সমালোচনার টীট্‌কারীর ভয়ে যে সময়ে গ্রন্থের ভাষায় এতটা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করিতে পারে নাই। সাহিত্যপরিষৎপত্রিকার মধ্যে মধ্যে এইরূপ সমালোচনা প্রবন্ধকার সমস্ত কুরীতি গুলিকে ভাবগত ও ভাষাগত দোষজাত বলিয়া দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন, তাহা ঠিক হইয়াছে। এটি স্বীকার্য্য যে ভাবগত দোষগুলি লেখকের অনবধানে ও শিক্ষার দোষে জন্মে। আত্মশ্লাঘার জন্যই লোকে পাঁচ কথা লিখিয়া থাকে, বলিয়া থাকে ও লিখিয়া থাকে, আর আজকাল তাহা মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় সাধারণে প্রচারিত হয়। মুদ্রাযন্ত্রের এত সুলভত উপকারক কি অপকারক তাহাও ভাবিবার কথা বটে। পূর্ব্বে যখন স্বল্প কথায় লিখিবার প্রথা ছিল, তখন ছোট ছোট পুস্তকে অনেক বেশী জ্ঞানের কথা, চিন্তার কথা থাকিত, পাঠকের পক্ষে সুবিধা হইত, অল্প সময়ের মধ্যে পুস্তক শেষ হইয়া যাইত, অথচ বিষয়টা চিন্তার যথেষ্ট সময় থাকিত। এখন একটা কুরুচি দাঁড়াইয়াছে, বড় বই লিখিব, বড় বই পড়িব। এই লেখা ও পড়ার সখ মিটাইতে কাজেই গ্রন্থের মধ্যে অনেক অবান্তর কথা পূরিতে হয়। ক্রমে এই দোষটিকে পরিপোষণের জন্য অর্থাৎ বৃহৎ গ্রন্থের আসার কথাগুলিকে পাঠকের চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য গ্রন্থে আরও অনেক কুরুচি, অশ্লীলতা প্রবেশ করিয়াছে। ইহা হইতেই আজকালকার ভাবগত এবং ভাষাগত কুরীতির উৎপত্তি হইয়াছে। প্রবন্ধকার এক স্থানে বলিয়াছেন যে, আজকাল সহোদরে সহোদরে প্রেম হয় না। কিন্তু লেখা পড়ার বিশ্বপ্রেমের কথা ছড়াছড়ি। তাহাতে আপত্তি কি? ভাল মন হইতেই ভাল ভাব আসে, ভাল ভাবে ভাল কথা বাহির হয়, আর সে ভাল কথা হইতে আবার ভাল ভাব শিক্ষা হয়। এরূপ স্থলে যদি লেখকের গূঢ়কথা গূঢ়চিত্র পাঠকের জানা থাকে, তবেই পাঠকের মনে বিদ্রূপ ভাব জাগে, আর তাহাতে তো ভাল কথাগুলার দাম কিছু কমিতেছে না। প্রবন্ধকার ইংরাজী ভাষার অনুকরণ বিষয়ক দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমার মতে উক্ত উভয়দোষান্বিত ভাষার বাঙ্গালা বজায় রাখিয়া লিখিতে পারিলেই ভাল হয়, কিন্তু একবারে নূতন ভাষা না করিতে কেবল পুরাতনে আবদ্ধ থাকিতে হয়; তাহাতে উন্নতি হয় না।

যে ভাষাটা লইয়া কার্য্য করিতে হইবে, তাহাকে অতটা গণ্ডীর মধ্যে আটকাইয়া রাখিলে চলে না; তাহা হইলে যদি হইত, তাহা হইলে অত সুন্দর ভাষা সংস্কৃত মরিয়া গেল কেন? ছন্দ অলঙ্কার ব্যাকরণ সংস্কৃতের অতি সুসম্বদ্ধ, তবু সে ভাষা গিয়াছে। সবই পরিবর্ত্তনশীল, ভাষাও তাহাই। ভাষাকে অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত, পথে তাহার গতি অবিরাম হওয়া

দিতে হয়, ভাষাকে দৌড়াইয়াতে দিতে হয়, তবে ব্যাকরণাদির ঈষৎ বাঁধন দিয়া তাহার আশে পাশে এমন ভাবে ঠেকো দিতে হয়, যেন সে পথ ছাড়িয়া কুপথে না পড়ে। দুর্ব্বোধ না হইলে বিজাতীয় ভাব বাঙ্গালা ভাষায় গ্রহণ করিতে ক্ষতি কি, দোষ কি? শব্দের চিরপ্রচলিত অর্থ ব্যতীত যদি কেহ নূতন অর্থে উহা ব্যবহার করে, আর তাহা সমীচীন হয়, তাহা হইলেই ক্ষতি কি? একটা ভাব প্রকাশের দশটা উপায় থাকা ভাল। সংস্কৃতের শব্দভাণ্ডার খুঁজিলে এরূপ শব্দ প্রচুর পাওয়া যায়, অনেক অর্থের জন্য অনেক শব্দের মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যেমন হবি অর্থে সাগু ও ভেক। এরূপ স্থলে অনেক সময় প্রয়োগ কর্ত্তার দোহাই দিয়া সারিতে হয়। শব্দ একটু বিকৃত হইয়াও যদি ভাব প্রকাশে সমর্থ হয়, তাহাও এইরূপে নামাইয়া লইতে পারা যায়। এই সকল যুক্তিতে বোধ হয় ভাবগত দোষের ভাগ অনেকটা বর্জ্জন করিতে পারা যায়। ইংলণ্ডে লোকে বলে ভগবান্ বোধ হয়, তাহার শোকে শীতল বারি সিঞ্চন করিবেন না। ইংলণ্ড শীতপ্রধান দেশ, শীতই সেখানকার কষ্টের বিষয়, শীতল বারি সিঞ্চনে সেখানে কষ্টের বৃদ্ধি হয়, কাজেই সেখানে কষ্টের বৃদ্ধি হয়, কাজেই সেখানে লোকে শীতল বারি সিঞ্চনকে কোনক্রমে প্রার্থনীয় মনে করে না। আর আমাদের দেশে শীতকালেও পাখার বাতাস আবশ্যক হয়। এদেশে শীতলবারি সিঞ্চন অমৃততুল্য প্রার্থনীয়। ঠিক ঐ ভাবের কথা বলিতে হইলে এদেশে বলে, তার শোকের আগুনে ভগবান্ যেন জল ঢেলে দিলেন। সুতরাং এদেশে ঠিক বিলাতী ভাষার ভাব বুঝিয়া অনুকরণ করিতে গেলে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। গ্রাম্যতা দোষের বর্জ্জন একান্ত প্রার্থনীয়; তবে প্রবন্ধকার বাগ্‌ধারা—বাগ্‌ধারা বলিব না—আমার উহা ভাল বোধ হইতেছে না—idiom ই বলি—idiom সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা আমার ভাল বোধ হয়। পশ্চিম বাঙ্গালায় বেশী গ্রন্থ-রচনা হইয়াছে বলিয়া যে পূর্ব্ববাঙ্গালার idiom-ভাষা হইতে বর্জ্জন করিতে হইবে, তাহা ঠিক নহে। পশ্চিম বাঙ্গালায় গ্রন্থরাশির মধ্যে প্রয়োজনীয় উপকারী গ্রন্থের সংখ্যার একটা মোট ধরিয়া লওয়া আবশ্যক। বেশী গ্রন্থ হইলেই যে বেশী কাজের গ্রন্থ হইবে, এমন নহে। সুতরাং কেবল সংখ্যার আধিক্যে যে গুণের পরিমাণ করিতে পারা যায়, তাহা নহে; যে লোকহিতের জন্য তিনি পশ্চিম বাঙ্গালার idiom এর পক্ষপাতী, সেই লোকহিত হয়ত পূর্ব্ব বাঙ্গালার গ্রন্থে বেশী হইতে পারে। উহা এখনও অনির্দ্দেশ্য। গ্রাম্যতারও আবার আবশ্যকতা বুঝিয়া ব্যবহার ও বর্জ্জন করা উচিত, তাহারও স্থান বিশেষে আবশ্যকতা, উপযোগিতা ইত্যাদি আছে। প্রবন্ধকার যে সকল দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যে কেবল লেখকেরই দোষেই ঘটে তা নয়, পাঠকের দোষেও ঘটে। পাঠক যেরূপ বিষয় চাহেন, লেখক সেইরূপ বিষয় লেখেন। যদি কেহ না পড়ে, তবে লিখিয়া লাভ কি? ইহাও সমস্যার কথা। তবে কথা এই পাঠকের মুখ চাহিয়া লেখা সাহিত্য সেবীর উচিত নহে। সংবাদপত্রে এই মুখাপেক্ষিতা বড় বেশী হইয়াছে। পাঠকের লোভ অর্থের লোভ তাঁহাদের একটু সংবরণ করা আবশ্যক।

যে সে ব্যবসায় তাঁহাদের নহে। তাঁহারাই লোকশিক্ষক, তাঁহারাই লোকের রুচি গড়িবেন, তাঁহারাই লোকের কর্ত্তব্য দেখাইয়া দিবেন, এরূপ স্থলে লাভের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারা দুধে জল মিশাইয়া লোককে বলহীন করিয়া ফেলিলে দুর্ব্বলের দেশ টিঁকিবে কেন? তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র লোকের দেহটা লইয়া নহে, মন লইয়া; এরূপ স্থলে তাঁহারা সাহিত্যে ভেজাল কম দিলেই ভাল হয়।

ইহার পর প্রতিবাসীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন, আমাদের পক্ষে এইরূপ প্রবন্ধ এবং তাহার এইরূপ সমালোচনাই উপকারী। সংবাদপত্র পরিচালনে সাহিত্যক্ষেত্রে আমরা নবীন পথিক, আমাদিগকে কেবল দোষ ধরিয়া তিরস্কার করিলে চলিবে না, সে সকল দোষবর্জ্জনের উপায় দেখাইয়া দিতে হইবে। আমার বিশ্বাস সাহিত্যপরিষদে মধ্যে মধ্যে এইরূপ প্রবন্ধের অবতারণা হইলেই তাহা আংশিক সফল হইবে। শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বাবুর প্রবন্ধ যেমন সারগর্ভ, মাননীয় গুরুদাস বাবুর বিশ্লেষণ ক্ষমতাও তেমনি চমৎকার। তাঁহারা যে সকল দোষের উল্লেখ করিলেন, তাহা এইরূপ সমালোচনার অভাবেই দিন দিন পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিয়াছে। ভাষাগত ও ভাবগত দোষের বিষয়ে আমার মনে হয়, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নবীন লেখককে একবারে নানা নূতন বিষয়ের মধ্যে পড়িয়া অনেক প্রতিকূল শক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে হয় বলিয়াই ঐ সকল দোষের অনেকগুলি জন্মে। দেশীয় ভাষায় ইতিহাসাদির সংখ্যা কম, অথচ পাশ্চাত্য ভাষায় ইতিহাস নামে অনেক অপূর্ব্ব গ্রন্থ পড়িয়া ভাব সংগ্রহ লিখিতে গেলে সেগুলা স্বভাবতই বাহির হইয়া পড়ে এবং কিছু ইংরাজী ভাবেই হইয়া পড়ে। এ দোষ সংশোধন করিতে হইলে সময়ের অপেক্ষা করিতে হয়; এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম প্রবন্ধকার চন্দ্রনাথ বাবুর ন্যায় বা মাননীয় গুরুদাস বাবুর ন্যায় মনীষীরা নবীন লেখকদিগকে দোষ ধরিয়া কেবল তিরস্কার না করিয়া নিরুৎসাহ না করিয়া, যদি দোষবর্জ্জনের সৎপথ প্রদর্শন করেন, তবেই যথার্থ উপকার করা হয়। ক্রমাগত সমালোচনা করিলে, উপহাস বিদ্রূপ নহে—সমালোচনা করিলে, ফল পাওয়া যাইতে পারে।

তৎপরে প্রবন্ধকার শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন, আমার প্রথম কথা—মাননীয় গুরুদাস বাবু আমার প্রবন্ধের নামকরণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমার উদ্দেশ্য নহে। এখন বাঙ্গালাভাষার প্রকৃতি কি দাঁড়াইয়াছে, তাহাই দেখাইয়া দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। ভাবগত দোষ অন্য জাতির সাহিত্যেও আছে, কেবল আমাদেরই আছে, অন্যের নাই, এরূপ তুলনায় সমালোচনা আমি করি নাই। তুলনায় সমালোচনা আমার ভাল লাগে না। দোষের সংশোধন আবশ্যক, আমি দেখাইয়া দিলাম মাত্র। আমিই যে সংশোধন করিব, তাহা আমার উদ্দেশ্য নহে। প্রেমভক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে এমন কোন কথা নাই, যাহাতে সাহিত্যের সমস্ত প্রেমভক্তি দূষিত হইয়া পড়িবে। সব মিথ্যা নহে, সব ভাল হইতে পারে না। ভাল যাহা আছে, তাহার কথা বলি নাই—সাজান,

আন্তরিকতাহীন কেবল বাক্যাড়ম্বর পূর্ণ কথাগুলি সম্বন্ধেই আমি বলিয়াছি। উদাহরণ দিতে পারিলে বুঝাইতে পারিতাম, আমি কিরূপ প্রেমভক্তির ভাষাকে লক্ষ্য করিয়া আমার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছি। পরিষৎ আমার হাত পা বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, আমি উদাহরণ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম। পরিষদের নিয়ম জীবিত গ্রন্থকারদিগের সমালোচনা এখানে হইবে না। রাজেন্দ্র বাবুর কথার উত্তরে এই বলিতে পারি যে, যেরূপ কথাবার্ত্তাকে আমি দোষ দিয়াছি, তাহা প্রাচীন রীত্যনুসারে স্ত্রী শূদ্রের বোধগম্য করিবার জন্য বাড়াইয়া লেখা নহে। সে কিরূপ দেখাইতে পারিব না, নমুনা উদ্ধৃত করিতে আমি নিষিদ্ধ, সুতরাং আমি বুঝাইতে অক্ষম। নূতন ভাবানুকরণে আমার আপত্তি নাই। আমি একান্ত পুরাতন প্রিয় নহি, তবে আমার কথা এই, যে ভাব আমার বিদেশীয় অনুকরণে লইতে হইবে সে ভাব যদি বাঙ্গালার প্রকাশের উপায় থাকে তবে অনুকরণ করিব কেন, ধার করিব কেন, ভিক্ষা করিব কেন। আর ভাব লওয়া সম্বন্ধে আমি কিছু বলি নাই। সাহিত্যের পুষ্টির জন্য কেবলই পরের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে আমার ইচ্ছা নাই। আমার মতে আত্মাভিমান থাকা ভাল, নতুবা জাতীয়তা যায়। অভিমান রাখিয়া উদার হইতে পারিলে আমি বলি ক্ষতি নাই।

তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বাবুর প্রবন্ধ অতি উপাদেয় হইয়াছে। তাঁহার উদ্দেশ্য খুব ভাল, অভিপ্রায়ও সৎ, মোটের উপর তাহার প্রস্তাব সফল হইলে বড় ভাল হয়। ভাষার ভাব বিশুদ্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যক, ইহা করিয়া তুলিতে পারিলে মহৎ কার্য্য করা হয়। আগে ভাষা বিশুদ্ধ করিয়া ভাব প্রকাশ করা যায় কিনা আমি বলিতে পারি না; সে ভাষার আকার কেমন হইবে তাহাও ভাবিয়া পাইতেছি না। আমার মনে হয়, ভাব আগে, পরে ভাষা। বিজ্ঞানাদির ভাষায় সৌষ্ঠব দেখিবার বড়টা প্রয়োজন হয়, ভাব প্রকাশের প্রয়োজন তাহার অনেক বেশী বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান সময়ের লোক বর্ত্তমান সময়ের ভাষা পাইলে যেমন সহজে তাহার ভাব বুঝিতে পারে, তাহার ব্যত্যয় হইলে তেমনটী পারে না। এইজন্য ভাষার আকার কালোপযোগী না হইলে তাহা তেমন ফলোপদায়ক হয় না। আকার ত্রিবিধ হইতে পারে—মৃত হইয়াছে, ইহা সাধু ভাষা; মারা গিয়াছে, ইহা চলিত ভাষা; আর শাতে কুঁকেছে, ইহা গ্রাম্য বা অপভাষা। ইংরাজীতে slang যাহা, আমাদের গ্রাম্যতা দোষ বলিতে তাহাই বুঝিতে হইবে, ইংরাজীতে colloquial যাহা, তাহা গ্রাম্য নহে। ভদ্র সমাজে অর্থাৎ দেশের যে শ্রেণীর লোক স্বভাবতঃ লেখা পড়ার চেষ্টা রাখে, সেই সমাজে যাহা colloquial আমার বোধ হয়, তাহাই বিশুদ্ধ ভাষা; তাহা সাধু ভাষা না হইতে পারে, কিন্তু তাহা গ্রাম্যও নহে। মনের ভাব সহজে প্রকাশ করিতে হইলে আমার বোধ হয়, অনেক স্থলে বাঁধা রাস্তার নিয়ম খাটে না। ভাষা ভাল কাহাকে বলা যায় না যাহাতে সমস্ত মনের ভাবটী ঠিক ফুটিয়া উঠে—ভাব আসিলে তাহা খোলসা করিয়া লিখিবার জন্য

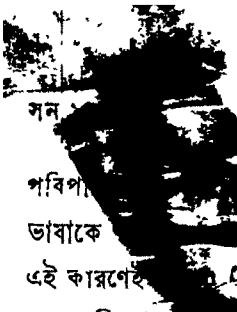



পরিপা[illegible]শব্দভাণ্ডার হাতড়াইতে গেলে ভাব উড়িয়া যায়। পুঁথিগত সাধু ভাষাকে [illegible] স্থলে ঐ অসুবিধায় পড়িতে হয়। আধুনিক বর্ম্মানভাষীরা এই কারণেই [illegible] ভাষার ব্যবহার ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে। তর্জ্জমা করিলেই যে অমনি তাহা [illegible] দোষ দুষ্ট বলিতে হইবে, তাহা নহে; বিজ্ঞানাদিতে ঐ দোষ অপরিহার্য্য। প্র[illegible] উল্লেখ স্থলে আমার একটী তর্জ্জমা ধরিয়াছেন। আমি surviv[illegible] বাঙ্গালা করিয়াছিলাম "যোগ্যতমের- উদ্বর্ত্তন" (এই [illegible] মহাশয়ের কোন প্রবন্ধ হইতে লইয়াছেন, তাহা [illegible]শির বলেন, উহা আমারই রচনা, হয়ত অপর লেখক অসুবিধা [illegible] নিজ রচনার মধ্যে ব্যবহার করিয়াছেন) Survival এর ঠিক [illegible]; তাহা না বলিয়া আমি বলিয়াছি, উদ্বর্ত্তন; ইহাতে দেশী ভাষায় ইংরাজী [illegible] ভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে—ইংরাজীভাষার সহিত কোন সম্পর্কই রাখা হয় নাই। ইংরাজী কথাটা জানা না থাকিলে উহাতে কি বিদেশী গন্ধ আছে, আমি তাহা ধরিতে পারি[illegible] উদ্বর্ত্ত কথাটা অবশিষ্ট থাকা অর্থে আমরা সর্ব্বদা ব্যবহার করি; আর "যোগ্যতম" কথাটাও যে অপরিচিত তাহা নহে; অথচ ঐ দুটী শব্দের একত্র ব্যবহারে ইংরাজী বাক্যটীর যথার্থ অর্থ "যোগ্যতমের অবশিষ্ট থাকা" প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি বলিয়া চন্দ্রবাবুর লক্ষ্য হইয়াছি; যদি তর্জ্জমা ঠিক না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিন্দনীয় বটে; ফলে যেরূপে আমি যাহা করিয়াছি, তাহা বলিলাম। কালের প্রভাবে ভাষায় যে দোষ ঢুকিয়াছে, তাহা এড়াইবার উপায় কখনই করিতে পারা যাইবে না; তবে অপব্যবহার সম্বন্ধে কঠিন নিয়ম হওয়া ভাল। তাহাও কতদূর কালে দাঁড়াইবে বলিতে পারি না। Chaucer এর সময়ে formed, hanged, dragged প্রভৃতির শেষে syllable "ed" অংশ "এড" এইরূপ উচ্চারিত হইত, কিন্তু এখন ঐ "e"র উচ্চারণ লোপ হইয়া গিয়াছে, কালে সেইরূপ "করিতেছিলাম" যে সংক্ষিপ্ত হইয়া "কচ্ছিলুম" হইবে না এবং পুস্তকাদিতে স্থান পাইবে না, তাহা কে বলিতে পারে। তবে ভাষার এখন অন্যান্য পুষ্টি আবশ্যক। সেগুলি হইবার পূর্ব্বে শব্দ সংক্ষেপের চেষ্টা বড় তাড়াতাড়ি হইয়া পড়িতেছে। এ বিষয়ে সংযত হওয়া ভাল।

ইহার পর শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়া হইলে রাত্রি নয়টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সভাপতি।

১৩০৬ সাল ২৯এ জ্যৈষ্ঠ।

## দ্বিতীয় অধিবেশন।

১৩০৬ সাল ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১১ই জুন, ১৮৯৯, রাববার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা।

উপরোক্ত দিনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্ত্তমান বৎসরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ দিন নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)
" নগেন্দ্রনাথ বসু
" গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম. এ.
" প্রতুলচন্দ্র বসু
" অম্বিকাচরণ গুপ্ত
" প্রমথনাথ দত্ত এম. এ. বিএল
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" রাখালদাস সান্যাল
শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দে বিএল
" যতীশচন্দ্র পাত্রপতি
" প্রসন্নকুমার গুহ
" হরনাথ মিত্র
" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
" দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
" ব্যোমকেশ মুস্তফী সহকারী
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিএ। সম্পাদক

অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ।
২। সভ্য নির্ব্বাচন
৩। প্রবন্ধ পাঠ—
(ক) কবিরাজ শ্রীহেমচন্দ্র সে—মেঘ ও বৃষ্টি বিচার
(খ) শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত—বঙ্গদেশের পার্শী গ্রামের পুরাতত্ত্ব।
৪। বিবিধ বিষয়।

সম্পাদক মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সহকারী-সম্পাদকেরা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত নূতন সভ্যগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলেন।

প্রঃ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সঃ। " প্রমথনাথ মিত্র
নূতন সভ্য—
শ্রীযুক্ত রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর বর্দ্ধমান।
প্রঃ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সঃ। " গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
নূতন সভ্য—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু
প্রঃ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সঃ। " ব্যোমকেশ মুস্তফী
নূতন সভ্য—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
২৫/৯ নং মটস্ লেন।
প্রঃ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সঃ। কবিরাজ শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
নূতন সভ্য—কবিরাজ শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন
২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট।
প্রঃ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সঃ। " নগেন্দ্রনাথ বসু
নূতন সভ্য—
শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর
প্রঃ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সঃ। " নগেন্দ্রনাথ বসু
নূতন সভ্য—শ্রীপ্রিয়নাথ গুহ
সম্পাদক "বরিশাল হিতৈষী" বরিশাল।
প্রঃ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

| | |
|---|---|
| ঃ। „ গোবিন্দলাল দত্ত | প্রঃ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি |
| সভাপতি—শ্রীসতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি. এ. | ঃ। „ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি. এ |
| বাগবাজার। | নূতন সভ্য—শ্রীতিনকড়ি ঘোষ, উলুবেড়িয়া। |

ও। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে কবিরাজ শ্রীহেমচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বেদে বৃষ্টি বিচার" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়। লেখক মহাশয় বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করেন যে, পূর্ব্বে ভারতবর্ষে মেঘ ও বৃষ্টি বিচার অজ্ঞাত ছিল না। তিনি নানা প্রমাণ সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থের সাহায্যেও মেঘ ও বৃষ্টি সম্বন্ধে, অনেক কথা অবগত হওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী বলেন—প্রবন্ধে অনেক নূতন কথা জানা গেল। আমাদের ঋষিগণ ইংরাজী হিসাবে আবহাওয়া বিচার কতদূর জানিতেন, কখন কত বৃষ্টি হইবে, কখন মেঘের অবস্থার প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন কি হইবে। Meteorology র আভাষ ছিল, ইহা বড় প্রীতিকর। আমি প্রস্তাব করি, ইহা পত্রিকায় মুদ্রিত হইলে বড় ভাল হয়। লেখককেও অনুরোধ এই শাস্ত্রের সংস্কৃত পরিভাষাগুলি তিনি ব্যাখ্যার সহিত স্বতন্ত্র করিয়া দিলে বড় উপকার হইবে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন যে, প্রবন্ধকার মহাশয় বহুদিন হইতে প্রবন্ধের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তিনিও সে বিষয়ে তাঁহাকে যথা সম্ভব উৎসাহিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস জলবিজ্ঞান শাস্ত্রে ইহারা যেরূপ উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহার তুলনায় পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ অনেক পশ্চাতে। ভৃগু ও পরাশর পাঠে এ বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান সঞ্চয় করা যাইতে পারে। যে সকল আধুনিক য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক যাহা লিখিয়াছেন, বহুকাল পূর্ব্বে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ও সেই কথা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে মেঘ ও বৃষ্টি সম্বন্ধে নানা কথা আছে। সে সকলের আলোচনায় ও তৎসহ নবপ্রচারিত বিজ্ঞানালোকে পুনরায় পরাশর আলোচনায় বৃষ্টিপ্রধান বঙ্গদেশের যথেষ্ট উপকারের সম্ভাবনা।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস সান্যাল মহাশয় প্রবন্ধকার মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব করেন।

ইহার পর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, প্রবন্ধ গভীর গবেষণাপূর্ণ। প্রাচীন কালের বৈজ্ঞানিক সত্য সমূহ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। বিজ্ঞান গঠিত হইবার পূর্ব্বে এইরূপে উপাদান সংগ্রহ করা বড়ই আবশ্যক। ইয়ুরোপেও এইরূপে সংগৃহীত উপাদানের ভিত্তির উপর বিজ্ঞান রচিত হইয়াছে। সেখানেও বিজ্ঞান রচিত হইবার পূর্ব্বে নানা পুস্তকে অবৈজ্ঞানিক-ভাবে লিপিবদ্ধ অনেক বৈজ্ঞানিক সত্য পাওয়া যাইত। সেই সকল একত্র করিয়া ও বাছাইয়াই প্রথম বিজ্ঞান রচনা। প্রবন্ধকার মহাশয়ও সেই চেষ্টা করিয়াছেন। যদিও তিনি শ্রেণীবদ্ধভাবে সব লিপিবদ্ধ করেন নাই, গুণানুসারেও সব সাজান নাই, তথাপি

বিজ্ঞানরচনার সোপানসংগ্রহ কার্য্যে তিনি যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। বহু কবিতায় জলবিজ্ঞান সম্বন্ধে নানাকথা বিক্ষিপ্ত আছে। বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রে, এমন কি প্রচলিত নানা প্রবাদেও সেই সকল সত্য আছে, সে সকলের সংগ্রহ হইলে বৈজ্ঞানিকের বিশেষ সুবিধা হইবে। উপাদান সংগ্রহ বিজ্ঞানের জন্য অত্যাবশ্যক। উপাদানের উপরই বিজ্ঞান রচিত হইবে। ক্রমে সেই সকল উপাদান শ্রেণীবদ্ধরূপে সুসজ্জিত হইয়া বিজ্ঞানের আকার ধারণ করিবে। প্রবন্ধকার মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত সত্য সকল শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাজাইবার চেষ্টা করিলে বড় ভাল হয়। প্রবন্ধকার মহাশয় যে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, সে জন্য আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। সে সকল উপাদান বড় মূল্যবান—আশা করা যায়, সে সকল উপাদান সংগ্রহ বৃথা যাইবে না। স্বাধীন ভাবে এ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে ক্রমে আমরা বিজ্ঞান গঠনে সক্ষম হইব। কেহ উপাদান সংগ্রহ করিবেন, কেহ সেই সকল উপাদান বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাজাইবেন। এইরূপে বিজ্ঞান রচিত হইবে। প্রবন্ধ বড় মনোরম। ইহাতে এক বিষয়ের প্রথম পথ প্রদর্শিত হইল। লেখক আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

সময়ের অভাবে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধ পঠিত হইল না।

৪। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের চিরসুহৃৎ রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, তিনি অনেকগুলি মূল্যবান প্রাচীন পুঁথি পাইয়াছেন। তাহার মধ্যে তিন শত কি সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত গীতার এক খানি বঙ্গানুবাদ আছে। পরিষৎ হইতে সেই সকল পুঁথির মুদ্রাঙ্কণ ব্যয়ও রাজা বাহাদুর বহন করিবেন, বলিয়াছেন।

পরিষৎ রাজা বাহাদুরকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন।

ইহার পর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী — সম্পাদক

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী — সভাপতি

---

## তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

সন ১৩০৬ সাল, ১লা শ্রাবণ। ১৬ই জানুয়ারি ১৮৯৯। রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

উপরোক্ত দিনে বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ দিন নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম. এ. (সভাপতি)

„ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর

„ প্রমথনাথ দত্ত এমএ বিএল

„ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এমএ বিএল

„ কুঞ্জবিহারী বসু বিএ

„ চুণিলাল বসু রায় বাহাদুর এম. বি.

কুমার , শরৎকুমার রায় বিএ
„ প্রমদেন্দ্রনা। পালচৌধুরী বিএ
„ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ রাজকুমার বসু
„ রমেশচন্দ্র বসু বিএ
„ জগবন্ধু মোদক
„ বীরেশ্বর পাঁড়ে
„ পরচন্দ্র শাস্ত্রী
„ ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এম এ বি এল
„ গোবিন্দলাল দত্ত
, বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়
, কালিদাস নাথ
„ অধিনীকুমার ঘোষ
„ [illegible]নাথ বসী
„ অমৃতলাল বসু
„ অমৃতলাল দে বিএল
„ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
„ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ
„ রামদয়াল দে বিএ
„ রামেশ্বর মণ্ডল বি এল
„ প্রতুলচন্দ্র বসু
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ বি এল (সম্পাদক)
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহকারী
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিএ } সম্পাদক

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয় সকল আলোচ্য ছিল।

(১) পূর্ব্বাধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ।

(২) সভ্য নির্ব্বাচন।

(৩) শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সংগৃহীত পুঁথি প্রদর্শন ও তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর বক্তব্য।

(৪) প্রবন্ধ পাঠ—

ক। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীলের লিখিত "দুর্ল্লভচন্দ্র মল্লিক কৃত গোবিন্দচন্দ্র গীত" নামক প্রবন্ধ।

খ। শ্রীযুক্ত আশুতোষ গুপ্তের "বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামের পুরাতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধ।

(৫) প্রস্তাব—

ক। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দে, বি এল মহাশয়ের বাল্মীকির উদ্যান সম্মিলনের প্রস্তাব।

খ। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের ৺বিনয় হেমচন্দ্র সম্বন্ধীয় প্রস্তাব।

গ। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল মহাশয়ের বাঙ্গালা শিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাব।

(৬) বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত [illegible] শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২। সহকারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

নূতন সভ্য- শ্রীযুক্ত নিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
দীঘাপতিয়া পোষ্ট আফিস জেলা রাজসাহী।
প্রঃ। শ্রীকুমার শরৎকুমার রায়।
সঃ। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ।

নূতন সভ্য—শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র দে,
মুরশিদাবাদ।
প্রঃ। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
সঃ। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ বি এল

নূতন সভ্য—শ্রীযুক্ত বিমলালাল দত্ত
২৩/৩ নং চক্রবেড়েরোড, দক্ষিণ ভবানীপুর
প্রঃ। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু
সঃ। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ বি এল

নূতন সভ্য—মৌলবী আবদুল করিম
১৩/১ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার
প্রঃ। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু
সঃ। „ চুণিলাল বসু রায় বাহাদুর এম বি
নূতন সভ্য—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার বসু
২৭ নং চুনাপুকুর লেন।
প্রঃ। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু এম এ বিএল
সঃ। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ বি এল
নূতন সভ্য—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন
৫ নং কুমারটুলি লেন
প্রঃ। শ্রীযুক্ত কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
সঃ। „ ব্যোমকেশ মুস্তফী

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সংগৃহীত পুঁথিগুলি প্রদর্শন করিয়া বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক দার্শনিক, সাহিত্যিক প্রভৃতি শ্রেণীভেদে উহাদের সম্বন্ধে অল্পবিস্তর আলোচনা করিয়া এক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

নগেন্দ্র বাবুর মন্তব্য শেষে প্রকাশ করিলেন, রাজা বাহাদুর এই সকল দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ প্রকাশের সমস্ত ব্যয় বহন করিতে প্রস্তুত আছেন।

এই শেষোক্ত সংবাদে সভাস্থ সকলেই রাজা বাহাদুরের বদান্যতার ও বিদ্যানুরাগিতার অশেষ প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন—রাজা বাহাদুরের অনেক দান আছে, সে সকলের তুলনায় এই পুস্তকরাশি দান বঙ্গের রক্তদানের সমান। ইহার উপর আবার তিনি মুদ্রণ ব্যয় দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছেন, অতএব তাঁহার দান অপরিমেয়; এই সকল লুপ্ত গ্রন্থ উদ্ধার হইলে জগৎ তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দিবে।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী বলিলেন—নগেন্দ্র বাবু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে প্রাচীন বঙ্গানুবাদ পুঁথির উল্লেখ করিলেন, উহার ভাষা প্রাঞ্জল বটে, কিন্তু নবীন; এবং মূলের সহিত ঈষৎ পার্থক্য আছে। এই বলিয়া তিনি চতুর্থ অধ্যায়ের দুইটী শ্লোকের অনুবাদের উল্লেখ করিয়া দৃষ্টান্ত দিলেন। তাহার পর রাজা বাহাদুরের ছাপাইবার প্রস্তাব সম্বন্ধে বলিলেন, তাঁহার যে সদ্বংশে জন্ম, তিনি নিজে যেরূপ মহৎ, এ কার্য্যও সেইরূপ মহান্।

তাহার পর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সভাপতি মহাশয় বলিলেন—পরিষদের চেষ্টায়, বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতার চেষ্টায় আজকাল বাঙ্গালা লুপ্ত গ্রন্থরাশির উদ্ধার ও সংগ্রহ হইতেছে, আর গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় সংস্কৃত গ্রন্থের উদ্ধার হইতেছে। এ জন্য গবর্ণমেণ্টের অনেকগুলি লোক নিযুক্ত আছে। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে অনেক রাজার ঘরে, অনেক পণ্ডিতের ঘরে অনেকানেক সংস্কৃত পুঁথির সংগ্রহ দেখা গিয়াছে। সে সকল গ্রন্থের যতদূর দেখা গিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালা দেশে তন্ত্র, স্মৃতি, পুরাণ অনেক পাওয়া যায়, ন্যায় দর্শনের গ্রন্থ পাওয়া যায়, কিন্তু অন্য কোন দর্শন শাস্ত্রের বিশেষতঃ বেদান্তের কোন গ্রন্থই পাওয়া যায় না; বৈদিক গ্রন্থেরও অভাব। বাঙ্গালা দেশে একমাত্র ঢাকা রমণার কালীমন্দিরে কতকগুলি বৈদান্তিক গ্রন্থ আছে; তাহার কারণ ঐ দেবালয়ের মোহান্ত হিন্দুস্থানী এবং ঐ গ্রন্থগুলিও নাগরী

অক্ষরে লেখা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাঙ্গালায় যে শাস্ত্রের একবারে অভাব দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ নবকৃষ্ণ সেই শাস্ত্রের এত গুলি গ্রন্থ ও টীকা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। এক শত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে বেদান্ত শাস্ত্রের মূলেই প্রচার ছিল না। ব্রাহ্ম সমাজের চারি জন লোক কাশিতে প্রথম বেদান্ত শিক্ষা করিয়া আসিয়া এ দেশে উহা প্রথম প্রচার করেন। ইহাদের পূর্ব্বেও মহারাজ নবকৃষ্ণের এই বেদান্ত-সংগ্রহ বিশেষ প্রশংসার কথা এবং তাঁহার দর্শনশাস্ত্রপ্রিয়তার পরিচায়ক। আরও বিস্ময়ের কথা, যে সময়ে সংস্কৃত শিক্ষার ও পারসী শিক্ষার আদর পূর্ণ মাত্রায় ছিল, বাঙ্গালা গ্রন্থের বা বাঙ্গালা ভাষার কোনরূপ চর্চ্চা ছিল না, সেই সময়ে মহারাজ নবকৃষ্ণ বাঙ্গালা পুঁথিও সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। এই বেদান্ত গ্রন্থাবলী সম্ভ্রান্ত ও বাঙ্গালা গ্রন্থ-সংগ্রহ হইতেই মহারাজ নবকৃষ্ণের বিশাল দৃষ্টি ও উন্নত হৃদয়ের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়; তিনি যে তখনকার কালে অতি তুচ্ছ বাঙ্গালা গ্রন্থেরও এতটা আদর করিয়া গিয়াছেন, ইহা কম বিচক্ষণতার কার্য্য নহে। নগেন্দ্র বাবুর বক্তব্যের উপর বেশী কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই, বলিতে গেলে কেবল বিদ্যা প্রকাশ করা হইবে মাত্র। নগেন্দ্র বাবু যে নারায়ণ ভট্টের উল্লেখ করিলেন, তিনি সামান্য লোক নহেন। কাশীর বিশ্বেশ্বরের দ্বিতীয় মন্দির ইঁহারই নির্ম্মিত। প্রথম মন্দির আরঙ্গজেবের সময়ে কাশীর সুবাদার কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। লোকের বিশ্বাস আছে, আরঙ্গজেবই আদেশ দিয়া ঐ মন্দির ভাঙ্গাইয়া দেন। উহা ভুল, বরং তিনি কাশীর সুবাদারকে ঐ অপকর্ম্মের জন্য বিশেষ রূপে তিরস্কৃত করিয়াছিলেন, তাহার পরওয়ানা মুদ্রিত আছে। কাশীকলেজের প্রকাণ্ড পাথরে ঐ সকল বিষয় খোদিত আছে। নারায়ণ ভট্ট কাশীর দ্বিতীয় মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ঐ প্রস্তরে ইহাঁর বংশাবলী আছে। নারায়ণ ভট্ট কেবল গ্রন্থকার ছিলেন না।

তাহার পর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ শুনিয়া প্রবন্ধের নূতনত্ব বুঝিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় পরিষদের সভ্য নহেন। অথচ তিনি পরিশ্রম করিয়া একপ একখানি প্রাচীন লুপ্ত পুঁথির উদ্ধার করিয়া এরূপ নূতনবিষয়ক প্রবন্ধ শুনাইয়া আমাদিগকে যেরূপ অনুগৃহীত করিলেন, তাহাতে তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না।

আমাদের অদ্যকার সভাপতি মহাশয় ধর্ম্মের গান অবলম্বন করিয়া এ দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে রূপান্তরের অস্তিত্ব প্রমাণিত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, এই পুঁথিখানি তাহারই সমর্থক। এই পুঁথিখানি দ্বারা তাঁহার সন্দেহ সপ্রমাণ হইবে। ইহার মৎস্যমাংস যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে ইহার হাড়ে হাড়ে বৌদ্ধ মত ফুটিয়া বাহির হইতেছে। যে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের গীত এই পুঁথির বিষয়, সেই গোবিন্দচন্দ্র বোধ হয় অনৈতিহাসিক নহেন। এই পুঁথিতে যে হাড়িপা কানুপা উদ্ভূনা পদ্ভূনার কথা পাওয়া যাইতেছে, উহা এসিয়াটিক সোসাইটির

পত্রিকার প্রকাশিত রাজা মাণিকচাঁদের গানেও পাওয়া যায়। ১০২৩ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোলি-রাজালায় এক রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। তিরুমল্ল পাহাড়ের শিলালিপিতে এই যুদ্ধ বিবরণ খোদিত আছে। এতদ্ভিন্ন নালন্দ বড়গাঁও অঞ্চলে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং ঐতিহাসিক রাজা গোবিন্দচন্দ্র ও এই পুঁথির গোবিন্দচন্দ্র এক হইতে পারেন। বাস্তবিক এই রাজা এক দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। হিন্দুর সংশ্রবে বৌদ্ধের সংঘর্ষ হইয়া হঠযোগীদিগের আবির্ভাব, তাহাদেরই মধ্যে হাড়ীসিদ্ধা প্রভৃতির উৎপত্তি অনুমিত হইতে পারে। এরূপ মৌলিক প্রবন্ধের উৎসাহ দান একান্ত আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন—পুস্তকের সাহিত্যাংশ অপেক্ষা ঐতিহাসিকত্ব বড় বেশী; বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের পুরাতন গ্রন্থ বিশেষ আদরণীয়। ঐ শ্রেণীর গ্রন্থ যদিও লুপ্ত অবস্থায় থাকে, তবু কম আছে বলিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় পরিষৎ হইতে ইহা প্রকাশিত হওয়া উচিত। লেখককে এই পুঁথি ও প্রবন্ধের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দেওয়া আবশ্যক। ইহা মুদ্রণযোগ্য কিনা তদ্বিবেচনার্থ ইহা গ্রন্থপ্রকাশক সমিতিকে ভার দেওয়া হউক।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন—প্রবন্ধ লেখককে এক গুণ ধন্যবাদ দিলে হইবে না, শত-গুণ দেওয়া উচিত। আমি এত দিন যে অট্টালিকা নির্ম্মাণের চেষ্টা করিতেছি, শীল মহাশয় আজ তাহার বিমানের পাথর সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ পঞ্চ-ব্রাহ্মণ আসিয়াই যে এদেশের বৌদ্ধমত নিরসন করিয়া হিন্দু মতের পুনঃস্থাপন করেন, তাহা স্থির। এক সময়ে এই উভয় দলের বিচারে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণ পণ রাখা হইত। খুব বেশী দিনের কথা নহে, আমার এক পূর্ব্ব পুরুষ উদয়নাচার্য্যের পিতা জিম্মানি নামক এক বৌদ্ধাচার্য্যের সহিত বিচারে প্রাণ পণ রাখেন, শেষে পরাস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। পরে উদয়ন কৃতবিদ্য হইয়া বিচারে জিম্মানির সহিত প্রাণ পণ রাখেন। এবার জিম্মানি পরাস্ত ও মৃত হন। তত্ত্বচিন্তামণিতে পাষণ্ডতমস্তিতীর্ষা প্রবৃত্তি বাক্যে ঐ সকল বিষম বিচারের আভাস পাওয়া যায়। সকলেই বলেন বৌদ্ধধর্ম্ম তাহার জন্মভূমি হইতে একবারে চিহ্নহীন হইয়া লোপ হইয়াছে; "stampted out of the soil" হইয়াছে বলিয়া ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা বর্ণনা করেন। আমার ধারণা তাহা হইতে পারে না। সেই ধারণায় আজ ১২।১৪ বৎসর হিন্দুর উপাস্য নিম্ন স্তরের দেব-দেবীর পূজাদির ব্যাপার অনুসন্ধান করিতেছি। ধর্ম্মঠাকুরের প্রতি প্রথম দৃষ্টি পড়ে। অস্পৃশ্য জাতি হাড়ী, ডোম, জুগী, ইহার পূজক; দু এক স্থানে ব্রাহ্মণ কায়স্থ পূজক আছে। ইহার পূজার মন্ত্রাদিতে শূন্যবাদের কথা দেখিয়া ইহাকে বৌদ্ধ মতের অপভ্রংশ বলিয়া বুঝিলাম। মহাযানীদিগের মতে শূন্যতাই সব। ধর্ম্মের উৎসব উপবাস বৈশাখী পূর্ণিমায় হয়, আর ঐ দিনটিই বুদ্ধদেবের জন্ম দিন, ইহা দেখিয়াই বুঝিলাম বৌদ্ধধর্ম্ম "stamped out" না হইয়া বরং stamped in হইয়াছে।

নরবলি এক ধর্ম্মমন্দিরে ধর্ম্মকে নিরংশ বলিয়া পূজা করে, অথচ ওই স্থানে তাহার প্রধান নৈবেদ্য মাংসাসমি চিবিয়া মাথায় দুইটা মোওা দিয়া পূজা করা হয়। জিজ্ঞাসা করিলে বলে ইনি শিবও বটে, ধর্ম্মরাজও বটে। ইহার দুর্দ্দশা কেন এমন হইল, তাহা ইতিহাস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। হজসনের নেপালের বিবরণ পাঠ করিয়া জানিলাম বৌদ্ধ মন্দিরে শূকর বলি ও মুরগী বলি হয়। বৌদ্ধ পুরোহিতেরা যত বড় পণ্ডিত, তত বেশী মদ খান। এদেশের পান তামাকের ন্যায় নেপালে বৌদ্ধ পুরোহিতের মধ্যে মদ নিত্যই আদর অভ্যর্থনা করা হয়। বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্মের সংশ্রবে যে মিশ্রিত ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে, হজসন তাহাকে নাথধর্ম্ম বা Nathism নাম দিয়াছেন। ছয় জন নাথ উপাধিধারী আচার্য্য দ্বারা ইহার পরিপুষ্টি হইয়াছে। তান্ত্রিক যন্ত্রাদির ন্যায় এই ছয় নাথের ছবি ও বস্ত্র পূজা হয়। এই নাথেরা যোগী। গোরক্ষনাথ শৈব ছিলেন; এজন্য তিনি কাপড় খাতির পান না। নাথ ধর্ম্মের শাখা প্রশাখা হইতেই তিব্বতের লামা মতের (Lamaism) উৎপত্তি। আমাদের মধ্যেও তান্ত্রিক গুরু গিরির যে প্রথা আছে তাহা উহারই এক প্রকার বহুদূর সংস্করণ। যাহা হউক এই গ্রন্থখানি আমার মত সমর্থনের অতি সুন্দর সোপান স্বরূপ হইল। আমি প্রস্তাব করি, ইহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হউক।

শ্রীযুক্ত নবেন্দ্র বাবু শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত অমৃত বাবু প্রস্তাব করিলেন ঐ পুস্তকে শাস্ত্রী মহাশয় ভাল করিয়া আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দিয়া একটী বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়া দিবেন এবং নগেন্দ্র বাবু প্রবন্ধগুলির সংশোধন এবং প্রুফে উহা সম্পাদন করিবেন।

শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু বলিলেন, পুস্তকের বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন মূলে না করিয়া প্রতি পৃষ্ঠার শেষাংশে করিয়া দিতে হইবে।

সভায় অনুমোদনে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইল।

তৎপরে দ্বিতীয় প্রবন্ধ উপস্থিত না থাকায় তাহা পঠিত হইল না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিষচন্দ্র বিদ্যার্ণব শিক্ষা প্রণালী পরিবর্ত্তন সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কমিটী এ সম্বন্ধে যে পরিবর্ত্তন প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা কলিকাতা গেজেটে ছাপা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট উহার সম্বন্ধে দেশীয় লোকের মতে পরিবর্ত্তনের মতামত জানিতে চাহিয়াছেন। পরিষদের সম্পাদক ঐ সংবাদ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই উহার আলোচনার্থ উহা পাইবার আশায় শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টারকে পত্র লিখিয়াছিলেন, তিনি যথাসময়ে তাহার উত্তর দেন নাই। এক্ষণে আমার প্রস্তাবটী এই যে গবর্ণমেণ্ট যখন মতামত জানিতে চাহিয়াছেন, তখন পরিষৎ এ সম্বন্ধে একটী স্বতন্ত্র সমিতি করিয়া উহার আলোচনা পূর্ব্বক আপন মতামত পাঠাইয়া দিন।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় ইহার সমর্থন করিয়া বলিলেন, ব্যাপার বড় গুরুতর। এই দুই মাস অনবরত পরিশ্রম করিয়া এ সম্বন্ধে কার্য্য করা উচিত।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় গবর্ণমেণ্টের কমিটির প্রস্তাব বুঝাইয়া দিলে কথা উঠিল, কাহাদিগকে লইয়া সভা গঠিত হইবে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু জানাইলেন, গবর্ণমেণ্ট ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন, পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতা দিগের মতামত তাঁহারা চাহেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক বিজ্ঞ অবস্থাভিজ্ঞ লোক আছেন, তাঁহাদিগকে সমিতিতে লইতে পারিলে উপকার হইত বটে, কিন্তু তাঁহাদের লইবার উপায় নাই।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবু বলিলেন নাম থাকিলে দোষ কি?

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু বলিলেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট কথা গ্রাহ্য করিবেন না। কিছু কাজ হইবে না।

শ্রীযুক্ত চুণিলাল বসু বলিলেন—শাখা সমিতি যে মতামত দিবেন, তাহা যখন পরিষদের নামে যাইবে, তখন প্রকৃত প্রস্তাবে উহাতে যে পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতা সভ্যগণের মতামত নাই, তাহা প্রমাণিত হইবে কিরূপে?

শ্রীযুক্ত চণ্ডী বাবু বলিলেন, তবে কাহাদিগকে সভ্য করা হইবে? আমি বলি যাঁহারাই সভ্য হউন, চন্দ্রনাথ বাবুর ন্যায় পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতাদিগের ও অভিজ্ঞ হেডপণ্ডিতদিগের মতামত লওয়া কর্ত্তব্য।

এতদনুসারে স্থির হইল—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া শিক্ষাসমিতি গঠিত হইবে।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল
„ উমেশচন্দ্র দত্ত বি এ (সিটি কলেজ)
„ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ ডি এল
„ রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ
„ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর
„ নগেন্দ্রনাথ বসু
„ অমৃতলাল বসু

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম এ ডি এল
„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ বি এল (সম্পাদক)
„ আনন্দমোহন বসু এম এ (ব্যারিষ্টার)
„ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (ব্যারিষ্টার)
„ শরদাচরণ মিত্র এম এ বি এল
„ শারদারঞ্জন রায় এম এ

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দে বি এল মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বলিলেন পরিষদের সকল প্রকার সভ্যগণের পক্ষে পরস্পর দেখা শুনা করিয়া বন্ধুত্ব বা জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার ঠিক সুযোগ মাসিক অধিবেশনে হয় না। অতএব আমি প্রস্তাব করিতেছি, সভ্যগণের সম্ভাবি হইলে সাহিত্যপরিষৎ বৎসরে দুইবার কোনরূপ উদ্যান সম্মিলনাদির ব্যবস্থা করুন।

কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ইহার সমর্থন করিয়া বলিলেন—ইহা অতি সাধু

প্রস্তাব। আমার ন্যায় নগণ্য লোকে পরিষদের ন্যায় সভায় কোন দিন মুখ খুলিয়া কথা কহিতে পারে না, অথচ অনেক বিষয় জানিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মে। তাহা মিটাইবার আর কোন সুযোগ হয় না।

শ্রীযুক্ত চুণিলাল বসু বলিলেন আমি এই প্রস্তাবের বিরোধী। প্রথমতঃ, পরিষদের অর্থাভাব। দ্বিতীয়তঃ, প্রতি ছয় মাসে একটা অতিরিক্ত চাঁদা দিতে অনেকের আপত্তি হইবে। তৃতীয়, মাসিক অধিবেশনে চেষ্টা করিয়া আলাপ করিলেই চলিতে পারে; অনুগ্রহ করিয়া সকলে উপস্থিত হইলে অনেকটা সুবিধা হয়। চতুর্থ, ছয় মাস পরে চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইলেও অনেকের নিকট আদায় হইবে না।

শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয় ইহার সমর্থন করিয়া বলিলেন—অতিরিক্ত চাঁদা বা অর্থ পাওয়া দায় হইবে। এনসাইক্লোপিডিয়ার টাকা অনেকের নিকট বাকী; মহাভারত অনেকে লইতে প্রস্তুত নহেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু বলিলেন টাকা আদায়ের কথা বিকল্প বিধি দ্বারা চালাইতে পারা যায়। টাকা উঠে ত হবে। এইরূপ নিয়মে প্রস্তাব গ্রহণ করিলেই চলিতে পারে। প্রস্তাবটী ভাল। নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যচর্চ্চা ভাল লাগে না। বেঙ্গল-পার্টিতে অল্প বিস্তর আমোদ হয়। অনেক সভ্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক গল্প, প্রাচীন কবির গান, নাটকাভিনয় ইত্যাদির সংশ্রব রাখিয়া ঐরূপ সম্মিলনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু বলিলেন—তিন বৎসর বার্ষিক অধিবেশনে তেমন কিছু আমোদের ব্যবস্থা না থাকায় আমি পরিষদে পত্র লিখিয়া এখানে বিজয়া সম্মিলনের ব্যবস্থা করিব ভাবিয়াছিলাম। ইংরাজের বাণিজ্যের সভা আছে, তাহাতেও কনসার্ট খাওয়া দাওয়া হয়। শত্রুরা নিরন্নবৎইটায় খাওয়া দাওয়া হয়। আমোদ হ্রাস হওয়ায় মনের স্ফূর্ত্তি গিয়াছে। তাস খেলাও আজকাল বন্ধ হইয়া আসিতেছে। কোন রূপে শত পা মন নাড়া চাড়া পাইলেই ভাল। শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায় আমরা আমোদ পাই, তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত, তাঁহার সাহিত্যিক গল্প শুনিতে বেশ ভাল লাগে। একদিন সকলের জন্য মিলিলে ভালই হয়। চাঁদা আদায়ের আমোদের তিন মাস পূর্ব্বে করিলেই চলিতে পারে।

শ্রীযুক্ত চণ্ডী বাবু বলেন এরূপ সম্মিলনে পরিষদের অর্থকষ্ট দূর হইতে পারে। চন্দা হইতে পারে। চাঁদা আদায়ও হইতে পারে। আত্মীয়তাসূত্রে পরিচয় হইলে অনেক উপকার হইবে।

তাহার পর শ্রীব্যোমকেশ বাবু বলিলেন প্রস্তাবক পত্রে জানাইয়াছেন, ইহার ব্যয়ের জন্য পরিষদের তহবিল হইতে কিছু ব্যয় করিয়া কাজ নাই। যাঁহারা এরূপ সম্মিলনে যোগ দিতে সম্মত হইবেন, তাঁহারা অন্যূন এক টাকা চাঁদা দিবেন। যেরূপ টাকা উঠিবে, সম্মিলনে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা সেইরূপই হইবে। অতএব আমার মতে এরূপভাবে এ প্রস্তাব গ্রহণে আপত্তি নাই। অর্থ অল্প হয়, সম্মিলন হইবে না। তবে উহা উদ্যানেই ক করিতে হইবে, এমন নহে; প্রীতি সম্মিলন স্বরূপ যেখানে ইচ্ছা হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু ইহার সমর্থন করিলে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তাহার পর শ্রীযুক্ত সুরেশ বাবু উপস্থিত না থাকায় সহকারী সম্পাদক কবিবর হেমচন্দ্রের সাহায্য জন্য প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া বলিলেন, কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতিতে স্থির হইয়াছে, পরিষৎ হইতে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়া হেম বাবুকে কোনরূপ রাজবৃত্তি দেওয়াইবার ব্যবস্থা করা হউক, গবর্ণমেণ্টের সহিত এ সম্বন্ধে কার্য্য করিবার ভার রাজা বাহাদুরের উপর অর্পিত হউক।

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত চুণিলাল বসু মহাশয় বলিলেন—রাজদ্বারে চেষ্টা হউক, ইতিমধ্যে পরিষদের প্রত্যেক সভ্যের নিকট কিছু করিয়া লইয়া তাঁহাকে পাঠাইবার প্রস্তাব করিতেছি। এক টাকা করিয়া লইলেও আমরা তিন শত পঞ্চাশ টাকা পাঠাইতে পারি।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু বলিলেন—এরূপ ভিক্ষার ধন লইতে তাঁহার মনে আঘাত লাগিতে পারে। তাঁহার পুস্তক খরিদ করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিলে তাঁহার মান রাখা হয়।

চুণি বাবু বলিলেন কোন পুস্তকের কাপিরাইট তাঁহার নাই, সেরূপে তাহার কোন সাহায্য হইবে না।

সভাপতি বলিলেন—তাঁহার দুইখানি পুস্তক এণ্ট্রান্স ও ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা-পুস্তক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সকলে এ জন্য টেক্‌স্‌ট্ বুক কমিটির সদস্যগণের প্রশংসা করিলেন।

তৎপরে পরিষৎ হইতে হেম বাবুকে কি উপায়ে সাহায্য করা যাইতে পারে, তাহা স্থির করিবার জন্য চণ্ডী বাবুর প্রস্তাবে হীরেন্দ্র বাবুর সমর্থনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটী শাখাসমিতি গঠন করা হইল।

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এমএ বিএল
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এমএ বিএল
„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ

তৎপরে বিবিধ বিষয়ের মধ্যে সহকারী সম্পাদক রায় রমেশচন্দ্র মিত্রের জন্য শোক প্রকাশ করিবার প্রস্তাব করিলেন। সভাপতি মহাশয় বলিলেন, তাঁহার জন্য একটী বিশেষ সভা করিয়া শোক প্রকাশ করিলে ভাল হয়। এ বিষয়ে কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির পরামর্শ মতে কার্য্য করিতে সহকারী সম্পাদকের উপর ভার দেওয়া হইল। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদান্তে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ
সভাপতি

১৩০৬, ২৯শে শ্রাবণ।

## চতুর্থ মাসিক অধিবেশন।

বিগত ২৯শে শ্রাবণ (১৮৯৯।১৩ই আগষ্ট) রবিবার অপরাহ্ণ ছয় ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর (সভাপতি)
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল
" গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" অতুলচন্দ্র গোস্বামী
" শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
" অমৃতলাল বসু
" মাধবকিশোর গোস্বামী
" রমেশচন্দ্র বসু
" সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী
" নগেন্দ্রকুমার বসু
" অমৃতলাল দে বি এল
" যতীশচন্দ্র সমাজপতি
" যতীন্দ্রচন্দ্র বসু
" নগেন্দ্রনাথ বসু
" ধীরেনাথ নন্দী
" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এম এ বি এল
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ বি এল (সম্পাদক)
" ব্যোমকেশ মুস্তফী (সহকারী সম্পাদক)

উক্ত অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ।

২। সভা নির্ব্বাচন।

৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ কর্ত্তৃক একখানি প্রাচীন পুঁথি প্রদর্শন ও তৎসম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা।

৪। প্রবন্ধ পাঠ—

(ক) শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্তের "বঙ্গদেশের পল্লীগানের পুরাতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধ।

৫। প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের "পরিষদের পাঠ্যপ্রবন্ধাদি লিখিত হইয়া পাঠ হইবে" এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব।

৬। বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে বিবিধ বিষয়ের মধ্যে হইতে রায় রমেশচন্দ্রের মৃত্যু জন্য শোকপ্রকাশার্থ কার্য্যটি সর্ব্বাগ্রে গৃহীত হইবে, স্থির হইল।

কার্য্যবিবরণাদি পাঠ হইলে শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এমএ
সমর্থক—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
নূতন সভ্য—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এমএ
প্রঃ। শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এমএ
সঃ। ব্যোমকেশ মুস্তফী
নূতন সভ্য। কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়
" " দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায়
প্রঃ। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
সঃ। " ব্যোমকেশ মুস্তফী
নূতন সভ্য। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র শেঠ

অতঃপর বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ স্বীয় রমেশচন্দ্র মিত্রের মৃত্যুর জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিলেন।

সভাপতি রাজা বাহাদুর বলিলেন, সার রমেশচন্দ্রের কার্য্যে ও গুণে আমরা গৌরবান্বিত। বাঙ্গালা ভাষায় তিনি কোন পুস্তকাদি রচনা করেন নাই বটে, কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতি তাঁহার অতুল স্নেহ ছিল। তিনি বার্ষিক পঁচিশ টাকা করিয়া সাহায্য করিতেন, মধ্যে মধ্যে সৎপরামর্শ দিতেন। তাঁহাকে হারাইয়া সাহিত্যপরিষৎ বিশেষ ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াছেন। আজ সকলে উপস্থিত নাই; আজ এ জন্য মিলিত হইতে হইবে, ইহাও সকলে জানিতে পারেন নাই। যাহা হউক বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষৎ বাঙ্গালার গ্রন্থকার ও লেখকগণের সভা। প্রধানতঃ তাঁহারাই ইহার সদস্য। মহানুভাব ব্যক্তিগণের জীবনী লিখিতে হইলে, এই শ্রেণীর লোকে অগ্রণী হন। সুতরাং আজ তাঁহাদেরই সভা যে মহাত্মার জন্য শোক প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহার জীবনী লিখিতে ইঁহাদেরই মধ্যে কেহ অগ্রসর হইলে আমি বিশেষ সন্তোষ লাভ করিব। অতএব আমি সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে প্রস্তাব করিতেছি, যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন সার রমেশচন্দ্র মিত্র নাইট মহাশয়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশে সর্ব্ব প্রকারে যে অভাব ঘটিয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে তাঁহার স্মরণার্থ সাধারণের কোন সভা হইলে, তাহাতে পরিষৎ যোগদান করিবেন।

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন, সার রমেশের মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশ মস্তকশূন্য হইয়াছে। এক হিসাবে যে তিনি আমাদের দেশের অগ্রণী স্বরূপে আমাদের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, অপর দিকে সুবিজ্ঞ চিন্তাশীল ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের তিনি মুখপাত্র ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশের মস্তক শূন্য হইয়াছে। এ অভাব দূর হইবার নহে। এরূপ ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশ করা আমাদের কর্ত্তব্য। তিনি আমাদের আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সংস্কৃতানুরাগ, বিদ্যানুরাগ, স্বদেশানুরাগ অতুলনীয়। পেন্‌শন লইয়া তিনি বেদান্তাদি পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। আমারও মত যে কোন সাধারণ সভা হইলে পরিষৎ যোগ দিবেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। তিনি নানা গুণে গুণী ছিলেন। রাজকার্য্যে তাঁহার অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল। হাইকোর্টে জজিয়তীতেও তাঁহার অতুল সুখ্যাতি আছে। তাঁহার অভাবে হাইকোর্ট শ্রীহীন হইল। দেশের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত শিক্ষার ফল তিনি নিজ জীবনে অনেকটা প্রতিফলিত করিয়া গিয়াছেন। Dawn পত্রিকায় তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের বেশ একটী সুন্দর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার জন্য বিশেষরূপে সন্তপ্ত হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন, এ বিষয়ে বেশী লোক সমাগম হইলে শোকের গভীরতাটা উপলব্ধি করা যাইত আমার বিশ্বাস রমেশ বাবুর সহিত এক যুগে এক

জাতিতে এক দেশে জন্মিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। আমিও তাঁহার ধর্ম্মভাবের কথা জানি। মালা জপের কথায় তিনি বলিয়াছিলেন, এখন মালা জপের জন্য মালা জপ হয় না, মাকে অনুগৃহীত করিবার জন্যই মালা জপ হয়।

চণ্ডী বাবু বলিলেন, আমি নিজে দেখিয়াছি, কথা কহিয়াছি, তাঁহার স্বাভাবিক উদারতার পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার জন্ম আমার স্বগ্রামের নিকট। তিনি স্বগ্রামে বিদ্যালয় ও ডিস্‌পেন্‌সারি করিয়া দিয়াছেন। আমাদের মধ্যে তাঁহার ন্যায় কৃতী পুরুষ আরও দুই চারিটী জন্মাইলে গৌরব বাড়ে। তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অনুকরণীয়। তাঁহার মতের স্বাধীনতা ইলবার্ট বিল প্রভৃতির আন্দোলনে সুস্পষ্ট জানা গিয়াছে।

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তৎপরে তাঁহার চতুষ্পাঠীর ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলে পর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এই শোক প্রকাশ প্রস্তাব তাঁহার পুত্রগণের নিকট প্রেরিত হইবে, স্থির হইল।

তাহার পর অম্বিকা বাবুর প্রবন্ধ ব্যোমকেশ বাবু পাঠ করিলে সভা প্রবন্ধ শুনিয়া ইহা না হওয়ায় উহা পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে না, স্থির হইল। পল্লীগ্রামের পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে হইলে কি কি বিষয় আলোচনা করা উচিত, তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রভৃতি অনেকে অনেকরূপ মতামত প্রকাশ করিলেন।

রাজেন্দ্র বাবু উপস্থিত না হওয়ায় তাঁহার প্রস্তাব স্থগিত রহিল।

অতঃপর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীমনোমোহন বসু
সভাপতি।

১লা আশ্বিন, ১৩০৬।

---

## পঞ্চম মাসিক অধিবেশন।

গত ১লা আশ্বিন (১৮৯৯। ১৭ই সেপ্টেম্বর) রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় কার্ণিনবরুয় লেন বাহাদুরের বাটীতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু (সভাপতি)
" রমাকান্ত গুপ্ত
" শিবাগ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বিএল
" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
" গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
" নগেন্দ্রকুমার বসু
" রাজেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এমএ
" বসন্তকুমার বসু
কুমার " শরৎকুমার রায়
" সতীশচন্দ্র মিত্র

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র
„ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
„ সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এমএ বিএল
„ নগেন্দ্রনাথ বসু
শ্রীযুক্ত চুণিলাল বসু রায় বাহাদুর এম বি
„ কালিদাস নাথ
„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এমএ বিএল (সম্পাদক)
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী (সহকারী সম্পাদক)

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল :—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ।

২। সভ্য নির্ব্বাচন।

৩। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী কর্ত্তৃক "সঙ্গীত তরঙ্গ" নামক প্রাচীন পুস্তক প্রদর্শন ও তদ্বিষয়ে বক্তৃতা।

৪। প্রবন্ধ পাঠ—

(ক) শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়ের "কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের বংশ পরিচয়" নামক প্রবন্ধ।

(খ) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফীর "আদিশূর ও জয়ন্ত" নামক প্রবন্ধ।

৫। প্রস্তাব—

(ক) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ মহাশয়ের "পরিষদে পাঠ্য প্রবন্ধাদি লিখিত হইয়া পঠিত হইবে", এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব।

(খ) শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয়ের "নির্ব্বাচিত সভ্যের চাঁদা নির্ব্বাচনের মাস হইতে আদায় করা কর্ত্তব্য" এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব।

৬। বিবিধ বিষয়।

সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে সভার অনুমোদনে শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

তৎপরে গত চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত সদস্যগণ নূতন নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র
সমর্থক— „ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বিএল
নূতন সভ্য—শ্রীযুক্ত বসময় মিত্র এমএ
হেডমাষ্টার হিন্দু স্কুল।

প্রঃ। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এমএ
সঃ। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এমএ বিএল
নূতন সভ্য। চন্দ্রকুমার সরকার
৩০নং গোপীমোহন দত্তের লেন, শ্যামবাজার।

প্রঃ। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
সঃ। „ নগেন্দ্রনাথ বসু
নূঃ সভ্য। „ অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এমবি
২।২নং বাগবাজার ষ্ট্রীট।

প্রঃ। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এমএ বিএল
সঃ। „ ব্যোমকেশ মুস্তফী
নূঃ সভ্য। „ এস, কে, এম, মহম্মদ রওসানআলী
"কহিনুর" সম্পাদক, গাংশা, ফরিদপুর।

প্রঃ। শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
সঃ। „ ব্যোমকেশ মুস্তফী
নূঃ সভ্য। „ সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫০নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট।

প্রঃ। শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
সঃ। „ নগেন্দ্রনাথ বসু
নূঃ সভ্য। „ আনন্দনাথ রায়
৩১নং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট।

তৎপরে ব্যোমকেশ বাবু "সঙ্গীত তরঙ্গ" নামক একখানি অতি প্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থ প্রদর্শন করিয়া বলেন, এই গ্রন্থের রচয়িতার নাম শ্রীযুক্ত রাধামোহন সেন। গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ১২২৫ সালে (ইং ১৮১৮ সালে) মুদ্রিত হয়। ইহাতে সঙ্গীত সংক্রান্ত বাবতীয় কথা আছে। পুস্তকখানি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ লাইব্রেরীতে ছিল। এক হকারের নিকট আমি ৸০ আনা মূল্য দিয়া কিনিয়াছি। এই পুস্তক যখন প্রকাশিত হয়, তখন সহরের সকল গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই ইহার গ্রাহক হইয়াছিলেন; অনেকগুলি সাহেবও গ্রাহক হইয়াছিলেন; অনেকে ৫ হইতে ১০ খণ্ড পুস্তকও লইয়া গ্রন্থকারকে উৎসাহ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের নাম সমস্ত পুস্তকের শেষে ছাপা আছে। এক খানি পুস্তকের মূল্য বোধ হয় ৫৲ টাকা ছিল; কারণ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে এই পুস্তক খানি ৫৲ দিয়া কেনা হয়, তাহা লিখিত আছে, এবং বাঁধাই (সমস্ত চামড়া মোড়া বাঁধাই) খরচা ৸৵ আনা মাত্র লাগিয়াছিল।

তৎপরে ব্যোমকেশ বাবু পুস্তক খানি প্রথম পৃষ্ঠ পড়িলেন; তাহাতে জানা গেল, পুস্তক খানির রচয়িতা "শ্রীরাধামোহন সেন দাস" এইরূপে নিজ নাম লিখিয়াছেন, অতএব তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। ছাপাখানার নাম লেখা আছে এইরূপ,—"কলিকাতা বাঙ্গালা প্রেসে বঙ্গভাষা বর্ণাধ্যক্ষ দ্বারা হইল"। তাহার পর পুস্তকের মেস্কার সূত্র হইতে ভূমিকাংশ পঠিত হইল। উহা হইতে বুঝা গেল, ইহার পূর্ব্বে সঙ্গীত শাস্ত্রোক্ত বিবরণাদি এবং তৎকালে প্রচলিত ওস্তাদগণের উপদেশ সকল বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিবার জন্যই এই পুস্তক লিখিত হয়। তৎপরে ব্যোমকেশ বাবু বলিলেন সঙ্গীত সম্বন্ধে ইহাতে অনেক কথা আছে। ইহাতে গোপাল নায়ক ও আমীর খসরু নামক দুইজন প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞের বিবরণ আছে। আমাদের অন্যতম বন্ধু শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গ্রন্থই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া ভূতপূর্ব্ব "সমীরণ" মাসিক পত্রিকায় গোপাল নায়ক ও আমীর খসরু বিষয়ক লিখিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধে হিতেন্দ্র বাবুও এই "সঙ্গীত তরঙ্গ" পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন। এই পুস্তক খানি প্রাচীন সঙ্গীতানুরাগীদিগের মধ্যে যে অপরিচিত ও অপ্রসিদ্ধ এমত নহে। এখনকার কালে অনেকে এই গ্রন্থ জানেন না, অনেকে জানিলেও দেখেন নাই বলিয়াই আজ আমি ইহা উপস্থিত করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন ক্রমশঃ ইহাও দুষ্প্রাপ্য হইতে বসিয়াছে, এসময় একখণ্ড আমাদের হস্তগত হওয়া সৌভাগ্য বলিতে হইবে, পুস্তক খানিতে সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধে যে সকল কথা আছে, রাজা সার্ শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর, অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রভৃতির যত্নে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সকল বর্ত্তমানে অবশ্য সে সকল কথা লোপ হইবে না বটে, কিন্তু এখানি প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ এবং সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধে বাঙ্গালায় প্রথম কিনা বলিতে পারি না, তবে পুরাতন গ্রন্থ বলিয়া এখানির পুনর্মুদ্রণ হওয়া আশা করি।

তৎপরে ব্যোমকেশ বাবু পুস্তকের নাম স্থান হইতে সোলতান হোসেন কৃত রাগ বিষয়ক,

আমীর খোসরো কৃত রাগ বিবরণ, মিশ্রিত রাগ রাগিণীর বিবরণ, ওস্তাদগণের গীত সূত্রে বিবৃত ভাষা ও শব্দের বিবরণ, প্রসিদ্ধ গায়কগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ইত্যাদি সম্বন্ধে কতক কতক পাঠ করিলেন। পুস্তক খানিতে রামচাঁদ বাবের খোদিত সীসা পাতের কয়েকখানি ছবি আছে, তাহা দেখান হইল। তাহার পর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বাবু বলিলেন, "সঙ্গীত-তরঙ্গ" সম্ভবতঃ বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্গীতশাস্ত্রীয় প্রথম গ্রন্থ নহে। কৃষ্ণানন্দ ব্যাসকৃত "সঙ্গীতসাগরোক্ত রাগকল্পদ্রুম" পুরাতন গ্রন্থ। ইহাতে যাবতীয় ভারতীয় ভাষার গান সংগৃহীত আছে। পুস্তক ছয় খণ্ড পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছিল। উহা ৺রাজা-সার্ রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পুস্তকালয়ে আছে।

তাহার পর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন, আমার নিকট "রাগমালা" নামে এক খানি মুদ্রিত বাঙ্গালা সঙ্গীত গ্রন্থ আছে, সেখানি ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী; কারণ সেখানি ১২২০ সালে ছাপা। তাহাতে রাগ রাগিণীর বিবরণ আছে।

সভাপতি শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু বলিলেন, সে কালে সঙ্গীতের বড় আদর ছিল। সকলেই সঙ্গীতের অল্প বিস্তর আলোচনা করিতেন। সে কালে গান বাজনা জানা ভদ্রতার অঙ্গীভূত ছিল। মুদ্রাযন্ত্র প্রচারিত হইবা মাত্র কাজেই সেকালে অনেকগুলি সঙ্গীত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সঙ্গীত তরঙ্গ তাহারই মধ্যে একখানি। মহারাজা সার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের বাড়ী হইতেও অনেক দিন হইল, রাগ-রাগিণীর চিত্র সম্বলিত একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ব্যোমকেশ বাবুর অনুসন্ধান ও চেষ্টাকে ধন্যবাদ। যাহাই হউক তিনি আজ অনেকের অজানা একখানা পুরাতন বাঙ্গালা গ্রন্থ এবং আদরণীয় গ্রন্থ খুঁজিয়া আনিয়াছেন, এই জন্যই তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় তাঁহার "কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধপাঠক পরিষদের সভ্য নহেন, অথচ তিনি পরিষদে আসিয়া প্রাচীন কবি-সম্বন্ধে যে সকল নূতন কথা জানাইলেন, তজ্জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন সম্বন্ধে অনেক মাসিক পত্রে বিস্তর আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কাহারও হস্তে তিনি বৈদ্য, কাহারও হস্তে তিনি কায়স্থ, কাহারও হতে তিনি ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত হইয়াছেন।

আনন্দ বাবু কুলপঞ্জিকা দ্বারা তাঁহার পরিচয় যেরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এখন আর আমাদের তাঁহার বৈদ্যত্ব সম্বন্ধে ভিন্নমত হইবার আবশ্যক নাই। এত বিশিষ্ট পরিচয়ও আর কেহ দিতে পারেন নাই। আমার মতে এই প্রবন্ধ পত্রিকায় ছাপা হউক।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মুদ্রণ প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বলিলেন, প্রবন্ধটি সৌষ্ঠবসম্পন্ন করিবার জন্য উহাতে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন,

পরিবর্জ্জন আবশ্যক। প্রবন্ধলেখক নগেন্দ্র বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া তাহা করিলে ভাল হয়।

সভাপতি শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু মহাশয় বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাবের পোষকতা করিয়া বলিলেন, নিষ্প্রয়োজনীয় কথা বাদ দিয়া সার কথা প্রকাশ করাই আবশ্যক। প্রবন্ধ লেখককে তাঁহার যত্ন ও চেষ্টার জন্য ধন্যবাদ। তাঁহার মত লোকের এইরূপ সাহিত্য সমালোচনা বিশেষ আদরের বস্তু।

ইহার পর কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী ও প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় উভয়ে প্রবন্ধোক্ত বৈদ্য-কৌলীন্য ব্যবস্থা লইয়া কিছু আলোচনা করেন।

তাহার পর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় ব্যোমকেশ বাবুর সম্পাদিত 'মুদ্রা' পুস্তকের প্রস্তাবের কথা তুলিলে সভাপতি বলিলেন, যাহা কিছু পুরাতন পাওয়া যাইবে তাহাই ছাপাইতে হইবে, পরিষদের এত অর্থ কোথা? ব্যোমকেশ বাবুরও বোধ হয় সেরূপ উদ্দেশ্য নহে।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলিলেন, না, আমার উদ্দেশ্য তাহা নহে পুরাতন পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে, নষ্ট না হয়, এই উদ্দেশ্যে যদি ইহার পুনঃ প্রচার কোন রূপে হয় ভাল হউক। পরিষৎ উহা মুদ্রিত করিবে, এরূপ বলা আমারও উদ্দেশ্য নহে। আরও এক কথা, গ্রন্থ খানা যেমনই হউক না, এতদিন অনেকের অজানা ছিল, এখন আর অজানা রহিল না, ইহাতেই আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত না থাকায় তাঁহার প্রস্তাব স্থগিত রহিল।

শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসুর প্রস্তাব সম্বন্ধে সহকারী সম্পাদক তাঁহাকে এতদ্বিষয় জানাইলে স্থির হইল, নূতন সভ্য যে মাস হইতে আপনাকে সভ্যশ্রেণী ভুক্ত করিতে লিখিবেন বা তাহা না লিখিয়া যে তারিখে স্বীকার পত্র সহি করিয়া পাঠাইবেন, তাঁহাদিগকে সেই সেই সময় হইতে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিতে হইবে।

লিখিত বিষয়ের মধ্যে সহকারী সম্পাদক পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু সংবাদ জানাইলে সভাস্থ সকলেই তাঁহার অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিলেন। অনেকেই তাঁহার অল্প বয়সে গবেষণাপূর্ণ সুচিন্তিত প্রবন্ধ রাশির এবং আবার সাধারণ প্রাঞ্জলতা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া যথেষ্ট আক্ষেপ করিলেন।

অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহ-সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সভাপতি।

১৩০৬, ১৭ই অগ্রহায়ণ।

# পরিশিষ্ট।

## গ্রন্থোপহার দাতার এবং প্রাপ্ত ও ক্রীত গ্রন্থের তালিকা।

( মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ হইতে সঙ্কলিত )

১৩০৬ সাল। প্রথম মাসিক অধিবেশন।

১। পরিষৎ কর্ত্তৃক ক্রীত—(ক) Hindu Theism. (খ) Mahabharata, Epic of Ancient India, condensed into English Verse.

২। শ্রীশ্রীশচন্দ্র ঘোষ বি. এল—বঙ্গেশ্বর।

৩। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব—পুঁথি (ক) ব্রহ্ম পুরাণের সত্যনারায়ণের কথা। (খ) নারদীয় পুরাণের অংশ। (গ) সাবিত্রী উপাখ্যান। (ঘ) একাদশীর মাহাত্ম্য। (ঙ) রামায়ণের অংশ (লঙ্কাকাণ্ড)। (চ) চৈতন্যচরিতামৃত। (ছ) বাসুঘোষের নিমাই সন্ন্যাস। (জ) রামাভিষেক।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন।

১। পরিষৎ কর্ত্তৃক ক্রীত—Directory of India 1899 or 1306 B.S.

২। শ্রীঅমৃতলাল দে বি. এল—(ক) Students History of Rajputana. (খ) The Pocket Botany. (গ) Choyinch Manab.

৩। শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল—বিদ্যাসাগর প্রবন্ধ।

৪। কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন এম. এ—(ক) "প্লেগ" সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের মত। (খ) The Hindu Medical Writers on Plague.

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

১। রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ—(ক) শ্রীচৈতন্যভাগবত (খ) শ্রীলঘু ভাগবতামৃত (গ) Victoria Charitam (ঘ) A brief Summary of the Proceedings of the Public Meeting to protest against the Calcutta Municipal Bill.

২। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ এম.-এ. বি. এল.—প্রীতিগীতি।

৩। যতীন্দ্রনাথ পুরস্কার—অদ্বৈতবাদ প্রবন্ধ ( শ্রীপ্রিয়নাথ সেন এম. এ. বি. এল. প্রণীত ) ২৫ পৃষ্ঠা।

৪। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—পুঁথি (ক) নরোত্তম দাসের প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা (খ) বৃন্দাবন দাসের বৈষ্ণবমাহাত্ম্য (গ) লোচন দাসের সন্ন্যাস ছন্দ (ঘ) অদ্বৈতের বাল্য লীলা ( খণ্ডিত ) (ঙ) বৃন্দাবন লীলা ( খণ্ডিত )।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন।

১। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত ও সমন্বয়।

২। রাজা শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর—Proceedings of the Public Meeting on the Currency Question.

৩। শ্রীললিতকৃষ্ণ বসু—কবিকঙ্কণের চণ্ডী।

৪। শ্রীঘনেন্দ্রনাথ বসু—(ক) রামপ্রসাদ (খ) নাট্যবিকার (গ) বারবাহার (ঘ) পৌরাণিক পঞ্চ রঙ্।

৫। শ্রীশ্যামসুন্দর দাস, বি, এ—(ক) ষষ্ঠ বার্ষিক বিবরণ, কাশী নাগরী প্রচারিণী সভা। (খ) রাজা হরিশ্চন্দ্র।

৬। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল—আত্মবোধ।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন।

১। শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি, এ—(ক) বিপত্নীক (খ) উচ্ছ্বাস (গ) অধঃপতন

২। শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়, বি, এ—সৎসঙ্গ ৫ম ভাগ ৮ খণ্ড ৯ম সংখ্যা।

৩। শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, এ, বি, এল—বঙ্গীয় সমাজ।

---

## বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত।

বিজয় পণ্ডিত কাশীরাম দাসের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী লোক, ইঁহার রচিত গ্রন্থ এতদিন লুপ্তপ্রায় ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চেষ্টা, এই লুপ্ত গ্রন্থের উদ্ধার হইয়া ছাপা হইয়াছে। পুস্তকের কবিত্ব সুন্দর। বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্ব আলোচনার পক্ষে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। পুস্তকের আকার বৃহৎ। প্রথমাংশ ২৭৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥০ ও ডাক মাশুল ৵০। দ্বিতীয়াংশ যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

## পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী।

যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

১৬০।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, পরিষৎ কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক।

---

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

## গোবিন্দচন্দ্রের গীত।

আমার নিকট দুর্ল্লভ মল্লিককৃত গোবিন্দচন্দ্রগীত নামক একখানি পুরাতন পুঁথি আছে [illegible] জানি, তাহাতে বোধ হয় এ গ্রন্থ কখনও মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই। এই পুঁথি কোথায় পাইলাম তাহা লিখিতেছি। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বহুলপুর বৈদ্যডাঙ্গার নিকট [illegible] গোবাথাট নিবাসিনী হরিদাসী নামে এক বৈষ্ণবী আমাদের বাটিতে কখন কখন ভিক্ষা [illegible], সে বহু কালের কথা। তিনি সময়ে সময়ে কতকগুলি পুঁথি আমার বড়পিসী [illegible] নিকট রাখিয়া যান। আমার এক পিসতুতো ভগিনী, যাঁহার বয়স "২২ গণ্ডা" হইয়াছে, তিনি ঐ বৈষ্ণবীকে অনেক বার দেখিয়াছিলেন, তখন তিনির বালিকা অবস্থা। হরিদাসী লিখিতে পারিতেন। তাঁহার নামবিশিষ্ট কতকগুলি পুঁথি আমার নিকটে আছে; ঐ [illegible] হরিদাসীর রক্ষিত পুঁথিগুলির অন্যতম, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থের সমাপ্তিবাক্যের কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি।

দুর্ল্লভ মল্লিকে কহে শ্রীগুরুর [illegible] ইতি শ্রীগোবিন্দচন্দ্র গীত পুস্তক সমাপ্ত [illegible] শ্রীরামপ্রসাদ সেন গুপ্ত সাং জামনী এই পুস্তক শ্রীযুক্ত ভোলা [illegible] লিখিতং হাশয়ের সাং হালাড়া পুস্তক সমাপ্ত হইল ইতি-সন [illegible] বাটীতে পুথি কবিরাজ মত তাং ২৯ মাঘ এক প্রহর রাত্রের সময় সমাপ্ত হইল। সন [illegible]

গ্রন্থখানির ৩৬ পাতা ৮২৭; দুই ভাঁজ করা বাঙ্গালা কাগজের দুই পৃষ্ঠে লেখা। প্রতি ছত্রে দশ ছত্র। এই সংস্করণ প্রায় পয়ার ছন্দে লিখিত। বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্ম লোপ পর ইহা বঙ্গদেশে ভূগর্ভ-বিস্মৃতপ্রাপ্ত প্রচ্ছন্নবৌদ্ধধর্ম্মমূলক এক আশ্চর্য্য গ্রন্থ। যোগ সাধন করিয়া মনুষ্য অলৌকিক ক্ষমতা লাভ ও অমরত্ব লাভ করিতে পারে ইহা প্রতিপন্ন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। প্রত্নতত্ত্বের জন্য, ঐতিহাসিক তত্ত্বের জন্য, ইহার প্রকাশ আবশ্যক বিবেচনা করি।

এই গ্রন্থে লিখিত বৃত্তান্তের সহিত ইতিহাসের সংস্রব আছে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকায় ইহার প্রকাশে যত্নবান্ ছিলাম না। শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর ইং ১৮৯৮ সালের এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালের প্রথম ভাগের প্রথম সংখ্যায় *Antiquities of Chittagong* শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ইহার প্রকাশে উৎসাহিত হইয়াছি। দেখিলাম যে লামা তারানাথ তিব্বত দেশে বসিয়া বাঙ্গালায় বৌদ্ধসিদ্ধবিশেষের প্রভাব ও তৎসংক্রান্ত কথা যেরূপ বিবৃত করিয়াছেন, দুর্ল্লভ মল্লিক বাঙ্গালায় বসিয়া সেই সেই কথাই বলিয়াছেন। তারানাথের বিবরণ যে স্থলে সংক্ষিপ্ত, দুর্ল্লভের বিবরণ সে স্থলে বিস্তৃত। তারানাথের বিবরণের লিখিত ব্যক্তিগত ও স্থানগত নামের সহিত এই পুস্তকের স্থানগত ও ব্যক্তিগত নামের অনেক স্থানে একতা নাই। তারানাথ ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে বা খ্রীষ্টাব্দের অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। দুর্ল্লভ মল্লিকও বোধ হয় সেই সময়ের লোক ও জাতিতে বৈদ্য ছিলেন।

গ্রন্থারম্ভ হইতে গ্রন্থের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। অধিকাংশ বর্ণাশুদ্ধি সংশোধিত করিয়াছি। ব্যক্তিগত ও স্থানগত নাম যথাদৃষ্ট উদ্ধৃত হইল।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥ প্রথমে বন্দিলাম ধর্ম্ম[১] আদ্যের গোসাঞী।
যার অগোচর কিছু ত্রিভুবনে নাঞী ॥
দেবগুরু বিষ্ণু বন্দো বেদ ব্রহ্ম মুনি।
জ্ঞান-গুরু শিব বন্দো ত্রিজগতে জানি ॥
দয়া-গুরু ভগবতী বন্দো আদ্যাদেবী।
সরস্বতী দেবী বন্দো যাহা হইতে কবি ॥
হাড়িপা কানুপা বন্দিলাম জ্ঞানসিন্ধ[২]।
গুরুশ্বরাজ[৩] বন্দো আর রাজা গোবিন্দচন্দ ॥
সুরপুরে ইন্দ্র বন্দো যত দেবগণ।
দেবদেবী চরণে আমার নিবেদন।
জন্মদাতা পিতা মাতা জঠরধারি ॥
দীক্ষাগুরু বন্দিলাম লোটায়্যা ধরণী।

১ প্রথমে ধর্ম্মকে বন্দনা করা হইয়াছে, লক্ষিতব্য। বৌদ্ধ গ্রন্থে প্রথমে বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘকে নমস্কার করা হইয়া থাকে।

২ জ্ঞানিবৃন্দ।

৩ গোরক্ষনাথ। তারানাথ গোরক্ষনাথকে বৌদ্ধ যোগী বলিয়াছেন, এবং তদীয় কতক-

পাতালে বাসুকি বন্দো চন্দ্র সূর্য্য আদি।
গ্রহ তারা বসুন্ধরা বন্দো নদ নদী॥
মহাবিদ্যা মহাজ্ঞান দিয়াছেন কাণে।
দুর্ল্লভ মল্লিকে কহে শ্রীগুরুচরণে॥
যোগসিদ্ধা হাড়িপা কানুকা গোক্ষ[৪] মীন[৫]।
সাতসিদ্ধা[৬] অবতার গৃহবাসহীন॥
ধর্ম্ম অবতার হইল সিদ্ধা সাতজন।
গুরুপাপে হাড়িপা যান পাটীকা ভুবন[৭]॥

উনি শিষ্যকে নির্ব্বোধ বলিয়াছেন। ইহারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শৈব সন্ন্যাসী হইয়াছিল।

৪ গোরক্ষ।

৫ মীন বা পশ্চাদুক্ত মীননাথ। মীনলোচনকৃত স্বরদীপিকা নামে এক খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে। এ মীন বা মীননাথ ও স্বরদীপিকা কর্ত্তা মীননাথ এক ব্যক্তি কি না জানি না। পশ্চাতে উক্ত হইয়াছে মীননাথের শিষ্য গোক্ষ (গোরক্ষ) নাথ গুরুর অন্বেষণে ফিরিতেছিলেন। হঠদীপিকায় মীনের পরই গোরক্ষের নাম আছে। যথা—

শ্রীআদিনাথমৎস্যেন্দ্রসংহানন্দভৈরবাঃ।
চৌরঙ্গীমীনগোরক্ষবিরূপাক্ষবিলেশয়াঃ॥

৬ অর্থাৎ উল্লিখিত হঠদীপিকার শ্লোকোক্ত আদিনাথ হইতে গোরক্ষ পর্য্যন্ত ৯ জন সিদ্ধ। হাড়িপা মীনের ও কানুকা গোরক্ষের বিশেষণ স্বরূপ। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় দ্বিতীয় ভাগ ১৪১ পৃষ্ঠায় কানিপা নামক এক প্রকার যোগীর নাম লিখিত আছে। কানুপা ও কাণপা একই। ইনি ২২০। খৃঃ অব্দে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন; ইহার পিতার নাম দেবীপাল পুত্রের নাম মচ্ছন্দ্রনাথ, পিতামহের নাম আদিনাথ। ইং ১৮৩৩ সালের ২রা জানুয়ারি দিয়া পুনা চাঙ্গাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত ইলোরার গুহা সমূহ পরিদর্শন করিতে গিয়া তথায় বৌদ্ধ জৈন ও হিন্দু তিন মন্দির দেখা হইলে পাণ্ডা তাহাদিগকে মন্দির দেখাইয়া বলিয়াছিলো খানায় বসিয়া দেখুন নাথ, ঐ সভার প্রধান বিগ্রহ এছন্দনাথ দেব। প্রাচীন কীর্ত্তি হাড়ি নয় সানিলাম এছন্দনাথের নামে কিরূপে খ্যাত হইয়াছে তাহা বলা যায় না।

৭ জৈনদিগের [illegible] গ্রন্থে এক পাটিকা নগরের নাম আছে। ঐ পাটি [illegible] ক নহে। চাটিগ্রামের নামান্তর চাটিকা স্বীকার করিলে চা[illegible] যা উঠে।

গুরুশাপে মীননাথ কদলীর বনে।
ফকির হইল জোগী হারিয়া মহাজ্ঞানে॥
পাটীকানগরে রাজা গোবিন্দচন্দ্র ভূপ।
জলন্দরি[৮] হাড়িপা হইল হাড়িরূপ॥
সিমুপা[১১] কুমার এক সঙ্গে করি নিল।
নগর বাহিরে হাড়ি আশ্রম করিল॥
পাইসালে[১২] খাটে হাড়ি রাজার আওয়াসে।
বার বৎসর শাপ হইল অবশেষে॥
রজনী প্রভাতে মুখ করিয়া পাখাল।
রাজপুরে গেল হাড়ি ঝুড়িয়ে কোদাল॥
গুপ্তবেশে হাড়িপা আছয়ে তথায়।
সিমুপা[১১] কুমার তার পশ্চাতে গোড়ায়॥

৮ যোগী।

৯ পশ্চাতে উক্ত হইয়াছে গোবিন্দচন্দ্রের পিতার নাম মাণিকচন্দ্র, পিতামহের নাম ধাড়িচন্দ্র। ধাড়িচন্দ্রের পিতার নাম সুবর্ণচন্দ্র। গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গের রাজা এবং এক স্থানে কলিঙ্গের রাজা বলিয়াও উক্ত হইয়াছেন। তারানাথ বাঙ্গালার রাজার নাম গোপীচন্দ্র ও তাঁহার পিতার নাম রাজা বিমলচন্দ্র বলিয়াছেন। গোপীচন্দ্র চাটিগ্রামে থাকিতেন। গোপীচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র এক ব্যক্তি এবং মাণিকচন্দ্র ও বিমলচন্দ্র অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে।

১০ তারানাথ বলিয়াছেন, সিদ্ধ বল্লপাদ জালন্ধর নামক স্থানে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া জালন্ধরের সিদ্ধ বলিয়া [illegible] কবিবৃন্দের [illegible] করেন। শরৎ বাবু বলেন কাশ্মীর ও নেপালের মধ্যে কোন স্থানের নাম জালন্ধর। স্বীয় কীর্ত্তিকলাপ [illegible] মধ্য হইতে অগ্নিশিখা নির্গমের বর্ণনায় ইহা জ্বালামুখী বলিয়া [illegible] আমরা আজি পঞ্জাবের অন্তর্গত ত্রিগর্ত্ত দেশের নামান্তরও জালন্ধর। জালন্ধরত্রিগর্ত্তশ্চ এইরূপ কত মহা তারানাথ যাঁহাকে সিদ্ধ বালপাদ ও জালন্ধরের সিদ্ধ বলিয়াছেন, দুর্লভ [illegible] ড়িপা মীননাথ ও গুরু জলন্দরি বলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গীয় কাশ্মীর ভাষায় বাতুলু [illegible] প্রকাশিত বৌদ্ধদিগের বৃত্ত স্বয়ম্ভূপুরাণে জালন্ধরের সিদ্ধদিগের অ- [illegible] শ্রীবস্ত শ্রশানঞ্চ জাম্বুভিশ্চ পূরিতং। চিল্লিচিল্লিকাভিঃ পূর্ণং সিদ্ধাদি

১১ শিখুপা।

১২ পাটশালে।

বাহড় বাহড় তারে বলে জলন্দরি।
এখনি আসিব পুত্র তোর বরাবরি ॥
ছাওয়াল চরিত্র তোমার নারিবে যাইতে।
প্রবোধ না মানে শিশু লাগিল কান্দিতে ॥
বিকল হইল হাড়িপা ক্রন্দন দেখিয়া।
প্রবোধ করিলা শিশু নাড়ু কলা দিয়া ॥
সমুখেতে রম্য বন তাহে দিব্য ফল।
একে একে জলন্দরি চাহিল সকল ॥
প্রথমে মাটির গড় লঙ্ঘিল ত্বরায়।
দ্বিতীয়ে লঙ্ঘিল গড় বংশীবট তায় ॥
তৃতীয়ে লঙ্ঘিল গড় ফটিক রচিত।
চতুর্থে লঙ্ঘিল গড় হীরায় জড়িত ॥
পঞ্চমে লঙ্ঘিল গড় লোহার গঠন।
ষষ্ঠমে ধবল গড় শত্রুর ভোজন ॥
সপ্তমে দেখিল গড় নানাজাতি ফল।
আম্র কাঁঠাল গুবাক নারিকেল ॥
হরীতকী জায়ফল এলাচ লবঙ্গ।
মধুর কুকিলানাদ করয়ে সুরঙ্গ ॥
নানাজাতি পক্ষ[১০] গাছে করে কোলাহল।
পক্ষ্য[১০] রব শুনি চিত্ত হইল চঞ্চল ॥
চারি দিকে চাহি জোগী ধ্যান আরম্ভিল।
হুঙ্কারে বৃক্ষ সব ভূমেতে ঠেকিল ॥
হেট মুণ্ড গাছ [illegible]টে ভূমিতল।
ছিণ্ডি [illegible] দিল নানা ফল ॥
হুহু [illegible]রি পানে চায়।
[illegible]য়া দাণ্ডায় ॥
[illegible]খিল রাজার মা।
[illegible]ই হাড়িপা ॥

গুপ্তবেশে
ইহার [illegible]
বসিয়াছে গোবিন্দচন্দ্র আপনার
ছয় কুড়ি রাণী কাছে উদুনা [illegible]
উদুনা পুদুনা লয়্যা করিছে বিলাস।
শ্বেত চামরে কেহ করিছে বাতাস ॥

শ্রীশিবচন্দ্র
চুঁচুড়া [illegible]

---

# ঠাকুর নরহরি সরকার ও রঘুনন্দন ঠাকুর।

আমরা এ পর্য্যন্ত অনেক সাধক বৈষ্ণব কবিগণের নাম ও গুণগান শ্রবণ করিয়া পবিত্রচিত্ত হইয়াছি সত্য বটে, কিন্তু সেই সকল মহাত্মাদিগের ধারাবাহিক বংশাবলী অবগত হইতে না পারায় মনের এক প্রান্তে যেন একটা কিছুর অভাব থাকিয়া গেল, এইরূপ অতৃপ্তি সর্ব্বদাই প্রতীয়মান হইতেছিল। অথচ উহার প্রতিবিধান চেষ্টা করিতেও কাহাকেও বড় অগ্রসর হইতে দেখিতে পাই নাই, তাই এতদ্বিষয়ে ক্রমে ক্রমে একরূপ হতাশ্বাস হইতেছিলাম। কিন্তু অনেক ভাবিয়া দেখিয়া পরে এইরূপ স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল যে, বঙ্গবাসী কি ব্রাহ্মণ, কি বৈদ্য, কি কায়স্থ, যাঁহারা বিশুদ্ধ বংশাবতংস বলিয়া পরিচিত, চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের ধারাবাহিক বংশাবলী সংগ্রহ করিতে অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। এই সাহসের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা বৈদ্যজাতীয় কবি মহাত্মাদিগের বংশাবলী সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট হই, এবং তাহাতে অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে সাধক কবি রামপ্রসাদ সেনের বংশাবলী উহার প্রথম দৃষ্টান্ত স্বরূপ সাহিত্য-পরিষৎ সভায় উপস্থিত করা হয়। ক্রমে তদনুসরণে বর্ত্তমান দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হইতেও সাহসী হইয়াছি; তবে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না।

বঙ্গদেশে কবিতার প্রথম পরিস্ফুরণ বৈষ্ণব[illegible]য়ী উদ্ভাবনী শক্তি হইতেই আরব্ধ হয়। শত শত বৈষ্ণব কবি এইরূপ [illegible] বর্ত্তমান রাখিয়া কতকাল হইল ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন; কিন্তু [illegible] মধুরাস্বাদন পরিগ্রহ করিয়া কতই না পরিতৃপ্ত হইতেছি, আবার [illegible] নাম ও পদাবলী

১৪ বাতুল শব্দের অপভ্রংশে বাউল। [illegible] অর্থ নীচ লোক; বঃ এঃ সোঃ জর্ণাল ১ম ভাগ ১ম সং ৩২ পৃঃ।

সংগ্রহ করিয়া [illegible] সমাজে কতই না [illegible] এবং কুলতত্ত্বের ভাণ্ড [illegible] ঠিক যথার্থই বলিয়াছেন।

বৈষ্ণব কবি [illegible] ঠাকুর [illegible] কর্ত্তা এবং চৈতন্য দেবের পার্ষদ ছিলেন। [illegible] শিষ্য ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন ঠাকুর বৈষ্ণব সমাজে দুই জন প্রসিদ্ধ লোক এবং পদ [illegible]। এই জন্য আমরা তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয় পাঠক মহোদয়গণের অবগতির জন্য এস্থলে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সিদ্ধ বৈদ্যকুলে সেন, দাস, গুপ্ত, এই তিনটি উপাধিধারী মহাপুরুষেরা প্রসিদ্ধ [illegible]। দাস বংশে যে দশটী শাখা আছে তন্মধ্যে চায়ু দাস ও পন্থদাস, এই দুই জন শ্রেষ্ঠ। একথা যদিও তাঁহাদের বংশসম্ভূত-সকলেই কৌলীন্যমর্য্যাদাসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে ঘটনাক্রমে [illegible] অনেকের কুলচ্যুতি হইয়া সন্মৌলিক, মৌলিক, প্রভৃতি সম্প্রদায় অবনতি [illegible] পন্থদাসবংশ কুলীন বলিয়া পরিচিত ছিল। কিন্তু পরে তাঁহারা ন্যূনভাবাপন্ন হইয়া [illegible] কুলজ আর কেহ কেহ সন্মৌলিক ও মৌলিক সংজ্ঞাতে পরিগণিত হয়। এই পন্থদাস সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক মহাশয় কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে;

মৌদ্গল্যগোত্রে কবিভো বিশ্বোবো
বীজী মহাত্মাতিশুদ্ধকীর্ত্তিঃ।
যঃ পন্থদাসঃ ভরতুরিবাগ্রঃ
তস্যাত্মজঃ শ্রীভরতো ব্রবীতি।
সংগ্রামদক্ষো হতবৈরিপক্ষো
গৌড়েশসেবার্জ্জিতপৌরুষশ্রীঃ।
দাতা বিনীতঃ পরিপালয়ন্ লোকান্
স বালিনাছ্যাং বসতিং চকার।
পন্থদাসস্য পুত্রৌ দ্বৌ নীলকণ্ঠোহগ্রজঃ কৃতী।
পরো দেবলিদাসোঽসৌ স্ববংশাম্ভোজভাস্করঃ।
চিকিৎসাকুশলাবেতৌ বিনীতৌ শীলসংযুতৌ।
আশ্বিনেয়াবিব প্রাপ্তৌ স্বশাস্ত্রানিপুণাবুভৌ।

চন্দ্রপ্রভা, ৩৫ পৃঃ

উল্লিখিত কবিতা পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট অনুভূত হয় যে পন্থ কিংবা তৎপুত্র নীলকণ্ঠ ও দেবলী দাস বহুগুণসম্পন্ন বিদ্বান্ ও যশস্বী মনুষ্য ছিলেন। পন্থদাস স্বয়ং যুদ্ধক্ষম ছিলেন, এবং গৌড়প্রদেশাধিপতির সেবা করিয়া পৌরুষ ও শ্রী এই উভয় লাভ করিতে সমর্থ

---

[illegible] সিদ্ধানাং পঙ্কতিঃ স্মৃতা। শা[illegible] ধন্বন্তরী সেনো মৌদ্গল্যে দাসপঙ্কতিঃ। কাশ্যপস্য [illegible] গুপ্ত ইতি সিদ্ধপথম্। (রামকান্ত কবিকণ্ঠহার-কৃত কুলপঞ্জিকা)

হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশপরম্পরা বালিনাছী গ্রামে বাস করেন। ভরত মল্লিক পন্থপুত্র দেবলীদাসের বহুগুণের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, বাহুল্যভয়ে তাহার উল্লেখ করা হইল না। দেবলীর যথাক্রমে চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; যথা—

যঃ পন্থদাসস্য সুতঃ কনিষ্ঠো
ভিষঙ্মুনির্দে বলিদাসনামা।
পরং চিকিৎসাভিজনাদ্ বিনেয়োঽ-
নবদ্যবিদ্যাগুণধাম বিনীতঃ।
চতুষ্তনূজা অপি তস্য জাতা
স্তেষগ্রজোঽভূদথ শূলপাণিঃ॥
* * *
শূলপাণেঃ সুতো জাতো নাম্না ডোমনদাসকঃ।
অপরা কন্যকা ত্ত কৌতুকায় দদাবিমাম্।
ডোমনস্য সুতৌ জাতাবুমাপতিহরী উভৌ॥

চন্দ্রপ্রভা, ৩৩৪ পৃঃ

আমরা এই প্রবন্ধে দেবলী দাসের চারিপুত্র মধ্যে মাত্র শূলপাণির নাম ও তৎপুত্র ডোমনের নাম উল্লেখ করিলাম। কারণ অন্যান্য সন্তানগণের সহিত বর্ত্তমান প্রস্তাবের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। ডোমনের কনিষ্ঠ পুত্র হরি। তদ্‌বংশের পরিচয় এইরূপ পাওয়া যায়। যথা—

হরিদাস ইবধয়; ত বিশ্ববিদ্রুতো।
ঈশানদ স্পষ্টতঃ চৈ রঃ পরমেশ্বরঃ॥
ঈশানদাসন, যথা দানবিভাকরো।
পুত্রৌ নায়কদাসস্ত কবিরৌ মিত্রবাসনৌ॥

চন্দ্রপ্রভা, ৩৩৫ পৃঃ

পন্থদাসের বংশ পরিচয় এপর্য্যন্ত এইরূপ পাওয়া গেল; পন্থদাস বীজ পুরুষ, তৎপুত্র দেবলী, তৎপুত্র শূলপাণি, তৎপুত্র ডোমন, তৎপুত্র হরি, তৎপুত্র ঈশান, তৎপুত্র নাক বা নায়ক, তৎপুত্র বামন। এই আট পুরুষের পর এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

যো বামনো বাম নবদ্ দ্বিতীয়ঃ
অতঃ ২৩ ওত্ত বভূবুরেতে॥
ত্রিবিক্রমারম্ভইব ত্রিপাদাঃ
যঃ কালিদাসোঽখিলনীতিবাসঃ॥
তস্যাত্মজঃ কাবি কদাসনামা
স্ববংশপাথোরুহচণ্ডধামা॥

চন্দ্রপ্রভা, ৩৩৬ পৃঃ

আসীৎ কার্ত্তিকদাসো যঃ সুতো যাবনদাসজঃ।
লোকবিদ্ধার্ম্মিকো বিদ্বানাতিথেয়ো নরপ্রিয়ঃ॥
চত্বারস্তনয়াস্তস্য চতুর্দ্দিক্ষ্বিব সাগরাঃ।
কৌলীন্যরত্নসৌজন্যগাম্ভীর্য্যগরিমান্বিতাঃ॥
বিদ্যাবিদ্যাধরীহৃদ্যো গদ্যপদ্যানবদ্যধীঃ।
পরো নারায়ণো যোঽভূৎ সোঽগুরঙ্গঃ কবীশ্বরঃ॥
অথান্ত্য নারায়ণদাসনামা
খরংশুচন্দ্রাম্বুধিশীতধামা।
বক্তা বদান্যো বহুলোকমান্যঃ
কুলেন যঃ সুজনাগ্রগণ্যঃ॥

চন্দ্রপ্রভা, ৩৪৫ পৃঃ।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পদ্মবংশের কুলগৌরব ছিল। কার্ত্তিক দাসের পুত্রচতুষ্টয়ের বিশেষণে "কৌলীন্যরত্ন" এই পদটি থাকায় আমাদের সেই কথা সপ্রমাণ হইতেছে। কার্ত্তিক দাসের পুত্র নারায়ণ দাসকে "কুলেন ধন্যঃ" বলিয়া লিখিত হওয়ায় তৎকাল পর্য্যন্ত যে তাহাদের কুলমর্য্যাদা ছিল তাহা বেশ প্রতীতি হয়। বোধ হয় কোন কারণে তৎপর হইতে পদ্মবংশের কুলচ্যুতি ঘটে। রাঢ়ীয় [illegible] এবং বঙ্গ সমাজে যাহারা কুলজ (মধ্যম) এবং মৌলিক [illegible] বামন দাসের পুত্র কার্ত্তিক দাস, তৎপুত্র নারায়ণ দাস; এই [illegible] আমাদের প্রবন্ধোক্ত ঠাকুর নরহরি সরকার। তাঁহাদের [illegible] পরিচয় এইরূপ পাওয়া যায়; যথা—

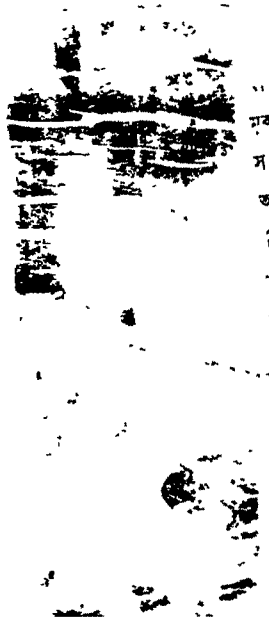

অথান্ত্য [illegible]
[illegible] ব্রহ্মস্য সুতাস্ত্র
মুকুন্দদাসঃ [illegible]
স বাজবৈদ্যঃ সুজন
অন্যানুজো মাধবদা
বিশ্বাসরত্নং পরমা
[illegible] চলেয়ঃ।
[illegible] বাঙ্গুলৈ
সুধীরধাত্যাঞ্চলমী [illegible]
[illegible] চশাস্ত্রঃ॥
[illegible] রিদাসঃ
কৃষ্ণপদার্চ্চন-বিলাসঃ।
মুনিরিব ভিষ [illegible] ধ্যো খ্যাতঃ
সংসারে সরক [illegible] খ্যাতঃ॥

চন্দ্রপ্রভা, ৩৫০ পৃঃ

নারায়ণ দাসের তিন পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ, মধ্যম মাধব, কনিষ্ঠ নরহরি। এতদ্ভিন্ন তাঁহার আরও কতকগুলি কন্যাসন্ততি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। মুকুন্দ দাসের পুত্র রঘুনন্দন দাস, যথা—

সুতো মুকুন্দদাসস্য রাজবৈদ্যস্য জাতবান্।
রঘুনন্দনদাসো যঃ কৃষ্ণসেবনতৎপরঃ।
বৈষ্ণবো জগতি খ্যাতঃ কৃষ্ণপীরিবদোপনঃ।
*  *  *  *
*  *  *  *
রঘুনন্দন দাসস্য শ্রীকৃষ্ণস্তনয়োঽজনি।
বৈষ্ণবঃ পরমঃ শান্তো নানাগুণসমন্বিতঃ॥
পুত্রৌ শ্রীকৃষ্ণদাসস্য জজ্ঞাতে বিনয়ান্বিতৌ।
কামদেবস্তদীয়াদ্যো বংশীবদনকঃ পরঃ॥

চন্দ্রপ্রভা, ৩৫১ পৃঃ।

নারায়ণ দাসের পুত্র মুকুন্দ দাস, তৎপুত্র রঘুনন্দন, তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণ; তাঁহার দুই পুত্র, কামদেব, ও বংশীবদন *। কামদেব এবং বংশীবদনের বংশ বৃত্তান্ত রঘুনন্দনের [illegible] কথা পশ্চাৎ আলোচনা করা যাইবে। মাধব দাসের বংশে কে [illegible] শ্রীসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই; [illegible] পরিহার [illegible] গেল। সর্ব্ব কনিষ্ঠ নরহরি ঠাকুর, আমা [illegible] এবং সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার বৃত্তান্ত উল্লেখ করাই সঙ্গত বোধ করিলাম [illegible] তন্মশাখাভুক্ত ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

[illegible]দাস শ্রীরঘুনন্দন।
[illegible]চিরঞ্জীব সুলোচন॥
[illegible]শাখা চৈতন্য [illegible]
[illegible] করে যাঁ[illegible] তাঁহা দান

আদি লীলা।

* ৮ম বর্ষের ৭ম সংখ্যা বিষ্ণুপ্রিয়াতে লিখিত [illegible] হইয়াছে, রঘুনন্দনের পুত্র কানাই মুকুন্দ, তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ মদন, কনিষ্ঠ বংশীবদন; বাস্তবিক এই [illegible] সম্পূর্ণ ভুল। কারণ [illegible] কুলপঞ্জিকা পাঠ করিয়া জানিতেছি রঘুনন্দনের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র কা[illegible] কামদেব ও বংশীবদন এবং বংশীবদনের পুত্র [illegible] পৌত্র কানাই, পুত্র (কানাই)। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বোধ হয় রঘুনন্দনের [illegible] পরিবর্ত্তে।

আবার বংশীবদনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কামদেব নামের [illegible] মদন নাম [illegible] হইয়াছে। [illegible] একত্ব থাকিলেও এইরূপ পরিবর্ত্তন সমুচিত বোধ হয় না।

বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার ৮ম বর্ষের ৩০৭ পৃষ্ঠায় [illegible] হয় সরকারের দুই পু[illegible] নাম [illegible] হইয়াছে। কিন্তু শ্লোকাবলী পাঠ করিয়া জানিতে পাই নারা[illegible] তিন পুত্র ছিল, তন্মধ্যে [illegible]ম মুকু[illegible] নরহরি। কিন্তু মাধব দাসের নাম লেখক অবগত হইতে পা[illegible] নাই।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতে নরহরি শ্রীরাধিকার প্রিয়সখী মধুমতী ঠাকুরাণী। গৌরাঙ্গের [illegible] যদি কেহ থাকেন এই দুই জন, প্রথম গদাধর, দ্বিতীয় নরহরি। রঘুনন্দন [illegible] ভাগবত চিরঞ্জীব সেনের পুত্র প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দ, [illegible] ও চৈতন্যমঙ্গলপ্রণেতা লোচনদাস প্রভৃতি নরহরি সরকারের শিষ্য ছিলেন। বৈষ্ণবগণের মতে নরহরি সরকার আজীবন কুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন, এ জন্য ভাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন তাঁহার সমস্ত শক্তি প্র[illegible]

---

* নরহরির শিষ্য গোবিন্দ সেন খণ্ডনিবাসী প্রসিদ্ধ কবি, জ্যোতির্বিৎ ধন্বন্তরি গোত্র সম্ভূত দামোদর সেনের দৌহিত্র ছিলেন, দামোদরের কন্যা পুনর্ব্বার [illegible] বিবাহ হয়, তিনি [illegible] পুত্র রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ সেন। কবিকণ্ঠহার বাধ্য বংশের কথা একেবারে উল্লেখ করেন নাই। ভরত মল্লিক যদিও উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও অসম্পূর্ণ। এই জন্য চিরঞ্জীব সেনের বংশ পরিচয় [illegible] নাই। সিদ্ধবংশোদ্ভব বলিয়া দামোদরের পরিচয় পাওয়া [illegible] এবং তাঁহার [illegible] উল্লেখ পাওয়া [illegible] সম্বন্ধে ভরত মল্লিক এই [illegible]

দামোদরো রাজবৈদ্যঃ [illegible]
[illegible]করঃ কবিনৃপঃ [illegible]
[illegible]মোদসুতো [illegible]
যৌ নীলাম্বরগুপ্তস্য কায়বংশ[illegible]
দ্বিতীয়পক্ষে [illegible]
[illegible]
তৎপক্ষে [illegible]
[illegible]

[illegible]রাপতিঃ।
[illegible]তির্ব্বিদুত্তমঃ॥
[illegible]বসুলোচনৌ।
[illegible]নুজৌ॥
[illegible]তীরিতঃ।
[illegible]নুজঃ॥
[illegible]রা সমবেচিতম্।
[illegible]কুলোদ্ভবে॥

---

[illegible] চন্দ্রপ্র[illegible] ৯৫—৯৮ পৃঃ।

[illegible] নাম ত্রিলোচন দা[illegible]

[illegible]চ ক্রোশ দূরে। দুর্গভসার [illegible]

২৩ পৃঃ পরে।

লোচন দাসের [illegible] নাম ১৫ ক্রোশ [illegible]

চৈতন্যমঙ্গলের ভূমিকায় [illegible] আত্মপরিচয়

বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কে
মাতা শুদ্ধমতি মহা[illegible]
[illegible]হার [illegible] দরে জন্মি করি
কমলাকর দাস মো[illegible]
[illegible]নন্দন দাস মোর প্রেমভক্ত
তুয়া কুল পিতৃ-কুল, হয় এক গ্রা[illegible]
[illegible] সে অভয়া দেবী
[illegible] নাম শ্রীপু[illegible]
[illegible] তিঁহ ভাই

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৯৮ পৃষ্ঠা।

[illegible] বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৭৮ পৃষ্ঠা।

[illegible] ২২ বর্ষ ৬ সংখ্যা [illegible] পৃষ্ঠা

হন। বাস্তবিক এই কথাটি ঠিক নয়। কুলপঞ্জিকাতে উল্লেখ আছে, নরহরি দার-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং যথাক্রমে চারিটি কন্যা জন্ম পরিগ্রহ করে, যথা—

নরহরিদাসতনুজাশ্চত্বার এতে কুলোদ্ভবা জাতাঃ।
বৈতরবংশসমুদ্ভব গরুড়ধ্বজসেনকন্যকাদ্বয়ো।
মালঞ্চবংশজন্মনি দ্বৈকা সুপ্রভাতায়।
অপরে দে খানাবাং তয়োস্তু মল্লীকমাধবাধাখ্যা॥
অন্যা অপি যা চরমা দত্তা মল্লীকবিষ্ণুসেনায়।
অন্যা বরাহনগরে শ্রীরমাকান্তায় সেনায়॥

চন্দ্রপ্রভা ৩৫৫ পৃঃ।

উল্লিখিত কবিতা পাঠে অবগত হওয়া যায়, নরহরি সরকার বৈতরকুলসম্ভব গরুড়ধ্বজ সেনের তনয়ার মধ্যে প্রথমাকে ধন্বন্তরিগো[illegible] তাঁহার যথাক্রমে চারিটি কন্যা সন্ততি জন্ম গ্রহণ খানাগ্রামবাসী মাধব মল্লিকের সহিত, তৃ[illegible]মালঞ্চবাসী সুপ্রভাত সেনের সহিত, দ্বিতীয়াটিকে চতুর্থাটিকে বরাহনগরনিবাসী রমাকান্ত সে[illegible]তীয়াকে ঐ গ্রামবাসী বিষ্ণু মল্লিকের সহিত এবং কিন্তু নরহরির কোন পুত্র সন্তান [illegible]নর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন।

রঘুনন্দন তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রা[illegible]হণ করিয়াছিল না; এজন্য তদীয় প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র

নরহরি চৈতন্য দেবের সমসাময়িক [illegible]ন ছিলেন। রথযাত্রা উপলক্ষে তিনি প্রতি বর্ষে জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাইয়া মহাপ্রভুর সহিত স[illegible]ক্ষাৎ করিতেন। ১৩৩৬চরিতামৃত গ্রন্থ পাঠে এই সমস্ত বিষয় জান[illegible]য়।

[illegible]রাসী।
[illegible]আসি।
[illegible]ক্তগণ।
[illegible]কা মার্জ্জন॥

চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা।

চৈতন্যদেব একদা-সাত [illegible]বীতে মহা সঙ্কীর্ত্তন করেন, [illegible]হরি সরকার খণ্ডদলের নেতা, এ[illegible]নর্ত্তক ছিলেন। যথা—

[illegible]শতসম্প্রদায় করে [illegible]স্থত্র কীর্ত্তন।
নরহরি নাচে তাহে [illegible]শ্রীরঘুনন্দন॥
জগন্নাথ আগে চারি[illegible]স্প্রদায় গায়।
দুই পাশে দুই পাখে[illegible]প্রদায়॥
সাত সম্প্রদায়ে বাজে[illegible]মাদল।
যার ধ্বনি শুনি নৈ[illegible]লা পাগল

চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য লী[illegible]

সুপ্রসিদ্ধ গুপ্তদাস-বংশে নরহরির জন্ম হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বালিনাছি গ্রামে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা বাস করিতেন। কিন্তু যখন খণ্ডগ্রাম বহু বৈদ্যগণ কর্ত্তৃক পরিপূর্ণ হইয়া এক প্রধান সমাজ রূপে পরিগণিত হইল, তখন ভিন্ন ভিন্ন সমাজ হইতে কুটুম্বিতাদি সূত্রে শ্রেষ্ঠ বংশ হইতেও অনেকে আসিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপ বালি-নাড়িয়ানী গুপ্তদাসবংশ হইতেও অনেক লোক আসিয়া খণ্ডগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। ঐ জন্য খণ্ডগ্রাম নরহরির পিতা পিতামহাদিরও বাসস্থান হইয়া পড়ে। পরে বৈষ্ণব সাধকগণের প্রাদুর্ভাবে ঐ স্থান শ্রীখণ্ড নাম ধারণ করিয়া বৈষ্ণববৃন্দের তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে। নরহরি সরকার ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে চান্দ্র কার্ত্তিক দ্বাদশী তিথিতে লোকান্তরিত হন। খণ্ডগ্রামে প্রতি বৎসর ঐ তিথিতে, তাঁহার স্মরণার্থ মেলা হইয়া থাকে।

"পদরত্নাকর" প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে নরহরি সরকার রচিত বহুল পদাবলী প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুধী পণ্ডিতমণ্ডলী পর্য্যন্ত উহার মধুরাস্বাদনে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। আমরা কেবল তাঁহার রচিত কীর্ত্তন পুস্তিকার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। এ জন্য তৎকৃত পদাবলী এ স্থলে অধিক উদ্ধৃত করিলাম না। দুইটি কবিতা-মাত্র নিম্নে প্রকাশ করা গেল:

## প্রথম গৌরচন্দ্রিকা।

তথা রাগ।

দেখ শচীনন্দন, ভকত জীবন ধন,
অনুক্ষণ প্রেমধন বরিষণ যাচে।
ভাবে বিভোর রব গৌরতনু পুলকিত,
সঘনে গোলাব। হার গোরা পহুঁ নাচে॥
এ অবতার সার গোরা অবতার।
হেমবরণ জিনি, নিরুপম তনুখানি,
অরুণ নয়নে বহে প্রেমক ধার॥ ধ্রু॥
বৃন্দাবন গুণ শুনি লুঠত সে দ্বিজমণি
ভাব-ভরে গা পর পহুঁ মোর হালে।
কাশীশ্বর অভিরাম পণ্ডিত শুকমোক্ষন
গুণ গান করু ভাই নরহরি দাসে॥

পদকল্পতরু ৪ শাখা ১৭ পল্লব ৪০৩ শ্লোক।

## ভাটিয়ারি।

ত্রিভুবন মনোহর, শচীর নন্দন মোর
নদীয়া নগরে যার বাস।
সকল সম্পদ ছাড়ি, সন্ন্যাস গ্রহণ করি
নীলাচলে জগন্নাথ পাশ॥

যে চাঁচর কেশ দেখি, যোড় যায় রতিপতি
মুণ্ডন করিলা হেন কেশ।
কনক অঙ্গদ বালা, মণি মুকুতার মালা
তেয়াগিয়া সে মোহন বেশ।
জীবে হৈয়া দয়াবান, সভে দিয়া হরি নাম,
পরম পাতকী উদ্ধারয়ে।
দেবের দুর্ল্লভ যে, লক্ষ্মী আদি বাঞ্ছে যে,
সে প্রেম পতিতে বিতরয়ে।
সকল ভকত সঙ্গে, সংকীর্ত্তন মহারঙ্গে,
বিহার করয়ে সিন্ধু তীরে।
স্বরূপ রামানন্দ, গোবিন্দ পরমানন্দ,
মিলিলা সকল সঙ্গে।
কহে দাস নরহরি,
রাধার পিরীতি
এমন প্রেমের বন্ধা,
বঞ্চিত হইনু মুই
পদকল্পতরু

পদকল্পতরু গ্রন্থে, সরকার মহোদয় প্রণীত কতকগুলি আমরা তন্মধ্য হইতে মাত্র দুইটী কবিতা নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত করিলাম। ভবিষ্যতে ঠাকুর সরকারের সম্যক্ পদাবলী সংগ্রহ করিয়া পাঠক মহোদয়কে প্রদান করিব। নরহরি সরকার যে কিরূপ প্রেমিক ও গৌরপরায়ণ ছিলেন, পদাবলী পাঠ করিলেই স্পষ্ট অনুভূতি হয়। ভক্তির কথা, সরস পদাবলীর মধুময়, উহা মধুর হইতে মধুরতর হইয়াছে।

বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু নরহরি কৃত "নামামৃত সমুদ্র" নামে একখানা পুঁথি পাইয়াছেন, উহাতে ২১০ টী শ্লোক আছে। গ্রন্থ পরিসমাপ্তি কালের পরিচয় এইরূপ

সবে মোর প্রভু মুই সবাকার দাস।
করুণা করিয়া পূর্ণ কর অভিলাষ।
আর কি বলিব মোর প্রিয় পরিবার।
নরহরি অনাথের কেহ নাহি আর।

পদকল্পতরু গ্রন্থে ভক্তগণের মহিমা বর্ণন স্থলে ঠাকুর নরহরি সরকার সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

ভূখণ্ডমণ্ডল মাঝে, তাহাতে শ্রীখণ্ড সাজে,
মধুমতী যাতে পরকাশ।

ঠাকুর গৌরাঙ্গ সঙ্গে, বিলসয় রাত্রি দিনে
নাম ধরে নরহরি দাস।
শ্রীরাধিকার সহচরী, রূপে গুণে আগোরি
মধুর মাধুরী অনুপাম।
অবনীতে অবতরি, পুরব আকৃতি ধরি
পূর্ণ কৈল চৈতন্যের কাম।
মধুমতী মধু দানে, ভাসাইলা ত্রিভুবনে
মত্ত কৈল গৌরাঙ্গ নাগর।
মাতিল নিত্যানন্দ, আর সব ভক্তবৃন্দ
বেদ বিধি পড়িল ফাপর॥
যোগ পথ কহে নাঞি, ভক্তিরে পরকাশ
[illegible] সহোদর।
[illegible] বিকাইল রাঙ্গা পায়
[illegible] প্রাণেশ্বর।

পদকল্পতরু ২৫ পল্লব ৭১২ শ্লোক।

এখন রঘুনন্দন [illegible] তিনি খড়দাতের শিখা ও ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা অনুবর্ত্তী ছিলেন [illegible] নরহরি কথা। রঘুনন্দনকে দেখা যায়। এই মহাত্মা বাল্যকালে [illegible] সমুদয় বৈষ্ণবগণ সমক্ষে মাল্য চন্দন পরাইয়া দিয়াছিলেন। সমুকে [illegible] সুত্র তুল্য বিবেচনা করিতেন। সাধারণের ধারণা ছিল যে তিনি কৃষ্ণাবতারে [illegible] প্রদ্যুম্ন ছিলেন। পরে গৌরলীলাতে রঘুনন্দন রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। যাহা হউক প্রভু এমন ক্ষমতাশালী ও চৈতন্যের অনুগৃহীত ছিলেন যে, অভিরাম গোস্বামী শ্রীখণ্ডে যাইয়া [illegible] সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমরা পদকল্পতরু হইতে [illegible] সংগ্রহ করিলাম।

প্রকট শ্রীখণ্ড বাসী [illegible] নাম শ্রীমুকুন্দ দাস,
ঘরে সেবা গোপীনাথ আমি।
গেলা কোন কার্য্য স্থলে, সেবা করিবার তরে,
শ্রীরঘুনন্দনে ডাকি আনি॥
ঘর আছে কৃষ্ণ সেবা, যত্ন করি খাওয়াইবা,
এত বলি মুকুন্দ চলিলা।
পিতার আদেশ পাঞা, সেবার সামগ্রী লৈয়া,
গোপীনাথের সমুখে আইলা॥
শ্রীরঘুনন্দন অতি, বয়ঃক্রম শিশুমতি,
খাও বলে কান্দিতে কান্দিতে।
কৃষ্ণ সে প্রেমের বশে, না রাখিয়া অবশেষে,
সকল খাইলা অলক্ষিতে॥

আসিয়া মুকুন্দ দাস, কহে বালকের-পাশ,
প্রসাদ নৈবেদ্য আন দেখি।
শিশু কহে বাপু শুন, সকলি খাইলা পুনঃ,
অবশেষ কিছুই না রাখি।
শুনি অপরূপ হেন, বিস্মিত হৃদয়ে পুনঃ,
আর দিন বালকে কহিয়া।
সেবা অনুমতি দিয়া, বাড়ীর বাহির হইয়া,
পুনঃ আসি-রহে লুকাইয়া।
শ্রীরঘুনন্দন অতি, হই চমকিত মতি,
[illegible]নীনাথে লাড়ু দিয়া কবে।
খাও [illegible] তর্দ্ধেক [illegible] হেন,
[illegible]
নন্দন [illegible]
নয়নে বারি
অদ্যাপি শ্রীখণ্ড পুরে, [illegible]
দেখে যত ভাগ্যবন্ত জনে।
অভিন্ন সদন যেই, শ্রীরঘুনন্দন সেই
এ উদ্ধব দাস রস ভণে॥

পদকল্পতরু ৪ [illegible] ক।

রঘুনন্দনের এই মহিমার কথা প্রচারিত হইলে অভিরাম গো[illegible] দেখি-বার জন্য শ্রীখণ্ড যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কোন ঘটনাবিশ্রুতঃ মুর[illegible] দেখা

---

* রঘুনন্দনের পিতা, নরহরি সরকারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ দাস, নবাব হুসেন [illegible] তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া চিকিৎসা করিতেন। বৈষ্ণবেরা বলিয়া থাকেন মুকুন্দ দাস মহাপ্র[illegible] করিতে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। পরে চৈতন্য দেবের আদেশে দারপরিগ্রহ [illegible] অধিক সন্ততি না হইবার বয়প্রার্থী হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর বরে এক মাত্র পু[illegible] বাস্তবিক এ কথাটিও সম্পূর্ণ ভুল; কারণ রঘুনন্দন ভিন্ন তাঁহার আরও তিনটি কন্যা জ[illegible]

অতো মুকুন্দদাসস্য রাজবৈদ্যস্য জাতবান্।
রঘুনন্দনদাসো যঃ কৃষ্ণসেবনতৎপরঃ॥
বৈষ্ণবো জগতি খ্যাতঃ কৃষ্ণপারিষদোপমঃ।
মালঞ্চকুলসম্ভূতকন্দর্পখানমূর্জ্জয়ঃ॥
অপরাঃ কন্যকাস্তিস্রো জাতা দত্তাঃ কুলোচিতম্।
পূর্ব্বা কেশবসেনায় খানকীয়ম্বুলাম্ভুবে॥
মধুসূদনসেনায় পরা মালঞ্চসম্ভবে।
বলভদ্রায় সেনায় মালঞ্চায় কনীয়সী॥

করিতে দিলেন না। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের আশা পূর্ণ করিতে রঘুনন্দন কুণ্ঠিত না হইয়া [illegible] অল্পদিনের মধ্যেই সাঙ্গ করিলেন। যথা—

[illegible] অতিরাম, [illegible]।
[illegible] ভূমিতে দিতে, শীঘ্র গ্রামেতে আসি।
[illegible] মুকুন্দ, [illegible], [illegible] রঘুনন্দন।
তাহাকে দেখিতে, চলিলা এথাতে আসি দেও দরশন।
[illegible] ধাঞা, [illegible], মুহুহু হুঙ্কার দিয়া।
[illegible] অতিরাম মোরা না দেখিয়া।
[illegible] নামে, [illegible]
[illegible] আসি।
দেখিয়া তাহারে, [illegible] দুই চারি পাঁচ সাতে।
রঘুনন্দনে, ধরি আলিঙ্গনে, [illegible]
[illegible] নেত্রে, [illegible],
[illegible]
[illegible] হইল ধ্বনি।
[illegible]
[illegible], বিবাদিত চিতে, [illegible]
[illegible]
[illegible]

—পদকল্পতরু ৪ শাখা ২৫ পল্লব ৭১৫ শ্লোক

[illegible] হইতে রঘু প্রাপ্ত হন, তাহা আজিও বৈষ্ণবেরা সমস্ত গৌরাঙ্গ গোস্বামিদিগকে [illegible] সর্ব্বাগ্রে তাঁহার বংশধরদিগকেই প্রদান করিয়া থাকেন। [illegible] ঠাকুর ও [illegible] কুল অবধি তদ্বংশী। ঠাকুর মহাশয়েরা [illegible] ব্যস্ত, বাল্য হইতে তাঁহাদিগকে গৌর নিত্য পরীক্ষা দিয়া আসিতেছেন। [illegible] পদে [illegible] ও "গোবিন্দ-লীলামৃত" রচয়িতা মদন চৌধুরীর প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণ [illegible] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহানন্দ, [illegible] ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। [illegible] শচীনন্দন ঠাকুর; রামগোপালের পুত্র পীতাম্বর এই [illegible] আপনার পরিচয় দিয়াছেন। পীতাম্বর-কৃত "[illegible]" [illegible] যথা,—"শ্রীশচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার। শ্রীখণ্ড মহান্ত [illegible] রাজাবের মহারাণী [illegible] তাঁহার স্বশুর কুলের কুলগুরু এই রঘুনন্দন [illegible]

[illegible] পাঠ করিয়া জানা গিয়াছে, রঘুনন্দনের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, তৎপুত্র [illegible] তৎসম্বন্ধে এইরূপ [illegible], যথা—

যঃ কামদেবোঽজনি কামদেবো
যস্যাসিনাপ্রাণিবনঃপ্রমোদী।

দধৌ হি কৃষ্ণপ্রিয়তাং নিতান্তং
মনোরমং রূপমপি প্রসিদ্ধম্।
অভাণি লোকৈরপ রায়ঠাকুরঃ
স বৈষ্ণবত্বেন জগৎপ্রতিষ্ঠিতঃ।
দয়ালুতাক্রান্তমনা-মুরদ্বিষো
দধৌ চ মন্ত্রং নিখিলাস্থ জাতিষু।

অমুষ্য যোষিদ্দ্বিতয়ে বভূবুঃ পঞ্চাত্মজাঃ সৎকুলশীলভাজঃ।
জ্যেষ্ঠাগ্রজোঽভূদ্ ভগবানদাসঃ কারুণ্যসিন্ধুঃ সুজনৈকবন্ধুঃ।
দ্বিতীয়পক্ষে তনয়া বভূবুশ্চত্বার এতেঽচ্যুতভক্তিযুক্তাঃ।
পূর্ব্বঞ্চ তত্রাজনি রামচন্দ্রস্ততোঽহভূৎ গোপীজনবল্লভোঽভূৎ।
ততোঽনু বৃন্দাবননামধেয় স্ততোঽশ্বনন্তোঽমিতকীর্ত্তয়ন্তে।
জাতাঃ সুতাঃ শ্রীভগবানঠা[illegible] স্বয়ং সুশীলা হরিভক্তিশালিনঃ।
তত্রাদিজঃ শ্রীরতিকান্তঠাকু[illegible]
ততো ঘনশ্যাম উদারচেষ্টঃ[illegible]
ত্রয়স্তনূজা রতিঠক্কুরস্য শ্রী[illegible]
আদ্যঃ ( শ্রী ) শচীনন্দন[illegible]
শ্রীপ্রাণবল্লভইতোঽশ্বত্থবিদ্বীতো বিখ্যাতকীর্ত্তিপ্রথিতচরিত[illegible]
অস্যানুজঃ সুচরিতঃ পরমাভিধেয়ো বিদ্বানভূৎ প্রিয়বচা অপি[illegible]
শচীনন্দনদাসস্য তনয়ৌ দ্বৌ বভূবতুঃ। আদ্যো মনোহরো দ[illegible]
শ্রীরাধাকৃষ্ণদাসোঽন্যো বিনয়েন বিভূষিতঃ। যাদবেন্দ্রস্য দাস[illegible]

[illegible] পৃষ্ঠা।

অথাস্য বংশীবদনস্য পুত্রো জাতৌ বিনোদঃ প্রথমোঽথ কানুঃ।
বিনোদদাসস্য চ ঠক্কুরস্য জাতৌ সুতৌ কেশবভক্তিযুক্তৌ।
প্রসাদদাসঃ প্রথমো বভূব ততোঽভবৎ শ্রীহরিরামদাসঃ।
প্রসাদঠক্কুরস্যৈতে জজ্ঞিরে তনয়াত্রয়ঃ। প্রথমঃ পবমানন্দঃ কেন[illegible]
হরিরামঠক্কুরস্যাভূন্মণিরামাভিধঃ সুতঃ। পুত্রঃ কানুঠক্কুরস্য বিখ্যা[illegible]

চন্দ্র[illegible]

মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক-কৃত চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থ পাঠ করিলে আ[illegible] কামদেব ও বংশীবদনের পর পুরুষে দৃষ্ট হয়; তাঁহারা সকলেই ম[illegible] সাময়িক ছিলেন। বাহুল্য ভয়ে আমরা আর তাঁহাদের নাম উল্লেখ ক[illegible] গণের বিরক্তিভাজন হইতে ইচ্ছা করি না।

দেখা গেল পদ্মদাস হইতে নরহরি সরকার ঠাকুর একাদশ [illegible]

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। চৈতন্য ১৪০৭ শকে (খৃঃ ১৪৮৫) নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। অতএব নবহরি খৃঃ ১৪৮৫ বা তাহার অব্যবহিত পরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পদ্মদাস তাহার দশ-পুরুষের ঊর্দ্ধতন লোক। অতএব প্রচলিত হিসাব অনুসারে প্রতিপুরুষ ৩০ বৎসর ধরিলেও তিন শত বৎসর হয়। এই হিসাবে পদ্মদাস ১১৮৫ খৃঃ মুসলমান রাজত্ব সংস্থাপনের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন এবং তৎকালীন গৌড়াধিপতি সেনবাজবংশীয়দের অধীন থাকিয়াই তিনি যুদ্ধসংক্রান্ত কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। এজন্য তাঁহার ব্যাখ্যাস্তে "সংগ্রামরঙ্গে হতবৈরিপক্ষো, গৌড়েশসেবার্জ্জিতপৌরুষশ্রীঃ" এই কথাগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে। বৈদ্যবংশীয় এই দাতা, বিনীত পুরুষের নাম ও বংশবৃত্তান্ত তাঁহাদের কুল গৌরব ও বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ এই বংশের বহুজন ভগবদ্ভক্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জগন্নাথ মল্লিকে ১৫৯৭ শকের (১৬৭৫ খৃঃ অঃ) সমসাময়িক লোক, এবং তৎকালে পদ্মদাস হইতে অষ্টাদশ পুরুষে অর্থাৎ মকুন্দ দাসের অধস্তন পুরুষে রাধাকৃষ্ণ, ভুবনীদাস, ভূ মজুমদার প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকায় মল্লিক মহোদয় তাঁহাদের নাম স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই প্রস্তাবে ১১৮৫ খৃঃ অঃ হইতে ১৬৭৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ শত বৎসরের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা গেল। আমরা যেমন এই মানসীয় বংশের [illegible], বিশেষতঃ পেলি নামা নবহরি সরকার ঠাকুর ও রঘুনন্দন ঠাকুরের বংশবৃত্তান্ত [illegible] বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে দুটি মহাপুরুষের জীবনের সামান্য ঘটনা [illegible] আনন্দবর্দ্ধনের প্রয়াস পাইয়াছি, তেমনি, শেষ হিন্দু রাজগণের সময় হইতে [illegible] বাদসাহের সমসাময়িক [illegible] বংশের, ধারাবাহিক বংশাবলী ও [illegible] করিয়া ইতিহাসানুসন্ধানকারগণের কৌতূহল যথাঞ্চিৎ নিবারণ করিতে [illegible] ছি।

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

—০—

# বৈজ্ঞানিক পরিভাষা।

## (চিকিৎসা-বিজ্ঞান)

[illegible] শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট কিছুদিন হইল আমি একখানি পুস্তক দেখিবার জন্য লইয়াছিলাম। পুস্তকখানি [illegible] বোধিনী সভার সম্পত্তি। পুস্তকের

টাইটেল পেজে ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্বাক্ষর রহিয়াছে। পুস্তকখানির নাম A Vocabulary of the Names of the various parts of the Human Body and of Medical and Technical Terms in English, Arabic, Persian, Hindee and Sanscrit for the use of the Members of the Medical Department in India. গ্রন্থের সঙ্কলন-কর্ত্তা Peter Breton, Surgeon in the Service of the Hon'ble East India Company and Superintendent of the Native Medical Institution. পুস্তকখানি ১৮২৫ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট লিথোগ্রাফিক যন্ত্রে মুদ্রিত। তদানীন্তন মেডিকাল বোর্ডের সভাপতি ও মেম্বরগণকে গ্রন্থখানি উৎসর্গ করা হইয়াছে।

স্থানীয় ইংরাজ ও দেশীয় চিকিৎসকগণের সাহায্যের জন্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানঘটিত বিবিধ পারিভাষিক শব্দের তালিকা গ্রন্থমধ্যে সঙ্কলিত হইয়াছে। পাঁচটি কলমে পারিভাষিক শব্দগুলি সজ্জিত হইয়াছে। প্রথমে ইংরাজী শব্দ, তৎপরে আরবী, পারসী, হিন্দী ও সংস্কৃত প্রতিশব্দ পর পর সাজান আছে। পুস্তকখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত; প্র[illegible]লিখা ইংরাজী হরপে, দ্বিতীয় ভাগে নাগর অক্ষরে ও তৃতীয় ভাগে পারস[illegible]ফে মুদ্রিত। সংস্কৃত শব্দ সঙ্কলনের জন্য সংগ্রহকর্ত্তা নিম্নলিখি[illegible]গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছেন।

Wilson's Sanscrit Dictionary

Chikitsa. Practice of Physic

Soosrut.

Nidans, Pathology.

Bhao Prikash, Revealor of Thoughts.

সঙ্কলনকর্ত্তা পরিভাষা সঙ্কলনের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন; [illegible]সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ সঙ্কলনের পর [illegible]যে পরিমাণ উন্নতি ও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এত নূতন নূতন শব্দ বিজ্ঞা[illegible]ভ করিয়াছে, ও পুরাতন শব্দের অর্থ বিকার ঘটিয়াছে, যে এই তালিকা এক[illegible]ই অসম্পূর্ণ সন্দেহ নাই। তথাপি এত বড় বিস্তৃত পরিভাষা আর কো[illegible]খ নাই। একালেও চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর ও চিকিৎসা-গ্রন্থ-লেখকগ[illegible]বে বিবেচনায় ইংরাজী পারিভাষিক শব্দগুলি ও তাহার সংস্কৃত প্রতিশব্দগু[illegible]ত করিয়া দিলাম। যথাদৃষ্ট উদ্ধৃত হইল, কোনরূপ সংশোধন করিলাম না[illegible]

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা[illegible]

## *Parts of the Body.*

| | |
|---|---|
| Body | গাত্র, দেহ, শরীর |
| Skeleton | অস্থিপঞ্জর |
| Member | অঙ্গ, অবয়ব |
| Joint | গ্রন্থি, সন্ধি |
| Bone | অস্থি |
| Marrow | মজ্জা, মজ্জন্ |
| Cartilage<br>Gristle | কূর্চ্চা |
| Sinew<br>Tendon | শিরা |
| Ligament | [illegible]কূর্চ |
| Nerve | [illegible] |
| Gland | [illegible]পিণ্ড |
| Secre[illegible] | রস |
| Mem[illegible] | সূক্ষ্ম ত্বক্ |
| Blood [illegible] | রক্তবাহিনী |
| Vein [illegible] | শিরা |
| Art[illegible] | বায়ুবাহিনী, ধমনী |
| Pul[illegible] | নাড়ী |
| Ex[illegible]t | শ্রোতপথ |
| Fl[illegible] | মাংস |
| Muscle[illegible] | মাংসপেশী, স্নায়ু |
| Fiber[illegible] | তন্তু, |
| S[illegible] | ত্বক্ |
| [illegible] | রোমকূপ |
| S[illegible] | স্বেদ |
| [illegible] | কেশ |
| [illegible] | শিরস্ |
| Sk[illegible] | খর্পর |
| Sutu[illegible] | সেবনী |

| | |
|---|---|
| Brain | মস্তুলুঙ্গ |
| Forehead | ভাল, ললাট |
| Eyebrow | ভ্রূ |
| Eyelid | পক্ষ্ম |
| Eyelash | পক্ষ্ম |
| Eye | নয়ন, নেত্র, অক্ষি |
| Inner Canthus | [illegible] |
| Outer Canthus | অপাঙ্গ |
| Pupil of the Eye | তারানিকা |
| White of the Eye | নেত্র শ্বেততারা |
| Socket of the Eye | অক্ষিকোষ |
| Tear | অশ্রু |
| Rheum of the Eye | নেত্র মল |
| Temple | শঙ্খ |
| Ear | কর্ণ, শ্রবণ |
| Tip of the Ear | কর্ণপালি |
| Earwax | কর্ণমল |
| Nose | নাসা, নাসিকা |
| Nostril | নাসারন্ধ্র |
| Mucus of the Nose | নাসিকামল |
| Face | আনন |
| Cheek | কপোল |
| Lip | ওষ্ঠ |
| Mouth | মুখ |
| Saliva | [illegible] |
| Jaw | হনু |
| Upper Jaw | ঊর্দ্ধ হনু |
| Lower Jaw | অধোহনু |
| Gum | দন্তবেষ্ট |
| Alveoli | দন্তমূল |
| Tooth | দন্ত, দশন, রদন |
| Tongue | রসনা, জিহ্বা |

| | |
|---|---|
| Beard | শ্মশ্রু |
| Chin | চিবুক |
| Neck | গ্রীবা |
| Nape of the Neck | অবটু |
| Shoulder | স্কন্ধ |
| Clavicle | জত্রু |
| Arm | বাহু |
| Upper Arm | ভুজ, প্রগণ্ড |
| Lower Arm | প্রকোষ্ঠ |
| Armpit | কক্ষ |
| Elbow | কফোনি |
| Wrist | মণিবন্ধ |
| Hand | হস্ত, কর |
| Right Hand | দক্ষিণ হস্ত |
| Left Hand | বাম হস্ত |
| Palm of the Hand | হস্ততল |
| Back of the Hand | হস্তপৃষ্ঠ |
| Fist | মুষ্টি |
| Finger | অঙ্গুলি |
| Thumb | অঙ্গুষ্ঠ |
| Fore Finger | তর্জ্জনী |
| Middle Finger | মধ্যমা |
| Ring Finger | অনামিকা |
| Little Finger | কনিষ্ঠিকা |
| Tip of the Finger | অঙ্গুল্যগ্র |
| Knuckle | অঙ্গুলিসন্ধি |
| Nail | নখ |
| Throat | কণ্ঠ |
| Palate | তালু |
| Tonsil | — |
| Uvula | প্রতিজিহ্বা |
| Phlegm | কফ |

| | |
|---|---|
| Wind pipe / Trachea | কণ্ঠ, ঘণ্টিকা |
| Lungs | ফুস্‌ফুস |
| Breath | শ্বাস |
| Heart | হৃদ্ |
| Pericardium | হৃদাশয় |
| Blood | রক্ত |
| Diaphragm | — |
| Peritoneum | — |
| Liver | যকৃৎ |
| Gall-bladder | পিত্তাশয় |
| Bile | পিত্ত |
| Spleen | [illegible] |
| Oesophagus | |
| Gullet | |
| Stomach | |
| Chyme | |
| Chyle | |
| Fat | |
| Intestine | |
| Excrement | |
| Humour | |
| Bladder | |
| Urine | |
| Womb | |
| Menses | |
| Foetus | |
| Placenta | |
| Navelstring | |
| Back | পৃষ্ঠ |

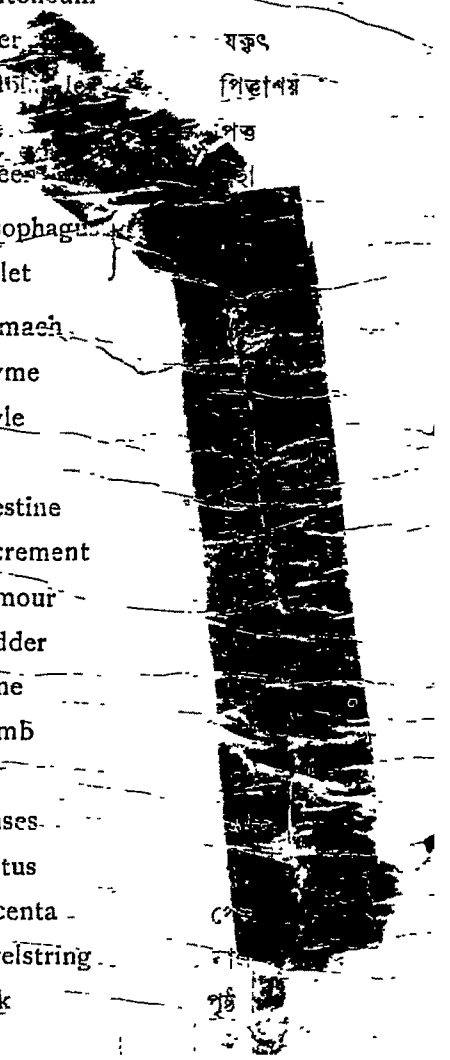

| | |
|---|---|
| Backbone / Spine | পৃষ্ঠবংশ |
| Crest | উরস্ |
| Breast | উরোজ, কুচ |
| Nipple | চুচুক |
| Milk | পয়ঃ |
| Side | পার্শ্ব |
| Rib | পার্শ্বাস্থি |
| Loins | কটি |
| Belly | উদর |
| Navel | নাভি |
| Hip | কট |
| Buttocks | [illegible]গাথ |
| Penis | [illegible]লিঙ্গ, শিশ্ন |
| Urethra | [illegible]ত্রদ্বার, মূত্রপ্রবাহিণী |
| Scrotum | [illegible]ণ্ডকোষ |
| Testicle | অণ্ড |
| Groin | [illegible]বঙ্ক্ষণ |
| Thigh | [illegible]থ |
| Knee | [illegible] |
| Knee-pan | [illegible]কিনী |
| Leg | জঙ্ঘা |
| Calf | [illegible]g পিণ্ডলী |
| Tendon | [illegible]c- পিণ্ডলী শিরা |
| Ankle | ঘুণ্টক, ঘুণ্টিকা, গুল্‌ফ |
| Instep | পিচণ্ডিকা |
| Foot | পাদ |
| Toe | পাদাঙ্গুলি |
| Great Toe | পাদাঙ্গুষ্ঠ |
| Heel | পাদমূল, পার্ষ্ণি |
| Sole of the Foot | পাদতল |

*Accidents of the Body.*

| | |
|---|---|
| Grey Hair | শ্বেতকেশ, পলিত |
| Curling Hair | কুটিল কেশ |
| Baldness | চন্দিল |
| Scurf | দারুণক |
| Blindness | দৃষ্টিলুপ্ত, অন্ধত্ব |
| Squinting | বক্র দৃষ্টি |
| Deafness | বধিরত্ব |
| Stammering | স্খলিতবাক্ |
| Dumbness | মূকত্ব |
| Slenderness | সূক্ষ্মাবদ্ধ |
| Fatness | স্থূলত্ব, তুন্দিলত্ব |
| Leanness | দুর্ব্বলত্ব |
| Soundness | অরোগতা |
| Tallness | দীর্ঘতা |
| Lowness | খর্কতা, লঘুত্ব |
| Humpback | কুব্জতা |
| Lameness | খঞ্জতা |
| Sleep | নিদ্রা |
| Dream | স্বপ্ন |
| Watching | জাগরণ |
| Digestion | জীর্ণ, পচন, পাক |
| Hunger | ক্ষুধা |
| Thirst | পিপাসা, তৃষ্ণা |
| Voice | স্বন, শব্দ |
| Speech | বচন, বাক্ |
| Wrinkle | বলী |
| Wart | মাংসবৃদ্ধি |
| Sneezing | ছিক্কা |
| Tingling sensation felt when a limb is asleep | ঝিঁঝিনী |

| | |
|---|---|
| Pregnancy | গর্ভাধান |
| Childhood | বালত্ব |
| Adolescence | যুবত্ব |
| Old age | বৃদ্ধত্ব |
| Yawning | জম্ভা |
| Stretching of the Limbs | অঙ্গমোটন |

*Diseases.*

| | |
|---|---|
| Sickness | রোগ, আময় |
| Pain | ব্যথা |
| Symptom | লক্ষণ |
| Diagnosis | |
| Inflammation | দাহ |
| Weakness | নির্ব্বলতা, বলহীনতা, বলক্ষয় |
| Bruise | ঘাত |
| Wound | ব্রণ |
| Sore | ক্ষত |
| Swelling | স্ফথু, সোথ |
| Boil | স্ফোট, স্ফোটক |
| Throbbing of a boil | স্ফোট, স্ফুরণ |
| Empyema | বিদ্রধি |
| Pus / Matter | পূব |
| Granulation | মাংসাঙ্কুর |
| Healing of a Wound | ব্রণপূর্ত্তি |
| Scab | পর্পটী |
| Scar | কিণ, ব্রণচিহ্ন |
| Pimple | পামা |
| Prickly Heat | ক্ষুদ্র স্ফোট |
| Itch | পামা, কণ্ডূতি |
| Pustule | বটী |
| Blister | স্ফোট |
| Small Pox | মসূরিকা, বাসন্তিকা |
| Measles | পনসিকা |
| Pox / Lues | উপদংশ |
| Chancre | শিশ্ন বিস্ফোট |
| Bubo | বিস্ফোট |
| Gangrene | অলসীন |
| Fistula | নাড়ীব্রণ |
| Leprosy | |
| Elephantiasis | |
| Gout | |
| Rheumatism | |
| Acute Rheumatism | |
| Dislocation / Laxation | |
| Fracture | |
| Ringworm | |
| Guinea worm | |
| Maggots | |
| Plague | |
| Sudden Death | |
| Fever | |
| Ardent Fever | |
| Delirium | |
| Horripilation | |
| Hectic Fever | |
| Intermittent | |

| | |
|---|---|
| Ague | শীতজ্বর |
| Quotidian | আহ্নিক জ্বর |
| Tertian | তৃতীয় জ্বর |
| Quartan | চাতুর্থিক জ্বর |
| Accession of Fever | জ্বরাগম |
| Paroxysm | জ্বরকাল |
| Crisis | জ্বরমুক্তি |
| Headache | শিরোরুজ |
| Hemicrania | অর্দ্ধকপালী |
| Vertigo | ভ্রমণী |
| Lethargy | নিদ্রালু |
| Madness | উন্মাদ |
| Epilepsy | অপস্মার |
| Apoplexy | অঙ্গবিকৃতি |
| Stroke | সূর্য্যকিরণ |
| Pals | পীতাঙ্গ |
| Hei | অর্দ্দাল |
| Dis | |
| Fa | অর্দ্দিত |
| Stro ind | বাতাঘাত |
| Nigl | দুঃস্বপ্ন |
| Tet | ধনুষ্টঙ্কার, ধনুস্তম্ভ |
| Cm os | অন্তরায়াম |
| Opistho | বাহ্যায়াম |
| Trism | দন্তলগ্ন |
| Spa m | অঙ্গগ্রহ |
| Torpo | বিসংজ্ঞ |
| Nu r ss | শূন্য |
| Hy phalus | শিরোগত জল |
| Cor | প্রতিশ্যায় |
| Cata | |

| | |
|---|---|
| Scald Head | অরুংষিকা |
| Ophthalmia | অর্ব্বুদ |
| Sty in the Eye | গুহাঞ্জনী |
| Film | শুক্লা |
| Pterygion / Hair in the Eye | লোহিতার্ম |
| Cataract | মৌক্তিক বিন্দু |
| Gutta Serena / Amaurosis | তিমির, বজ্জলবিন্দু / কাচ |
| Nyctalopia / Night blindness | রাত্র্যন্ধ |
| Dysopia Luminis / Day-blindness | দিনান্ধ |
| Lippitudo / Blear-eyedness | ক্লিন্নাক্ষ |
| Polypus of the Nose | নাসিকার্শ |
| Bleeding of the Nose | নকৃসীর (?) |
| Tothache | দন্তপীড়া |
| Gumboil | দ্বিজস্রাব |
| Harelip | খণ্ডোষ্ঠত্ব |
| Hoarseness | স্বরভেদ |
| Sorethroat | গলপীড়া |
| Thrush | — |
| Bronchocele / Goitre | গলগণ্ড |
| Scrofula | কণ্ঠমালা |
| Plethora | অতিরক্ত |
| Haemorrhage | রক্তপ্রবাহ |
| Asthma | শঙ্কা, কাশশ্বাস |
| Consumption | ক্ষয় |
| Cough | কাশ |

| | |
|---|---|
| Palpitation | হৃৎকম্পন |
| Fainting | মূর্চ্ছা |
| Pleurisy | পার্শ্বশূল |
| Liver | যকৃৎপীড়া |
| Obstruction of the Liver | যকৃৎ বিবন্ধ |
| Jaundice | কামলা, কমলরুগ্, পাণ্ডুরোগ |
| Spleen | প্লীহোদর |
| Anasarca | জলোক্বরণ |
| Dropsy | জলোদর |
| Hydrothorax | উরোগতজল |
| Diarrhœa / Looseness | অতিসার |
| Dysentery / Bloody Flux | রক্তাতিসার |
| Tenesmus | শূল |
| Costiveness | অনাহ, কোষ্ঠ বন্ধ |
| Indigestion | অজীর্ণ |
| Eructation | বায়ুদ্গার |
| Vomiting | বমন, ছর্দ্দি |
| Borborygmi | আধ্মাত |
| Cholera Morbus | বিসূচিকা |
| Hiccough / Hiccup | হিক্কা |
| Boulimus / Voracious appetite | ভস্মক |
| Nedyusa / Excessive Thirst | তৃষ্ণা |
| Flatulence | উদাবর্ত্ত, বায়ুগম |
| Cholic | বাতশূল |
| Flatulent Cholic | বাতগুল্ম |
| Worms | কৃমিরোগ |
| Lumbrice | বর্ত্তুল-কৃমি |
| Tape Worm / Tænia | দীর্ঘকৃমি |
| Ascarides | ক্ষুদ্রকৃমি |
| Piles | অর্শ, অর্শস্ |
| Fistula in Ano | ভগন্দর |
| Prolapsus Ani | গুদভ্রংশ |
| Diabetes | মধুমেহ |
| Gravel | [illegible]রী |
| Stone | |
| Strangury | |
| Difficuty in void Urine | |
| Gonorrhœa | |
| Ardor Urinæ | |
| Stricture of the Urethra | |
| Rupture / Hernia | |
| Hydrocele | |
| Prolapsus Uteri | |
| Menorrhagia | |
| Abortion | গ[illegible] |
| Coin of the Foot | গে[illegible] |
| Chilblain | বি[illegible] |
| Sickness at Stomach | [illegible] |

*Qualities.*

| | |
|---|---|
| Depillatory | লোমপাতন, লোমাপহারক |
| Rubefacient | লোহিতকর |
| Caustic | ক্ষারকর্ম্মণ |
| Cautery | দাহব, অগ্নিকর্ম্মণ |
| Vesicant | স্ফোটকারী |
| Suppurative | শোথপক্বকারী |
| Detergent | বিস্রাবণ, ব্রণশুদ্ধিকর |
| Digestive | ভ্রাম্নোহনকর, মাংসাদুবকারী |
| Epulotic | গর্পটীকর |
| Cicatrisant | |
| Repellent | স্তম্ভনকর |
| Discutient | শোথঘ্নী |
| Rubefacient | শিথিলকারী |
| Sudorific | স্বেদকারী |
| Emollient | আর্দ্রীকরণ |
| Diuretic | মূত্রল |
| Lithontriptic | অশ্মরীচূর্ণক |
| Deobstruent | রন্ধ্রী |
| Refrigerant | শীতলকর |
| Exhilarant | হর্ষকর |
| Inebriant | মাদক |
| Narcotic | শূন্যকারক |
| Sedative | প্রহ্লাদন |
| Hypnotic | নিদ্রাকারী |
| Anodyne | |
| Soporific | |
| Expectorant | শ্লেষ্মঘ্ন |
| Emetic | বামক |
| Mucilaginous | পিচ্ছিল |
| Laxative | মৃদুভেদক |
| Cathartic | ভেদক, রেচক |
| Cholagogue | পিত্তভেদক |
| Anthelmintic / Vermifuge | কৃমিঘ্ন |
| Errhine / Sternutatory | ছিক্কাকারী |
| Exciter of Thirst | তৃট্‌কর, তৃষাকারী |
| Aromatic | ঔষধসুগন্ধি |
| Carminative | বায়ুনাশক |
| Promoter of Appetite | ক্ষুধাকারী |
| Condiments | উপস্কর, উষ্ণদ্রব্য |
| Stomachic / Digestive | পাচক, পাচন |
| Coagulent | সংযমনকর |
| Astringent | কোষ্ঠবন্ধক |
| Styptic | রক্তস্তম্ভক |
| Corroborant | বলপ্রদ |
| Cephalic | শিরোবলদ |
| Cardiac | হৃদ্‌বলদ |
| Hepatic | যকৃদ্‌বলদ |
| Tonic | পক্বাশয় বলদ |
| Poison | গরল |
| Antidote | বিষঘ্ন |
| Aphrodisiac | বাজীকরণ |

*Forms of Remedies.*

| | |
|---|---|
| Cosmetic / Lotion | অভ্যঞ্জন |
| Anointing with Oil | তৈলমর্দ্দন |
| Liniment / Embrocation | মেহন |

| | |
|---|---|
| Besmearing, Plastering | লিপ্তি |
| Poultice, Cataplasm | লোপ্ত্রী |
| Warm Bath | রোগিস্থিতে উষ্ণজল |
| Vapor Bath | সর্ব্বাঙ্গস্বেদ |
| Fumigation | ধূপন |
| Fomentation | আস্থেক্যন |
| Pediluvium | পাদপ্রক্ষালন |
| Collyrium | অঞ্জন |
| Smelling Medicines | আঘ্রাণৌষধ |
| Fluid Scent, Perfume | আঘ্রাণার্থসুগন্ধৌষধ |
| Errhine, Sternutatory | নস্য, নস্যকর্ম্ম |
| Dentifrice | প্রতিসারণ |
| Gargarism | গণ্ডূষ |
| Rinsing the Mouth | আচমন |
| Powder | চূর্ণ |
| Compound Powder | মিশ্রিত চূর্ণ |
| Pill | বটিকা |
| Lozenge | মুখবর্ত্তিকা |
| Solution | কষায় |
| Infusion | শীত কষায় |
| Decoction | ক্বাথ |
| Drink | পেয় |
| Electuary | আলেহ্য |
| Confection | মোদক |
| Vehicle | অনুপান |
| Succedaneum | প্রতিনিধি |
| Dose | মাত্রা, পরিমাণ |
| Diet | পথ্য |

| | |
|---|---|
| Abstinence | সংযম |
| Fasting | উপবাস, উপবস্ত |
| Seton | বর্ত্তি |
| Ointment | আলেপ |
| Sprinkling Powder on Ulcers | ব্রণসেচন চূর্ণ |
| Suppository, Plug | স্থাপক |
| Pessary, Tampon | উত্থাপক |
| Boujie | মূত্রবন্ধাপহারিণী শলাকা |
| Injection for the Urethra | [illegible]পক |
| Enema | |
| Glyster | |
| Caustic | |
| Cautery | |
| Blood Letting | |
| Cupping | [illegible] ক্রিয়া |
| Applying Leeches | |
| Setting a Fracture | |
| *Instruments a[illegible]* | |
| Instrument | |
| Lancet | |
| Razor | |
| Scalpel | |
| Amputating Knife | |
| Tenaculum | |
| Scissors | [illegible] |
| Forceps, Tongs | [illegible] |
| Gum Lancet | [illegible] |

| | |
|---|---|
| Tooth Instrument | দন্তশঙ্কু |
| Tweezers | সন্দংশিকা |
| Saiv | কবপত্র |
| Probe | এষণী শলাকা |
| Cauterizing Iron | তপ্তায়স্ |
| Trocar | ব্রতাগ্র |
| Canula | নাড়ী |
| Cupping Glass | শৃঙ্গী, তুণী |
| Scarificator | ছেদনী, লেখনী |
| Catheter | — |
| Penis Syringe | মেঢ্রবস্তি |
| Clyster Syringe | গুদ বস্তি |
| File | উখ |
| Funnel | — |
| Spoon | দর্ব্বী |
| Mortar | খল |
| Pestle | মুষল |
| Pillcutter | বন্ধনী |
| Lancet | — |
| Director | স্থূলপট্টিকা |
| Probe | স্নেহপট্টিকা |
| Spatula | দ্রবপট্টিকা |
| Bandage | পট্টিকা |
| Plaster | খণ্ডপট্টিকা |
| Lint | তূল |
| Cotton | মৃদুবস্ত্র |
| Splint | কাষ্ঠময় পত্রক |
| Leech | জলৌকা |
| Box of Medicine | পুটিকা |
| Medicine Chest | ঔষধমঞ্জুষা |
| Scales | তুলা |
| Weight | প্রমাণ |
| Bathing Tub | দ্রোণী |
| Sponge | — |

## *General Terms.*

| | |
|---|---|
| Technical | সংজ্ঞা, পারিভাষিক |
| Philosophy | প্রজ্ঞান, বিজ্ঞান |
| Optics | দৃষ্টিবিদ্যা |
| Rays of Light | কিরণ |
| Refraction | প্রতিভা |
| Inversion | অধোস্তিরস্থা |
| Focus | কিরণসমাহার |
| Convexity | বহির্বর্ত্তুলত্ব |
| Concavity | অন্তর্বর্ত্তুলত্ব |
| Electricity | গুণতৃণমণি, তুণ মণিভাব |
| Attraction | আকর্ষ |
| Repulsion | পূর্ব্বকর্ষ, বিকর্ষ |
| Magnet | চুম্বক প্রস্তর |
| [illegible] | চুম্বকপ্রস্তরস্বভাব |
| Elasticity | সঙ্কোচপ্রসারিত্ব |
| Elastic | সঙ্কোচপ্রসারিবৃক্ত |
| Tenacity | নির্ঘাস |
| Ductility | পরিকর্ষ |
| Experiment | পরীক্ষা |
| Theory | ভাবতা |
| Practice | অভ্যাস |
| Science of Medicine | বৈদ্যবিদ্যা |
| Practice of Physic | বৈদ্যবৃত্তি |
| Physician | ভিষক্, বৈদ্য |
| Pharmacy | ঔষধকল্পনা |
| Apothecary | ঔষধ্যকরী |
| Materia Medica | রোগনিবর্হণ |

| | |
|---|---|
| Pharamacopœia | ভৈষজ্যকল্পনাবিধি |
| Prescription | ঔষধপত্র |
| Simple | অমিশ্রিত |
| Compound | মিশ্রিত |
| Quality | ঔষধস্বভাব |
| Property | ভৈষজ্যগুণ |
| Anatomy | শরীরব্যবচ্ছেদ বিদ্যা |
| Structure of the Human Body | শরীরসংগ্রহ |
| Hermaphrodite | ক্লীব, নপুংসক |
| Circulation of the Blood | রুধিরাভিসরণ |
| Physiology | শরীরক্ষত্র |
| Pathology | নিদান, রোগাভিজ্ঞান |
| Science of Surgery | শস্ত্রবিদ্যা |
| Surgeon | বৈদ্য |
| Surgery, Operation | শস্ত্রক্রিয়া |
| Oculist | নেত্রবৈদ্য |
| Midwifery | গর্ভাবেক্ষণ |
| Midwife | ধাত্রী |
| Chemistry | রসায়ন |
| Analysis | অনুক্রমচর্চ্চা |
| An Element | বস্তু |
| Sublimation | — |
| Essence | সারি |
| Condensation | গাঢ়ভবন |
| Evaporation | শুষ্ককরণ |
| Menstruum, Solvent | পুট, দ্রাবক |

| | |
|---|---|
| Solution | দ্রবিত |
| Sediment | ক্লেদ কীট |
| Fermentation | কিণ্বন |
| Froth | ফেন |
| Putrefaction | সড়ন |
| Mould | — |
| Crystallization | — |
| Coagulation | সংগমন |
| Solid | স্রাবী, সংযমিত |
| Fluid | স্রাবী |
| Distillation | [illegible] |
| Still, Alembic | |
| Retort | |
| Receiver | |
| Tube | নলী |
| Furnace | |
| Crucible | |
| Fusion | |
| Homogeneity | |
| Heterogeneity | |
| Cause and Effect | |
| Analogy | |
| Anomaly | |
| A Specific | |
| Definition | লক্ষণ |
| Volition | ইচ্ছা, |
| Sensibility | স্পর্শজ্ঞান |
| Mobility | জঙ্গমত্ব |
| Systole, Contraction | সঙ্কোচ |

| | |
|---|---|
| Diastole<br>Dilatation | প্রসার |
| Collapse | সম্মেলন |
| Vacuum | — |

*The Four Elements.*

| | |
|---|---|
| Fire | তেজ |
| Air | বায়ু |
| Water | অপ্ |
| Earth | পৃথিবী |

*The Three Kingdoms.*

| | |
|---|---|
| Mineral | ধাত্বাদি |
| Vegetable | উদ্ভিদ্ |
| Animal | জন্তু |

*The Five Senses.*

| | |
|---|---|
| Sight | দৃষ্টি |
| Hearing | শ্রবণ |
| Smell | আঘ্রাণ |
| Touch | স্পর্শ |
| Taste | আস্বাদ |

*The Six Tastes.*

| | |
|---|---|
| Sweetness | মিষ্টতা |
| Sourness | অম্লতা |
| Saltness | লবণতা |
| Bitterness | তিক্ততা |
| Astringency | কষায়তা |
| Pungency | কটুতা |

—০—

# একখানি প্রাচীন দলীল।

[illegible] একখানি দলীলের প্রতিলিপি প্রকাশ করা গেল। দলীলের তারিখ সন ১১২৫ সাল, ১১ই ফাল্গুন। দলীলের মর্ম্ম এইরূপ। জয়পুরের মহারাজ সেওয়াই জয়সিংহের সভায় কয়েকজন দেশীয় বৈষ্ণবের সহিত তদ্দেশীয় পণ্ডিতদের ধর্ম্মসংক্রান্ত বিচার হয়। স্বকীয়া ভজন ও পরকীয়া ভজন ইহার মধ্যে কোন্‌টা প্রশস্ত তাহাই বিচারের বিষয়। পশ্চিম-দেশীয় পণ্ডিতেরা স্বকীয়ার পক্ষপাতী ও বঙ্গদেশীয়েরা পরকীয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। [illegible] পণ্ডিতেরা পরাজয় স্বীকার করেন। পরে তাঁহাদের অনুরোধে মহারাজ জয়সিংহ [illegible] সভাস্থ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্যকে বাঙ্গালা দেশে প্রেরণ করেন। বাঙ্গালা পণ্ডিতেরা তাঁহার সঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান আচার্য্য-

গণকে আহ্বান করিয়া বিচারার্থ উপস্থিত হন। নবাব জাফর খাঁ (মুর্শিদ কুলি খাঁ) বাঙ্গালার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা। তাঁহার অনুমতিক্রমে, সম্ভবতঃ তাঁহার নিয়োগক্রমে, এই বিচার হয়। এই বিচারে পরকীয়ামতাবলম্বী বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরা জয়লাভ করেন। এই জয় লাভের পর যে সকল বাঙ্গালী পণ্ডিত পশ্চিমে পরাজিত হইয়া স্বকীয়া মত অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গালার পরকীয়াবাদী বৈষ্ণবগণের পঞ্চ পরিবার হইতে খারিজ হইয়া এই ইস্তফা পত্র লিখিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

দলীলের সাক্ষিগণের মধ্যে বিভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব্যতীত কয়েকজন মুসলমান রাজকর্ম্মচারীর নাম আছে। সম্ভবতঃ ইহাঁরা নবাবের নিযুক্ত। দলীলে নবাবের ও নবাব কর্ম্মচারীদের মোহর-স্বাক্ষর প্রভৃতি যথারীতি বর্ত্তমান। ডাহাপাড়া প্রভৃতি স্থান মুর্শিদাবাদের সমীপবর্ত্তী; ইহাতে বোধ হয় মুর্শিদাবাদে নবাব দরবারে [illegible] হইয়াছিল। শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধর রাধামোহন ঠাকুর বাঙ্গালী পক্ষের অধ্যক্ষ [illegible]

এই রাধামোহন ঠাকুর বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত। ইনি পদামৃত [illegible] সঙ্কলনকর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত। মুর্শিদাবাদ জেলা কান্দি সবডিবিশনের অন্তর্গত [illegible] ইঁহার নিবাস ছিল। সেই গ্রামে তাঁহার বংশীয়েরা অদ্যাপি বাস করিতেছেন [illegible]

আমার বন্ধু টেঁয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল গুপ্তের নিকট প্রথমে [illegible] কথা শুনিতে পাই। মূল দলীলখানি রাধামোহন ঠাকুরের বংশধরগণের [illegible] হাটি গ্রামেই বর্ত্তমান ছিল। কিছুদিন পূর্ব্বেও ঐ দলীলখানি সেই স্থানে [illegible] ছি; সম্প্রতি আমি ঠাকুর মহাশয়গণের বাটী অনুসন্ধান করিয়া এ পর্য্যন্ত [illegible] ই। মালিহাটির নিকটবর্ত্তী টেঁয়া গ্রাম নিবাসী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নিত [illegible] ায় মহাশয়ের নিকট মূল দলীলের প্রতিলিপি বর্ত্তমান আছে শুনিয়া তাঁ [illegible] তে সেই প্রতিলিপি আনাইয়াছিলাম। সেই প্রতিলিপি মূল দলীল [illegible] য়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল এইরূপ শুনিয়াছি। এ স্থলে [illegible] রই অবিকল নকল প্রকাশিত হইল। এই প্রতিলিপি বর্ণাশুদ্ধিতে পরিপূর্ণ; [illegible] প-কারেরই অজ্ঞতা হইতে এই বর্ণাশুদ্ধির উৎপত্তি। ঐ সকল বর্ণাশুদ্ধি [illegible] ষ্টা করিলাম না।

ঐ বিচারসভায় রাধামোহন ঠাকুরের সহিত তাঁহার শিষ্য টেঁয়া নিবাসী [illegible] সেন ও কৃষ্ণকান্ত মজুমদার উপস্থিত ছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। [illegible] র ব্যক্তি পদকল্পতরুর সঙ্কলনকর্ত্তা, ও ঐ গ্রন্থে তাঁহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণবদা [illegible] নামে পরিচিত করিয়াছেন। স্থানীয় প্রবাদ যে দলীলে লিখিত বিচারের সময় ঠাকুরের প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম ছিল।

মূল দলীলখানি চেষ্টা করিয়াও অদ্যাপি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। [illegible] এখানে প্রকাশিত হইল, উহার যাথার্থ্যে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না।

—সকল গ্রন্থ-বিচার করিয়া সকিয়া ধর্ম্ম প্রধান করিয়াছিলা সকলে কহিলেন সকিয়াধর্ম্ম স্থাহি শ্রীশ্রী৺ স্থানে সকীয়াধর্ম্ম প্রকাশ করিবেন এবং আমাদির্গে কহিলেন তোমরাহ সকীয়া-ধর্ম্ম জাজন করহ এবং নতুবা বিচার করহ তাহাতে দেব প্রণিত বিচারে সকীয়া স্থাহি করিলেন আমরা পরকিয়ামৎ সিদ্ধান্ত বিচার না করিয়া সকীয়ায় দস্তখত করিয়াছিলাম পরে আমরা কহিলাম গৌর দেশে শ্রীশ্রী৺ প্রভুর পাদাঙ্কীত স্থান সেখানে শ্রীশ্রী৺ ভাগবত সাস্তি আছেন এবং সভাসতস্থান আছেন তাহারা মহাপাধ্যয়-বিচার হইবেক গোড়ে পরকিয়া ধর্ম্মের অধিকারী তাহারা সকীয়াধর্ম্ম লবে কেন এখানে জেমৎ সভাসদ হইল গৌরদেশে অনেক সভাসত আ[illegible]ভাসদ এক পণ্ডিত ও এক মনস্থোপদার জায়[illegible]ন করিয়া আইসে তাহাতে সর্ব্বসনমৎ মতে শ্রীযুক্ত[illegible]কীয়া—পরকীয়া বিভিন্ন করিলেন তিহেঁ। দিগবিজয় মহারাজার সভা হইতে[illegible]আনীয়া এবং এক মনস্থোবদ্রার সহিত প্রেয়াগ ও কাশী হইয়া আইলাম [illegible]কীআঅ দস্তখত করিয়া দিলেন পরে গৌড়দেশে আসীয়া গোস্বামীগণ এবং[illegible]মহান্তসাখাগণ জে জে স্থানে আছেন সর্ব্বত্রে অনেক বিচার হইল সকলে[illegible]বিজই স্থানে অজয়পত্র দিলেন পরে শ্রীপাট খণ্ডে আইলাম তাহাদের স[illegible]কথপকথন হইল তাহারা কহিলেন আমরা শ্রীশ্রী৺ মহাপ্রভুমতালম্বি[illegible]তাঅধিকারী শ্রীশ্রী৺ ছয় গোস্বামী তাহারা জে মত অবলম্ব গ্রহণ করিয়াছেন[illegible]রাজন করি সেই স্বব মতের সার গোস্বামীরা বেদ প্রিণিত এবং ওন প্রি[illegible]ণিত জে সকল ভাগবত সার করিআছেন তাহা বিতিরেক করিয়া [illegible]মত দস্তখত করিব অতএব শ্রীযুত গোস্বামীর গাদির গ্রন্থসাস্তে অধি[illegible]বাষ আচার্য্য ঠাকুর তাহার সন্তান সকল আছেন তাহাদের স্থানে আগে[illegible]তবে আমরাহ দস্তখত করআ দিব এ কথার আমরা শ্রীপাট জাজিগ্রা[illegible]তে কহিলেন আমরা সর্বাআঅ দস্তখত বিনাবিচারে পারিব না আম[illegible]ভুর মতালম্বি অতএব বিচারেক্ষ ধর্ম্ম স্থাই হয়ে তাহাই লইবে এইমত কব[illegible]নলাম তাহাতে পাতসাই শুভা শ্রীযুত নবাব জাফর খাঁ সাহেব নিকা[illegible]তাহাঁ কহিলেন ধর্ম্মা[illegible]ধর্ম্ম বিনা বিবিজ হয় না অতএব বিচার কবুল ক[illegible]াসদ হইল শ্রীপাট নবদ্বিপে শ্রীকৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য ও তৈলঙ্গ দেশের শ্রী[illegible]স্কার শোনারগ্রামের শ্রীশ্রীরামরাম বিদ্যাভূষ[illegible]ন ও শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য [illegible]ণীর শ্রীহরানন্দ ব্রহ্মচারি ও শ্রীনয়ানন্দ ভট্টাচার্য্য ও গয়বহ একত[illegible]হইয়া শ্রী৺ [illegible]ভুর শ্রীশ্রী৺ আচার্য্য ঠাকুরের সন্তান তাহার সঙ্গে শ্রীযুত রাজা সওায়ের সভাপ[illegible]স্ত সিদ্ধান্ত বিচার করিলেন তাহাতে শ্রীশ্রী৺ আচার্য্য প্রভুর সন্তান শ্রী৺ রাধ[illegible]ক পরাভব করিতে পারিলেক না অতএব শ্রীদিগবিজয় ভট্টাচার্য্য পরাভব [illegible]পুত্র

লিখিয়া ঠাকুরের স্থানে শীষ্য হইয়া পরকীয়াধর্ম্ম গ্রহণ করিলেক এবং দস্তখত পরকিয়ায় ধর্ম্মের পর করিয়া দেসকে গেলেন এখানে জে সকল সাস্তগ্রেন্থ লইয়া বিচার হইল সেই সাস্ত শ্রীদীগবিজয় শ্রীযুত মহারাজার নিকট গেলেন পুন২ সভা শ্রীযুত রাজার সভাসতে বিচার হইল বিচারে পরক্রিয়াধর্ম্ম মোক্ষ হইল শ্রীমৎ আগম শ্রীমৎ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত এবং শ্রীমৎ ব্রেমদেবের শ্রীমৎভাগবৎ এবং শ্রীমৎ হরিবংস আদি ভাগবত সাস্ত এবং শ্রী৺গোস্বামীদিগের শ্রীমৎ ভক্তি সাস্ত এই সকল গ্রেন্থের মতে পরাভব হইয়া জয়নগরে গেলেন সেখানে পুন সভাস্থ হইয়া বিচার হইল শ্রীশ্রী৺ রাধাকুণ্ডে পরক্রিয়া ধর্ম্মের ঢাণ্ডা গারা গেল এখানে সরকারী অধিকারী চারি অধিকারী শ্রীসরকার ঠাকুর শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের সন্তান শ্রীরাধামোহন ঠাকুর অতএব শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের পরিবার ও আচার্য্য ঠাকুরের পরিবার শ্রীমৎ নরত্তম ঠাকুরের পরিবার ও শ্রীমৎ জীবগোস্বামীর পরিবার এইচার শুদ্ধ বাঙ্গলায় আমরা পঞ্চ পরিবারের মধ্য খারিজ হইলাম তোমরা আপন২ পরিবারে বিলাতে দখল করিয়া পরম সুখে [illegible] আমরা এই চারি পরিবারে পর দখল করিবনা দখল করি শ্রীশ্রী৺ সরকারে [illegible] এবং গুনাকার হইব এতদর্থে বিচার পরাভব হইয়া ইস্তফাপত্র লিখিয়া দিলাম [illegible] সন সদর তারিখ ১৭ ফাল্গুন

ইত্যাদি

| | | |
|---|---|---|
| শ্রীআসান খাঁ | শ্রীকৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য | শ্রীরামরাম বিদ্যাভূষণ |
| শ্রীদুলালরায় [illegible] | সাঃ শ্রীপাট নবদ্বীপ | সোণারগ্রাম |
| সাকিম ডাহাপা[illegible] | | |
| শ্রীরামহরি মজুমদার | শ্রীরাসজয় বিদ্যালঙ্কার | শ্রীহরানন্দ ব্রহ্মচারি |
| [illegible] | সাঃ উৎকল কটক | সাঃ শ্রীকাশি |
| সাঃ [illegible] | শ্রীনয়ানন্দ ভট্টাচার্য্য | |
| শ্রীসেখ হিদ্দান | সাঃ মহলা | |
| মনস্বোপ ঘউরী | | |

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

* ১৩০৮ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ২৭১ পৃষ্ঠে শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ কবি জগদানন্দ প্রসঙ্গে এই দলীলের উল্লেখ করিয়াছেন দেখিলাম। কিন্তু সে স্থলে নবাব জাফর খাঁকে ভ্রমক্রমে মীরজাফর বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে।

# ভৌগোলিক পরিভাষা।

১৩০৩ সালের শ্রাবণ মাসের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ভৌগোলিক পরিভাষা প্রকাশিত হইয়াছিল। পত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যায় ও সংবাদপত্রে এই পরিভাষার সমালোচনা বাহির হয়। তৎকালে প্রকাশিত পরিভাষার সংশোধনের আবশ্যকতা অনেকেরই উপলব্ধি হইয়াছিল। সমালোচকগণের নিকট পরিভাষা-সমিতি কৃতজ্ঞ।

সংশোধিত পরিভাষা নিম্নে প্রকাশিত হইল। পরিভাষার বর্ত্তমান সংস্করণ পরিভাষা-সমিতির সম্পাদককর্ত্তৃক প্রস্তুত ও পরিভাষাসমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। আশা করা যায়, পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও ইহা পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সমালোচিত হইবে। সাধারণের সমালোচনা বাহির হইলে পরিভাষাসমিতি ইহার পুনর্ব্বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন।

সংশোধিত পরিভাষা আদ্যবর্ণানুক্রমে না সাজাইয়া সদৃশ [illegible] শব্দগুলিকে একত্র উপস্থিত করা গেল। ইহাতে বিচারের পক্ষে সুবিধা হই[illegible]

বর্ত্তমান সংস্করণে অনুসৃত প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে[illegible]

বিজ্ঞানে প্রচলিত শব্দগুলির মধ্যে দুই শ্রেণীর শব্দ আছে[illegible]দ. কেবল বিজ্ঞানশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়; চলিত কথোপকথনের ভাষায় [illegible]াই; যথা Lithosphere, Carboniferous, Palearctic, Proto[illegible]amana ইত্যাদি। এই সকল শব্দ পণ্ডিতদিগের জন্য পণ্ডিতের ভাষার [illegible] অনুবাদে তদনুযায়ী সম্ভ্রান্ত সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার আবশ্যক। [illegible]ভাষিক শব্দ, বিজ্ঞানের ভাষায় প্রচলিত; flesh-eating animals [illegible]বহৃত। উভয়ই প্রায় সমানার্থক; কিন্তু প্রথমটির যেমন পরিভাষিক [illegible]শব্দের তেমন নাই। কথাবার্ত্তার ভাষার অন্তর্গত নহে বলিয়াই প্রথম[illegible]কত্ব। বাঙ্গালার অনুবাদ করিতে হইলে flesh-eating এর স্থলে 'মাং[illegible]লেই বুঝিবে। কিন্তু Caraivora স্থানে 'ক্রব্যাদ' ব্যবহার করিলে সর্ব্বথা [illegible]বে। বর্ত্তমান সংস্কৃত পরিভাষায় এইরূপ স্থলে এইরূপ অনুবাদের চেষ্টা হইয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দ চলিত কথাবার্ত্তার ভাষায় সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় [illegible] এস্থলে সম্ভ্রান্ত শব্দের ব্যবহারের অবকাশ ঘটে না। Breeze, gale, s[illegible]ain, able, carral, dredge প্রভৃতি শব্দ এই শ্রেণীর। এই সকল শব্দ লোকমুখে [illegible]ব্যবহৃত হইয়া থাকে ও থাকিবে। ইহাদের বদলে চুকচ্চার্য্য সংস্কৃত শব্দ ব্যব[illegible]গেলে চলিবে না। ইহাদের অনুবাদের সময়ও প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা হই[illegible]সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। Breeze = হাওয়া, Gale = ঝড়, Hill = পা[illegible]তার, Canal = খাল, Basin = কোশা, Dredge = ঝুরি প্রভৃতিই এরূপ স্থলে [illegible]ind

= সমাবর্ত, Gale = প্রভঞ্জন, Hill = শৈল, Cable = ধাতববজ্জু, Dredge = তলকর্ষণী, Basin = অববাহিকা প্রভৃতি নিতান্ত অনুপযোগী।

প্রথম শ্রেণীর শব্দগুলি সাধারণতঃ গ্রীক লাটিন প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন, এবং ইউরোপের সকল দেশের বিজ্ঞান শাস্ত্রেই চলিত; দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দগুলি ইংরেজি একরূপ, অন্যান্য দেশে অন্যরূপ, ইংলণ্ডে ইংরাজী, ফ্রান্সে ফরাসী ইত্যাদি। বাঙ্গালা সাহিত্যে এবং শ্রেণীর জন্য পণ্ডিতজনপ্রিয় সংস্কৃত শব্দ বাছিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য খাঁটি বাঙ্গালা, বর্ণোপবর্ণনের বাঙ্গালার ব্যবহারই সঙ্গত। সেই খাঁটি বাঙ্গালা, সংস্কৃত মূলের অথবা দেশজ হউক বা বৈদেশিক দোষ হইতে উৎপন্ন হউক, তাহাতে ভয় আসে না। বর্ত্তমান পরিভাষায় এই প্রণালী অনুসারে অনুবাদের চেষ্টা করা গিয়াছে। কিন্তু এ পর্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় নাই। কেননা, সংস্কৃত শব্দ অভিধান হইতে বাছিয়া লইয়া বাঙ্গালার নূতন [illegible]. কিন্তু খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ নূতন করিয়া গড়া চলে না।

আ[illegible] আছে, তাহাদের অনুবাদের আদৌ আবশ্যকতা নাই। Hurricane Monsoon প্রভৃতি শব্দ ইংরাজী শব্দ নহে; উহারা বৈদেশিক ভাষা হইতে [illegible]বিত হইয়া গৃহীত হইয়াছে। উহাদের অর্থও সেরূপ নির্দ্দিষ্ট ভৌগোলিক [illegible] আছে। Hurricane বলিলে যে কোন ঝড়কে বুঝায় না, [illegible] ইণ্ডিয়াতে যে ঝড় ঘটে, তাহারই নাম হরিকেন, চীন সমুদ্রের [illegible]on; ভারতবর্ষের [illegible] বায়ুপ্রবাহের নাম monsoons; [illegible] সেই সেই শব্দ অক্ষরান্তরিত করিয়া ব্যবহার চলিবে। Firth, [illegible] Llanos, Pampas. Selvas প্রভৃতি স্থলেও এই যুক্তি প্রযুক্ত [illegible]

[illegible]hannel এই দুই শব্দের প্রয়োগ স্থল অতি অল্প। Channel এর [illegible]hannel ও Irish Channel ই উল্লেখ যোগ্য, ঐরূপ Sound [illegible] ই। উহাদের জন্যও স্বতন্ত্র শব্দের আবিষ্কার আবশ্যক বোধ হয় না। [illegible]তে পারে। তবে Strait হইতে উহাদের পার্থক্য দেখাইতে হইলে [illegible] ইটি [illegible] করিয়া লইলেই চলিবে।

[illegible], লেবেল, কোম্পাশ, থিয়োডোলাইট প্রভৃতি শব্দ [illegible] বাঙ্গালার অঙ্গীভূত হইয়াছে। এরূপ স্থলে অনুবাদের চেষ্টা পণ্ড শ্রম।

[illegible]ত পারিভাষার আর একটি গুরুতর দোষ আছে, সেটি পরিহার্য্য। [illegible] পারিভাষিক শব্দের ভাবানুবাদের চেষ্টা করিয়া পারিভাষিকত্ব একবারে নষ্ট করা হইয়াছে। যথা Oasis = অন্তর্মরুগ্রাম, Gulfstream = উপসাগরীয় স্রোত, Polar [illegible] নওল্লাপের গর্ত্ত, Ozone = অম্লজলসার, Valley = অনুনদী নিম্নভূমি। এইরূপ অনুবাদ [illegible]

কতকগুলি শব্দ পরিভাষা মধ্যে কিরূপে স্থান লাভ করিয়াছিল, তাহা একবারেই বোধগম্য নহে। উদাহরণ, Parallel of latitude = অক্ষাংশীয় সমান্তরাল বৃত্ত, Tropic of Cancer = উত্তর পরমাল্পক্রান্ত্যাবৃত্ত Eccentricity = মন্দ পরিধির ব্যাসার্দ্ধ। এই গুলিকে অচিরে বিসর্জ্জন দেওয়া আবশ্যক।

বর্ত্তমান সংস্করণে পরিভাষার সম্পূর্ণতা সাধনের জন্য অনেক নূতন শব্দ প্রবেশ করান হইয়াছে; এইজন্য তালিকার আয়তন অনেক বাড়িয়াছে।

অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক শব্দ ভৌগোলিক পরিভাষার অন্তর্গত না হইলেও তালিকায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আবার Oxygen, Hydrogen, Carbon, Carnivora, Quadrumana প্রভৃতি শব্দ ত্যাগ করা গিয়াছে। উহারা রসায়নবিজ্ঞান, জীববিদ্যা প্রভৃতির পরিভাষা আলোচনার সময়ে বিচার্য্য।

সংস্কৃত ভৌগোলিক পরিভাষা সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করা গেল। সমালোচনা সাদরে গৃহীত হইবে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর [illegible]

বৈজ্ঞানিক-প[illegible]

সম্প[illegible]

| | |
|---|---|
| Air | বায়ু |
| Wind | বাতাস |
| Breeze | হাওয়া |
| Land-breeze | স্থল সমীর (১) |
| Sea breeze | সমুদ্র সমীর |
| Storm | ঝটিকা, ঝড় |
| Gale | ঝড় |
| Whirl-wind | ঘূর্ণী |
| Cyclone | বাতাবর্ত্ত |
| Anti cyclone | প্রতীপবাতাবর্ত্ত (২) |
| Tornado | ভ্রমি |
| Waterspout | জলস্তম্ভ |

(১) সমীর শব্দে প্রবাহের ভাব আসে। সেই জন্য প্রবহমাণ বায়ু বা wind, breeze প্রভৃতি স্থলে সমীর শব্দ ব্যবহার চলিতে পারে।

(২) প্রতীপবাতাবর্ত্ত অতিশয় দীর্ঘ হয়; একটু ছাঁটিয়া লওয়ার প্রয়োজন; পারিভাষিক সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিলে আর অর্থগ্রহে গোল থাকিবেনা।

| | |
|---|---|
| Hurricane | [illegible] |
| Typhoon | [illegible] |
| Thunder-storm | [illegible] |
| Snow-storm | [illegible] |
| Trade-winds | [illegible] |
| Anti-trades | [illegible] |
| Monsoons | [illegible] |
| Belt of Calms | [illegible] |
| Aeronaut | বে[illegible] |
| Aeronavigation | বে[illegible] |
| Balloon | বো[illegible] |
| Atmosphere | অন্ত[illegible] |
| | অন্ত[illegible] |

(৩) Belt, Zone প্রভৃতিতে 'ব[illegible]

(৪) ভূগোলককে মোটামুটি [illegible] বিন্যস্ত অংশে ভাগ করা হয়; মধ্যগত[illegible]

| | |
|---|---|
| Hydrosphere | আপ্যমণ্ডল |
| Lithosphere | আশ্মমণ্ডল |
| Altitude | উৎসেধ |
| Height / Elevation | উচ্চতা |
| Altitude (of a Star) | উন্নতি |
| Azimuth | আশাংশ (৫) |
| Antarctic | যাম্য |
| Arctic | উদীচ্য |
| Antarctic Circle | যাম্য বৃত্ত |
| Arctic Circle | উদীচ্যবৃত্ত |
| Antarctica | অবাচিকা (৬) |
| Archipelago | দ্বীপপুঞ্জ (৭) |
| Australasia | অস্ত্রেলেসিয়া |
| Polynesia | পলিনীশিয়া |
| Melanesia | মেলানীশিয়া |
| Mikronesia | মাইক্রনীশিয়া |
| Oceania | সাগরিকা |
| Astronomy | জ্যোতিষ, সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ |
| Astrology | ফলিত জ্যোতিষ |
| Horology | হোরাশাস্ত্র |
| Almanack / Calendar | পঞ্জিকা |
| Almanack, Nautical | নাবিক পঞ্জিকা |
| Average | গড় |
| Mean (*substantive*) | মধ্য |
| Mean (*adjective*) | মধ্যম (৮) |
| Angle | কোণ (৯) |
| Angular Distance | কৌণিক অন্তর |
| Distance | দূরত্ব, ব্যবধান |
| Direction | দিক্ |
| Point of the Compass | দিক্ |
| Antipodes | প্রতীপপদস্থান (১০) |

[illegible] liquid crust [illegible] gaseous envelope [illegible] atmosphere.

[illegible] অর্থে প্রয়োগ না করিয়া atmosphere করিলেই ভাল হয়। যথা "নিবাত [illegible] স্থাঃ কেতবো বয়ম্।" [illegible] দিক্ দেবতাগণকে পৃথিবী-স্থান, অন্তরিক্ষস্থান, দ্যুস্থান, এই তিন শ্রেণীতে ভাগ [illegible] হয়। এই [illegible] স্পষ্টতঃই অন্তরিক্ষ=atmosphere, দ্যৌঃ=sky.

বায়ুমণ্ডল শব্দ যদিচ atmosphere অর্থে ব্যবহৃত হইলেও এই শব্দের তেমন পারিভাষিকত্ব নাই।

(৫) [illegible]

(৬) [illegible] মহাদেশের নাম।

(৭) এই শব্দে অল্পদ্বীপবিশিষ্ট সমুদ্র বুঝায়; ঠিক এই অর্থে উপযোগী শব্দ দুষ্প্রাপ্য; 'দ্বীপপুঞ্জ' গ্রহণ করিলে কার্য্যতঃ বিশেষ ক্ষতি হইবে না।

পশ্চাৎ মহাসাগর ও তাহার সমীপস্থ কতিপয় দ্বীপপুঞ্জের নামের অর্থ এইরূপ—

Australasia=দক্ষিণাত্য দ্বীপপুঞ্জ

Polynesia=বহুদ্বীপসমষ্টি

Melanesia=কৃষ্ণকায় মনুষ্যের অধ্যুষিত দ্বীপপুঞ্জ

Mikronesia=ক্ষুদ্রদ্বীপপুঞ্জ

কিন্তু এরূপ স্থলে অনুবাদের আবশ্যকতা নাই কেবল Oceania শব্দের অনুবাদ গ্রহণ করা গেল।

(৮) Mean Sun=মধ্যম সূর্য্য; mean temperature=মধ্যম উষ্ণতা।

(৯) Angular=কোণগত।

(১০) 'প্রতীপাভিধ' দুরুচ্চার্য্য, 'কুদলান্তরস্থ' অতি দীর্ঘ ও পারিভাষিকলক্ষণবর্জ্জিত। গোস্বামিপাদে "অধঃশিরস্কাঃ কুদলান্তরস্থাঃ" ইত্যাদি শ্লোকে 'কুদলান্তরস্থ' এই দীর্ঘ শব্দ ছন্দের অনুরোধে ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র।

| | |
|---|---|
| Alluvium | পলল (১) |
| Silt, Sediment | পলি |
| Mould | কর্দ্দম (২) |
| Area | ক্ষেত্রফল |
| Perimeter | পরিণাহ |
| Volume | ঘনফল, আয়তন |
| Size | আয়তন |
| Shape | আকৃতি, মূর্ত্তি |
| Surface | পৃষ্ঠ, তল (৩) |
| Aurora | ঊষা (৪) |
| ,, Borealis | উদীচী ঊষা |
| ,, Australis | অবাচী ঊষা |
| Axis (of rotation) | অক্ষরেখা (৫) |
| Axis (of an ellipse) | অক্ষরেখা |
| Axis, major | দীর্ঘাক্ষ |
| Axis, minor | হ্রস্বাক্ষ |

(১) Alluvial=পললময়।

(২) E. g. black mould, vegetable mould.

(৩) Superficial=পৃষ্ঠগত

(৪) প্রচলিত ভাষায় ঊষার অন্য অর্থ থাকিলেও ভূগোলবিদ্যায় ঊষা পারিভাষিকরূপে aurora অর্থে ব্যবহৃত হইলে অর্থবোধে এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এমন সুন্দর প্রতিশব্দ আর পাওয়া যাইবে না।

(৫) অক্ষ=axis, axle, pivot; "দৃঢ়ধৃঃ অক্ষ," "জ্যোতিশ্চক্রাক্ষরঞ্জঃ" (Apte S. E Dictionary). Ellipse কে তাহার axis এর চতুর্দ্দিকে ঘুরাইলে ellipsoid of revolution উৎপন্ন হয়। এই হিসাবে axis কে অক্ষরেখা বলিতে পারা যায়। 'ধ্রুব' শব্দ তেমন উপযোগী নহে। ধ্রুব শব্দ fixity-জ্ঞাপক; crystal এর যাবতীয় axis গুলি fixed direction নির্দ্দেশ করে না। ধ্রুবরেখা, ধ্রুবযষ্টি প্রভৃতি শব্দের axis অর্থে জ্যোতিষে প্রয়োগ আছে।

| | |
|---|---|
| Axis (of a crystal) | ধ্রুবরেখা |
| Axis (of a continent) | কক্ষেকক। (৬) |
| Axis (of a mountain range) | — |
| Bay | |
| Bight | [illegible] (৭) |
| Gulf | |
| Sea | |
| Ocean | |
| Ocean Atl[illegible] | মহাসাগর |
| ,, Pacific | [illegible]াগর |
| ,, Indian | [illegible]গর |
| ,, Arctic or Northern | [illegible]গর |
| ,, Antarctic | [illegible] (৮) |
| ,, Southern | [illegible] |
| Sea, Mediterranc[illegible] | |
| Sea, North | |
| Sea-level | |

(৬) কক্ষেকা=back-[illegible]

(৭) Bay of Bengal [illegible]
Persian Gulf=পারস্য [illegible]
Bight of Benin=[illegible]
Bay, Bight ও Gul[illegible] যে অর্থগত বিভেদ আছে, তাহা [illegible] বিবার সুবিধা দেখা যাইতেছে না। [illegible] Gulf শব্দে 'সাগরশাখা' বলিলে [illegible]
Persian Gulf=পারস্যসাগর [illegible]।

(৮) ভারত মহাসাগরের [illegible] ক দুই ভাগ করা সম্প্রতি প্রথা হ[illegible]

| | |
|---|---|
| Sea, inland | স্থলগর্ভিল সাগর (১) |
| ,, enclosed | স্থলরুদ্ধ সাগর (২) |
| Abysmal Region | অগাধাঙ্কি (৩) |
| International Deep | — (৪) |
| Coast<br>Shore | বেলা, বেলাভূমি |
| Coast-line | বেলারেখা, বেলাগতি |
| Incurve | পরাঙ্মুখ বেলাভূমি |
| Outcurve | পুরোমুখ বেলাভূমি |
| Continental Shelf | মহীসোপান (৫) |
| Bank<br>Sand ba[illegible]<br>Shoal | কচ্ছ (৬) |
| Bar | বালিয়াড়ি |
| Ba[illegible] | চর (৭) |
| Pool | ঝিল |
| Firth | ফার্থ |
| Frith | ফ্রিথ |
| Fiord | ফারর্ড |
| Estuary | খাড়ী |
| Cliff | ভৃগু |
| Strait | প্রণালী |
| Channel | চ্যানেল |
| Sound | সাউণ্ড |
| Gulf-stream | সাগর-গঙ্গা (৮) |
| Sounding | গভীরতা মাপ |
| Basin<br>,, Catchment<br>,, Drainage<br>,, Ocean | কোশ, কোশিকা (৯) |

অর্থাৎ পর্য্যন্ত Southern Ocean, তদনিম্নে কখন কখনো Antarctic Ocean.

(২) যথা, Caspian Sea.

(৩) সমা, Black Sea.

(৩) মহাসাগরের গভীর অংশের নাম।

(৪) অর্থাৎ ইণ্ডিয়ার উত্তরে আতলান্তিকের গভীর তম অংশের নাম।

(৫) সমুদ্রতীর হইতে বেষ্টন করিয়া কতকটা অগ্রসর ভূমি মহাসাগরে মগ্ন থাকে, তাহার উপর মহাসাগর গভীর নহে। উহারই নাম Continental Shelf; ইংরাজি অভিধেয় করিয়া গভীর জল। গভীর মহাসাগরগর্ভ হইতে মহাদেশে আরোহণের বাট বা সোপানের মত বলিয়া shelf নাম।

(৬) Bank=a sandy ridge near the seacoast, that does not rise above the surface of water সমুদ্রতীরের কাছে একটু পরিবর্ত্তন করিলে bank অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে।

(৭) Bar=a ridge of sand at the mouth of a river, dropped by the stream when the current slackens.

(৮) "উপসাগরীয় স্রোত" পরিভাষা বর্জ্জিত করিয়া অনুবাদ। Gulf-Stream আতলান্তিক মহাসাগরের মধ্যে এক বৃহৎ নদীর মত প্রবাহিত। ইহার তুলনা নাই। আকাশের Milky Way কে যেমন স্বর্গঙ্গা বলা হয়, সেইরূপ ইহাকে সাগরগঙ্গা বলিলে বেশ শুনায় ও পারিভাষিকত্ব বজায় থাকে।

(৯) Basin বলিলে a shallow vessel যে কোন নিম্নমধ্য অগভীর পাত্র বুঝায়। Basin of the Ganges অর্থে যে সমগ্র প্রদেশ হইতে জল গড়াইয়া আসিয়া মধ্যস্থ নিম্নপ্রদেশে গঙ্গাগর্ভে পতিত হয়, যেমন গামলায় জল ঢালিলে তাহা চারিধার হইতে গড়াইয়া মধ্যস্থলে একত্র হয়। Basin এর অনুবাদে এই ভাবটী বজায় রাখা কর্ত্তব্য।

"অববাহিকা" শব্দে এ ভাব ভাল আসে না। দ্রোণী (ডোঙ্গা) শব্দে ঠিক্ এই অর্থ আসে। কিন্তু দ্রোণী শব্দ valley অর্থে ব্যবহৃত করা অধিকতর সঙ্গত; valley অর্থে দ্রোণী শব্দের প্রয়োগ অসঙ্গত। Valley ও Basin প্রায় তুল্যার্থবোধক, basin এর বিস্তৃতি অধিক, valley র পরিসর সঙ্কীর্ণ। বাঙ্গালায় সুশ্রাব্য হয় না; কোশা বা কোশিকা ব্যবহার করা গেল। "শরদঃ কোশিকা পূর্ণাঃ" ইতি মেঘচন্দ্র। আমাদের পূজার সময় ব্যবহৃত জল রাখিবার তাম্র কোশা অনেকটা river basin এর ন্যায়। চারি ধারের জল গড়াইয়া মাঝে পড়িয়া এক নালা দিয়া বাহির হইয়া যায়।

| | |
|---|---|
| Watershed, Waterschied, Water-parting, Divide | সীমন্ত-রেখা (১০) |
| Base | ভূমি |
| Base-line | ভূমি-রেখা |
| Survey | জরীপ |
| Geometry | জ্যামিতি |
| Trigonometry | ত্রিকোণমিতি |
| „ Spherical | গোলমিতি |
| Contour-line | সমোন্নতি রেখা (১১) |
| Gradient, Slope | প্রবণতা |
| Level | লেবেল |
| Theodolite | থিয়োডোলাইট |
| Sextant | ষষ্ঠাংশ যন্ত্র, ষষ্ঠ্যংশ যন্ত্র |
| Quadrant | তুরীয় যন্ত্র |
| Boundary | সীমা |
| „ natural | নৈসর্গিক সীমা |
| „ artificial | কল্পিত সীমা |

(১০) যে রেখার উভয় পার্শ্বে জল গড়াইয়া বিপরীত মুখে চলিয়া যায়, তাহার নাম watershed বা divide. "জলবর্ষি" শব্দে এরূপ অর্থ আসে না। Watershed প্রকৃতপক্ষে bounding line between two contiguous river basins. এই অর্থে সীমন্তরেখা ব্যবহার করা গেল। সীমন্ত = সীমা + অন্ত—a boundary line, a land-mark (Apte), a dividing line (Wilson). সীমন্ত প্রচলিত অর্থে সীঁথি; সীঁথির উভয় পার্শ্বে চুল বিপরীত মুখে টানা থাকে; যেমন watershed এর উভয় পার্শ্বে নদী নালা সমূহ বিপরীত মুখে প্রবাহিত হইয়া যায়।

(১১) Contour-line = line passing through points having same height above sea level.

| | |
|---|---|
| Cape | অন্তরীপ |
| Promontory | শৈলান্তরীপ |
| Headland | ভূশীর্ষ |
| Cataract, Fall, Waterfall | জলপ্রপাত |
| Torrent | প্রপাত |
| Cascade | (১২) |
| Rapid | ভ |
| Canal | |
| Coal | |
| Configuration, Structure | ালী |
| Distribution | |
| Crust (of the earth) | |
| Conduction | |
| Convection | |
| Radiation | |

(১২) A fall less than

(১৩) Distribution (of সন্নিবেশ; Distribution ( Distribution ( of plants ) =

(১৪) 'পঞ্জর' শব্দে skele ভূপঞ্জর অব্যবহার্য্য।

(১৫) পরিবাহণ শব্দে overf বহ্যায়; সংবাহন = carrying a a burden. Convection অর্থে

| | |
|---|---|
| Coral | প্রবাল |
| Coral island | প্রবালদ্বীপ |
| Coral reef | প্রবালপ্রাচীর |
| Atoll | অবাল (১৬ |
| Circle | বৃত্ত |
| „ great | বৃহদ্বৃত্ত |
| „ small | লঘু বৃত্ত |
| „ Centre of | কেন্দ্র |
| Radius | ব্যাসার্দ্ধ |
| Diameter | ব্যাস |
| Circumference | পরিধি |
| Circle, Segment of | বৃত্তখণ্ড |
| Sector of | বৃত্তাংশ |
| Arc | চাপ |
| Chord | জ্যা |
| Tangent | স্পর্শক |
| Sphere | বর্ত্তুল |
| Spheroid | উপবর্ত্তুল |
| „ | অভিগত „ |
| „ | প্রগত „ |
| Ellipsoid | অপবর্ত্তুল (১৭) |
| Ellipse | বৃত্তাভাস (১৮) |

| | |
|---|---|
| Parabola | ক্ষেপণী (১৮) |
| Hyperbola | অধিক্ষেপণী |
| Cable | তার |
| Tunnel | সুরঙ্গ |
| Chart | চিত্র |
| Plan | নকসা |
| Map | মানচিত্র |
| Chartography | মানচিত্রবিদ্যা |
| Projection | প্রতিক্ষেপ |
| Topography | স্থানবিবরণ |
| Chemistry | রসায়ন |
| „ Inorganic | — |
| „ Organic | — |
| Crystal | অর্ক (১) |
| Crystallography | অর্কবিদ্যা |
| Crystalline | অর্কময় |
| Crystallisation | অর্কতাপত্তি |
| Crystallized | অর্কতাপন্ন |
| Amorphous | অনার্কক, অর্কতাহীন |
| Isotropic | সমসংহত (২) |
| Oeolotropic | বিষমসংহত |
| Fibrous | অংশুময় |

...াল. আসলাল যেরূপ বৃক্ষমূল ...ll সেইরূপ প্রবালদ্বীপ বেষ্টন ... শব্দ বাঙ্গালায় অপ্রচলিত; ... রূপে এই শব্দ ব্যবহার করিতে ...

...অপকর্ষদ্যোতক : ellipsoid, ...volution নহে, তাহাও symmetry ...।

(১৮) ...পণী শব্দ বাঙ্গালায় চলিয়া গিয়াছে ... বোধে কার্য্যতঃ কোন অসুবিধা নাই, সুতরাং ... অনাবশ্যক।

(১) স্ফটিক শব্দ দুরুচ্চার্য্য, বিশেষতঃ তাহা হইতে ব্যুৎপন্ন শব্দ সমুদায় আরও দুরুচার্য্য। "অর্কঃ স্ফটিক-সূর্য্যয়োঃ" ইত্যমরঃ।

(২) যাহার সর্ব্বত্র সজাত (molecular structure) সমান। Isotropicএর বিপরীত Oeolotropic

| | |
|---|---|
| Colure | ধ্রুবপ্রোত বৃত্ত |
| „ Equinoctial | বিষুবপ্রোত বৃত্ত (৩) |
| „ Solsticial | অয়নান্তপ্রোত বৃত্ত (৪) |
| Continent | মহাদেশ |
| Country | দেশ, জনপদ (৫) |
| Province | প্রদেশ (৬) |
| Division | বিভাগ |
| District | জেলা, উপবিভাগ |
| Department | বিভাগ (৭) |
| County | কাউন্টি (৮) |
| Region | প্রদেশ, বিষয় |
| Capital | রাজধানী (৯) |
| Town / City | নগর (১০) |
| Suburb | শাখানগর |
| Urban | পৌর, নাগরিক |
| Rural | জানপদ |
| Provincial | প্রাদেশিক |
| Village | গ্রাম, পল্লী |
| Sanitarium | স্বাস্থ্যাবাস |

| | |
|---|---|
| Citizen | নৈগমিক |
| Citizenship | নৈগমিকতা |
| Civic | নৈগম |
| Civilisation | সভ্যতা (১১) |
| Colour | বর্ণ |
| Red | রক্ত |
| Orange | অরুণ |
| Yellow | [illegible] |
| Green | |
| Blue | |
| Indigo | |
| Violet | (১২) |
| Spectrum | লেখা (১৩) |
| Spectroscope | লেখাবীক্ষণ |
| Spectrum Analysis | লৈখিক বিশ্লেষণ |
| Delta | বদ্বীপ |
| Littoral | সৈকত |

(৩) অথবা বিষুবগত ধ্রুবপ্রোত বৃত্ত।

(৪) অথবা অয়নান্তগত ধ্রুবপ্রোত বৃত্ত।

(৫) Country (as opposed to *city*) = জনপদ।

(৬) বিষয়, ভুক্তি প্রভৃতি শব্দ গুলির এইরূপ অর্থে প্রয়োগ সম্ভবতঃ বাঙ্গালায় এখন আর চলিবেনা।

(৭) কেবল ফ্রান্স মধ্যে division অর্থে প্রচলিত, তজ্জন্য নূতন শব্দের প্রয়োজন নাই।

(৮) কেবল ব্রিটিশ দ্বীপে প্রচলিত।

(৯) ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস্; ফ্রান্সে রাজা না থাকিলেও পারিভাষিক অর্থে রাজধানী শব্দের প্রয়োগে আপত্তি ঘটিবে না।

(১০) বাঙ্গালায় প্রভেদ রাখিবার প্রয়োজন নাই।

(১১) Civilize = সভ্যতাপ্রদান।

(১২) পায়রার গলার রঙ violet ধরা যাইতে পারে।

(১৩) Spectrum শব্দের অনুসরণে যে কয়টি শব্দ (দর্শন, বর্ণচ্ছত্র ইত্যাদি) চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে, কোনটিই সুশ্রাব্য বা সুসঙ্গত হয় নাই। 'লেখা' শব্দ বিচার্য। ইংরাজী শব্দটী দর্শনার্থক গ্রীক্ হইতে উৎপন্ন বলিয়া বাঙ্গালাতেও তাহারই অনুরূপ করিতে হইবে এমন কথা নাই।

Spectrum = যাহা দেখা যায়

লেখা = যাহা আঁকা যায়

অর্থবাচনে উভয়েই তুল্য মূল্য।

Spectrum বিভিন্ন বর্ণের কতকগুলি রেখার সমবায়মাত্র; এই হিসাবে লেখা (= লেখ্য) শব্দের সহিত সম্বন্ধ টানিয়া আনা যাইতে পারে।

Solar Spectrum = সৌর লেখা

Stellar Spectrum = নাক্ষত্রিক লেখা

| | |
|---|---|
| Deposit | — |
| Deposition | ন্যাস |
| Drain | পরিবাহ (১৪) |
| Depth | গভীরতা |
| Length | দৈর্ঘ্য |
| Breadth | বিস্তার |
| Thickness | বেধ |
| Density | নিবিড়তা (১৫) |
| Rarity | বিরলতা |
| Defile, Pass | গিরিসঙ্কট, গিরিবর্ত্ম |
| Gorge | গিরিদ্বার |
| Canon, Canyon | কানিয়ন্ (১৬) |
| Escarpment | — |
| Degree (of arc) | অংশ |
| " (of temperature) | উষ্ণতাংশ |
| Minute (of arc) | কলা |
| Second (of arc) | বিকলা |
| Desert | মরুভূমি |
| Oasis | — |
| Mirage | মরীচিকা |
| Forest | অরণ্য |
| Tundras | তুন্দ্রা |
| Steppes | ষ্টেপী |
| Pampas | পাম্পা |
| Llanos | লানো |
| Selvas | সেলবা |
| Savannahs | সাবানা |
| Prairies | প্রেয়ারী |
| Earth | পৃথিবী |
| Earth | মৃত্তিকা |
| World | পৃথিবী, জগৎ |
| " Old | পুরাতন পৃথিবী |
| " New | নূতন পৃথিবী |
| Globe — | ভূমণ্ডল |
| Globe | গোলক |
| Earthquake | ভূমিকম্প |
| Earth tremour | ভূস্পন্দ |
| Seismograph — | স্পন্দনলেখ, যন্ত্র |
| Seismography, Seismology | ভূস্পন্দবিদ্যা |
| Erosion, Denudation | ক্ষয় |
| Subsidence | অধোগমন |
| Elevation, Upheaval | উদ্গমন |
| Landslip | পাহাড় বসা |

(১৪) পরিবাহ=Overflowing, inundation, overflow; water course, drain or channel to carry off excess of water "পুরোগীতে পরীবাহঃ প্রতিক্রিয়া" (উত্তর চরিত) Arte's country.

Drainage, draining=পরিবাহণ

Drainage area=পরিবাহিত প্রদেশ

Drainage basin=পরিবাহ-কাশিকা

(১৫) দান্দ্রতা অপেক্ষা সুশ্রাব্য :

Dense=নিবিড়, ঘন

Rare=বিরল

(১৬) A deep, narrow, straight-walled valley cut out by streams in a plateau. কলরাডো মোকদ্দমায় দেশ ব্যবহৃত : যথা Canon of Colorado

| | |
|---|---|
| Element | মূল পদার্থ |
| Compound | যৌগিক পদার্থ |
| Metal | ধাতু |
| Non-metal / Metalloid | অপধাতু (১৭) |
| Alloy | উপধাতু |
| Acid | শট |
| Base | ঊষ (১৮) |
| Salt | সব (১৯) |
| Alkali | ক্ষার |
| Combination | রাসায়নিক সংযোগ |
| Decomposition | রাসায়নিক বিযোগ |
| Dissociation | বিশ্লেষণ (২০) |
| Analysis | ব্যাস ক্রিয়া |
| Synthesis | সমাস ক্রিয়া |

(১৭) ধাতু শব্দে বর্ণ রৌপ্যাদি বাতীত গন্ধকাদি গৈরিক মাত্রকেই বুঝায়। স্থূলতঃ ধাতু শব্দের বিস্তৃততম অর্থ mineral matter as opposed to organic matter. এস্থলে ধাতু শব্দ সঙ্কীর্ণ অর্থে metal এর জন্য রাখিয়া অন্যান্য পদার্থের জন্য অপধাতু শব্দ রাখা গেল। সচরাচর স্থাদিগকে non-metal বলে তাহারাও অনেক বিষয়ে metal দব ধর্ম্মবিশিষ্ট; বস্তুতঃ metal ও non-metal এইরূপ শ্রেণীবিভাগ ঠিক্ যুক্তিযুক্ত নহে; অনেক রাসায়নিকেরা এইজন্য non-metal মাত্রকে metalloid বলিয়া থাকেন। Metalloid = অপধাতু বা অপকৃষ্ট ধাতু। Metalloid শব্দের অন্য অর্থেও ব্যবহার আছে। Arsenic, antimony প্রভৃতিকে metalloid or semi-metal বলা হয়; বাঙ্গালায় এই প্রভেদ রাখার কোন প্রয়োজন নাই।

(১৮) ঊষ = ক্ষার।

(১৯) Salt = সব (হেমচন্দ্র) ইংরাজীর সহিত উচ্চারণ সাদৃশ্য থাকায় শট, ঊষ, সব, এই তিনটি শব্দ পরিভাষিক অর্থে ব্যবহার করিলে মন্দ শুনাইবে না।

(২০) Dissociation ও Decomposition রসায়ন শাস্ত্রে ঠিক্ এক নহে। Dissociation = Splitting up of complex molecules into simpler ones with rise of temperature, the process being reversed with fall of temperature. Decomposition এইরূপ reversible নহে।

| | |
|---|---|
| Ecliptic | ক্রান্তিবৃত্ত |
| Equator (terrestrial) | নিরক্ষবৃত্ত |
| Equator (celestial) | বিষুববৃত্ত |
| Equinox | বিষুবকাল |
| Equinoctial point | বিষুব বিন্দু |
| Solstice | অয়নান্ত |
| Equinox, Spring | মহাবিষুব |
| „ , Autumn | জলবিষুব |
| Solstice, Summer | উত্তরায়ণান্ত |
| „ , Winter | দক্ষিণায়নান্ত |
| Latitude | অক্ষাংশ |
| Longitude | দ্রাঘিমা |
| Latitude, Parallel of | অক্ষবৃত্ত |
| Meridian | নিরক্ষবৃত্ত |
| „ Prime | |
| Tropic | |
| „ of Cancer | |
| „ of Capricorn | |
| Season | |
| Summer | |
| Winter | |
| Spring | |
| Autumn | |
| Climate | |
| Weather | |
| Zone | |
| „ Torrid | |
| „ Temperate | |
| „ North Temperate | |
| „ South Temperate | |
| „ Frigid | |

| | |
|---|---|
| „ North Frigid | উত্তর হিমবলয় |
| „ South Frigid | দক্ষিণ হিমবলয় |
| Geography | ভূগোলবিদ্যা |
| „ Mathematical | সিদ্ধান্ত ভূগোল |
| „ Astronomical | জ্যোতিষিক ভূগোল |
| „ General | ব্যাবহারিক ভূগোল ফলিত ভূগোল |
| „ Physical | প্রাকৃত ভূগোল |
| „ Political | রাষ্ট্রিক ভূগোল |
| „ Commercial | বাণিজ্য ভূগোল |
| „ Historical | ঐতিহাসিক ভূগোল |
| Geology | ভূবিদ্যা |
| Epoch | যুগ |
| Period | |
| Age | কল্প |
| Azoic | নির্জ্জীবক |
| Palæozoic | প্রত্নজীবক |
| Mesozoic | মধ্যজীবক |
| Cainozoic | নব্যজীবক |
| Primary | প্রাথমিক |
| Secondary | দ্বিতীয়ক |
| Tertiary | তৃতীয়ক |
| Quaternary | চতুর্থক |
| Archæan | আর্কিক |
| Cambrian | কাম্ব্রিক |
| Silurian | সিলুরিক |
| Devonian | ডিবনিক |
| Carboniferous | অঙ্গারবহ |
| Cretaceous | খটিক |
| Laurentian | লরেনশিক |
| Huronian | হুরণিক |
| Permian | পার্মিক |
| Triassic | ত্রাষাসিক |
| Jurassic | জুরাসিক |
| Liassic | লাষাসিক |
| Eocene | প্রাগাধুনিক |
| Miocene | মধ্যাধুনিক |
| Pliocene | অন্ত্যাধুনিক |
| Pleistocene | আধুনিক |
| Geocentric | পৃথ্বীকেন্দ্রক |
| Heliocentric | রবিকেন্দ্রক |
| Glacier | হিমনদি (২১) হিমনদী |
| Glacial Epoch | হিমনদী যুগ |
| Glaciation | — |
| Snowfield | তুষারক্ষেত্র |
| Snow line | তুষারসীমা |
| Line of perpetual snow | চিরতুষার সীমা |
| Boulder | গণ্ডশৈল |
| Moraine | হ্রদশৈল (২২) |
| „ lateral | „ পার্শ্বগত |

(২১) Glacier=a *river* of ice creeping down a mountain valley.

(২২) A line of blocks and gravel extending along the sides of separate glaciers, and along the middle part of glaciers, formed by the union of one or more separate ones. গ্রীক=উপল=gravel.

| | |
|---|---|
| „ terminal | „ প্রান্তগত |
| „ medial | „ মধ্যগত |
| Pot-hole | দহ |
| Iceberg | হিমপ্লব (২৩) |
| Avalanche | — (২৪) |
| Gas | অনিল (২৫) |
| Vapour | বাষ্প |
| „ aqueous | জলীয় বাষ্প |
| Steam | উষ্ণ বাষ্প |
| Liquid | তরল |
| Fluid | সরিল (২৫) |
| Solid | কঠিন |
| Rigid | দৃঢ় |
| Hard | কঠোর |
| Soft | কোমল |
| Brittle | [illegible] |
| Elastic | [illegible]স্থাপক |
| Stable | [illegible] |
| Viscous | [illegible] |
| Mobile | [illegible] |
| Tenacious | [illegible] |
| Flexible | [illegible] |
| Ductile | [illegible] |
| Malleable | [illegible] |
| Volatile | [illegible] |
| Solution | দ্রাবণ, [illegible]দার্থ |
| Soluble | দ্রাব্য |
| Solvent | দ্রাবক |
| Mixture | [illegible] |
| Freezing | [illegible] |
| Solidification | [illegible] |
| Melting | [illegible] |
| Fusion | গলন |

(২৩) A large mass of *floating* ice; *ice* and *berg* (=mountain) হিমশিলা শব্দে ভাসিয়া যাওয়ার ভাব আসেনা।

(২৪) 'হিমপাতিকা' ভাল শুনায় না।

(২৫) Gas শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ নাই। বাষ্প=vapour; vapour ও gas বিভিন্নধর্ম্মবিশিষ্ট; কেহ কেহ অক্ষরান্তরিত করিয়া গ্যাস-শব্দ চালাইতে চাহেন। কথাবার্ত্তার ভাষায় 'গ্যাসের আলো' চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সাহিত্যে গ্যাস শব্দ চালাইলে অত্যন্ত কদর্য্য দেখাইবে। উহার উচ্চারণ বাঙ্গালা ভাষার genius এর অনুপযোগী। সম্প্রতি অধিকাংশ গ্রন্থে gas=বায়ু, gaseous=বায়বীয়, এইরূপ ব্যবহার চলিতেছে। যথা oxygen gas=অম্লজান বায়ু। কিন্তু সাধারণ air ও gas উভয়ের জন্য পৃথক্ শব্দ থাকা আবশ্যক; নতুবা air is a gas, ইহার অনুবাদ কি হইবে? ইংরাজী gas শব্দও বহুদিনের প্রাচীন নহে। রাসায়নিক Van Helmont এই শব্দের সৃষ্টি ও প্রচার করেন। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। সম্ভবতঃ তর্জ্জাণ geist=(ghost, [illegible] হাই [illegible] gescht=কেন, প্রভৃতি শব্দের অনুকরণে এই শব্দ প্রস্তুত হইয়াছিল; প্রথম প্রথম ইহা আর্দ্রে ব্যবহৃত হইত; ক্রমে অর্থের ব্যাপ্তি ঘটিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাণ, অপান, ব্যান আদি বিবিধ বায়ু দেখা যায়; এগুলিকে বিভিন্ন gas বলিয়া ধরা যাইতে পারে; সকলেরই মূলে অন ধাতু বর্ত্তমান; অন্ নিশ্বাসফেলা। অনিল সেই অন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। বায়ু শব্দের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত 'অনিল' শব্দ gasএর জন্য রাখা যাইতে পারে। Oxygen একরূপ অনিল, Hydrogen একরূপ অনিল। জড় পদার্থের ত্রিবিধ অবস্থা, কঠিন, তরল ও অনিল—এইরূপ প্রয়োগে অসুবিধা নাই। gaseous=অনিলাবস্থ, gaseous state of matter =জড় পদার্থের অনিলাবস্থা। Fluid শব্দে liquid ও gas উভয়ই বুঝায়। Fluid=that which flows=যাহা প্রবাহিত হয়। সংস্কৃত সলিল ও সরিল শব্দেরও অর্থ প্রায় এইরূপ। সলিল [illegible] আর কিছু বুঝাইবে না। সমানার্থক [illegible] সরিল শব্দকে পারিভাষিকভাবে fluid [illegible] করিলে অসুবিধা হইবে না।

| | |
|---|---|
| Evaporation | বাষ্পীভবন |
| Sublimation | উদ্বান |
| Boiling / Ebullition | স্ফোটন, ফোটা |
| Liquefaction | তরলতাপত্তি |
| Condensation | ঘনীভবন |
| Rarefaction | বিরলতাপাদন |
| Compression | নিবিড়তাপাদন |
| Neutralisation | জারণ |
| Saturation (of a solution) | — |
| Supersaturation | — |
| Government | গবর্ণমেণ্ট, সরকার, শাসনতন্ত্র, রাষ্ট্রতন্ত্র |
| Administration | শাসন |
| Monarchy | রাজতন্ত্র |
| Republic / Commonwealth | সাধারণ তন্ত্র |
| Democracy | প্রজাতন্ত্র, প্রকৃতিতন্ত্র |
| Aristocracy | অভিজাততন্ত্র |
| Oligarchy | — |
| Autocracy / Despotism | ঈশ্বর তন্ত্র |
| Kingdom | রাজ্য |
| State | রাষ্ট্র |
| Empire | সাম্রাজ্য |
| Harbour | — |
| Haven | — |
| Port | বন্দর |
| Horizon | ক্ষিতিজ, হরিজ (১) |
| Horizontal | ক্ষিতিজগামী |
| Vertical | উল্লম্বী |
| Halo | পরিবেষ |
| Corona | ছটা |
| Rainbow | রামধনু, ইন্দ্রধনু |
| Mock-sun | উপসূর্য্য, প্রতিসূর্য্য (২) |
| Heat | তাপ |
| Temperature | উষ্ণতা |
| Calorimeter | তাপমান |
| Thermometer | উষ্ণতামান |
| Melting point | গলনাঙ্ক |
| Boiling point | ফুটনাঙ্ক |
| Expansion / Dilatation | প্রসারণ |
| Contraction | সঙ্কোচন |
| Light | আলোক |
| Reflection | পরাবর্ত্তন |
| Refraction | বিরোবর্ত্তন |
| Dispersion | বিশ্লেষণ |
| Diffraction | সাচিবর্ত্তন (৩) |

(১) "যদ্বদ্রাশির্ব্রজতি হরিদশ্"—বৃহৎ সংহিতা "হরি" কাশং ভূষ্যা সহাসন্নং দৃশ্যতে তদ্ধরিজন্"—Commentary by Utpala.

(২) প্রতিসূর্য্য—বৃহৎসংহিতা।

(৩) আলোকের সোজা এক মুখে যাওয়াই সাধারণ ধর্ম্ম; ইহার নাম rectilinear propagation. কিন্তু অতি সঙ্কীর্ণ দ্বার বা ছিদ্র পথে যাইতে হইলে আলোক কেবল সম্মুখে না গিয়া আশ পাশ দিয়া বক্র পথে চলে. এই ঘটনার নাম diffraction; ইহা আপাততঃ rectilinear propagationএর বিরোধী বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিরোধী নহে। Diffraction এর অনুবাদে সাচিবর্ত্তন গ্রহণ করা গেল।

| | |
|---|---|
| Polarisation | ধ্রুবতাপত্তি (৪) |
| Interference | বিরোধ |
| Hour | ঘণ্টা |
| Minute | মিনিট |
| Second | সেকণ্ড |
| Clock | ঘড়ী |
| Sundial | ছায়াঘড়ী |
| Chronometer | নাড়ীমান (৫) |
| Time | কাল |
| Day | দিন, দিবস |
| ,, civil | সাবন দিবস |
| ,, solar | সৌর দিবস |
| ,, sidereal | নাক্ষত্রিক দিবস |
| Night | রাত্রি |
| Month | মাস |
| Lunar month / Lunation | চান্দ্র মাস |
| Year | বৎসর |
| Leap year | পরিবৎসর (৬) |
| Inland | স্থলগত |
| Overland | সমুদ্রগত |
| Submarine | সাগরমগ্ন |
| Underground / Subterrancan | অধোভূমিক |
| Island | দ্বীপ |
| Peninsula | উপদ্বীপ |
| Isthmus | যোজক |
| Land | স্থল |
| Water | জল |
| Lake | হ্রদ |
| Lagoon | উপহ্রদ |
| Marsh / Bog | বিল |
| Language | ভাষা |
| Dialect | উপভাষা |
| Patois | অপভাষা |
| Meteor | কেতু, উল্কা |
| Meteorite | উল্কাপিণ্ড, উল্কাশ্ম (৭) |

(৪) আলোকের স্পন্দনগুলি যখন এক নির্দ্দিষ্ট দিকে আবদ্ধ থাকে তখন তাহাকে polarised light বলে। Polarisation অর্থে নির্দ্দিষ্ট মুখ প্রাপ্তি; আলোক যে অর্থে polarised হয়, অক্ষোপরি আবর্ত্তনশীল পৃথিবীকেও ঠিক সেই অর্থে polarised বলা যাইতে পারে। চুম্বকের অণু সমূহও ঠিক এই অর্থে polarized. কোন electrolyteএর ভিতর তাড়িত প্রবাহ চলিলে উহার ion সকলও এইরূপ polarized হয়। সর্ব্বত্রই polarisation অর্থে নির্দ্দিষ্ট রেখায় অবস্থিতি। এই নির্দ্দিষ্ট রেখাকে ধ্রুব রেখা বলা যাইতে পারে। পৃথিবীর অক্ষরেখাকে জ্যোতিষে ধ্রুব রেখা বলে। এই রেখার সম্মুখস্থিত নক্ষত্রকে ধ্রুবতারা বলে। ধ্রুবত্ব প্রাপ্তি ও polarisation এইজন্য সমানার্থক।

(৫) "নাড়ী কালেঽপি ষট্ক্ষণে"—অমরকোষ।

(৬) পরিবৎসর=a particular year in a cycle of five years. Leap-year প্রতি বর্ষ-চতুষ্টয়ে একবার ঘটে। সংস্কৃত জ্যোতিষের পরিবৎসর ও leap year এক না হইলেও বাঙ্গালায় পরিবৎসর leap year স্থানে ব্যবহার চলিতে পারে। কেননা আধুনিক জ্যোতিষে পরিবৎসর শব্দের প্রাচীন অর্থে ব্যবহারের কোন প্রয়োজন নাই।

(৭) Meteorites are large masses that pass through the atmosphere and actually reach the earth. They are of three classes :—(1) *aerolites*=meteoric *stones*, (2) *siderites*=meteoric *irons*, (3) *siderolites*=intermediate varieties.

| | |
|---|---|
| Aerolite | ব্যোমাশ্ম |
| Siderite | ব্যোমাষস |
| Siderolite | ব্যোমায়সাশ্ম |
| Fireball | বহ্নিগোলক |
| Meteor, detonating | নির্ঘাত (৮) |
| Bolide, Shooting star | উল্কা |
| Radiant point | নির্গমকেন্দ্র |
| Meteorology | অন্তরিক্ষ বিদ্যা |
| Humidity | আর্দ্রতা |
| Hygroscope | সেকবীক্ষণ |
| Hygrometer | সেকমান (৯) |
| Moist, Humid | আর্দ্র, সিক্ত |
| Dry | শুষ্ক |
| Saturation | পরিষেক (১০) |
| Supersaturation | অতিসেক |
| Dew-point | পরিষেকাঙ্ক (১১) |
| Rain | বৃষ্টি |
| Rainless Region | নির্বর্ষদেশ |
| Region of constant precipitation | নিয়তবর্ষ দেশ |
| Rain-gauge | বৃষ্টিমান |
| Hail | শিলা |

(৮) বৃহৎ সংহিতায় প্রয়োগ আছে।

(৯) আর্দ্র ও সিক্ত সমানার্থক। Hygrometer = আর্দ্রতা বা সিক্ততা মাপিবার যন্ত্র। উচ্চারণ সহিবার জন্য সেকমান গ্রহণ করা গেল।

(১০) Saturated = পরিষিক্ত, unsaturated = অপরিষিক্ত।

(১১) Dewpoint = Temperature of saturation.

| | |
|---|---|
| Cloud | মেঘ |
| Stratus | স্তর মেঘ |
| Cumulus | স্তূপ মেঘ |
| Cirrus | অলক মেঘ (১২) |
| Nimbus | বলাহক (১৩) |
| Lightning | বিদ্যুৎ |
| Thunder | বজ্র |
| Electricity | তাড়িত |
| Lightning rod | তাড়িত দণ্ড |
| Fog, Mist | কুজ্ঝটিকা, কুয়াসা |
| Snow | তুষার |
| Snow-flake | তুষারবোর্ণা |
| Ice | বরফ |
| Dew | শিশির |
| Frost, Hoar-frost | তুহিন |
| Sleet | তুষার বৃষ্টি |
| Magnet | চুম্বক |
| Magnetism | চৌম্বকতা |
| Magnetic axis | চুম্বক অক্ষ |
| Magnetic meridian | চৌম্বক যাম্যোত্তর রেখা |
| Declination | চুম্বক ক্রান্তি |
| Dip, Inclination | চুম্বকাবনতি |

(১২) ৺ রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'অলক মেঘ' ব্যবহার করিয়াছেন।

(১৩) Nimbus = বর্ষপ্রদ, এইরূপ ব্যবহার আছে (রাজেন্দ্রলাল মিত্র—প্রাকৃতিক ভূগোল); বলাহক = বারিবাহক = বর্ষপ্রদ; সংস্কৃত সাহিত্যে আবর্তাদি মেঘচতুষ্টয়ের মধ্যে বলাহক অন্যতম।

| | |
|---|---|
| Dip circle | অবনতি চক্র |
| Isogonic line | — |
| Isodynamic line | — |
| Magnetic needle | চুম্বক শলাকা |
| Compass | কোম্পাস |
| Mariner's compass | নাবিক কোম্পাস |
| Mountain | পর্ব্বত |
| Mountain range | পর্ব্বতশ্রেণী |
| Mount | গিরি |
| Hill | পাহাড়, শৈল |
| Hillock | পাহাড়ি |
| Ridge | শৈলশ্রেণী |
| Peak | শৃঙ্গ |
| Summit | শীর্ষ |
| Flank | কটক |
| Cave | গুহা |
| Cavern | কন্দর |
| Ravine | দরী |
| Gorge | দ্বার |
| Pass | গিরিসঙ্কট |
| Defile | |
| Valley | উপত্যকা, দ্রোণী |
| Plateau | মালভূমি |
| Table land | |
| Plain | সমতল |
| Low plain | সমতট (১৪) |
| Lowlands | |
| Highlands | অধিত্যকা |
| Sunk plain | অধোগত সমতল |

(১৪) বঙ্গদেশের lowlandsকে পূর্ব্বে সমতট বলিত।

| | |
|---|---|
| Depression | — |
| Stratum | স্তর |
| Bed | স্তর |
| Fold | ভাঁজ |
| Stratification | স্তরবিন্যাস, স্তরাধান |
| Tilting | হেলিয়া থাকা |
| Syncline | অবক্রম (১৫) |
| Anticline | অধিক্রম |
| Mine | খনি |
| Mineral | গৈরিক (১৬) |
| Mineralogy | গৈরিকবিদ্যা |
| Ore | আকরিক |
| Fault | ফাট |
| Vein | শিরা |
| Seam | — |
| Machine | যন্ত্র |
| Mechanical | যান্ত্রিক, ভৌতিক |
| Mechanics | যন্ত্রবিজ্ঞান |
| Statics | স্থিতিবিজ্ঞান |
| Dynamics | — |
| Kinematics | গতিবিজ্ঞান |
| Kinetics | বলবিজ্ঞান |
| Pneumatics | অনিলবিজ্ঞান |
| Hydrostatics | — |
| Hydrodynamics | — |

(১৫) In a folded bed of rocks, a downward fold is a *syncline*, an upwurd fold an *anticline*.

(১৬) Mineral শব্দ কেবল খনিজ পদার্থে আবদ্ধ নহে; rock মাত্রকেই বুঝায়। mineral oil-এরূপ স্থলে খনিজ-তৈল বলা চলিবে।

| | |
|---|---|
| Physics | পদার্থবিজ্ঞান |
| Physical | ভৌতিক |
| Engine | এঞ্জিন |
| Steam Engine | বাষ্পযন্ত্র |
| Maximum | পরম |
| Minimum | অবরম |
| Migration | নির্যাণ |
| Emigration | প্রবাসন |
| Immigration | — |
| Colony | উপনিবেশ (১৭) |
| Nadir | অধঃ স্বস্তিক |
| Zenith | ঊর্দ্ধস্বস্তিক |
| Nebula | নীহারিকা |
| Nebular Theory | নীহারিকাবাদ |
| Navigation | নৌ যাত্রা |
| Navigator | নাবিক, নৌযাত্রী |
| Navigable | নাব্য |
| Nautical | নাবিক সম্বন্ধী |
| Navy | নৌসেনা |
| Sailor | মাল্লা |
| Circumnavigation | ভূপ্রদক্ষিণ |
| Exploration | ভূমি আবিষ্কার |
| Cruise | — |

(১৭) Colonist উপনিবেশিক, colonisation পনিবেশ স্থাপন।

| | |
|---|---|
| Orbit | কক্ষা |
| Rotation | আবর্ত্তন (১৮) |
| Revolution | ভগণ গতি, ভ্রমণ, পরিবর্ত্ত (১৮) |
| Translation | ভ্রমণ |
| Precession | অয়ন চলন, অয়নগতি |
| Nutation | অক্ষস্পন্দন |
| Perturbation | কক্ষাভ্রংশ |
| Observation | বেধকর্ম্ম, পর্য্যবেক্ষণ |
| Observatory | বেধমন্দির, মানমন্দির |
| Aphelion | মন্দোচ্চ |
| Perihelion | শীঘ্রোচ্চ |
| Line of apsides | উচ্চণ রেখা |
| Organ | অবয়ব, দেহ (১৯) |
| Organism | অবয়বী জীব, দেহী |
| Cell | কোষাণু (২০) |
| Protoplasm | জৈবনিক, জীবপঙ্ক |

(১৮) "ভূরেবার্তাবৃতা প্রতিদৈবসিকী উদয়াস্তমনং সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাম্।" এস্থলে আবর্ত্তন—rotation.

ভানাং চতুর্ঘ্নেণৈতে পরিবর্ত্তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ"

ইতি উৎপলধৃত মুদ্গলিশ সিদ্ধান্ত বচনম্। ভ—নক্ষত্র ভগণ=নক্ষত্রগণ=সমস্ত-রাশিচক্র; প্রত্যেক গ্রহ সমস্ত রাশিচক্র ঘুরিয়া আসে। এই পরিভ্রমণ ক্রিয়াকে 'ভগণ গতি' বা 'ভগণ' বলা প্রচলিত আছে। ৭ "ক্রান্তিপাতস্য ভগণাঃ=revolutions of the point of intersection between the Ecliptic and the Equator.

(১৯) Organisation=অবয়বিতাপাদন, দেহ প্রাপ্তি।

(২০) Unicellular=ঐককোষিক
Multicellular=বহুকোষিক

| | |
|---|---|
| Pressure | চাপ |
| Barometer | বায়ুমান |
| Hypsometer | উৎসেধমান |
| Manometer | চাপমান |
| Anemometer | বেগমান |
| Isobar | সমচাপ রেখা |
| Isothermal | সমোষ্ণ রেখা |
| Force | বল |
| Velocity | বেগ |
| Plant, Vegetable | উদ্ভিদ্ |
| Animal | জন্তু, প্রাণী |
| Life | জীবন |
| Biology | জীববিদ্যা |
| Botany | উদ্ভিদ্বিদ্যা |
| Zoology | প্রাণিবিদ্যা |
| Palæontology | প্রত্নজীববিদ্যা |
| Morphology | শরীরবিদ্যা |
| Physiology | প্রাণবিদ্যা |
| Domestic | গ্রাম্য |
| Domestication | গ্রাম্যতাপাদন |
| Wild | আরণ্য |
| Fauna | প্রাণিবর্গ |
| Flora | উদ্ভিদ্বর্গ |
| Ethnology | জাতিবিদ্যা |
| Anthropology | মানববিদ্যা |
| Anthropometry | মানবমিতি |
| Pole | মেরু |
| —north | সুমেরু |
| —south | কুমেরু |
| —magnetic (of the earth) | চৌম্বক মেরু |
| —(of a magnet) | মেরু |
| —(of an electric battery) | দ্বার |
| Pole-star | ধ্রুব তারা |
| Polar region | মেরু প্রদেশ |
| Polarization | ধ্রুবতাপাদন |
| Gyrostat | ভ্রমর যন্ত্র |
| Population | লোকসংখ্যা |
| People | — |
| Nation | জাতি |
| Race | কুল |
| Type | বংশ, বর্ণ |
| Tribe | দল |
| Clan | গোত্র |
| Caste | বর্ণ |
| Herd (of animals) | যূথ, পাল |
| Society | সমাজ |
| Corporation | — |
| Guild | সার্থ |
| Community | সঙ্ঘ (২১) |
| Communism | সাঙ্ঘিকতা |
| Socialism | সমাজতান্ত্রিকতা |
| Individualism | ব্যক্তিতান্ত্রিকতা |
| Nihilism | ধ্বংসবাদ |
| Anarchism | অরাজকতা |
| Barbarous | অসভ্য |
| Savage | — |
| Settled | সমাজবদ্ধ |

(২১) একালে community বলিলে যাহা বুঝায়, বৌদ্ধগণের সঙ্ঘ ঐরূপ একটা community ছিল।

| | |
|---|---|
| Aborigines | আদিমনিবাসী |
| Civilized | সভ্য |
| Nomadic | যাযাবর |
| Industry | পরিশ্রম, শিল্প |
| Agriculture | কৃষি |
| Trade | ব্যবসায় |
| Commerce | বাণিজ্য |
| Art | কারুশিল্প |
| Fine art | কলা |
| | |
| Religion | পন্থা |
| Sect | সম্প্রদায় |
| Animism | প্রেতবাদ |
| Shamanism | পিশাচ পূজা |
| Totemism | — |
| Taoism | — |
| Fetishism | — |
| Idolatry | পৌত্তলিকতা |
| | |
| Rock | প্রস্তর |
| Sedimentary | পললজ |
| Stratified | স্তরীভূত |
| Fragmental | খর্করিল |
| Igneous | আগ্নেয় |
| Extruded<br>Effusive | বহিঃক্রত (২২) |
| Intrusive | অন্তঃক্রত |
| Plutonic | পাতালজ (২৩) |

(২২) Extrusive=Flowing out of the earth.

(২৩) Plutonic- deepseated igneous. Into পাতালের দেবতা।

| | |
|---|---|
| Metamorphic | পরিণত |
| Eruptive | উৎপাতিত |
| Lava | লাবা |
| Volcano | আগ্নেয় পর্ব্বত |
| Crater | গহ্বর |
| Cone | মোচা |
| Ash | ভস্ম |
| Eruption | অগ্ন্যুৎপাত |
| Extinct | নির্ব্বাপিত |
| Dormant | সুপ্ত |
| Active | জাগ্রত |
| Fossil | জৈবাশ্ম |
| Stone | পাথর |
| Gravel | উপল, গ্রাবা |
| Clay | কাদা |
| Soil | মাটি, মৃত্তিকা |
| Sand | বালি, বালুকা |
| | |
| Region<br>Realm | বর্ষ |
| —Palæarctic | প্রত্নোদীচ্য বর্ষ |
| —Ethiopian | ইথিয়োপীয় বর্ষ |
| —Oriental | প্রাচ্য বর্ষ |
| —Neo-tropical | নব্যোষ্ণ বর্ষ |
| —Nearctic | নবোদীচ্য বর্ষ |
| | |
| River<br>Stream | নদী |
| Affluent<br>Tributary | শাখা |
| Distributary | — |
| Source | উৎপত্তিস্থল |

| | |
|---|---|
| Mouth | মুখ, মোহানা |
| Junction | সঙ্গম |
| Bank | তীর |
| Bed | গর্ভ |
| Channel | খাত |
| Basin | কোণা |
| Rivulet | নালা |
| | |
| Spring | উৎস, প্রস্রবণ |
| Hot spring | উষ্ণ প্রস্রবণ |
| Geyser | গীসার |
| Surface spring | পৃষ্ঠোৎস |
| Deepseated spring | গর্ভোৎস |
| | |
| Silica | সিকতা |
| Lime | চুণ |
| Calcareous | চুণময় |
| Iron | লৌহ |
| Forrugenous | লৌহময় |
| | |
| Sun | সূর্য্য |
| Moon | চন্দ্র |
| Star | তারা |
| Planet | গ্রহ |
| Planetoid, Asteroid | গ্রহক, অপগ্রহ |
| Constellation | তারা-প্রকোষ্ঠ |
| Star cluster | নক্ষত্রপুঞ্জ |
| Satellite | উপগ্রহ |
| Ring ( of Saturn ) | মেখলা |
| Solar System | সৌর জগৎ |
| Sidereal System | নক্ষত্র জগৎ |
| Stellar Sphere | ভপঞ্জর (২৪) |
| Uranus | বরুণ |
| Neptune | ইন্দ্র |
| Comet | ধূমকেতু |
| Head, Coma | শীর্ষ |
| Tail | পুচ্ছ |
| Nebula | নীহারিকা |
| Zodiac | রাশিচক্র |
| Zodiacal Light | ভচক্রভা |
| Galaxy, Milky Way | ছায়াপথ, ব্যোমগঙ্গা |
| Eclipse | গ্রহণ |
| —total | পূর্ণ গ্রাস |
| —partial | অংশ গ্রাস |
| —annular | কঙ্কণ গ্রাস |
| | |
| Tide | জোয়ার ভাটা, বেলা |
| —high, —flow | জোয়ার |
| —low, —ebb | ভাটা |
| Bore | বান |
| Race | — |
| Spring tide | কটাল |
| Neap tide | মরা কটাল |
| Tidal wave | বেলোর্ম্মি |
| Cotidal line | সমোচ্ছ্বাস রেখা |
| | |
| Wave | তরঙ্গ |
| Undulation | ঊর্ম্মি, লহরী |

(২৪) "ভপঞ্জরঃ স্থিরো-ভূরেষাবৃতা" ইত্যাদি।

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ripple | হিল্লোল | Wave-front | তরঙ্গধারা (২৬) |
| Groundswell | উল্লোল (২৫) | Frequency | কম্পন সংখ্যা |
| Wind-wave | বাতোর্ম্মি | Period | কম্পনকাল |
| Crest (of wave) | শীর্ষ | Amplitude / Range | কম্পন প্রসার |
| Hollow (of wave) | গর্ভ | | |
| Breaker | ভঙ্গ | Stream / Current | স্রোত, প্রবাহ |
| Spray | — | | |
| Vibration / Oscillation | স্পন্দন, কম্পন | Surface Drift | পৃষ্ঠপ্রবাহ |
| | | Whirlpool | আবর্ত্ত |
| Wave-length | তরঙ্গায়তি | | |

# ভবানীদাসবিরচিত রামরত্নগীতা।

প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থকারদিগের মধ্যে ভবানী দাস অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ইহাঁর প্রণীত ৩ বড় বিস্তৃত গ্রন্থ আছে। অদ্য আমরা রামরত্নগীতার বিষয় সাহিত্যসেবী ব্যক্তিগণের নিকটে উপস্থিত করিব।

গ্রন্থের আরম্ভ ——

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। অথ শ্রীরামরত্নগীতা লিখ্যতে শ্রীকৃষ্ণ বক্তা শ্রোতা ধনঞ্জয় বেদব্যাসকৃত শ্রীভবানী দাসের কৃতি রাগি ছন্দে বিরচিত ইত্যাদি। অথ পয়ার—

প্রণমহো একযোগে সর্ব্বদেবগণ।
কিঞ্চিৎ নিবেদোঁ সবে করহ শ্রবণ॥
প্রণমহো শ্রীরামরতন করিসার।
কর্ণপথে নাম মাত্রে জন্ম নাহি যার॥
ভারত সমর সাঙ্গ করি পার্থ বীর।
বসিলেন পুত্রশোকে ব্যাকুল শরীর॥
শয়নেতে নিদ্রা নাহি অমৃত ভোজনে।
রাজ্যের বৈভব সুখ নাহি লয় মনে॥
নিরন্তর প্রতিমুহূর্ত্ত বোলে অনুক্ষণ।
পরিহরি সব মোরে আপন সদন॥
অন্তর্যামী নারায়ণ বুঝি পার্থ মন।
অর্জ্জুনে বুঝান বলি শাস্ত্রের বচন॥
কৃষ্ণ বোলে ধনঞ্জয় এ উচিত নয়।
অজ্ঞান জীবের ন্যায় শোক সমুদয়॥
অর্জ্জুন বলেন প্রভু করি নিবেদন।
যোগমার্গ বোলি মোর শান্ত কর মন॥
কি মতে বৈষ্ণব হয় পাষণ্ড কি মতে।
বিস্তারি সুকৃপে সব কহিবে আমাতে॥
আপনি শ্রীমুখে কহিছেন বারেবার।
আমা হৈতে সৃষ্টি হৈল সকল সংসার॥
সে সকল ভেদ মোরে কহ নারায়ণ।
শুনিয়া হউক মোর সফল জীবন॥

এই গ্রন্থে বিস্তর সংস্কৃত শ্লোক আছে, কিন্তু এতই অশুদ্ধরূপে লিখিত যে পাঠোদ্ধার করা

---

উল্লোল=a large wave or billow (Wilson)
বীচি=edge, boundary in general, the advancing van of an army.

দুরূহ। অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন, কৃষ্ণ উত্তর দিয়াছেন। অর্জ্জুনের এক প্রশ্ন, রাবণ এত জীব হত্যা করিয়াও তোমাকে পাইল কিরূপে? কৃষ্ণ বলিলেন আমাকে পায় নাই, বিষ্ণুকে পাইয়াছে, প্রেম ভক্তি না হইলে আমাকে পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবগ্রন্থপাঠকেরা জানেন যে বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু, নারায়ণ ও কৃষ্ণে পার্থক্য আছে। আমরা জানিতে পারিলাম যে গ্রন্থকার একজন পরম বৈষ্ণব। অর্জ্জুনের আর এক প্রশ্ন ও তদুত্তর :—যথা

পার্থ বলে রমানাথ করি নিবেদন। গোহত্যা পাতকী জন হয় ত যবন॥
এক ব্রহ্ম তুমি যদি নহে অন্য জন। পুনঃ পুনঃ নানা যোনি মধ্যে জন্ম লয়।
ঋক্ বেদে সাম বেদে গোহত্যা বারণ। কুকর্ম্মাদি পাপকর্ম্ম সতত আচরয়॥
অথর্ব্ব বেদে গোহত্যাদি করয়ে যবন। ইতি মধ্যে যে যবন ধর্ম্ম পথে যায়।
রহিমান নাম যোগাইলা তার তরে। স্বর্গভোগ কর্ম্ম অনুসারে সেই পায়॥
কোরাণ গ্রন্থেতে তারা গোহত্যাদি করে। বিস্তার কহিব আমি যবন জনম।
কৃষ্ণ বোলে ধনঞ্জয় শুনহ কারণ। শ্রবণ করহ পার্থ পাণ্ডুর নন্দন॥

ইহার পর বিস্তার পূর্ব্বক যবনোৎপত্তির বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। সে বিবরণের কি তাহা জানি না। অনন্তর চতুর্ব্বেদের উৎপত্তি, শঙ্খাসুরের দেহহরণ ও মীনরূপ ভগবানের বেদের উদ্ধার বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। কৃষ্ণ হইতে শক্তির বর প্রাপ্তি সহ লিখিত হইয়াছে,——কৃষ্ণ বলিতেছেন—

মোর ভক্ত হৈঞা নিন্দা যে করে তোমার। পরম বৈষ্ণব জ্ঞানে যে তোমা পূজিবে।
প্রেমভক্তির পথ মাঝে সেই দুরাচার॥ সপ্ত বংশ সহ সেই মোর প্রিয় হবে॥
তব নামে অজা মেষ দিবে বলিদান। নানামতে ভগবতীর তুষিলেন মন।
অধঃপাতে জন্ম যাবে নরক নিদান॥ শুন সব্যসাচী এই কথা পুরাতন॥

অনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে বরদান, কৈলাস-নির্ম্মাণ ও শিব ভগবতীর বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে। শক্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে প্রসব করিয়াছিলেন; তজ্জন্য বিংশতিবার দেহত্যাগের পর শিবকে বিবাহ করেন। ইহার পর সৃষ্টি প্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে। মৃত্যুর জন্ম এই বর্ণিত হইয়াছে——

মহাভার হৈল ক্ষিতি সহিতে না পারে। শুনি ভগবতী আমি করিনু স্মরণ॥
বাসুকি সকল কথা জানায় ব্রহ্মারে॥ আমার নিকট দেবী আসি দণ্ডাইল॥
জানিয়া সকল তত্ত্ব দেব প্রজাপতি। অকস্মাৎ মহামায়ার ললাট ঘামিল॥
বৈকুণ্ঠে আমার স্থানে গেলা শীঘ্রগতি॥ সেই ঘামে আছাড়িয়া ফেলিল ভূমিতে।
আদি অন্ত সমাচার করিল জ্ঞাপন। মৃত্যুরূপা কন্যা জন্মে দেখিতে দেখিতে॥

কবি কৃষ্ণমুখে বলিয়াছেন—

শ্রীরামরতনকীর্ত্তি অতি সুখোদয়। ব্যাসমুনি শ্লোকছন্দে করিল রচন।
একান্ত মনেতে শুন বীর ধনঞ্জয়॥ শ্রীভবানী দাস কৈল পয়ারে প্রবন্ধ॥

অনন্তর ইন্দ্রের প্রতি দুর্ব্বাসার শাপ ও লক্ষ্মীর উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। লক্ষ্মী পদ্মবনে জন্মিলে বরুণ তাঁহাকে দেখিতে পান——

ব্রহ্মপোরা শিশুনা দেখিয়া জলপতি। ধারণীকে সমর্পিল সে কন্যা রতন।
তোড়ে করি নিজালয়ে গেলা শীঘ্রগতি। কায়মনোবাক্যে তারে করেন পালন।

পাঠক দেখিবেন শব্দের উত্তর নী প্রত্যয় করিয়া কেমন সহজে পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গের আকারে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। অনন্তর সমুদ্রমন্থন বর্ণিত হইয়াছে। সমুদ্রমন্থনে বরুণের পুরী ভাঙ্গিয়া যায়। বরুণ লক্ষ্মীদান করিয়া বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিলে সমুদ্রমন্থন নিবৃত্ত হয়। যবনের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

দুই বোলে সময়েতে জন্মিবে নন্দন। আপ্তগণ লৈয়া দ্বিজ করিবে বিচার।
পরম সুন্দর রূপ যেমন মদন। দেখিয়া শিশুর ক্রিয়া সবে চমৎকার।
পুত্র দেখি বিশ্বাবসু অতি হাস্য মন। বেদপাঠ দ্বিজধর্ম্ম করিবে বর্জ্জন।
সযত্নেতে সেই শিশু করিবে পালন। সবে বোলিবেক শিশু করহ নিধন।
শুন পার্থ সেই কথা কহিব বিশেষে। একান্ত যুক্তিতে সভার হইবে সম্মতি।
যবনের বাক্য সব শিশু মুখে যাইবে। মারিতে উদ্যত তারে হবে শীঘ্রগতি।
অনলে সহিবে পানী অম্বরে জেতাম। সবে বলে শিশুরে করাহ বিষপান।
রহিমান নাম স্মরণে জ্যোতি ধরে ধ্যান। কার্য্যসিদ্ধি হবে কেহ না হবে জ্ঞাপন।
এ সকল আশ্চর্য্য শুনিবে দ্বিজমণি। অন্ন সঙ্গে বিষ দিবে শিশুকে খাইতে।
চিন্তিত হইবে অগ্নির অভিশাপ গণি। তাহাতে বাঁচিবে শিশু আমার কৃপাতে।
জানিলাম অগ্নিশাপ ফলিল আমারে। নিদ্রা যোগে ঘরে তার দিবেক দাহন।
যবনের জন্ম বুঝি হৈল মোর ঘরে। তাহাতে বাঁচিবে শিশু নহিবে মরণ।
নগরে নগরে কথা হইবে ঘোষণ। নব লক্ষ বস্ত্র খণ্ড হবে তার গায়।
বিশ্বাবসু ঘরে জন্ম লইল যবন। তাহাতে বাঁচিবে শিশু আমার কৃপায়।
এই বাক্য সকলে কহিবে পরস্পরে। তার পরে পথমাঝে শিশুকে পুতিবে।
যবন কেমন ভাই চল দেখিবারে। দু মাস চমাস অন্ন জল নাহি দিবে।
শুন পার্থ সে সকল কহিব তোমারে। নানা চেষ্টা করিবেক শিশু না মরিবে।
বিদ্বান্ হইবে শিশু আমার কৃপায়। মোর অনুগ্রহে শিশু সর্ব্বত্র বাঁচিবে।
অথর্ব্ব বেদের পাঠ করিবে যে জন। যদি সেই শিশু পার্থ প্রহারে মরিত
এহ হেতু তারে আমি করিব রক্ষণ। অথর্ব্ব বেদ স্তুতিপাঠ খাত্ত না হইত।
যবনের বাক্য যে শিখিবে ইতিহাস। বিংশতি বৎসর যবে বয়ঃক্রম হবে।
নূতন নূতন বাক্য করিবে প্রকাশ। কোরাণ যবন শাস্ত্র মুখে অভ্যাসিবে।
তোমা তোমা বলিবেক দিনে লক্ষবার। বল বুদ্ধি শক্তিমন্ত সেই হয়ে পবে।
বিশ্বাবসু চিত্তে বড় মানিবে বিকার। কলেমা পঢায় লোকে আপ্তসঙ্গ করে।
ষোল বৎসর শিশুর বয়ঃক্রম হবে। ক্রমে ক্রমে বহু লোক যবন হইবে।
তবে বিশ্বাবসু সব ব্রাহ্মণে ডাকিবে। ব্রাহ্মণ শক্তির কত কলেমা পঢিবে।

ক্রমেতে যবন হবে আটাশী হাজার। প্রতিজ্ঞা করিবে তবে সকলে বসিয়া।
সাপক্ষ হইবে তারা বহু পরিবার। সকল সংসার দেহ যবন করিয়া।
কেহ অশ্বে কেহ গজে করিবে ভ্রমণ। এই মত অহঙ্কার করিয়া মনেতে।
নিরন্তর ভ্রমিবেক সকল ভুবন। সাজিবেক সকলে দিগ বিজয় করিতে।

গ্রন্থকার কোন্ সময়ের লোক তাহা জানা যায় নাই। মুসলমান-ধর্ম্ম প্রচারের উপদ্রব হয়ত তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কবির বিশ্বাস ছিল, কোরাণের প্রবচন গুলি অথর্ব্ব বেদের বাক্য। এখনও কোন কোন ব্যক্তির এইরূপ বিশ্বাস আছে।

অনন্তর মুচিরাম দাসের উপাখ্যান, কৃষ্ণনামের মহিমা, কোন্ পাপের কোন্ শাস্তি, চণ্ডালের লক্ষণ, ভেলানী নিষাদীর উপাখ্যান, (এই ভেলানী রামায়ণের শবরী শ্রমণা) ভক্তব্যাধের উপাখ্যান, মালাজপের নিয়ম, গুরুকরণের নিয়ম, কর্ম্মফল, নারদপ্রাখ্যান, বিষ্ণুকে কোন্ কোন্ দ্রব্য দিতে হয় তাহার নিয়ম, নববর্ত্মের লক্ষণ, এক কুবকের উপাখ্যান, অক্রুরের উপাখ্যান, বিশ্বরূপ দর্শন, দ্বাদশ বৈষ্ণবের উপাখ্যান, বৈষ্ণবাচার, সতীধর্ম্ম, মদনবেদবতীর উপাখ্যান, বাধার মহিমা ও জীবহত্যার দোষ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

কবি অর্জ্জুনমুখে চৌত্রিশ অক্ষরে কৃষ্ণের স্তব করিয়াছেন; চৌত্রিশ অক্ষরে বর্ণিত স্তবাবলীর নাম চৌতিশা। অনেক বঙ্গীয় কবির গ্রন্থে চৌতিশা দৃষ্ট হইয়াছে।

কবি বোধ হয় নীচ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহা না হইলে তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতেন না যে,

কলিকালে শ্রেষ্ঠ জাতি হবে অহঙ্কারী। কলিতে ব্রাহ্মণ হৈয়া হবে অবতার।
অগতি লভিবে সভে শুন ধনুর্দ্ধারী। ত্রেতা যুগে কত শত রহিব রাক্ষস।
অতএব মোর ভক্ত প্রার্থনা করিল। ক্ষত্রি হৈয়া দ্বাপরে জন্মিব নরেশর।
কলিকালে নীচ যোনি আসিয়া লইল। শ্রীমহাভারত যুদ্ধে যতেক মরিল।
কলিকালে নীচ ঘরে হইবা উৎপত্তি। কলিতে জন্মিবে সবে তোমারে কহিল।
আনন্দে ভজন যেন করি নিতি নিতি। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় গৃহে সব দুরাচার।
যত দুষ্ট দৈত্যে এবে করিনু সংহার। অসুর ব্যভার করি হবে যবতার॥

বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল মত যে পরম পবিত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতিরিক্ত প্রশংসা দিলে ভাল জিনিসও ক্ষিপ্ত হইয়া যায়। চৈতন্যদেবের উদারমতে বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ এমন কতক গুলি মত প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন যে তাহা যুক্তিতে টেকেনা। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি তেজীয়ান্ জাতি তাহা লইয়া ব্যঙ্গ করিতে ত্রুটি করেন না; বৈষ্ণবেরা যুক্তিতে হারিয়া তাঁহাদিগকে পাষণ্ড, দৈত্য, দানব প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া অধিকতর উপহাসের পাত্রই হইয়া পড়েন। ভবানীদাস হয়ত তদ্রূপ উপহসিত হইয়া ক্রোধে মত্ত হইয়াছিলেন।

কবি বলিয়াছেন, ব্যাসদেব চব্বিশ হাজার শ্লোকে যে গীতা প্রস্তুত করেন, এই গীতা তাহারই সারভাগ। সত্য মিথ্যা কবিই জানেন। গ্রন্থখানি ধর্ম্ম কথায় পরিপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ

অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে অনেক কথাই বলিয়াছেন। অর্জ্জুনের প্রশ্নগুলি পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ শূন্য। গ্রন্থের রচনা সাদাসিদা। অর্জ্জুনের একটী স্তবভিন্ন গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পয়ার ছন্দে রচিত, কেবল অর্জ্জুনের স্তবটী ত্রিপদীছন্দে রচিত।

গ্রন্থের শেষভাগ।—

পার্থ বলে মহাপ্রভু তুমি আদি অন্ত। গোবিন্দ চরণে দিয়া একচিত্ত হইল।
তোমা হৈতে জানিলাম সকল বৃত্তান্ত। গয়া গঙ্গা বারাণসী নানা তীর্থ আর।
এত দূরে সাঙ্গ হৈল গীতার আখ্যান। সকলই মনের ভ্রম নানা তীর্থ সার।
যে জন শুনয়ে তার জন্মে দিব্য জ্ঞান। ধন্য ধন্য কুন্তীপুত্র বীর ধনঞ্জয়।
বদন বৈষ্ণবে আনি বীর ধনঞ্জয়। নিস্তারের মূল গীতা বৈল সমুদায়।
প্রত্যেকে তুমিল সবে আনন্দহৃদয়। বিধায় করিবে জীব এ বড় বচন।
সেই মাত্র বৈষ্ণবেরে করিল তোষণ। বিষ্ণুমায়া পাশ ভবে হইবে মোচন।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাদ্য বাজে ঘনেঘন। শ্রীরামরতনগীতা সর্ব্বগ্রন্থসার।
পাণ্ডুর পণ্ডিত দুঃখ কৃষ্ণ প্রাপ্তি হৈল। শ্রীভবানী দাস কহে রচিয়া পাঁচালি।

যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকে নাস্তি দোষকঃ। ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।

সন ১২৭৪ সাল ৩ আষাঢ় মঙ্গলবার। পুস্তকের মালিক শ্রীনিমাই চাঁদ মাড় ঠাকুর। সাং নারায়ণগড়।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
মালদহ।

---

# বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১। আত্মজিজ্ঞাসা—কৃষ্ণদাস। গদ্য; পত্র সংখ্যা মধ্যমাকার ৩ খানি; আরম্ভ ত্রিমিবাহন্তু ইত্যাদি শ্লোক মঙ্গলাচরণ।

গ্রন্থকর্ত্তা—লোককে জিজ্ঞাসেন তুমি কে। আমি জীব। তুমি কোন জীব আমি ভটস্থ জীব। তুমি কোথা আমি থাকি তাতে। ভাত কিরূপে হইল তদ্বস্তু হইতে হইল ইত্যাদি।

শেষ পদ্য—সহজ রস আস্বাদিতে মোর বড় আশ।
আত্মজিজ্ঞাসা তত্ত্ব কহে কৃষ্ণদাস॥

মন্তব্য—গ্রন্থখানি বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ীদিগের নহে; ইহা মহাস্তরবাদী বাউল বা সহজীয়া বৈষ্ণবদিগের মতপোষক গ্রন্থ। গ্রন্থকারের নাম কৃষ্ণদাস; ইনি চরিতামৃতলেখক কৃষ্ণদাস নহেন। (সিউড়ি নিবাসী শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র কৃষ্ণদাস প্রণীত আত্মজিজ্ঞাসার একখানি নকল পরিষদে পাঠাইয়াছেন। দেখা যাইতেছে এই গ্রন্থ ও পত্রিকায় পূর্ব্বে প্রকাশিত নরোত্তমদাসের দেহকড়চ অভিন্ন গ্রন্থ।—পত্রিকা সম্পাদক।)

ইহার শেষ এইরূপ আছে—

আত্মজ্ঞান বিবরণ বাউলা সাংসরাতি। ইতি সন ১২৩৮ সাল তারিখ ১০ আষাঢ়। এই গ্রন্থ শ্রীবৈষ্ণবের [illegible] বিশ্রাম ইতি॥

২। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা—রূপচরণদাস দ্বিজ।

আরম্ভ—শ্রীগুরুচরণ পদ্ম মস্তকে ধরিয়া। কর্ণপুর ঠাকুর কৈল গৌরগণোদ্দেশ।
অষ্টাঙ্গ প্রণাম করি ক্ষিতি লুটাইয়া॥ সংস্কৃত গ্রন্থ হয় নাহি তাহা লেশ॥
* * * * মূর্খ হঞা যদি কেহ বুঝিতে না পারে।
বৈষ্ণব গোসাঞির মুঞি পাঞা আজ্ঞাবল। এই লাগি তার ভাষা কহিয়ে সাদরে॥
গণোদ্দেশ ভাষা কবি জানাই সকল॥

শেষ—মহাড়া গ্রামেত বাস জন্ম দ্বিজকুলে। জন্মে জন্মে এই আমি করিয়ে আরতি।
শ্রীরূপচরণ নাম কহি কুতূহলে॥ গদাধর গৌরাঙ্গে রহু মোর মতি॥ ইতি

শ্রীকবিকর্ণপুর ঠাকুরের গ্রন্থ গৌরগণোদ্দেশ তাহার শ্লোকের ভাষা কৃত মহাড়া গ্রামের রূপচরণদাস দ্বিজ। শ্রীবৈষ্ণব গোসাঞীর চরণে শরণং। লিখিতং শ্রীনরোত্তম দাস।

৩। চিন্তামণি টীকা—গ্রন্থকারের নাম নাই।

আরম্ভ—নারায়ণিতং কলিমুণে তব পাদপদ্মং
ইত্যাদি সংস্কৃত শ্লোকে মঙ্গলাচরণ।

গ্রন্থারম্ভ—গুরুপদাশ্রয় হঞা, রাধা কৃষ্ণ নাম লঞা, ধ্যান শ্রীগুরুর পায়, দম্ভ ছাড় নিষ্ঠা তায়,
নিরবধি করহ সাধন। অনায়াসে পাবে বৃন্দাবন॥

শেষ—গৌরাঙ্গ গোসাঞীর পাদপদ্ম করি আশে।
চিন্তামণি টীকা চিত্তে শুনিতে হয় বাস॥

ইতি চিন্তামণিটীকা অষ্টম পরিচ্ছেদ। ইতি চিন্তামণিটীকা সমাপ্তা ইতি। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং সকলন শ্রীনরোত্তমদাস বৈরাগী সন ১২৪৩ সাল।

৪। চমৎকারচন্দ্রিকা—শ্রীমুকুন্দ দাস।

মঙ্গলাচরণ—বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং ইত্যাদি।

আরম্ভ—সাবধানে শুন আগে অপূর্ব্ব কথন।
রাগোদ্দেশবস্তুতত্ত্ব সিদ্ধ নিরূপণ॥

শেষ—কৃষ্ণদাস কবিরাজের চরণ করি আশ।
চমৎকারচন্দ্রিকা কহে শ্রীমুকুন্দ দাস॥

ইতি চমৎকারচন্দ্রিকা গ্রন্থ সম্পূর্ণ সন ১২৪২ সাল লিখিতং শ্রীনরোত্তম দাস।

মন্তব্য—গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রসিদ্ধ শিষ্য। ইনি মুলতানদেশীয় জনৈক বণিক্‌নন্দন বলিয়া তাঁহার জীবনচরিতে লিখিত হইয়াছে। মুকুন্দ বিশুদ্ধ বৈষ্ণবমত হইতে কিছু ভিন্ন ভাবে চলিতেন।

৫। পাষণ্ডদলন—কৃষ্ণদাস।

মঙ্গলাচরণ—অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য ইত্যাদি।

এবং—রেণু হৈতে হৈঞা লীন, বন্দো শ্রীগুরুচরণ, শ্রীগুরুচরণ নিধি, চিত্ত তাই নিরবধি,
রাধাকৃষ্ণ পাই যাহা হৈতে। মুক্ত হবে যদি জ্ঞান চিতে। ইত্যাদি।

গ্রন্থারম্ভ—হেনকালে হরিদাস নিতানন্দ স্থানে। যে সব মহিমা সুখ কি লাগি তেজিয়া,
জিজ্ঞাসা করেন প্রেমে ধরিয়া চরণে। ধূলায় লোটাঞা কান্দে কৌপীন পরিয়া॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি নবঘন শ্যাম। কহত এ সব তত্ত্ব করি নিবেদন।
গোপী সঙ্গ বিলাসবে বৃন্দাবন ধাম। ইহাতে বিস্ময় বড় হৈয়াছে মোর মন॥

* * *

শেষ—করজোড়ে হরিদাস করেন প্রণাম। হরিনাম তিনবার উচ্চস্বরে বলে।
এতদিনে নিষ্ঠা করাইলে হরিনাম॥ শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব পাদপদ্ম যাব আশ।
প্রেমাবেশে দুইজন আলিঙ্গন করে। পাষণ্ডদলন কথা কহে কৃষ্ণদাস॥

## ৬। রাগরত্নাবলী—কৃষ্ণদাস।

মঙ্গলাচরণ—জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয়॥ ইত্যাদি।

সূত্র—বৈষ্ণব গোসাঞী বোলে করিবে লিখন। রাগমার্গে ভজিতে তারে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
তাঁর কৃপায় হয় বাঞ্ছিত পূরণ। কাহে কিবা রাগমার্গ নির্ণয় না জানি।
বৃন্দাবন ভূমি মধ্যে যত লীলা হয়। যাহা লিখান মদনগোপাল তাহা লেখা যায়।
ইত্যাদি।

অথ প্রথম রাগ—
রাগ দুই মধ্যে শ্রেষ্ঠ করি দুই বিধ হয়।
সমঞ্জসা বক্ষিণা রাগ দুই বিধ কয়॥
শ্রীরূপরঘুনাথ পদে যার আশ।
রাগরত্নাবলী গ্রন্থ কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীরাগরত্নাবলী গ্রন্থ সম্পূর্ণ। সন ১২৪৭ সাল পিপিবিয়ং শ্রীনরোত্তমদাস বৈরাগী।
সাং তালাবাগান।

## ৭। রামায়ণ—আদিকাণ্ড গোবিন্দদাস বা গোবিন্দরাম দাস*।

লেখা ১৫০০।

সূত্র—অনন্ত প্রণাম সীতা রামের চরণে। ত্রৈলোক্যবিজয় যার কবিতা মধুর।
অবহেলে তরি ভব যে নাম স্মরণে। রামগুণ বর্ণন করিল যেই জন।
বন্দ শুক হনুমন্ত পবননন্দন। যতনে বন্দিনু তাঁর সভার চরণ।
যাঁহার প্রসাদে গাই শ্রীরামকীর্ত্তন। সাতকাণ্ড রামায়ণ বাল্মীকি রচিত।
বন্দিলাম আদ্য কবি বাল্মীকি ঠাকুর। প্রথমেতে আদ্যকাণ্ড বড়ই অমৃত।

---

* এই গোবিন্দরাম দাস সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত কাহিনী কথিত আছে। উহা নায়কের প্রকাশ্য [illegible] চলা।

শেষ—কুঞ্জবিহারী পিতামহ সিদ্ধ অভিলাষ।
তাহার তনয় বটে শোভারাম দাস॥
গাইল গোবিন্দ দাস তাহার অনুজ।
যে যাবে বৈকুণ্ঠপুরী শ্রীরামেরে ভজ॥
গোবিন্দ দাসের মন রামগুণ নিধি।
কি দোষ পাইয়া তবে বাদ সাধে বিধি॥
যে কর সে কর মোরে নিল মুনি জ্ঞান।
শেষ হৈল পরমায়ু বিধি হৈল বাম॥
শিশু গোবিন্দদাস গায় রামনাম।
আমি কি গাইব মোরে গাওয়াইছে রাম॥
ইতি আদ্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ।

শ্রীযুক্ত শ্রীল শ্রীহরচন্দ্র ঘড়াস্থ সাকিন ইচ্ছাপুর। পরগণা বালিয়া সন ১২৫৬ সাল তারিখ ২৯ কার্ত্তিক মঙ্গলবার অসিত চতুর্দ্দশী দিবাগতে গোধূলি সময়ে সমাপন হইল।

৮। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড—গোবিন্দদাস। শ্লোক সংখ্যা ৭৫০।

আরম্ভ—দ্বিতীয় অযোধ্যাকাণ্ড সুধার সাগর।
সেই কথা শ্রবণে নিষ্পাপ হয় নর॥

শেষ—কীর্ত্তিবাস কবির সঙ্গীত সুধাভাণ্ড।
সমাপ্ত হইল গীত এ অযোধ্যাকাণ্ড॥

১২৯১ সাল ৩০ আশ্বিন বৃহস্পতিবার। শ্রীশীতলচন্দ্র সান্যাল শিয়ালডাঙ্গা।

৯। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—গোবিন্দদাস। শ্লোক সংখ্যা ১০০০।

আরম্ভ—শ্রীহরি কমলাপতি প্রভু জগন্নাথ।
শঙ্খ চক্র গদা * * * *॥
তাহার চরণে সদা রহু মোর মন।
ভাবি দেখ রাম বিনে নাহি আর ধন।

শেষ—শোভারাম দাসের তনয় দুঃখী দীন।
শ্রীরামগোবিন্দ দাস ভজনেতে হীন॥
দয়া করি পদছায়া দিলা হনুমান।
তেঞ্চিত করিল সুখে রামগুণ গান॥
কৃপাকর রামপ্রিয়া মাত * *
* * রামগুণ গাওয়ায় ভারতী॥
দয়া কর হনুমান পবননন্দন।
কণ্ঠেতে বসিয়া মোরি গাও রামনাম॥
হনুমন্তের পাদপদ্ম করিয়া ধিয়ান।
পয়ার প্রবন্ধে রচি গীত রামায়ণ॥
হনুর চরণপদ্মে মজাইয়া মন।
গাইল গোবিন্দ দাস গীত রামায়ণ॥

১০। রামায়ণ—সুন্দরকাণ্ড—গোবিন্দদাস। শ্লোক সংখ্যা অনুমান

আরম্ভ—শ্রীরাম রাঘব রাম রাজীব লোচন।
দয়া কর দীনবন্ধু লইলাম শরণ॥

শেষ—সাধু শোভারাম দাস বৈষ্ণব প্রকাশ।
অমৃত সুন্দরাকাণ্ড পঞ্চমেতে জানি।
অপূর্ব্ব যাহার কথা সুধা সিন্ধু জিনি॥
তাহার তনয় ভণে হনুমন্ত দাস॥

১১। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড—গোবিন্দদাস। শ্লোক সংখ্যা অনুমান

আরম্ভ—বন্দে রামং ইত্যাদি সংস্কৃত শ্লোক।
বান্ধা হৈল সিন্ধু পার হৈল প্রভু রাম।
রাবণ বলে এতদিনে বিধি হৈল বাম॥

বানরের সিংহনাদ শুনি উত্তর ভিতে।
শুক সারণে আনি রাবণ লাগিল জিজ্ঞ
ইত্যাদি।

শেষ—পত্রখানি এরূপ জীর্ণ যে তাহা পাঠ করা গেল না। ইহাতেও অন্যান্য শেষের যেরূপ ভণিতা, তাহাই আছে বলিয়া বোধ হয়।

১২। রামায়ণ—উত্তরকাণ্ড—গোবিন্দদাস। শ্লোক সংখ্যা অনুমান ৮৩৫০।

আরম্ভ—শ্রীরাম রাঘব রাম রাজীব লোচন। এক রাম নাম হয় সহস্রেক নাম।
নিরবধি জপ মন ভরিয়া বদন। সপ্তমে উত্তরাকাণ্ড শুন সর্ব্ব নর।
সকলের সারাৎসার শ্রীরামের নাম। রাজা হৈল রামচন্দ্র রাজ্যের উপর।

শেষ—গোলোকেতে রামচন্দ্র করেন বিলাস। বাগ্বিপ্রিয়া সরস্বতী করিলেন দয়া।
স্বর্গ আরোহণ গায় বাল্মীকির দাস। গাইল গোবিন্দ দাস পাঞ্চা পদ ছায়া।
এই অবধি উত্তরাকাণ্ড রামায়ণ। গাইল গোবিন্দ দাস করিয়া ভকতি।
এইতক রামায়ণ হৈল সমাপন। হরির চরণ যুগে রহু মোর মতি।
লোভারাম দাসের তনয় দীনহীন। রামায়ণ সাঙ্গ হৈল হনুর কৃপায়।
শ্রীরামগোবিন্দ দাস অতি বড় দীন। পূর্ণ কবি বল হরি দিন বয়্যা যায়।

ইতি উত্তরাকাণ্ড রামায়ণ সম্পূর্ণ। পঠনার্থে শ্রীচৌধুরী দাস ঘড়া সাং ইচ্ছাপুর পঃ মালিয়া সন ১২৪০ সাল।

১৩। শ্যামানন্দ প্রকাশ—কৃষ্ণচরণ দাস।

মঙ্গলাচরণ—অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য ইত্যাদি সংস্কৃত শ্লোক।

বন্দং—প্রথম বন্দিব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। অষ্টাঙ্গ হইয়া বন্দোঁ দুই পদদ্বন্দ্ব।

গ্রন্থকারের গুরুপরম্পরা পরিচয়—

শ্রীরাধামনোহর ঠাকুর আমার। পরমেষ্ট গুরু তেঁহ হন জন্মে জন্মে।
তার দুই পাদপদ্ম মস্তকেতে ধরি। বন্দিব শ্রীশ্যামানন্দ দেবের চরণ।
বন্দিব শ্রীনয়নানন্দ দেবের চরণ। পরমেষ্ট পরাপর গুরু তেঁহ হন।
পরম যে গুরু তেঁহ জন্মে জন্মে হন। বন্দিব শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর।
রসিকানন্দ পদদ্বন্দ্ব বন্দোঁ সাবধানে। জন্মে জন্মে হও তাঁর উচ্ছিষ্টের কুক্কুর।

বিষয়—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু-পরিবার বৈষ্ণবগণের নূপুরাকৃতি তিলকধারণের বিবরণ ও প্রসঙ্গতঃ তাঁহার জীবনচরিতের আংশিক বর্ণন।

শেষ—শ্রীশ্যামানন্দের কিছু না জানি বর্ণন। তাহার চরণে মুঞি বেচিয়াছি মাথা।
বাউলের প্রায় আমি করিনু রচন। তাঁর দুই পাদপদ্ম হৃদয়েতে আশ।
রাধামনোহর প্রভু প্রেমভক্তিদাতা। শ্যামানন্দপ্রকাশ কহে কৃষ্ণচরণ দাস।
ইতি সন ১২১১ সাল তারিখ ১৮ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

অন্য একখানি শ্যামানন্দ প্রকাশ গ্রন্থ দেখিয়াছি; তাহার পাঠের সহিত এ গ্রন্থের পাঠের ঐক্য হয় না; দুইখানি গ্রন্থের বিষয় এক হইলেও যেন দুইখানি পুস্তক বলিয়া বোধ হয়। লেখকারের রাধামনোহর স্থানে শেষোক্ত গ্রন্থখানিতে রাধামোহন লিখিত আছে; ইহা লিপিকর প্রমাদ হইতে পারে। কিন্তু শেষোক্ত গ্রন্থের শেষে এইরূপ লিখিত আছে—

শ্রীশ্যামানন্দ ঠাকুর মোর প্রেমদাতা। জয় জয় জয় প্রভু ঠাকুর আমার।
তাঁহার চরণে মুঞি বেচিয়াছি মাথা॥ তোমার চরণ ধন রতন আমার॥
তাঁর পাদপদ্ম মোর হৃদয়ের হার। শ্রবণ কীর্ত্তন মোর তব নাম গান।
জন্মে জন্মে দাসী হইব তাঁহার॥ জনমে জনমে প্রভু তুমি মোর প্রাণ॥
তার দাসী হব মোর এই অভিলাষ। হরি হরি আর কবে হেন দশা হব।
অপ্রাপ্তিকে হয় বাঞ্ছা দুরন্ত সাহস॥ লইয়া তোমার নাম কান্দিয়া বেড়াব॥
ইত্যাদি।

ইহার পরে পেথোক্ত গ্রন্থে ফলশ্রুতি আছে এবং পেথের-ভণিতা এইরূপ—

শ্রীরাধামোহন পাদপদ্ম করি আশ।
শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ কহে বৃন্দাবন॥

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ।

—o—

# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যবিবরণ।

## বিশেষ অধিবেশন।

সন ১৩০৬। ১২ই আশ্বিন, ২৮শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার।

উপরোক্ত দিবসে উপরোক্ত সময়ে পরিষদের একটী বিশেষ অধিবেশনে নিম্ন সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল (সভাপতি)
" মনোমোহন বসু
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" রজনীকান্ত গুপ্ত
" চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এমএ বিএল
" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" বীরেশ্বর পাঁড়ে
" সম্মথনাথ চক্রবর্ত্তী
" নরেন্দ্রনাথ মিত্র
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক
" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র
" সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী
" অশ্বিনীকুমার ঘোষ
" বসন্তকুমার বসু
" প্রতুলচন্দ্র বসু
" মৌলবী আবদুল করিম
" অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
" গদাধর কাব্যতীর্থ
" মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
" দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ বি এল (সম্পাদক)
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ (সহকারী সম্পাদক)

অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল।

(১) ৺রাজনারায়ণ বসুর মৃত্যু উপলক্ষে শোক প্রকাশ।

(২) বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তনের জন্য যে নূতন প্রস্তাব শিক্ষা বিভাগে উপস্থিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে পরিষদ হইতে গবর্মেণ্টে আবেদন করা স্থির হয়। পরিষদের শাখা সমিতি ঐ আবেদনের যে খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার আলোচনা।

১। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু মহাশয় রাজনারায়ণ বাবুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, রাজনারায়ণ বাবু ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায়ই বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তাঁহার sermon গুলি চমৎকার বাঙ্গালায় রচিত; সেগুলির ভাবও সুন্দর। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির প্রারম্ভে তাঁহার স্থান বিদ্যাসাগরের ও অক্ষয় কুমারের পার্শ্বে। তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া বহু বাঙ্গালা লিখিতে শিখেন। তিনি মাতৃ ভাষা-

যাহা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁহার সেই সদানন্দ রোচিত শুভ্র হাস্য আর কখনও শুনিতে পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ।

মৌলবী আবদুল করিম মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলেন—তাঁহার রচনার প্রসাদগুণ চিত্ত বিমোহন। তাঁহাকে যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও জাতীয়তা দ্বারা মুগ্ধ হইয়াছেন। বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট নানা বিষয়ে কৃতজ্ঞ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী বলেন—রাজনারায়ণ বাবুর সাহিত্যানুরাগ অসাধারণ ছিল। তিনি প্রকৃতই একজন সাহিত্যপ্রেমিক ছিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন বঙ্গভাষার উন্নতির জন্য রাজনারায়ণ বাবু প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদাই পরিষদের উন্নতিকল্পে নানা উপদেশ দিতেন। দেশ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ, পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ রূপে কৃতজ্ঞ।

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই প্রস্তাবের পোষকতা করেন।

শ্রীযুক্ত প্রতুল চন্দ্র বসু প্রস্তাব করেন,—আমাদের এই শোকপ্রকাশ প্রস্তাব মৃত মহোদয়ের পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।

সভাপতি মহাশয় বলেন, রাজনারায়ণ বাবুর চরিত্রে ও জীবনে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় তাঁহার জাতীয় ভাব। তাঁহার যৌবনকালে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্লাবনে দেশ প্লাবিত হইয়াছিল, তিনি সে প্লাবনে ভাসিয়া না যাইয়া স্রোত ফিরাইবার পক্ষে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা বিদেশীয়, কিন্তু তাঁহার প্রাণ দেশীয়। আমাদের বিশেষ সম্মানের কথা এই যে, তিনি আমাদের প্রথম বিশিষ্ট সভ্য।

পরিষদ হইতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি মৃত মহোদয়ের পরিবারবর্গের নিকট পাঠান হইয়াছে।

"বাঙ্গালা সাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃৎ, ঋজুস্বভাব, রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের লোকান্তর গমনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। পরিষদের সূচনা হইতে তিনি ইহার উন্নতিকল্পে সর্ব্বদা কামনা করিতেন এবং তিনি এই পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। তাঁহার লোকান্তর গমনে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের ও জাতীয় ভাবের বিশেষ পক্ষপাতী একজন সুহৃৎ হারাইলাম। তাঁহার মত সহৃদয় লোক ও সুহৃৎ ব্যক্তির অভাব সহজে পূর্ণ হইবে না, ইহাই আমাদের গভীর আক্ষেপের বিষয়।

২। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু মহাশয় প্রস্তাব করেন যে শাখাসমিতির পাণ্ডুলিপি গৃহীত হউক।

শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয় ঐ প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

কমিটির দুইজন সভ্য কমিটি হইতে আপনাদের নাম অপসৃত করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন, তাঁহাদের নাম অপসৃত হইতে পারে কি না এই বিষয়ে তর্ক হয়।

পরিশেষে তাঁহাদের নাম বর্জ্জন করাই স্থির হয়।

উপস্থিত পাণ্ডুলিপির বিচারে তাহাতে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে ঐ আবেদন গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করা স্থির হয়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

| সম্পাদক | সভাপতি |
|---|---|
| শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী | শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর |

---

## ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন।

গত ১২ই অগ্রহায়ণ (১৮৯৯। ২৬শে নবেম্বর) রবিবার অপরাহ্ণ ৪৷৷০ ঘটিকার সময় রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বাটীতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ দিন সভায় নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

| | |
|---|---|
| দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি) | শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র সমাজপতি |
| রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর | „ চারুচন্দ্র ঘোষ। |
| মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি | „ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় |
| শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী | „ ভূতনাথ মিত্র |
| „ কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ | „ বাণীনাথ নন্দী |
| পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ | „ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী |
| প্রমথনাথ মিত্র | „ কালিদাস নাথ |
| „ আনন্দনাথ রায় | „ মন্মথমোহন বসু |
| „ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল | „ সতীশচন্দ্র মিত্র |
| „ গিরিশচন্দ্র রায় | „ ব্যোমকেশ মুস্তফী (সহকারী সম্পাদক) |
| বিষ্ণুকুলচন্দ্র শেঠ | |

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল :—

(১) গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ।

(২) সভ্য নির্ব্বাচন।

(৩) প্রবন্ধ পাঠ (ক) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী লিখিত "আদিশূর ও জয়ন্ত" নামক প্রবন্ধ।

(খ) শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় লিখিত "রঘুনন্দন ঠাকুর ও ঠাকুর নরহরি সরকার" নামক প্রবন্ধ।

(৪) প্রস্তাব—গ্রন্থরচনা সমিতির সংস্রবে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বক্তৃতা সম্বন্ধে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির প্রস্তাব।

(৫) বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইলে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী সহকারি সম্পাদক কর্ত্তৃক গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত হইলে গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত নূতন সদস্যগণের নাম যথাক্রমে প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া নির্ব্বাচিত হইল :—

প্রঃ। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র।
সঃ। „ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল।
নূ, স। „ হীশচন্দ্র দে।
৯ নং হ্যারিসন রোড।

প্রঃ। „ ব্যোমকেশ মুস্তফী।
সঃ। „ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
নূ, স। „ শশিভূষণ দে।
৬১ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট্।

প্রঃ। „ ব্যোমকেশ মুস্তফী।
সঃ। „ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
নূ, স। „ হেমচন্দ্র দে এমএ।
আনন্দ চাটুর্য্যের লেন।

প্রঃ। „ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেববাহাদুর।
সঃ। „ কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।
নূ, স। „ গোপালচন্দ্র সোম এমএ বিএল।
২৯ নং হোগলকুড়িয়া লেন।

প্রঃ। „ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
সঃ। „ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ।
নূ, স। „ পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ।
৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট্।

প্রঃ। „ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
সঃ। „ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ।
নূ, স। „ অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
হরিঘোষের ষ্ট্রীট্।

প্রঃ। „ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
সঃ। „ কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।
নূ, স। „ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
প্রঃ। „ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
সঃ। „ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
নূ, স। „ কুমার জিতেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
২। ৭ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্।

প্রঃ। „ আনন্দনাথ রায়।
সঃ। „ সতীশচন্দ্র মিত্র।
নূ, স। „ কবিরাজ যোগেন্দ্রনাথ সেন এমএ।
৩১ নং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট্।

প্রঃ। „ চারুচন্দ্র ঘোষ।
সঃ। „ কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।
নূ, স। „ বৈদ্যনাথ ঘোষ।
১১ নং রামকৃষ্ণ দাসের লেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফীর প্রবন্ধ পঠিত হইল। উহাতে প্রবন্ধপাঠক গৌড়-ধিপ মহারাজ আদিশূর এবং গৌড়াধিপ মহারাজ জয়ন্তকে এক বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন।

বসুমতী সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধ যাহা শুনিলাম, এসম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিবার আছে। প্রবন্ধে গৌড় সম্বন্ধে একমাত্র দেশবিভাগের কথাই বলা হইয়াছে; কিন্তু কেবল দেশ নহে, "গৌড়" শব্দে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণকেও বুঝায়। রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক এতিন বিভাগ কেবল বঙ্গদেশে দেখা যায়, এবং বল্লাল সেন বা লক্ষ্মণসেনের সময় হইতে ঐরূপ শ্রেণী বিভাগের আরম্ভ গণনা করা যায়, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেও ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যদেশ ভেদে বা সমাজ ভেদে দশটী বিভাগ ছিল। মোটামুটী ঐ দশ শ্রেণী পঞ্চ গৌড় ও পঞ্চ দ্রাবিড় এই দুই প্রধান ভাগে অভিহিত হইত। বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তরস্থ অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্ত বাসী ব্রাহ্মণদিগকে পাঁচভাগে বিভাগ করিয়া পঞ্চ গৌড় ব্রাহ্মণভাগ ও দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণদিগকে বিভাগ করিয়া পঞ্চ দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ ভাগ গণনা

হইত। এই পঞ্চ গৌড় ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে সারস্বত, কান্যকুব্জ মৈথিল, [illegible] ঔৎকল এই পাঁচ শ্রেণী গণ্য হইত। তন্মধ্যে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গৌড় ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত পূর্ব্বকালের বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের বাস এখন আর বাঙ্গালা দেশে নাই, রাজপুতনায় কতকগুলি আছেন। তাঁহারা স্বীকার করেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস বাঙ্গালাদেশে [illegible]। এতদ্দ্বারা বোধ হয় যে পঞ্চ গৌড়াধিপ শব্দে সারস্বতাদি পঞ্চ গৌড় ব্রাহ্মণের [illegible] সমস্ত স্থানের একজন একচ্ছত্রী রাজা হওয়া অসম্ভব। উহা কুলগুরু [illegible] অতিশয়োক্তি বা আশীর্ব্বাদ মাত্র। কারণ দেখা যায়, বিদ্যাপতিও তাঁহার আ[illegible] সিংহকে "চিরংজীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া [illegible] পঞ্চ গৌড়াধিপ অর্থে রাঢ়, বরেন্দ্র; বাগড়ি, মিথিলা ও বঙ্গ এই পাঁচভাগে বি[illegible] দেশ হইতে পারে। বিশেষতঃ ঘটক গ্রন্থে কাশী নরেশের সহিত যখন আদিশূরে[illegible] বলিয়া উক্ত হয়, তখন আফ্রিদির প্রবন্ধকারের বর্ণিত পঞ্চ গৌড়ের অন্যতম [illegible] বক্তা ভাগলপুরে অবস্থান কালে কাতালগাঁর নিকট কাশদা নামক স্থানে [illegible] কুণ্ড নামে এক স্থান দেখেন। সেইস্থানে এতদ্দেশীয় পাথর পাওয়া যায়, [illegible] সেবনাগর অক্ষরে লেখা ছিল—স্থৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে তিনদিনের পথে সমুদ্র অর্থাৎ গঙ্গাসাগর সঙ্গম, এবং সুখী সদম পাঁচ দিনের পথ। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, যখন ঐ পাথরে উৎকীর্ণ দেশ সংস্থান বর্ত্তমান ছিল, তখন বাঙ্গলার যে অংশ বাগড়ি নামে [illegible] অর্থাৎ গঙ্গার বদ্বীপ, তখনও তাহা উৎপন্ন হয় নাই। সে পাথরের অক্ষর দেখিয়া চন্দ্র [illegible] তাহাতে উৎকীর্ণ বলিয়া বোধ হয়। একভিন্ন অঙ্কের ইঙ্গিতে যে সকল শব্দে পাওয়া যায়, আর আমরা সামান্যতঃ তাহাদের যেরূপ অর্থ গ্রহণ করি, অনেক স্থলে [illegible] নহে। আমার বিশ্বাস তাহাদের অর্থ বিচারে আমরা অক্ষম। আর্য্যভট হইতে গণনাকালে অন্যান্য বেন্টলী ও বাপুদেব শাস্ত্রীর বিচার বিষয়ক প্রবন্ধাদি দেখিয়াই আমার এরূপ ধারণা। বাপুদেব শাস্ত্রী ঐ সকল অঙ্কবোধক শব্দের চলিত অর্থ লিখিয়া গ্রন্থরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সুতরাং এস্থলেও এই সকল বচনের যদি সেইরূপ ভিন্নার্থ [illegible], তবে ভরত ও আদিশূরের একত্ব সম্বন্ধে বড় সন্দেহ দাঁড়ায়। তাহার পর প্রবন্ধকার আদিশূরকে একস্থলে বিদেশাগত রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বক্তা তাহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করেন না। কুরুক্ষেত্রের পর হুন চীন শক প্রভৃতি বৈদেশিকের আক্রমণ হইয়াছিল বটে, কিন্তু আদিশূর যে তাহাদেরই মত বিদেশী তাহা বোধ হয় না। তাহার পর [illegible] সামন্তরাজ সবই বিদেশী। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ জাতীয় লোকে কান্যকুব্জবাসী, তাহাদের রীতি-নীতি অঙ্গ সমস্তই মৈথিল, কারণ তখন মিথিলাই বিদ্যাস্থান ছিল। এই হিসাবে যদি আদিশূরকে বিদেশী বলা যায়, তবে সে স্বতন্ত্র কথা।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—প্রবন্ধকার একস্থানে বলিয়াছেন, কাশল গৌড়; সেরূপ স্থান সম্ভবতঃ ছিল না, কারণ কোন প্রমাণ দেখা যায় নাই

আদিশূর কেবল বাঙ্গালা দেশেরই রাজা ছিলেন। পঞ্চ গৌড়াধিপ বিশেষণ কেবল অতিশয়োক্তি। জয়াপীড় বৌদ্ধ নরপতি, ক্ষেমেন্দ্রের অবদানকল্পলতায় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কুলজীর লেখা যেরূপ বিশৃঙ্খল, তাহাতে উহার প্রমাণ বিশেষ বিশ্বাস্য প্রমাণ নহে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি বলিলেন,—জয়ন্ত ও আদিশূর সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান এবং আলোচনা আবশ্যক। প্রমাণ প্রবন্ধকার যথেষ্ট দেন নাই; গৌড়াধিপ ভাবে প্রযুক্ত, তাহাতে তাহার কিছু ঐতিহাসিক অর্থ আছে; একেবারে উহা অতিশয় বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। যদিও সামান্য জমীদারকেও অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষীরা স বলিতে কুণ্ঠিত হন না, তথাপি স্থলবিশেষে আবার ঐরূপ শব্দ হইতেই তথ্য উ গৌড় নামের প্রসিদ্ধি পাল ও সেন রাজগণের সময় হইতেই হইয়াছে। পাঁচ বাঙ্গালা দেশের যে বাগড়ি বিভাগের কথা বলিয়াছেন, তাহা অনেক পরে ব করেন। আদিশূরের সময় উহা ছিল না। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন গৌড়রাজ্যের রাজ গৌড়ের ভগ্নাবশেষ মালদহের নিকটে আছে। সাহিত্যে ইহার বিবরণ প্রকাশি একটা কথা, আইন-ই-আকবরীতে খৃষ্টাব্দে বা কোন অব্দ দিয়া কোন রাজার কা করা হয় নাই। প্রবন্ধ পাঠক এই সম্বন্ধে একটু ভুল করিয়াছেন। তাঁহার এ সকল বহু চেষ্টা দেখিয়া আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতেছি। তাঁহার প্রবন্ধ একটা নূত বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। প্রবন্ধ পত্রিকায় মুদ্রিত হউক।

তৎপরে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ বলেন,—আমার এ বিষয়ে কিছু বলা বিড়ম্বনা, আমি ইতিহাস বুঝি না ও জানি না। অন্ধের হাতী দর্শনে যে দুর্দ্দশা হয়, আমাদের ইতিহাস আলোচনায় তদপেক্ষা দুর্দ্দশা হইয়া থাকে। ইতিহাস আলোচনার উপকরণ আমাদের এতই অল্প। তাহার উপর অদ্যকার প্রবন্ধে চিরকালের বদ্ধমূল সংস্কারের পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবার কথা। ইহাতেও সংকোচ বোধ হয়; ঐতিহাসিক বিবরণ সভ্য কথা; তাহার মধ্যে অনুমান প্রবেশ করিলেই গোল লাগে। পরিষৎ পত্রে প্রকাশ করিতে হইলে এক দিনে এক জনের চেষ্টা ও মীমাংসার ফল পত্রস্থ করা উচিত নহে। ব্যোমকেশ বাবুর চেষ্টা ভাল, সে জন্য আমি তাঁহাকে প্রশংসা করি; তবে তাঁহার সহিত আমার মতের অনেক স্থলে ঐক্য হয় নাই।

প্রবন্ধলেখক ব্যোমকেশ বাবু বলেন,—পাঁচকড়ি বাবু যাহা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে আমার বক্তব্য এই:—পঞ্চগৌড়াধিপ বিশেষণ একেবারে অতিশয়োক্তি নহে। বঙ্গাধিপের কাশীরাজ্য বাদ দিয়াও পশ্চিমে কণোজ পর্য্যন্ত, দক্ষিণে উড়িষ্যা ও উত্তরে মিথিলা পর্য্যন্ত অধিকার করা চলে। তাহার উপর রাজতরঙ্গিণীতে স্পষ্ট প্রমাণ আছে যে, জয়াপীড় শ্বশুরকে কনোজরাজ্য জয় করিয়া দিয়াছেন। আমি জয়ন্ত বা আদিশূরকে বিদেশী বলি না। তবে শিলালিপিতে উল্লিখিত গৌড়াধিপের সহিত আদিশূরের কতটুকু সাদৃশ্য আছে, তাহাই দেখাইবার জন্য উহার উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। শিলালিপিতেও কোন নাম নাই; আমি কোন নামের

গৌড়াদিপের একত্ব প্রতিপাদন করিয়া
তের অপ্রাসঙ্গিক। তিনি পঞ্চগৌড় অর্থে বাঙ্গা
ন বিদ্যানিধি মহাশয় তাহার ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছে
ধর্ম বঙ্গীয়ের উৎপত্তি ফল লইয়া তিনি সে কথা
প্রমাণ হয় না, সে চন। ৯ শতাব্দীর পূর্ব্বে ঐরূপ যে
গোল উঠাইয়া যায়। ইহা বহু পূর্ব্বের কথা, ব
তখন বঙ্গীপ গঠিত হইয়াছে নিশ্চয়, ডাঃ রাজেন্দ্রলা
যে বঙ্গীপ হয় নাই, ইহা অসম্ভব; শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র
এ কথা আমি অনুসন্ধান করিয়া দেখিব, তবে
গুলি একেবারে অবিশ্বাস করিতে পারি না। সে
কাব্যবিশারদ মহাশয় যে প্রচলিত সংস্কার সংকোচ
ঠিক, কিন্তু আমি এই একটি ঐতিহাসিক জটিলতা
ক্ত আলোচনা হইলে কি দাঁড়াইবে তাহার মীমাংসা
অনেকের অনুকূল যুক্তিগুলি উদ্ধৃত করিয়

অ তি মহাশয় বলিলেন, ঐতিহাসিকদিগে
মাংসা বিশারদ মহাশয়ের উপদেশ
নির্ণীত এ বিষয়ে আমি আরও অল্প
মাংসা করিতেছি। পঞ্চগৌড়, পঞ্চদ্রাবিড়,
ক্ষণ কায়স্থের আগমন এই পাঁচে কিছু রহস্য আছে কি
চেষ্টা সাধু; এইগুলা অনির্দ্দিষ্ট বিষয় খুচাইয়া ম
না প্রথমে আসে; তৎপরে তাহার অনুকূল প্রতিকূল
সার পর মীমাংসা। ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধে আজ
নক কথা খুলিয়া গেল। মীমাংসার সময় এমনও হয়
তৎপরে বিবিধ বিষয়ের মধ্যে পত্রিকার মলাটে বিজ্ঞ
ল, কুৎসিত বিজ্ঞাপন ও ঐ পন ব্যতীত ভ
দাস বাবুর কমিশন , অন্যান্য সং
সংবাদপত্রের সম্পাদক ন। ইউক।
গ্রন্থকারগণের ধন্যবাদ ক ধন্যবা

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ শ্রী

সম্পাদক।

১৩১৬। ৩রা পৌষ।

## ণপ্তম মাসিক অধিবেশন।

১৭ই ডিসেম্বর) রবিবার অপরাহ্নে পরিষদের ক
শন হইয়াছিল। ঐ দিবস সভায় নিম্নলিখিত ব

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
" বেদব্যাস ঘোষ
" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ
" যতীশচন্দ্র সমাজপতি
" বরদাচরণ মিত্র এমএ বি এল
" গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী বিএ
" সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বিএ
" প্রতুলচন্দ্র বসু।
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এমএ বিএল সম্পাদক।
" ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহ-সম্পাদক দ্বয়
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিএ }

ালোচ্য ছিল,—

কৃত—"রঘুনন্দন ঠাকুর ও ঠাকুর নরহরি দাস" নামক প্রবন্ধ।

যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীয় বক্তৃতা সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহ

বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

র নির্ব্বাচন হয়।

নু, স। ... রায়।

১৩ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট

প্রঃ। কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী।

ড। সঃ। যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এমএ বিএল।

নু, স। নেপালচন্দ্র শিরোমণি

সঃ , ব্রজেন্দ্রকেশ মজুমদার।
সঃ , শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী এমএ বিএল।
, বিজয়চন্দ্র মজুমদার বিদ্যা।
জমীদার, মুড়াপাড়া, (ঢাকা)।
সঃ , মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
সঃ , সতীশচন্দ্র মিত্র।
নৃ. স। , কুঞ্জলাল দাস।
১৫ নং কাশীপুর রোড।
গ্রঃ। , সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
সঃ। , হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিএ।
নৃ. স। , উপেন্দ্রনাথ মজুমদার এমএ
Assistant Accountant General, Bengal


৩। গ্রন্থ-রচনা সমিতির সংস্রবে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীয় বক্তৃতার [illegible] সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে স্থির হয় যে, এই series এর সকল বক্তৃতাই Bengal University Institute গৃহে প্রদত্ত হইবে।

৪। [illegible] বাবু তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলে তাহার আলোচনায় শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, বক্তা মহাশয় বহু অনুসন্ধান করিয়া যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। নরহরি দাস বৈষ্ণব ছিলেন, বস্তু তাঁহার ভক্তি ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে, তাই তিনি বঙ্গভাষারও গৌরব। [illegible] বক্তা মহাশয় তাহার কাব্যের সমালোচনা করিলে বড়ই ভাল হইত। তিনি যদি তাঁহার পদাবলী সংগ্রহ করিয়া পরিষদকে দেন, তবে আমাদের বিশেষ উপকার হয়। কিন্তু নরহরি দাস বিবাহ করিয়াছিলেন কি?

পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলেন যে, বৈষ্ণব সকল ভক্তের চরিতের বিষয় [illegible] বড়ই উপকার হয়। তবে বক্তা মহাশয় প্রবন্ধের যে স্থানে বলিয়াছেন যে, "এই যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সংস্রবে প্রণতি", কাহারও প্রণামে বৈষ্ণবের [illegible] প্রমাণিত হয় না।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি কিছু বলিলে বক্তা মহাশয় বলেন, রামকান্ত ও ভরত [illegible] কুল-পঞ্জিকা প্রমাণ্য। তিনি ভরত মল্লিকের রচিত গ্রন্থ হইতেও অনেক কথা [illegible] করিয়াছেন। তাহা ত যে ধারাবাহিক ইতিহাস আছে, তাহাতে দেখা যায় নরহরির [illegible] ছিলেন। কন্যাদিগের শ্বশুর গোস্বামীরও নামোল্লেখ আছে। উপসংহারে তিনি [illegible] যে, তিনি পরিষদের জন্য প্রস্তাবিত পদাবলী সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন।

সভাপতি মহাশয় অনুসন্ধিৎসার জন্য বক্তা মহাশয়কে ধন্যবাদ দেন। তিনি বলেন, [illegible] ঐতিহাসিক রকমে লিখিত হইলে বড়ই ভাল হয়। তিনিও আশা করেন, [illegible] পদাবলী সংগ্রহ করিবেন।

৫। এই সভায় প্রকাশ করা হয় যে, পরিষদের পূর্ব্বকালে পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত [illegible] অভিভাষণ পুস্তিকা ব্যতীত আরও কয়েক খানি গ্রন্থ আসিয়াছে। পরিষৎ [illegible] আটাশ (২৮) The 28th Annual Report of the Committee of the British

India Associationর জন্য রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর [illegible] জন্য শ্রীযুক্ত কালিদাস-নাথ মহাশয়কে ও "সাময়িক [illegible] তাহার প্রতিকার" পুস্তিক[illegible] জন্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়[illegible] ধন্যবাদ প্রদান করেন।

[illegible] প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র [illegible] প্রস্তাবের সমর্থনে সভাপতি [illegible] পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ — সভাপতি শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর

১৩০৬। ৩১ মাঘ।